শ্রীশ্রী লীলাচিন্তা

(অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

(২য় খণ্ড)



শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস

শ্রীজনার্দন চট্টোপাধ্যায়

2-5

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

(২য় খণ্ড)

শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস
শ্রীজনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ—
ত্রিদণ্ডীস্বামী মাধব রামানুজ জীয়র
শ্রীশ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ ঃ—
ওঙ্কার পঞ্চমী, ১৪১২

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
১। শ্রীমহামিলন মঠ
৭/৭, পি. ডব্লু. ডি. রোড , কলি—৭০০০৩৫।
২। শ্রীরামানন্দ মঠ , চিতেরমার পড়া, দিগসুই ,হুগলী।
৩। জয়গুরু জুয়েলার্স, বারাসাত রোড,
মসজিদ মোড়, ব্যারাকপুর।

মুদ্রাকর ঃ— শীতলা আর্ট প্রেস
বারাকপুর, দেবপুকুর
প্রোঃ- হীরণ মুখার্জী
মোবাইল - ৯৮৩১৯০২০৬৫

সেবা—

৭০ টাকা

।। প্রকাশকের নিবেদন।।

ঁ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বেদ বিদ্যালয়
১১ই আশ্বিন, ১৪১২

'শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা'র কথা প্রকাশক আর কি প্রকাশ করবে— তাঁর লীলা যেন স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছেন।

যাঁর লীলাচিন্তা তিনি স্বয়ং-প্রকাশ—ভাষা সেখানে নীরব। কিন্তু দ্বন্দ্বভূমিতে দ্বৈতাভাস জন্য শুধু মননেরই বিষয়।

পাঠকের মনে সদা মননরূপে লীলাচিন্তা বিরাজিত হোন্— ইহাই কাম্য।

জয়গুরু
স্বামী মাধব রামানুজ জীয়র

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা
প্রাক্‌কথন

ওঙ্কারনাথং মহিমাবদাতং বিশুদ্ধসত্ত্বেন সদা বিভাতম্।
যোগীশ্বরং যোগসমাধিমগ্নং নিত্যং নমো ব্রহ্মবিবোধলগ্নম্।।

নাম, রূপ, লীলা ও ধাম চারটিই এক একটি পাবনতম। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক শক্তি আছে। যে কোনটির আশ্রয় গ্রহণ করলে জীব অনায়াসে সেই পরমানন্দ লাভের অধিকারী হতে পারে। অবশভাবে একটির সেবায় অন্যগুলির কৃপা সহজলভ্য হয়ে যায়। একটির আশ্রয়ে অপরগুলির সান্নিধ্য অনায়াসলভ্য হয়ে পড়ে।

উপস্থিত লীলাচিন্তার অনাবিল স্বপ্রকাশ প্রথম খণ্ডের প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠায় বিশদ লীলাচিন্তার মধ্যে সুদীর্ঘ জীবনকাব্যে মাধুর্য্যময় ছন্দের ওঠানামার মাধ্যমে, সাধকের সরস কাব্য কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ও মহাভাবজনিত ভাবার ঝঙ্কারে সুতান তুলে ভক্তিগীতির ঝর্ণাধারায় প্লাবিত করেছে। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় খণ্ডে আবার নানা ভাবের পসরা লয়ে প্রকাশিত হয়ে আমাদের লীলা আস্বাদনের জন্য আবির্ভূত হচ্ছেন।

সেই নব মূর্চ্ছনার লীলাচিন্তাকে সাদরে স্বাগত জানাতে শ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেবের অনন্ত লীলার আরও কিছু কিছু দিগ্‌দর্শন করিয়ে আমাদের আনন্দ দান করতে আবির্ভূত হচ্ছেন জেনে তাঁর সুখময় আগমনের প্রতীক্ষায় রত ভক্তবৃন্দ। তাঁর নাম, রূপ , লীলা ও ধামের মধ্যে কলিযুগে লীলাচিন্তা লঘুপায়। শ্রীনামসুন্দরের ঘনীভূত মূর্ত্ত লীলাবিগ্রহ পরমতীর্থ-স্বরূপ। যখন যেখানে যেভাবে লীলা করেছেন তার স্থান-কাল-পাত্রও পবিত্রতম পাবনী শক্তিতে পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণের বিকাশ। আবার পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে যা অবশিষ্ট তাও পূর্ণতমই থেকে যাচ্ছেন। তাই তাঁর তুলনা নেই, তিনি অতুলন।

লেখক পরিচিতি— এক অনবদ্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ও কৈঙ্কর্য্যের অধিকারী প্রতি লীলাকথার পরিশেষে দাস জনার্দ্দনের পরম আকুতির আন্তরিকতা। লেখকের পূত জীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, শরণাগতির মাধ্যমে যে অনন্য আত্মনিবেদন, তাতেই যুগে যুগে যুগাবতারগণের রেখে যাওয়া স্মৃতিকথার অনবদ্য বিকাশ। পরবর্ত্তী প্রজন্মের জন্য অমূল্য এই কাব্য। প্রতিভা বিস্ময়কর, শ্রবণ-মধুর ভাগবতী কথা রামায়ণ মহাভারত শ্রীভাগবত ও চৈতন্য কথামৃত, চৈতন্য কড়চা, রামকৃষ্ণদেবের জীবন-চরিত সুধার মত

এই লীলাচিন্তা অনর্গল প্রবাহিত হয়েছে স্বতঃই। হৃদয়ে আবির্ভূত স্বপ্রকাশ অনাবিল আনন্দ প্রবাহের সান্নিধ্য লাভে, অপার করণা লাভে আমরা ধন্য। লীলা ধ্যানে তন্ময় হয়ে কবির অন্তর-মথিত লীলামৃত-সুধা আমাদের অমৃত দান করে আত্মসাৎ করে নেবেন। অমৃত লাভে অমৃতত্ব লাভ হোক্ এই প্রার্থনা। ঘরে ঘরে সুসজ্জিত হোক্ অমৃতস্য পুত্রের এই অমৃতস্বরূপ লীলাচিন্তা। এই লীলাচিন্তার অধিকারী আমরা সকলেই অজর অমর আনন্দ অভয়ের অধিকারী হব—এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে অমূল্য রত্নস্বরূপ এই লীলাচিন্তার পরম সহায় এই গ্রন্থখানি গৃহে গৃহে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তবৃন্দের সকল সাধনের পরিপুষ্টিকর সাধন সহায় রূপে পূজিত হোক্ , এই প্রার্থনা জানাই। অনবদ্য ভাষা ও ভাবযুক্ত মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহী এই ঝঙ্কারে জড়ত্ব দূর হোক্, ভক্তি যোগ ও মহাজ্ঞানের স্ফূরণ হোক্।

স্ব-মহিমায় আবির্ভূত ছন্দায়িত হয়েছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরই। ভাব ভাষা ও ছন্দ মাধুর্য্যে জীবতারণের জন্য তাঁর এই শুভ আবির্ভাব, পুস্তক আকারে আকারিত শ্রীমদ্ ভাগবতের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি স্বরূপ শ্রীঠাকুরই লেখককে আত্মসাৎ করে অর্জ্জুনের মত নিমিত্তভাগী করে তাঁর লীলাতনুতে আবির্ভূত। তাই লেখককে শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের অপর মূর্ত্তিতে এই লীলাগ্রন্থের নানা ভাগে নানা অংশের অপূর্ব্ব ভাব বর্ণনার ঝঙ্কারে অভিভূত করে তোলে।

শ্রীঠাকুরের কলিকাতায় সংস্কৃত ভাষায় ভাষণের অনুরণন অতুলন ওই দুর্ব্বোধ্য বর্ণনায় এতটুকুও বর্ণমালার বিকার হয় নি। ভাব মাধুর্য্যকে একই ভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, সেও তাঁরই অপার করুণা, রচনার সব চাইতে কঠিন ওই অংশকে সুনিপুণভাবে গ্রন্থন করে নিপুণতায় প্রতিটি বর্ণের ছন্দায়িত স্পন্দনের মাঝে লেখকের তন্ময়তায় বিস্মিত বোধ করতে হয়। শ্রীঠাকুরের বাক্য, ভাব, বর্ণনা, দৃপ্ততা সবই ওই সমস্ত লীলাচিন্তায় প্রাণবন্ত হয়ে এই গ্রন্থে নিত্য বিরাজমান। এই বাঙ্ময়ী লীলাচিন্তন গ্রন্থখানি প্রতি ঘরে ঘরে পূজিত হয়ে বেদ পুরাণ ইতিহাস স্বরূপ সীতারাম ভাগবত আমাদের স্মরণ মনন লীলাচিন্তার সহায়ক হয়ে আগামী প্রজন্মের ও পরবর্ত্তীকালে লীলার আকর গ্রন্থরূপে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হোক্, শ্রীঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনা জানাই।

শ্রীমান্ লেখকের পরিচিতিতে, যার নাম রয়েছে বিমল আনন্দপ্রদ শ্রীঠাকুরগত লীলাসঙ্গী এক চিহ্নিত সন্তান। কর্ম্মময় জীবনে শ্রীঠাকুরগত সদাচারী, উপাসনাময়, ছায়াসঙ্গীর পর্য্যায়ভুক্ত। আবাল্য সীতারাম আদর্শের ধারক বাহক, তন্ময়ভাবে লীলা আস্বাদনকারী শ্রীমান জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় ভাই। সীতারাম ভাব চিন্তায় কর্ম্মময় জীবনে কর্ম্মস্থলের টেবিলে লীলা আস্বাদনের পাণ্ডুলিপিকেই জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান সাধনার সার রূপে গ্রহণ করেন।

হৃদয় উদ্ভাসিত করে যখন যখন যেমন ভাবমগ্নতায় হৃদয়ে সত্যানুভূতি উদ্ভাসিত হওয়ার অপেক্ষায় কর্ম্মস্থলের কর্ম্ম-অনীহার মানসিকতা শুধু লেখনীর উজ্জ্বলতায় সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে থাক্তো, ছন্দোময় এই লীলানুভূতিতে ডুবে যেতেন। পরবর্ত্তীকালে সেই সাধন অনুভূতি ভাবমুখে উদ্বেলিত হয়ে নির্ঝর ধারা প্রবাহে পরিণতি লাভ করে। সেই রচনাই শ্রীঠাকুরের অনুমোদিত হয়ে ভাষা, ভাব ও মাধুর্য্যের পরিণতি রূপে এই লীলাচিন্তন বিকশিত। অপূর্ব্ব সহজ সরল অনর্গলভাবে সংরক্ষিত হয়ে স্নিগ্ধ শান্ত বন্ধুভাবে অনাবিল শ্রীঠাকুরের ভাষাকে অবলম্বন করে এই ভাবমাধুরীর স্বপ্রকাশ। শ্রীঠাকুর সাধক কবির হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আপনা আপনি প্রকাশিত হয়ে, 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'— নিমিত্ত করে জীবতারণের জন্য স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছেন। এর ভাষা ভাব অনবদ্য। শ্রীঠাকুর কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে এই দৈবী ভাবের প্রেরণা দিন। এই লীলাচিন্তন ঐতিহাসিক পৌরাণিক ও নিত্য পরম আত্মীয়স্বরূপ সমাদৃত হয়ে আমাদের কলিমল দূর করে নামময় করুক।

মঙ্গল। অলমিতি।

শ্রীরামানুজাচার্য্য নবাবতারং গৌরাঙ্গদেবোজ্জ্বলভাবসারম্।
সদা মহামন্ত্রকৃতপ্রচারং ওঙ্কারনাথং নমো দুঃখপারম্।।
কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ গুণাভিরামং ধ্যায়ন্তমন্তঃ ক্রিয়য়াবিরামম্।
মুখে চ গায়ন্তমপেততন্ত্রম্ নেত্রপ্রিয়ং তং নমো যোগিচন্দ্রম্।।

উর্দ্ধে অধে সম্মুখে ও পশ্চাতে তোমার
কোটি কোটি নমস্কার হে গুরো আমার।

নিত্যদাস পরাঙ্কুশ রামানুজ

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
১৬ই কার্ত্তিক, ১৪১২
বৃহস্পতিবার।

—উৎসর্গ—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

অনন্তশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব
শ্রীচরণকমলেষু

হে গুরুদেব,

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত এই শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা কুসুমে তোমার পূজা করতে এসেছি। কৃপা পরবশ হয়ে গ্রহণ করে এ অধম কিঙ্করকে কর কৃতার্থ।

প্রণাম প্রণাম প্রভু কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণ কমলে।

শ্রীগুরুধাম
চ্যাটার্জ্জী পাড়া
ব্যারাকপুর
২৪শে কার্ত্তিক, ১৪১২

শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস
শ্রীজনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা (২য় খণ্ড)

নিবেদন

আমার নাথ শ্রীজগন্নাথ,
আমার গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু,
আমার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মা,
সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।
লক্ষ লক্ষ বার প্রণাম করি।
কোটি কোটি বার প্রণাম করি।

যাদের মাধ্যমে প্রভুর কৃপার পরশ পেয়েছি সেই
(১) ত্রিদণ্ডী স্বামী মাধব রামানুজ জীয়র ও
(২) ত্রিদণ্ডীস্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ জীয়র-কে শত শত প্রণাম জানাই।
(৩) অধ্যাপক ঁপরাশর চট্টোপাধ্যায়
(৪) ঁহরিসাধন বেদতীর্থ
(৫) ঁপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
(৬) ঁঘৃতগন্ধী চন্দ —প্রভৃতির আত্মার শান্তি কামনা করি প্রভুর চরণে।
পরম আদরণীয় ভ্রাতা
(১) শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ
(২) শ্রীমৎ অশোকানন্দজী
(৩) 'ছোট বাবা' (রামানন্দ মঠ)
(৪) কিঙ্কর গুরুদাস
(৫) কিঙ্কর গোবিন্দ
(৬) শ্রীসৃষ্টিধর ঘোষ
(৭) শ্রীবাসুদেব সোম
(৮) শ্রীসন্তু কুমার শী
(৯) শ্রীঅরুণ কুমার নাগ — এবং আরো যাঁরা নানাভাবে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন, সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের কল্যাণ কামনা করি মঙ্গলময় প্রভুর শ্রীচরণকমলে।

******

সূচীপত্র

পর্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ		পৃষ্ঠা

পর্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ		পৃষ্ঠা
১০৬	বদ্রীনারায়ণ দর্শন—১৩৭৩, পদ্মপাদাচার্য্য , আরোহণ আয়াস-সাধ্য—পতনটা সহজ, রামানুজাচার্য্যের লোকোদ্ধারলীলা।	....	২৪৭
১০৭	হৃষীকেশে দুর্গাপূজা, লিপি লিখন লীলা, বর্ণাশ্রম ও পরিবেশন, চাতুর্ম্মাস্যের সমাপ্তি—১৩৭৩।	....	২৫৭
১০৮	দৈনন্দিন কর্ম্মধারা, গোরক্ষা আন্দোলন—১৩৭৩।	....	২৬৩
১০৯	বিঠুরে বিচিত্র লীলা—১৩৭৩-৭৪, সম অধিকার, লক্ষ্ণৌ-এ রাজভবনে, যোগী সত্যমূর্ত্তি, মা আনন্দময়ীর জন্মোৎসবে।	....	২৬৮
১১০	রাজপুরে(দেরাদুন) এক মাস, কর্ম্মই ধর্ম্ম, চাওয়া মানা, সেবার সৌভাগ্যে চিত্তের প্রসারতা(শুদ্ধি), মুসৌরী প্রচার।	....	২৭৪
১১১	কেদারনাথ ধাম দর্শন—১৩৭৪।	....	২৮২
১১২	দিল্লীতে প্রচার, উপ-রাষ্ট্রপতি গিরি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন প্রভৃতির শ্রদ্ধা নিবেদন।	....	২৮৯
১১৩	পুষ্কর চাতুর্ম্মাস্য, ধর্ম্মানুষ্ঠান বনাম সমাজকল্যাণ, জয়পুরে প্রচার, পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।	....	২৯৪
১১৪	মনের আহার, বাংলায় ভক্তগণকে কৃপা, ডাঃ নলিনীরঞ্জনের বর প্রার্থনা।	....	৩০৩
১১৫	ওঙ্কার পঞ্চমী—১৩৭৪, গঙ্গাসাগরে বিচিত্র লীলা, দিগসুইয়ে অখণ্ড নাম, মালদহ প্রচার।	....	৩১০
১১৬	কাশীধামে গঙ্গাবক্ষে—১৩৭৪-৭৫, শ্রীদিলীপ রায়-শ্রীমোহনানন্দজী-শ্রীআনন্দময়ী মাতা প্রভৃতি সাথে মিলন।	....	৩১৬
১১৭	ভক্ত নারায়ণের অভিনব অভিজ্ঞতা, মঠে রথযাত্রা শুরু, সদানন্দ মঠ গ্রহণ, নাম প্রতিষ্ঠা, কিঙ্কর নারায়ণের দেহত্যাগ।	....	৩২৫
১১৮	মহামিলন মঠে মন্দির নির্ম্মাণ—১৩৭৫, গুরুকুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, অভক্ষ্য ভোজনে প্রায়শ্চিত্ত।	....	৩৩৮
১১৯	ডুমুরদহে কল্পতরুলীলা, তারকেশ্বরে অন্নকূটে, বহরমপুর প্রচার, সতীসঙ্ঘের সমুদ্ভব—১৩৭৫।	....	৩৪৩
১২০	চোখে অস্ত্রোপচার, পুরীতে রাধাগোবিন্দ প্রতিষ্ঠা, সোঁয়াই মঠে অখণ্ড নাম, হৃষীকেশ আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন—১৩৭৬।	....	৩৪৮
১২১	উজ্জয়িনী পূর্ণ কুম্ভে—১৩৭৬।	....	৩৫৫
১২২	কুম্ভমেলা শেষে নানা স্থানে প্রচার।	....	৩৬১
১২৩	হৃষীকেশ চাতুর্ম্মাস্য—১৩৭৬, ভাল চাও তো ভাল হও, সংকল্প সমাপ্তির উপায়, ক্রোধের প্রায়শ্চিত্ত।	....	৩৬৬

* * *

"সেবা কর পূজা কর শুন তাঁর লীলা।
লীলাচিন্তা যেই করে যায় তার জ্বালা।।
কলিযুগে লীলাচিন্তা বড় লঘূপায়।
চিন্তয়ে সতত যেই সেই তাঁরে পায়।।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর

(সুধার ধারা, পৃঃ ১৬)

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭০

(অনন্তশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

।। বাংলা ও কাশীধামে প্রচার—১৩৬৬।।

।। তারিঘাটে মৌন গ্রহণ।।

উত্তরবঙ্গেতে কৃপা করি বিতরণ
ব্যোমযানে দমদমে উপনীত হন।
এখানেও অপেক্ষিয়া শিষ্যভক্তগণ
সুরু হ'ল অবিলম্বে প্রণাম গ্রহণ।
অতঃপর তৈলযানে করি আরোহণ
শচীন্দ্র মিত্রের গৃহে করেন গমন।
জমিদার-কুলোদ্ভব মিত্র মহাশয়
জয়নগরেতে তার পৈত্রিক আলয়।
বামাগণ উলুধ্বনি শঙ্খনাদ করে
শত কণ্ঠে গীত হয় "হরে কৃষ্ণ হরে....."।
কয়েক হাজার ভক্ত দীর্ঘক্ষণ ধরে
প্রতীক্ষায় রত হেথা ব্যাকুল অন্তরে।
বিশ্রামে বিস্মৃত হন প্রভু সে কারণ
মঞ্চোপরি গিয়ে অগ্রে দেন দরশন।
অনন্তর কৃপা করি দীক্ষাপ্রার্থীগণে
মঞ্চে বসি হন রত প্রণাম গ্রহণে।
দীক্ষা ও প্রণাম পর্ব্বে বেলা বয়ে যায়
প্রসাদ পেলেন প্রভু প্রায় পাঁচটায়।
অতঃপর প্রার্থনাদি হলে সমাপন
বসিল প্রভুরে ঘিরে শিষ্যভক্তগণ।
কৃপা বিতরণে ক্রমে রাত্রি বেড়ে যায়
শয়ন মন্দিরে যান দেড় ঘটিকায়।
পরদিন রবিবার ভিড় অতিশয়
ভাষণ দিলেন প্রাতে সুদীর্ঘ সময়।

অতঃপর দীক্ষাদিতে কাটে দীর্ঘক্ষণ
আজো সেই অপরাহ্ণে প্রসাদ গ্রহণ।
শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথে* দরশন দিতে
যান রাতে কলিকাতা মহানগরীতে।
ভূমি 'পরে শুয়ে পড়ে প্রভু সীতারাম
জানালেন পণ্ডিতেরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
আনন্দ আবেগভরে পণ্ডিত প্রবর
দেন গাঢ় আলিঙ্গন প্রভুরে সত্বর।
ভক্ত-ভগবানে এই মহা-সম্মিলন
ভাগ্যবান করে প্রাণ ভরি আস্বাদন।
পণ্ডিত প্রবর কহে প্রশ্নের উত্তরে—
"খুব ভাল আছি তব কৃপা লাভ করে।
শাস্ত্র 'পরে ভর করে মস্তিষ্ক আমার
এতকাল যে সত্যেরে করেছে স্বীকার,
এইবার তা আমার অন্তরের মাঝে
ভক্তি ও বিশ্বাস বলে নিরন্তর রাজে।
নররূপী সীতারাম স্বয়ং ভগবান
এসেছো এ জগতের সাধিতে কল্যাণ।"
কথোপকথন চলে একঘণ্টা প্রায়
প্রণামান্তে প্রভু পরে নিলেন বিদায়।
গোরাচাঁদ রোডে থাকে তড়িৎভূষণ
রাত্রি দেড়টায় সেথা উপনীত হন।
সত্বর গ্রহণ করি সবার প্রণাম
রাত্রি তিন ঘটিকায় করেন বিশ্রাম।
পরদিন সোমবার এগারই মাঘ
যথারীতি হল অতি ভোরে শয্যাত্যাগ।
পূজাদির শেষে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে
রহিলেন আসনস্থ গৃহ অভ্যন্তরে।
দীক্ষাপ্রার্থী এল হেথা চারি শতাধিক
দর্শনার্থী এল কত নাই তার ঠিক।

---

* মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ

প্রণামে ও দীক্ষাদানে বেলা বয়ে যায়
প্রসাদ পেলেন প্রায় চারি ঘটিকায়।
প্রভুর দিনে বা রাতে নাই অবসর
বাহির হলেন রাত্রি নয়টার পর।
বহু শিষ্য ভক্ত গৃহে পদধূলি দিয়ে
পৌঁছিলেন বারোটায় বেদবিদ্যালয়ে।
হেথায় নির্ম্মিত হবে দ্বিতল ভবন
শ্রীহস্তে করেন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।
কেদার ভবনে দিয়ে মায়েরে দর্শন
শেষ রাতে জনাইয়েতে উপনীত হন।
ভোর বেলা করিলেন ক্ষণিক বিশ্রাম
পুনরায় প্রাতে সুরু দীক্ষা ও প্রণাম।
জনাই প্রচার শেষে বোলপুরে যান
একে একে ভ্রমিলেন আরো বহু স্থান।
রাত দিন এই মত গ্রামে গ্রামান্তরে
ভ্রমিলেন প্রভু নাম প্রচারের তরে।

বহু শিষ্য ভক্ত সহ মাঘের সাতাশে
বাষ্পীয় বাহনে যাত্রা কাশীর উদ্দেশ্যে।
বারাণসী ধামে আসি সদলে প্রথমে
করিলেন পদার্পণ বিশুদ্ধ আশ্রমে।
গোপীনাথ কবিরাজে দিয়ে দরশন
শঙ্কর মঠেতে প্রভু করেন গমন।
রামাশ্রমে উপনীত হন দ্বিপ্রহরে
বিশ্বনাথ দরশনে যান স্বল্প পরে।
দরশন অন্তে ফিরে প্রভু সীতারাম
ছাদে বসে লইলেন সবার প্রণাম।
একমাস ধরি এই কাশী রামাশ্রমে
চলিছে অখণ্ড নাম প্রচণ্ড উদ্যমে।
কানপুর অধিবাসী শিষ্য একজন
করেছে প্রভুরে এক গৃহ সমর্পণ।

পাঁড়ে হাবেলীতে সেই ত্রিতল ভবন,
পরদিন হবে সেথা শুভ পদার্পণ।
শিষ্যগণে ডাকি প্রভু কহিলেন রাতে—
"নূতন আশ্রমে মোরা যাব কাল প্রাতে
যাবেন মোদের সাথে অখণ্ড শ্রীনাম
সেখানেই হবে কাল দীক্ষা ও প্রণাম।"
পরদিন শুক্রবার মাঘ ঊনত্রিশে
যাত্রা লাগি সুরু হল প্রস্তুতি প্রত্যূষে।
অগ্রভাগে কৃষ্ণানন্দ আশ্রম-প্রধান
হাতে তার 'শ্রী'-'ওঙ্কার' অঙ্কিত নিশান।
পুত্র রঘুনাথ আর শ্রীশ্যামাশঙ্কর
শ্রীগুরুর চিত্র সহ হন অগ্রসর।
তুলসীর মঞ্চ করি মস্তকে স্থাপন
অতঃপর ভক্তবর শ্রীপদ্মলোচন।
শিষ্যভক্তগণ সহ গাহি মহানাম
সবার পশ্চাতে যান প্রভু সীতারাম।
গোপীনাথ কবিরাজ স্বল্পকাল পরে
এলেন প্রভুর সাথে সাক্ষাতের তরে।
বহুবিধ আলোচনা হল দু'জনায়
পণ্ডিত প্রবর শেষে নিলেন বিদায়।
শিষ্য একজনে প্রভু পাঠালেন শেষে
নীচে আসিলেন নিজে বিদায় জানাতে।
দীক্ষা ও প্রণাম পর্ব্ব হলে সমাপন
ভোগ অন্তে কাশী হতে বিদায় গ্রহণ।

সঙ্গীগণ সহ চড়ি বাষ্পীয় শকটে
অপরাহ্নে উপনীত হন তারিঘাটে।
রেখেছেন দেহ যেথা গুরু যোগেশ্বর
সঙ্কীর্ত্তন সহ যান সেথায় সত্বর।
শুধালেন পুণ্য স্থানে পৌঁছিবার পরে
প্রভু তাঁর গুরুপুত্র শ্রীশ্যামাশঙ্করে—

"অন্তিমে কোথায় দাদা* করেন শয়ন ?
কোন্ দিকে ছিল মাথা কোথা শ্রীচরণ ?
কোথায় তুলসীবৃক্ষ কোথা গঙ্গাজল ?"
গুরুপুত্র সবিস্তারে জানাল সকল।
অবিলম্বে প্রভু সেথা প্রণিপাত করি
পবিত্র ধূলির মাঝে দেন গড়াগড়ি।
অতঃপর তারিঘাট আশ্রমেতে ফিরে
দেখিলেন একে একে সব কিছু ঘুরে।
পুণ্য জাহ্নবীর তীরে মনোরম স্থান
এখনো হয়নি শেষ আশ্রম নির্ম্মাণ।
হয়েছে নির্ম্মিত কুটী মাত্র দুইখানি
জোয়ার গাছের বেড়া শরের ছাউনি।
কহিলেন সব দেখে প্রভু লীলাময়—
"বৃষ্টির সময় জল পড়িবে নিশ্চয়।
তারপরে কম করে এক ঘণ্টা ধরে
পড়িবে সঞ্চিত জল গৃহ অভ্যন্তরে।"
অতঃপর রাত্রিকালে লয়ে সঙ্গীগণে
বসিলেন আসি প্রভু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।
উপদেশ আলোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ
রাত্রি একটার পর করেন শয়ন।

পরদিন রবিবার মাঘের তিরিশে
মৌন গ্রহণের ক্ষণ এল অবশেষে।
রাত্রিকালে ভোগারতি হলে সমাপন
প্রসাদ কিঞ্চিৎ মাত্র করেন গ্রহণ।
এবার আশ্রম মঠ নামের বিষয়
হল নানা আলোচনা সুদীর্ঘ সময়।
কহিলেন সকলেরে প্রভু অতঃপর—
"উচ্চ কণ্ঠে তোরা নাম সঙ্কীর্ত্তন কর্।"

---

*বালী টোলে অধ্যয়ন কালে বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ দাশরথি দেবকে প্রভু 'দাদা' বলতেন। দীক্ষার পরও গুরু দাশরথিদেব তাঁর 'দাদা'-ই রয়ে গেলেন।

পাঁড়ে হাবেলীতে সেই ত্রিতল ভবন,
পরদিন হবে সেথা শুভ পদার্পণ।
শিষ্যগণে ডাকি প্রভু কহিলেন রাতে—
"নূতন আশ্রমে মোরা যাব কাল প্রাতে
যাবেন মোদের সাথে অখণ্ড শ্রীনাম
সেখানেই হবে কাল দীক্ষা ও প্রণাম।"
পরদিন শুক্রবার মাঘ ঊনত্রিশে
যাত্রা লাগি সুরু হল প্রস্তুতি প্রত্যূষে।
অগ্রভাগে কৃষ্ণানন্দ আশ্রম-প্রধান
হাতে তার 'শ্রী'-'ওঙ্কার' অঙ্কিত নিশান।
পুত্র রঘুনাথ আর শ্রীশ্যামাশঙ্কর
শ্রীগুরুর চিত্র সহ হন অগ্রসর।
তুলসীর মঞ্চ করি মস্তকে স্থাপন
অতঃপর ভক্তবর শ্রীপদ্মলোচন।
শিষ্যভক্তগণ সহ গাহি মহানাম
সবার পশ্চাতে যান প্রভু সীতারাম।
গোপীনাথ কবিরাজ স্বল্পকাল পরে
এলেন প্রভুর সাথে সাক্ষাতের তরে।
বহুবিধ আলোচনা হল দু'জনায়
পণ্ডিত প্রবর শেষে নিলেন বিদায়।
শিষ্য একজনে প্রভু পাঠালেন শেষে
নীচে আসিলেন নিজে বিদায় জানাতে।
দীক্ষা ও প্রণাম পর্ব্ব হলে সমাপন
ভোগ অন্তে কাশী হতে বিদায় গ্রহণ।

সঙ্গীগণ সহ চড়ি বাষ্পীয় শকটে
অপরাহ্ণে উপনীত হন তারিঘাটে।
রেখেছেন দেহ যেথা গুরু যোগেশ্বর
সঙ্কীর্ত্তন সহ যান সেথায় সত্বর।
শুধালেন পুণ্য স্থানে পৌঁছিবার পরে
প্রভু তাঁর গুরুপুত্র শ্রীশ্যামাশঙ্করে—

"অন্তিমে কোথায় দাদা* করেন শয়ন?
কোন্ দিকে ছিল মাথা কোথা শ্রীচরণ?
কোথায় তুলসীবৃক্ষ কোথা গঙ্গাজল?"
গুরুপুত্র সবিস্তারে জানাল সকল।
অবিলম্বে প্রভু সেথা প্রণিপাত করি
পবিত্র ধূলির মাঝে দেন গড়াগড়ি।
অতঃপর তারিঘাট আশ্রমেতে ফিরে
দেখিলেন একে একে সব কিছু ঘুরে।
পুণ্য জাহ্নবীর তীরে মনোরম স্থান
এখনো হয়নি শেষ আশ্রম নির্ম্মাণ।
হয়েছে নির্ম্মিত কুটী মাত্র দুইখানি
জোয়ার গাছের বেড়া শরের ছাউনি।
কহিলেন সব দেখে প্রভু লীলাময়—
"বৃষ্টির সময় জল পড়িবে নিশ্চয়।
তারপরে কম করে এক ঘণ্টা ধরে
পড়িবে সঞ্চিত জল গৃহ অভ্যন্তরে।"
অতঃপর রাত্রিকালে লয়ে সঙ্গীগণে
বসিলেন আসি প্রভু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।
উপদেশ আলোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ
রাত্রি একটার পর করেন শয়ন।

পরদিন রবিবার মাঘের তিরিশে
মৌন গ্রহণের ক্ষণ এল অবশেষে।
রাত্রিকালে ভোগারতি হলে সমাপন
প্রসাদ কিঞ্চিৎ মাত্র করেন গ্রহণ।
এবার আশ্রম মঠ নামের বিষয়
হল নানা আলোচনা সুদীর্ঘ সময়।
কহিলেন সকলেরে প্রভু অতঃপর—
"উচ্চ কণ্ঠে তোরা নাম সঙ্কীর্ত্তন কর্।"

---

*বালী টোলে অধ্যয়ন কালে বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ দাশরথি দেবকে প্রভু 'দাদা' বলতেন। দীক্ষার পরও গুরু দাশরথিদেব তাঁর 'দাদা'-ই রয়ে গেলেন।

আদেশ পালিত হল অনতিবিলম্বে
প্রণমিল একে একে উপস্থিত সবে।
মস্তকে অভয় হস্ত করিয়া স্থাপন
সবারে সস্নেহে প্রভু দেন আলিঙ্গন।
ধীর পদক্ষেপে রাত্রি দুইটার পর
প্রবেশ করেন মৌন কুটীর ভিতর।
ভক্তদের নেত্র হতে অশ্রুবিন্দু ঝরে
কেহ্ বা নীরবে কাঁদে কেহ উচ্চস্বরে।
এ সব দেখেও প্রভু শান্ত নির্ব্বিকার
রুদ্ধ হল শীঘ্র তাঁর কুটীরের দ্বার।

শিষ্যভক্তগণ শুভ জন্মতিথি তরে
রহে হেথা প্রতীক্ষিয়া ব্যাকুল অন্তরে।
ফাল্গুনের চৌঠা এল সে পুণ্য লগন
আনন্দে উঠিল মাতি শিষ্যভক্তগণ।
চাঁদোয়া টাঙ্গানো হল অতি মনোরম
উৎসব সজ্জায় যেন সাজিল আশ্রম।
কাশী থেকে ফল-ফুল-মালা এল কত
লক্ষ্মী মাতা সাজালেন পুত্রে মনোমত।
ফুলের মুকুট শিরে কণ্ঠে ফুলহার
বাহুতে ফুলের সাজ কিবা চমৎকার।
নববস্ত্র পরে প্রভু মার হাত ধরে
বাহিরে এলেন বেলা আটটার পরে।
প্রথমতঃ শান্ত ভাবে মায়ীরা সকলে
প্রণাম করিল রাঙা চরণ কমলে।
ছেলেরাও এল পরে এক এক করে
প্রণমিল শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ অন্তরে।
প্রণাম পর্ব্বের পরে প্রভু পুনর্ব্বার
প্রবেশ করেন মৌন কুটীর মাঝার।

দীর্ঘায়ু কামনা করি শ্রীশ্যামাশঙ্কর
করিলেন পূজা পাঠ হোম অতঃপর।
গুরুকন্যা লক্ষ্মীমাতা এই দুই জন
অতীব যতনে ভোগ করেন রন্ধন।
তিন চারি শত ভক্ত মধ্যাহ্ন সময়
প্রসাদ গ্রহণ করি পরিতৃপ্ত হয়।
অপরাহ্নে অধিকাংশ শিষ্যভক্তগণ
করিল আশ্রম হ'তে বিদায় গ্রহণ।
কৃপা করি বাহিরেতে আসি এ সময়
নিলেন প্রণাম পুন প্রভু দয়াময়।

অনন্ত অপার তব লীলার কাহিনী
বর্ণিতে না পারে এই অক্ষম লেখনী।
দাস জনার্দ্দনে কৃপা করি দয়াময়
জনমে মরণে দিও চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭১

।। তারিঘাটে মৌনলীলা—১৩৬৬-৬৭ ।। মন্ত্রগ্রাম- শুদ্ধাহার- দেহদোষ-প্রণাম ।। নেশা ।। আহার সংযমে উপবাস-ফল ।।

গঙ্গাতীরে তারিঘাট অতি মনোরম
আংশিক নির্ম্মিত সেথা হয়েছে আশ্রম।
ক্ষুদ্রাকৃতি পর্ণকুটী উত্তরেতে তার
বেড়া ও প্রাচীর দ্বারা ঘেরা চারিধার।
সীমিত এ গণ্ডী মাঝে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনে
রয়েছেন মগ্ন প্রভু কঠোর সাধনে।
বাহিরের সাথে নাই যোগাযোগ তাঁর
নাই সেথা প্রবেশের কারো অধিকার।

দিন যায় মাস যায় এক এক করে
মৌন সাধনায় তবু ছেদ নাহি পড়ে।
অচ্যুতানন্দের বাণী করিয়া স্মরণ
চিন্তায় কাতর সব শিষ্যভক্তগণ।
ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁর—কর্ম্মযোগ শেষে
মহালীলা অবসান জ্যৈষ্ঠের তেইশে।
গুরুর অগ্রজা গুরুকন্যার সহিত
হঠাৎ একুশে জ্যৈষ্ঠ হন উপস্থিত।
সরাসরি প্রভু পাশে যান দুই জনা
হাসিমুখে করিলেন প্রভু অভ্যর্থনা।
সুকঠিন মৌন নাহি হয় অবসান
লিখে লিখে চলে প্রশ্ন—উত্তর প্রদান।
বিরাট এ ভারতের বহু স্থান থেকে
ব্যাকুলিত চিতে হেথা এসেছে অনেকে।
কৃপালাভে কেহ আজি বঞ্চিত না হয়
সবারে দর্শন দেন প্রভু দয়াময়।
গুরুকন্যা সবিনয়ে নানা প্রশ্ন করে
জানালেন লিখে প্রভু প্রশ্নের উত্তরে—
"এখনো রয়েছে বাকী কর্ম্ম অফুরান
তাই এবে নাহি হবে দেহ অবসান।"
বহু আকাঙ্ক্ষিত এই সু-সংবাদ শুনি
মহানন্দে করে সবে উচ্চ জয়ধ্বনি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ
করেছেন ইহলোক ত্যাগ অকস্মাৎ।
এ সংবাদ শুনি প্রভু মুদিয়া নয়ন
রহিলেন ধ্যানমগ্ন স্তব্ধ কিয়ৎক্ষণ।
পণ্ডিত প্রসঙ্গে পরে জানালেন লিখে—
"অবতার বলি তিনি মানিতেন 'এ'-কে।.....
উচ্চকণ্ঠে করেছেন সভায় প্রচার
নরদেহে সীতারাম পূর্ণ অবতার।

অসমাপ্ত কার্য্য সাঙ্গ করিবার তরে
আসিবেন শীঘ্র তিনি ধরণীর 'পরে।"

নানাস্থান হতে নিত্য ভক্ত দলে দলে
সমবেত হয় আসি শ্রীচরণ তলে।
সুসংবাদে সবাকার শঙ্কা দূর হয়
পুণ্য দরশন লভি জুড়ায় হৃদয়।
জ্যৈষ্ঠের চব্বিশে পুন জানালেন লিখে—
"আবার কঠোর হবে মৌন কাল থেকে।
চলিবে এ মৌনব্রত অনির্দ্দিষ্ট কাল।"
এ সংবাদে বেসামাল সবাকার হাল।
দু' এক দিনের মধ্যে শিষ্যভক্তগণ
তারিঘাট হতে করে বিদায় গ্রহণ।
সুকঠোর মৌনব্রত চলে পুনরায়
চাতুর্ম্মাস্যকাল হল সমাগত প্রায়।
দ্বারকায় হবে মৌন চাতুর্ম্মাস্য ব্রত
সে কারণে, আলাপনে গুরু-শিষ্য রত।
বিচিত্র উপায়ে এই আলোচনা চলে
কাগজে লেখেন গুরু—শিষ্য মুখে বলে।
কে যাবে দ্বারকা আর কে কোন্ আশ্রমে
সে সব নির্দ্দেশ প্রভু দেন ক্রমে ক্রমে।
শুধান—"কাশীতে নাম চলিছে কেমন?"
আরো নানা বিষয়েতে চলে আলাপন।
শ্রীহরিসাধনে পরে দিলেন নির্দ্দেশ—
"বাঙলায় গিয়ে কর্ ব্যাকরণ শেষ।
বেদ প্রচারের ইচ্ছা ভাসিছে অন্তরে
কাশীধামে যাবি পরে বেদপাঠ তরে।......
বিলম্ব না করি যাবি দিগসুই ধাম
সেজদি ও বৌদিকে জানাবি প্রণাম।
মনোরম পরিবেশে থাকিতে হেথায়
পূজনীয়া সেজদির ছিল অভিপ্রায়।

কিন্তু এ'র তপস্যার বিঘ্ন হবে বলে
তারিঘাট হতে তাঁকে যেতে হয় চলে।
সেজদি বা গুরুকন্যা থাকিলে হেথায়
কোনরূপ বিঘ্ন নাহি হত তপস্যায়।
ওঁদের আশ্রয় করি অন্য বহু জন
করিত নিশ্চয় নিত্য সুযোগ গ্রহণ।
তার ফলে হত ভিড় আর কোলাহল
মৌনে নাহি হত লাভ অভীপ্সিত ফল।
সেজদির পায়ে ধরে এ'র জবানীতে
ভুলিস্ না যেন তাঁর ক্ষমা চেয়ে নিতে।"
অতঃপর চিদানন্দে করেন জিজ্ঞাসা—
"পারিবি কি তিনমাস করিতে তপস্যা?"
চিদানন্দ সবিনয়ে করে নিবেদন—
"অবশ্য করিব তব আদেশ পালন।"
সেবকে দিলেন প্রভু নির্দ্দেশ তখন—
"প্রথমতঃ একমাস হবিষ্য গ্রহণ।
দ্বিতীয় মাসেতে সিদ্ধ আনাজ কেবল,
তৃতীয় মাসেতে দুধ ছানা আর ফল।"
চিদানন্দ পুনরায় করে নিবেদন—
"আনাজের মধ্যে কি কি করিব গ্রহণ?
প্রভুর উত্তর এল—"কাচকলা-ওল
মিষ্টি আলু-মুগ-মান-মটর-পটল।
এই তপস্যার যবে হবে সমাপন
সীতারাম মন্ত্রগ্রাম করিবে অর্পণ।
না হয় যাবৎ ক্ষয় দেহদোষ সব
স্থির হতে নাহি পারে তাবৎ মানব।
শুদ্ধাহার ব্যতিরেকে নরনারীগণ
দেহদোষ মুক্ত হতে না পারে কখন।
দেহদোষ রূপ পাপ হয় যবে ক্ষয়
বহুভাগ্যে মানবের হয় জ্ঞানোদয়।

জ্ঞানলাভে হয় নিত্য জ্যোতি দরশন
নয়ন মুদিলে কিম্বা মেলিলে নয়ন।"
লিখিলেন স্বল্প পরে প্রভু সীতারাম—
"করিবি চাতুর্মাস্যে সহস্র প্রণাম।
নমস্কার আত্মযজ্ঞে তুষ্ট ভগবান
আত্মসমর্পণ সেই প্রণামের প্রাণ।
নম অর্থ ন-মম—দেহ মোর নয়
এ দেহ্ তোমার—মোরে কর তুমিময়।
প্রণাম করিবি নিত্য অন্ততঃ হাজার
অতি অল্পকাল মধ্যে খুলে যাবে দ্বার। ......"

জনৈক শিষ্যেরে পরে করেন জিজ্ঞাসা—
"বল্ তুই অকপটে করিস্ কি নেশা ?"
শিষ্য বলে—"নেশা করি দীর্ঘকাল ধরে
আপনি ছাড়িয়ে দেব দিন কৃপা করে।
ছাড়িতে করেছি চেষ্টা আমি বার বার
হয় নি সফল সেই প্রয়াস আমার।"
জানালেন প্রভু—"যারা নেশার অধীন
ভগবানে লাভ নাহি করে কোন দিন।
ধূমপানে যদি মনে জাগে অভিলাষ
প্রতিকার লাগি তার কর উপবাস।
শরীর গরম হয় নেশার প্রভাবে
উত্তেজনা আসে তাই অজানিতভাবে
অবাঞ্ছিত বীর্য্যক্ষয় হয় বার বার
তাই বলি নেশা কেউ করিস্ নে আর।"

খাতা একখানি দিয়ে সাধনের করে
ইঙ্গিত করেন প্রভু পড়িবার তরে।
নির্দ্দেশ পালন করি শ্রীহরিসাধন
চারিটি সংস্কৃত শ্লোক পড়িল তখন।

পাঠান্তে করেন লিখে উপদেশ দান—
"শাস্ত্রগ্রন্থে চারি স্থানে পেলাম প্রমাণ—
দিনে একবার আর রাতে একবার
দেহধারণের লাগি যে করে আহার,
উপবাসী রূপে গণ্য সেই জন হয়
উপবাস-বলে জিনে ইন্দ্রিয়নিচয়।
এহ গৌণ—মুখ্যফল লভে সে সত্বর
হৃদয়ে উথলি ওঠে আনন্দসাগর।
ফাঁকি দিয়ে উপবাস-ফল পাবে বলে
সীতারাম জলযোগ ছেড়েছে কৌশলে।
সরবৎ নিই শুধু ফলমূল ছেড়ে;
সকলই নির্ভর করে আহারের 'পরে।
যতটুকু দেহরক্ষা তরে প্রয়োজন
পাঁচগুণ জীবগণ করয়ে ভোজন।
মনোবহা নাড়ী কভু সংযত আহারে
কুচিন্তা কোনও ক্রমে করিতে না পারে।"

বিকেলে বাহিরে এসে প্রভু ইশারায়
ডাকিলেন সঙ্গীগণে—"কে কে যাবি আয়।"
লিখিলেন স্বল্প পরে প্রভু সীতারাম—
"মৌনে এই বাহিরেতে প্রথম এলাম।"
শিষ্যভক্তগণ সহ প্রভু অতঃপর
সরাসরি গঙ্গা পানে হন অগ্রসর।
ঘাটে নেমে ভক্তিভরে করি প্রণিপাত
পূত বারি স্পর্শিবারে বাড়ালেন হাত।
মস্তকে সিঞ্চন করি জাহ্নবীর জল
কহিলেন ইশারায়—"গ্রাম মাঝে চল।"
গ্রামবাসীদের চিতে ভকতি অপার
নিত্য তারা গ্রামে করে শ্রীনাম প্রচার।
প্রচণ্ড বর্ষণে পথ পিচ্ছিল-দুর্গম
কোথাও জমেছে জল কোথাও কর্দ্দম।

নামের ভিখারী প্রভু ভকতবৎসল
নারে তাঁরে রোধিবারে তুচ্ছ কাদা-জল!
প্রেমের দায়ের কাছে বাধা মানে হার
প্রেমময় প্রভু যান গ্রামের মাঝার।
ফুলের সুগন্ধে ধায় মক্ষিকা যেমন
তেমনি আসিল ছুটে গ্রামবাসীগণ।
তাদের আনন্দ হৃদে আজি অন্তহীন
নাম-নামী সাথে করে গ্রাম প্রদক্ষিণ।
জানালেন লিখে প্রভু আশ্রমেতে ফিরে
তারিঘাট ছেড়ে তিনি যাবেন অচিরে।
মৌনান্তে প্রচার সুরু হবে পুনর্ব্বার
ফিরিবেন কবে হেথা নাই ঠিক তার।

সমাগত হল সেই বিদায় লগন
ব্যথায় প্রকৃতি করে অশ্রু বিসর্জ্জন।
বিরামবিহীনভাবে চলে বৃষ্টিপাত
ভিজে ভিজে গ্রামবাসী করে যাতায়াত।
সকলে কাতর অতি নিদারুণ দুঃখে
ভাষা নাই হাসি নাই আজ কারো মুখে।
দলে দলে তারা চলে বিরস বদনে
প্রাণের দেবতা সাথে রেলের ষ্টেশনে।
ষ্টেশন মাষ্টার আর তার সহকারী
প্রভুর নিকটে ছুটে এল তাড়াতাড়ি।
নির্ব্বাক বিস্ময়ে সবে মেলি দু'নয়ন
শ্রীঅঙ্গের দিব্য কান্তি করে বিলোকন।
বেলা দশটায় গাড়ী ছাড়িল যখন
দাঁড়ায়ে রহিল সবে স্থাণুর মতন।

এক কূল ভাঙ্গো প্রভু গড়ো আর কূল
অপরূপ লীলা তব অচিন্ত্য অতুল।

শুষ্ক রুক্ষ মরু মাঝে করি পদার্পণ
স্বেচ্ছায় সহিছ সদা সুতীব্র দহন।
তব স্নিগ্ধ স্পর্শে আর কৃপা বরিষণে
বসন্তের ছোঁয়া লাগে মরুর জীবনে।
শান্ত হয় দাবদাহ ফোটে ফুলদল
মরু হয় তরুলতা-গুল্মেতে শ্যামল।
খেলাঘর সম সব ত্যজিয়া নিমেষে
আপন খেয়ালে পুন যাও ভিন দেশে।
এমন-ই কত না লীলা কর নিতি নিতি
কণামাত্র বর্ণিবার নাহিক শকতি।
তবু রাঙা পদতলে দাস জনার্দ্দন
জনমে জনমে ঠাঁই করে আকিঞ্চন।

***

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭২

।। ত্যাগী শিষ্য ও গৃহস্থ বাড়ী।। আশ্রমে স্বপাক-ভোজন।।
।। ছাত্র ও বিলাসিতা।। একাসনে আহার ও ছোঁয়াছুঁয়ি।।
।। প্রসাদ বিতরণ।। ব্রাহ্মীদীক্ষা-জপ ও নাম।। মেহসনা-য় তিনদিন।।
।। দ্বারকায় মৌন-চাতুর্ম্মাস্য-১৩৬৭।।

তেরশ সাতষট্টি সন—আষাঢ় ছাব্বিশে
তারিঘাট হতে যাত্রা দ্বারকা উদ্দেশে।
মৌনব্রতে ক্ষণ তরে ছেদ নাহি পড়ে
লিখে লিখে চলে কথা গাড়ীর ভিতরে।
যথাকালে বহু শিষ্য ভক্তের সহিত
দিলদারনগরেতে হন উপস্থিত।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীহরিসাধন
হেথা হতে বঙ্গদেশে করিবে গমন।
তারিঘাট অধিবাসী শিষ্যভক্তগণ
ফিরে যাবে ঘরে সবে আপন আপন।

নিবেদিল সকাতরে তারা এ সময়—
"যাবেন মোদের ছেড়ে ওহে দয়াময়।
আপনাকে ধরে রাখি—সে ক্ষমতা নাই
শ্রীচরণে শুধু এই মিনতি জানাই—
ধ্যানদা-সেবাদা কিম্বা সচ্চিৎদাদাকে
যান দেব কৃপা করে তারিঘাটে রেখে
পরম আনন্দে তবে মোরা প্রতিদিন
করিব শ্রীনাম সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ।"
জানালেন ইশারায় প্রভুও সত্বর—
"অনেকে আছিস্ তোরা পাকড়াও কর্।
তব ভালবাসা দেখি আনন্দ পেলাম
অবশ্য আসিবে পুন হেথা সীতারাম।"

বিবিধ প্রসঙ্গে কত আলাপন চলে
জানালেন লিখে পুনঃ উপদেশ ছলে—
"কোন অবস্থায় ত্যাগী ছেলেরা কখন
গৃহস্থের বাড়ী নাহি করিবে গমন।"
সেবা কহে—"যদি নাম হয় কোন গৃহে
তবু কি সেথায় যাওয়া সমীচীন নহে?"
প্রভু কহে—'নাম কিম্বা অপর কারণে
কোন ছলে নাহি যাবি গৃহস্থ ভবনে।"

কৃষ্ণদাস প্রশ্ন করে—"যদি কোন জন
আশ্রমে করিতে চায় স্বপাক ভোজন ?"
জানালেন লিখে প্রভু—"মঠে বা আশ্রমে
সবারই উচিত চলা অভিন্ন নিয়মে।
রাম যদি সুরু করে স্বপাক ভোজন
শ্যাম-যদু তাই দেখে করিবে রোদন।
সকলেই পায় যদি ভোগের প্রসাদ
থাকে নাকো তবে কোন বাদ-বিসংবাদ।"

কৃষ্ণদাস পুনরায় করে নিবেদন—
"কিন্তু যদি অন্য সব আশ্রমিকগণ
দ্বিধাহীন চিত্তে করে সমর্থন তারে ?"
প্রভুর উত্তর এল—"তা'হলে সে পারে।"

শ্রীহরিসাধন প্রতি লিখিলেন পরে—
"বিদ্যালয়ে বহু জন অধ্যয়ন করে।
বলিস্ বাংলায় গিয়ে সেই ছাত্রদলে—
যথাকালে করে যেন সন্ধ্যাদি সকলে।
অধ্যয়ন ছাত্রদের তপস্যা মহান
বিদ্যার্জ্জনে সযতনে সঁপে যেন প্রাণ।
আন্তরিক হয় যেন বিলাস বর্জ্জনে
বহির্মুখ হবে চিত্ত অন্যথাচরণে।
বিলাসীর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা সুকঠিন
বিদ্যার্থীর বিলাসিতা নয় সমীচীন।
শোন বাবা প্রাজ্ঞদের সুচিন্তিত মত—
লোকসঙ্গ সর্পতুল্য —মিষ্ট বিষবৎ
স্ত্রীলোক রাক্ষসী সম—যে করে বর্জ্জন
অবশ্যই বিদ্যার্জ্জন করে সেই জন।"

দিল্লীগামী 'জনতা'য় আরোহণ করে
পুনরায় যাত্রা বেলা একটার পরে।
মোগলসরায়ে নেমে প্রভু সীতারাম
কাশীবাসী শিষ্যদের নিলেন প্রণাম।
রামাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত অখণ্ডকীর্ত্তনে
যোগদানে উপদেশ দেন ভক্তগণে।
এবার সঙ্গেতে চলে কিঙ্কর সচ্চিৎ
প্রণব-কার্ত্তিক-ধ্যান-সেবা ও অজিত।
রাত্রিকালে পূজারতি হলে সমাপন
ফলভোগ নিবেদিল সঙ্গী একজন।

লেখনী মাধ্যমে এল নির্দ্দেশ প্রভুর—
"কানপুর হেথা হতে নহে বেশী দূর।
ছেলেরা মায়ীরা সেথা থাকিবে ষ্টেশনে
প্রসাদ তাদের তরে রাখিস্ যতনে।"
কানপুরে যান এল স্বল্পকাল পরে
ভক্তবৃন্দ উঠে এল গাড়ীর ভিতরে।
দর্শন প্রণাম তারা করে একে একে
প্রসাদ প্রাপ্তিতে প্রাণ পুরিল পুলকে।
আর্ম্মাপুরবাসী কোন সন্তানে না দেখে
তাদের সংবাদ প্রভু শুধালেন লিখে।
উপস্থিত ভক্তগণ কহে সবিনয়ে—
"খবর পেয়েছে তারা অতি অসময়ে
মনে হয় পারে নাই তারা সে কারণে
আসিতে হেথায় আজি পুণ্য দরশনে।"
একাধারে গুরু পিতা শুনি এ সংবাদ
তাদের উদ্দেশে রেখে যান আশীর্ব্বাদ।

পরদিন সোমবার আষাঢ় সাতাশে
যাত্রার বিরতি দিল্লী নগরীতে এসে।
ষ্টেশনেতে পানোয়ার কর্ণেল সুজন
বহুজন সহ করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
অতঃপর তৈলযানে করি আরোহণ
ধরমশালাতে প্রভু উপনীত হন।
মুকুন্দ মালব্য আসি প্রার্থনা জানায়—
"কীর্ত্তন ভবন হোক্ স্থাপিত হেথায়
জগতের নামকেন্দ্র হবে সে ভবন
তব ইচ্ছা হলে হয় অসাধ্য সাধন।"
জানালেন প্রভু লিখে—"তাঁর ইচ্ছা-বলে
সকলই সুসাধ্য হয় এই ধরাতলে।"
দর্শনার্থীবৃন্দ হল অচিরে হাজির
স্বল্প সময়েতে সেথা জমে ওঠে ভিড়।

সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ,
কৃপাপ্রার্থী হয়ে এল ছত্রী একজন।
চাকুরীর ক্ষেত্রে তার উন্নতি না হয়
সে কারণে তার মনে দুঃখ অতিশয়।
উপবীত নাই শুনে জানালেন তারে—
"ধর্ম্মভ্রষ্ট উন্নতি না করিবারে পারে।
'রাম' নাম জপ কর অযুত প্রত্যহ
প্রার্থনা করিবে তিন সন্ধ্যা তৎসহ।
চাকুরীর স্থলে যদি সন্ধ্যাকাল হয়
মনে মনে প্রার্থনাদি করিবে নিশ্চয়।"
সেবকেরা এই কালে করে নিবেদন—
"বসে আছে দীক্ষার্থীরা অতি দীর্ঘক্ষণ।"
মৌন অবস্থায় প্রভু যান দীক্ষা দিতে
মন্ত্র দেন লিখে লিখে দেবনাগরীতে।

মধ্যাহ্ন প্রসাদ পর্ব্ব সমাপ্তির পরে
দিল্লী হতে যাত্রা পুন বাষ্পযানে চড়ে।
পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিল যখন
প্রথম শ্রেণীর যাত্রী এল একজন।
মেডিকেল অফিসার — রাজকোটে বাস
দিল্লীর ষ্টেশনে দেখি মেটে নাই আশ।
স্পর্শিল ভকতিভরে চরণ যুগল
জানিতে প্রভুর কথা মনে কৌতূহল।
লিখে প্রভু দেন তার প্রশ্নের উত্তর—
"প্রচার চলিছে প্রায় চব্বিশ বৎসর।...."
প্রভুর মধুর সঙ্গ লভি কিছুক্ষণ
সানন্দে স্বস্থানে বৈদ্য করিল গমন।
পরদিন দ্বিপ্রহরে সঙ্গী শিষ্যগণ
ছাতু-আম-কলা ভোগ করে নিবেদন।
জানালেন লিখে প্রভু—"খাবার সময়
ছোঁয়াছুঁয়ি - একাসনে বসা ঠিক নয়।

ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে স্পর্শ নয় সমুচিত
শূদ্রাদির স্পর্শ ? সে তো প্রশ্নের অতীত।
ব্রাহ্মণের সাথে যদি অব্রাহ্মণগণ
একই পংক্তিতে করে আহার্য্য গ্রহণ,
তা'তে শুধু ব্রাহ্মণেরই ক্ষতি নাহি হয়
শূদ্র প্রভৃতিরও ক্ষতি হবে সুনিশ্চয়।"
জানালেন পুনরায় স্বল্পকাল পর—
আছে যত যাত্রী এই গাড়ীর ভিতর
সবারে প্রসাদ আগে কর্ বিতরণ
তারপর সীতারাম করিবে গ্রহণ।"
ধ্যান* কহে—"আম-কলা নাই বেশী আর
ভোগের নিমিত্ত কিছু রাখা দরকার।
বাতাসা প্রসাদ দিব সবারে এখন ?"
জানালেন প্রভু ত্বরা—"সে নহে শোভন।
সবারে না দিয়ে নাহি খায় সীতারাম;
ঠাকুর ক'মাস খুব খেয়েছেন আম।
গাড়ীতে না যদি তাঁরে আম দে'য়া হয়
রাগ তাঁর খুব তবে হবে না নিশ্চয়।"
আদেশ পালিত হল অতীব সত্বর
স্বল্প পরে প্রশ্ন করে জনৈক কিঙ্কর—
"ব্রাহ্মীদীক্ষা বিষয়ে না জানি সবিশেষ
কৃপা করি দিন দেব কিছু উপদেশ।"
প্রভুর উত্তর এল—"গুরু ভগবান
শিষ্যেরে যে ইষ্টমন্ত্র করেন প্রদান,
জপিতে জপিতে সেই মন্ত্র হয় লয়
ইষ্টদেব দরশন দেন সে সময়।
নাদরূপে প্রণবের হয় আবির্ভাব
কেহ বা স্বপনে করে ব্রাহ্মীদীক্ষা লাভ।"
অজিত নামেতে সঙ্গী শুধায় তখন—
ব্রাহ্মীদীক্ষা আগে কিম্বা আগে দরশন ?"

*সঙ্গী শিষ্য ধ্যানানন্দ

জানালেন প্রভু—"এ'র ব্রাহ্মীদীক্ষা পরে;
যোগপথে আগে ইষ্ট দরশন করে
কাটিল সজাগভাবে ছয় সাত মাস
তারপর অকস্মাৎ হল জ্ঞান নাশ।
নাম নিয়ে ভক্তিপথে চলিল সাধন
কেটে গেল এই কালে সংসার বন্ধন।
ইষ্টমন্ত্র হল শেষ নিজের অজ্ঞাতে
অতঃপর ব্রাহ্মীদীক্ষা একদিন রাতে। ......
সীতারামে দিতে সব পথের সন্ধান
ঠাকুর দিলেন চাপা যোগলব্ধ জ্ঞান।
সজাগভাবেতে থাকি যদি সীতারাম
নাম নিয়ে ভক্তিপথে হত পূর্ণকাম,
জাগিত এ প্রশ্ন তবে অনেকের মনে—
'নামে কাজ হয় তাহা জানিলে কেমনে?'
তাই বুঝি স্মৃতিভ্রষ্ট হল সীতারাম
ধরিল ভক্তির পথ—ধরিল শ্রীনাম।
কলি-রোগ-রসায়ন নামের কৃপায়
ফিরে এল স্বল্পকালে পূর্ব্ব অবস্থায়।
দৃঢ়কণ্ঠে বলে আজি—'নামে কাজ হয়,
জেনেছে এ সাধনায়—শুধু শুনে নয়।' ......"

আলাপনে হয়ে আসে দিবা অবসান
মেহসনা ষ্টেশনেতে এল বাষ্পযান।
এইস্থানে গাড়ী পুন পাল্টাইতে হবে
সে কারণে অবিলম্বে নামিলেন সবে।
ওখাগামী বাষ্পযান ছাড়িবে কখন
সঠিক সন্ধান নারে দিতে কোনজন।
কেহ কেহ কহে—"আজি রেলে ধর্ম্মঘট
ঠিক নাই কবে পুন চলিবে শকট।"
মালপত্র এক পার্শ্বে রাখি সঙ্গীগণ
পাতিল প্রভুর লাগি কম্বল আসন।

ঠাকুরের মূর্ত্তি রাখি বাক্সের উপর
আরতি আরম্ভ 'ধ্যান' করিল সত্বর।
সেবানন্দ সহ অন্য সঙ্গীরা অদূরে
আরম্ভ করিল নাম সুমধুর সুরে।
স্বল্পকাল মধ্যে এল শ্রোতা বহু জন
জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে ষ্টেশন প্রাঙ্গণ।
ধর্ম্মঘট হেতু আজ ষ্টেশন অঞ্চলে
সারাদিন ধরে নানা গোলযোগ চলে।
ভিড় দেখি আসে ত্বরা শান্তিরক্ষীগণ
নাম বন্ধ করিবারে করে আবেদন।
আর বলে—"পরিস্থিতি উত্তেজনাময়
তাই হেথা অবস্থিতি সমীচীন নয়।"
রামজী নামেতে ভক্ত কহে এ সময়—
"ধর্ম্মশালা আছে এক দূরে বেশী নয়।
নাহি হবে বিঘ্ন সেথা সাধন ভজনে
চলুন সদলে—এই প্রার্থনা চরণে।"
গাড়ী শীঘ্র ছাড়িবার সম্ভাবনা নাই
সম্মত হলেন প্রভু এ প্রস্তাবে তাই।
কুলীরা বহিতে মাল করে অস্বীকার
রামজী সত্বর তার করে প্রতিকার।
ধরমশালাতে গিয়ে পৌঁছিলেন যবে
একজন কহে—মোরা গৃহী হেথা সবে।
আপনারে সন্ত বলি হয় অনুমান
আপনার উপযোগী নয় এই স্থান।"
ম্যানেজার যদুরাম আসি সেই ক্ষণে
ঘর খুলে দিল শীঘ্র শ্রদ্ধাযুক্ত মনে।
রামজী বাহির হল দুধের সন্ধানে
সঙ্গীরা উঠিল মাতি মহানাম গানে।
ভক্ত যদুরাম আর অন্য বহুজন
শিষ্যদের সঙ্গে নাম করে সঙ্কীর্ত্তন।

রামজী ও যদুরাম অতীব সজ্জন
প্রভুর সেবার লাগি ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ।
চাল-ডাল-আটা সহ যাহা প্রয়োজন
দেয় এনে সযতনে না মানে বারণ।
জানালেন প্রভু তাই প্রতিবাদ করি—
"মোদের সাথেও কিছু আছে টাকা-কড়ি।
তব বিত্ত কেন নিত্য করিব গ্রহণ ?"
যদুরাম সবিনয়ে করে নিবেদন—
"আপনার সাথে আছে যে বিত্ত বৈভব
নিশ্চয় সেবক শিষ্য দিয়াছে সে সব।
আমি কি সেবক তব নই একজন
মোর সেবা নিতে তবে কুণ্ঠা কি কারণ?"

অবিলম্বে মাইকের হল আয়োজন
মহানন্দে সঙ্গীগণ করে সঙ্কীর্ত্তন।
স্থানীয় ভকতবৃন্দ আসি দলে দলে
শ্রদ্ধা নিবেদন করে চরণকমলে।
রামজী ও যদুরাম অতীব কাতরে
প্রার্থনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রদীক্ষা তরে।
দয়াময় প্রভু হয়ে অতীব সদয়
এ দু'জনে শ্রীচরণে দিলেন আশ্রয়।
একে একে গেল কেটে তিন দিন প্রায়
গাড়ী চলাচল সুরু হল পুনরায়।
আষাঢ়ের তিরিশেতে যাত্রা করি রাতে
পৌঁছিলেন পরদিন ভেটদ্বারকাতে।
রণছোড় মূর্ত্তি অগ্রে করি দরশন
সানন্দে করেন সবে প্রসাদ গ্রহণ।
নূতন আশ্রম এক হল প্রতিষ্ঠিত
সেথায় আরম্ভ হল চাতুর্ম্মাস্য ব্রত।
প্রভু মৌন আর মৌন সঙ্গীগণ তাঁর
মৌন চাতুর্ম্মাস্য লীলা চলে চমৎকার।

জ্ঞানহীন ভক্তিহীন মুই মূঢ়মতি
এ লীলা কীর্ত্তনে মোর নাহিক শকতি।
যেটুকু বলাও দেব বলি মাত্র তাই
দাস জনার্দ্দন মাগে শ্রীচরণে ঠাঁই।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭৩

।। মহাগ্রন্থ 'মকার-বাবা'র অবতরণ।।

।। পুণায় ভক্ত (শ্রীদিলীপ রায়ের) সঙ্গে—১৩৬৭।।

মৌন চাতুর্ম্মাস্য ব্রত চলে দ্বারকায়
একে একে চারিমাস কাল কেটে যায়।
কুটীর বাহিরে আসি পহেলা অঘ্রাণ
ইশারায় শিষ্যগণে করেন আহ্বান।
মৌনভঙ্গ হতে পারে—এই আশা নিয়ে
এসেছে অনেক ভক্ত ব্যাকুল হৃদয়ে।
মুহূর্ত্তকালের মধ্যে শিষ্যভক্তগণ
খোল করতাল সহ ধরিল কীর্ত্তন।
সদলে সাগরজলে করি পুণ্য স্নান
দ্বারকেশ মন্দিরেতে দরশনে যান ।
কহিলেন মৌন ত্যজি প্রভু অকস্মাৎ—
"দ্বারকাপতিরে সবে কর প্রণিপাত।"
আনন্দে উঠিল ভরি সবার হৃদয়
উচ্চারিল উচ্চ কণ্ঠে "জয়গুরু জয়।"
প্রণমি দ্বারকাধীশে শিষ্যভক্তগণ
পরশিল মহানন্দে প্রভুর চরণ।
শ্রীদ্বারকানাথজীর প্রসাদী চাদর
শ্রীঅঙ্গে জড়িয়ে দিল মোহন্ত সত্বর।

গলাতে পরিয়ে মালা মনোরম অতি
করযোড়ে ভক্তিভরে জানায় প্রণতি।

মৌনভঙ্গ বার্ত্তা পেয়ে ভক্ত অগণিত
শ্রীচরণ প্রান্তে ত্বরা হল উপনীত।
একদা শিষ্যেরা রাত বারটার পরে
বিশ্রাম গ্রহণ তরে আবেদন করে।
"বিশ্রাম?"—কহেন প্রভু "এ-র লাগি নয়
মৌনতেও বিশ্রামের জোটেনি সময়।
চাতুর্ম্মাস্যে মৌনকালে হেথায় এবার
আবির্ভাব হল গ্রন্থ 'মকার-বাবা'র।
ছিল না চেতনা যেন দীর্ঘ ষোল দিন
ছিলাম আবেশে মত্ত বাহ্যজ্ঞানহীন।
যেন কেউ ঘাড়ে ধরে এ যন্ত্রটা দিয়ে
মহান এ গ্রন্থখানি নিলেন লিখিয়ে।
আপনার অজ্ঞাতে এ বহু বর্ষ ধরে
রেখেছিল উপাদান সংকলন করে।
অধ্যাপক সদানন্দ ওম্‌কারেশ্বরে
বেনামীতে পত্র লিখে নিবেদন করে—
"রক্ষা কর শাস্ত্র তব হে গুরো শঙ্কর, ..."
সীতারাম দিল পত্রে "তথাস্তু" উত্তর।
তখনো 'এ' নাহি জানে এ-রই ঘাড়ে ধরে
লেখাবেন এই গ্রন্থ শাস্ত্র রক্ষা তরে।
নাহিক আঘাত এতে নাই আক্রমণ
আছে অতি সূক্ষ্ম যুক্তি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ।
জ্ঞান যদি নাহি থাকে ত্রিবিধ ভাষায়
শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোঝা নাহি যায়।.......
ওই ষোল দিন অন্য চিন্তা করিবার
ছিল না সামান্যতম সামর্থ্য আমার।
আপনা-আপনি নিত্য ধ্যানের সময়
হৃদিমাঝে তত্ত্ব সব হইত উদয়।

সযতনে ধ্যানলব্ধ এই সব তত্ত্ব
ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করিতাম নিত্য
কারণ যা একবার চিত্তাকাশে ভাসে
তা আর আসে না ফিরে সহস্র প্রয়াসে।......"
আলাপন অন্তে রাত্রি একটার পর
বিশ্রাম গ্রহণে পান অল্প অবসর।
আচ্ছাদনহীন মুক্ত আকাশের তলে
শয়ন করেন এক সামান্য কম্বলে।
কহিলেন প্রভু পুন—"মুক্তাঙ্গনে বাস
স্বল্পকাল মধ্যে করে পাতক বিনাশ।"

বালকৃষ্ণ ন্যায়াচার্য্য ভক্ত ও পণ্ডিত
দ্বারকেশ মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত।
দর্শন-শাস্ত্রেতে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য
প্রভু সাথে আলোচনা করে বহু তত্ত্ব।
বয়স হয়েছে প্রায় সত্তর বৎসর
সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেছে বিস্তর।
তবু দীক্ষা এতদিনে হয় নাই তার
অতৃপ্ত অন্তর তাই করে হাহাকার।
প্রভুর চরণে করি আত্মনিবেদন
হইল কৃতার্থ সেই পূজারী ব্রাহ্মণ।
কহিলেন প্রভু তারে মধুর বচন—
"এবার তোরই তরে হেথা আগমন।"

হোসাঙ্গাবাদেতে যজ্ঞে যোগ দান তরে
সদলে করেন যাত্রা বাষ্পযানে চড়ে।
পথিমধ্যে পুণা নামে বিখ্যাত সহরে
যাত্রার বিরতি হল স্বল্পকাল তরে।
অসুস্থ দিলীপ রায়ে দিতে দরশন
হল তার আশ্রমেতে শুভ পদার্পণ।
স্নেহময়ী মাতা তার সন্তানে যেমন

গলাতে পরিয়ে মালা মনোরম অতি
করযোড়ে ভক্তিভরে জানায় প্রণতি।

মৌনভঙ্গ বার্ত্তা পেয়ে ভক্ত অগণিত
শ্রীচরণ প্রান্তে ত্বরা হল উপনীত।
একদা শিষ্যেরা রাত বারটার পরে
বিশ্রাম গ্রহণ তরে আবেদন করে।
"বিশ্রাম?"—কহেন প্রভু "এ-র লাগি নয়
মৌনতেও বিশ্রামের জোটেনি সময়।
চাতুর্ম্মাস্যে মৌনকালে হেথায় এবার
আবির্ভাব হল গ্রন্থ 'মকার-বাবা'র।
ছিল না চেতনা যেন দীর্ঘ ষোল দিন
ছিলাম আবেশে মত্ত বাহ্যজ্ঞানহীন।
যেন কেউ ঘাড়ে ধরে এ যন্ত্রটা দিয়ে
মহান এ গ্রন্থখানি নিলেন লিখিয়ে।
আপনার অজ্ঞাতে এ বহু বর্ষ ধরে
রেখেছিল উপাদান সংকলন করে।
অধ্যাপক সদানন্দ ওম্‌কারেশ্বরে
বেনামীতে পত্র লিখে নিবেদন করে—
"রক্ষা কর শাস্ত্র তব হে গুরো শঙ্কর, ..."
সীতারাম দিল পত্রে "তথাস্তু" উত্তর।
তখনো 'এ' নাহি জানে এ-রই ঘাড়ে ধরে
লেখাবেন এই গ্রন্থ শাস্ত্র রক্ষা তরে।
নাহিক আঘাত এতে নাই আক্রমণ
আছে অতি সূক্ষ্ম যুক্তি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ।
জ্ঞান যদি নাহি থাকে ত্রিবিধ ভাষায়
শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোঝা নাহি যায়।.......
ওই ষোল দিন অন্য চিন্তা করিবার
ছিল না সামান্যতম সামর্থ্য আমার।
আপনা-আপনি নিত্য ধ্যানের সময়
হৃদিমাঝে তত্ত্ব সব হইত উদয়।

সযতনে ধ্যানলব্ধ এই সব তত্ত্ব
ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করিতাম নিত্য
কারণ যা একবার চিত্তাকাশে ভাসে
তা আর আসে না ফিরে সহস্র প্রয়াসে। ...."
আলাপন অন্তে রাত্রি একটার পর
বিশ্রাম গ্রহণে পান অল্প অবসর।
আচ্ছাদনহীন মুক্ত আকাশের তলে
শয়ন করেন এক সামান্য কম্বলে।
কহিলেন প্রভু পুন—"মুক্তাঙ্গনে বাস
স্বল্পকাল মধ্যে করে পাতক বিনাশ।"

বালকৃষ্ণ ন্যায়াচার্য্য ভক্ত ও পণ্ডিত
দ্বারকেশ মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত।
দর্শন-শাস্ত্রেতে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য
প্রভু সাথে আলোচনা করে বহু তত্ত্ব।
বয়স হয়েছে প্রায় সত্তর বৎসর
সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেছে বিস্তর।
তবু দীক্ষা এতদিনে হয় নাই তার
অতৃপ্ত অন্তর তাই করে হাহাকার।
প্রভুর চরণে করি আত্মনিবেদন
হইল কৃতার্থ সেই পূজারী ব্রাহ্মণ।
কহিলেন প্রভু তারে মধুর বচন—
"এবার তোরই তরে হেথা আগমন।"

হোসাঙ্গাবাদেতে যজ্ঞে যোগ দান তরে
সদলে করেন যাত্রা বাষ্পযানে চড়ে।
পথিমধ্যে পুণা নামে বিখ্যাত সহরে
যাত্রার বিরতি হল স্বল্পকাল তরে।
অসুস্থ দিলীপ রায়ে দিতে দরশন
হল তার আশ্রমেতে শুভ পদার্পণ।
স্নেহময়ী মাতা তার সন্তানে যেমন

. দু'হাত বাড়িয়ে করে বক্ষেতে ধারণ,
তেমনি গভীর স্নেহে দিলীপ কুমারে
ধরেন জড়িয়ে প্রভু বক্ষের মাঝারে।
চরণ বন্দনা করি শ্রীদিলীপ রায়
পরাল সুন্দর মালা প্রভুর গলায়।
মন্দির মাঝারে নিয়ে অতীব যতনে
অচিরে বসাল এক উচ্চ কাষ্ঠাসনে।
কহিলেন এ সময় প্রভু লীলাময়—
"ধ্যান কালে নাম এক হয়েছে উদয়,
পরে সেই নাম তব বলিব তোমায়।"
কহিল আগ্রহভরে শ্রীদিলীপ রায়—
"এখুনি বলুন দেব, না সহে বিলম্ব।"
প্রভু কন—"প্রেমানন্দ দিনু নাম তব।
দিলীপ বলেই জানে তোমায় সকলে
আজি হতে 'এ' ডাকিবে প্রেমানন্দ বলে।"
. পুলকিত চিতে কহে দিলীপ কুমার—
"ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন আজিকে আমার।
তুমি সে আনন্দময়—তব দরশনে
কত যে আনন্দ হল বলিব কেমনে!
প্রেমের ঠাকুর হেন দেখি নাই আর
তব স্পর্শে ধন্য আজি জীবন আমার।
রচিয়াছি গীতি এক ক্ষণমাত্র আগে
তোমায় শোনাতে চাই এ শুভ সুযোগে।
না জানি আসিবে কি না সুযোগ এমন
বৈদ্যের নিষেধ তাই করিব লঙ্ঘন।"
গাহিতে আরম্ভ করে দিলীপ কুমার
কণ্ঠস্বরে মধু ঝরে—ভাষা চমৎকার ঃ—

"শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
শ্রীচরণেষু ।

এ যুগে দেখা দিলে,
অদেখার আলো নিয়ে,

তোমাকে বন্ধু, সে কোন্
পূজিব অর্ঘ্য দিয়ে ?
যা কিছু নিয়ে ভবে
করে জীব মাতামাতি,
সে সবই মিথ্যা মায়া
তারা নয় চির সাথী।
শুধু এক সঙ্গী আছে,
মরণের অন্তরালে,
তাকে যে চিনেছে সেই
জিনল মহাকালে॥
তুমি নাথ সেই আলোকের
অপারের বাণী নিয়ে,
এলে আজ, তোমাকে কোন্
পূজিব অর্ঘ্য দিয়ে ?"

গাহিছে তন্ময় হয়ে শ্রীদিলীপ রায়
গণ্ড বেয়ে অশ্রু পড়ে বক্ষ ভিজে যায়।
ভাবাবিষ্ট শ্রোতাগণ নিথর নিশ্চল
প্রভুও সমাধিমগ্ন চোখে তাঁর জল।
অনন্তর সাঙ্গ করি সুমধুর গীতি
দিলীপ কুমার পুনঃ জানায় প্রণতি।
সঙ্গীগণ বলে—বাবা সমাধি মগন
এখন প্রণাম নয়, ধরুন কীর্ত্তন।"
দিলীপ কুমার নাম ধরিল অচিরে
বাহ্য অবস্থায় প্রভু আসিলেন ফিরে।
ইন্দিরা দেবীকে ডাকি কহেন তখন—
"তুই তো মা শুনালি না মধুর ভজন।"
মা ইন্দিরা নিয়ে ত্বরা হারমোনিয়ম
আরম্ভিল ভক্তিগীতি অতি মনোরম।
যন্ত্র ছেড়ে স্বল্প পরে হয়ে আত্মহারা
গাহে শুধু "হরিবোল" চক্ষে অশ্রু ধারা।

তালে তালে দেহ দোলে এধার-ওধার
শ্রোতাগণ নিমগন আনন্দে অপার।
প্রভুরো তিতিল বক্ষ নয়নের নীরে
সমাধি মগন পুন হলেন অচিরে।
গীত শেষে সুরু হল নাম সুমধুর
অবিলম্বে ভঙ্গ হল সমাধি প্রভুর।
সুন্দর ফুলের মালা দুই গাছি নিয়ে
দু'জনার কণ্ঠে প্রভু দিলেন পরিয়ে।
অনন্তর ভক্তবর দিলীপের করে
পাঁচ ছয় খানি গ্রন্থ দেন স্নেহ ভরে।
সাত আট খানি গ্রন্থ দিলীপ কুমার
প্রভুরে শ্রদ্ধার সাথে দিল উপহার।
প্রভু ক'ন —"তোমার এ গ্রন্থ সমুদয়
সীতারাম বহু পূর্ব্বে করিয়াছে ক্রয়।
তবু তুমি আর বার দিতেছ যখন
ছাড়িতে কি পারি আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু লাভ
কলিযুগে ব্রাহ্মণের এই তো স্বভাব।"
এত বলি হাসিলেন প্রভু বার বার
যোগ দেয় সে হাসিতে দিলীপ কুমার।
আশ্রম-সেবকগণ সানন্দে সত্বর
প্রভুর নিমিত্ত মিষ্ট আনিল বিস্তর।
প্রভু ক'ন—"সীতারাম জাতিতে ব্রাহ্মণ
আহারে অভ্যাস নাই যখন তখন।"
হস্ত দ্বারা মিষ্টগুলি স্পর্শি অতঃপর
কহিলেন—"সবা মাঝে বিতরণ কর্।"

আকস্মিকভাবে সঙ্গ লভিয়া প্রভুর
মহানন্দে সবাকার চিত্ত ভরপুর।
ভক্তিমতী ইন্দিরা-মা অনুভূতি তাঁর
করেছেন ব্যক্ত লিখে অতি চমৎকার :—

"বহু ভাগ্যবলে আজি সীতারামজীরে
পেয়েছি পুণার এই পবিত্র মন্দিরে।
ধন্য মোরা স্পর্শি তাঁর অভয় চরণ
ধন্য মোরা শুনি তাঁর মধুর বচন।
ধন্য মোরা বিশ্ব-জোড়া হেরি তাঁর প্রেম
ধন্য মোরা সে প্রেমের পরশ পেলেম।
করিলাম উপলব্ধি আজি মনে প্রাণে
ব্রজের গোপালজী-ই এসেছে এখানে।
মীরাজীর কথা তাই গেল মনে পড়ে—
'স্বজন এসেছে সখী আজি মোর ঘরে।"

মোর ঘরে বাস করে রিপু ছয়জন
না পায় সেথায় স্থান স্বজন কখন।
এস প্রভু নিজগুণে—নাশ রিপুগণে
দাও ঠাঁই শ্রীচরণে দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭৪

।। হোসাঙ্গাবাদে বিষ্ণুযজ্ঞ—১৩৬৭।।

পুণা হতে কীরকীতে যান দশটায়
দীক্ষাপ্রার্থী ধন্য হল ষাট জন প্রায়।
অপরাহ্ণে পুনরায় বাষ্পযানে চড়ে
পৌঁছিলেন রাত্রিকালে বোম্বাই সহরে।
সস্ত্রীক লছমন সিং সহ বহুজন
ষ্টেশনে প্রভুরে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
হেথা হতে যাত্রা করি স্বল্পকাল পর
হোসাঙ্গাবাদের দিকে হন অগ্রসর।

খাণ্ডোয়াতে দর্শনার্থী দেড়শত জন,
প্রভু এসে দ্বারদেশে দেন দরশন।
প্রভুর নির্দ্দেশমত সঙ্গী দুইজন
প্রচুর প্রসাদ আনি করে বিতরণ।
অতঃপর বড় বড় সকল ষ্টেশনে
শিষ্যভক্ত আসে বহু প্রভুর দর্শনে।
বেলা দেড়টার পর আটই অঘ্রাণ
হোসাঙ্গাবাদেতে আসি পঁহুছিল যান।
দর্শনার্থী ভক্ত এল হাজার হাজার
তিল ঠাঁই যেন নাই ষ্টেশনেতে আর।
মধ্যপ্রদেশের এই সুদূর ষ্টেশন
বাংলার ভিড়ের দৃশ্য করায় স্মরণ।
পুলিশ সুপার শিষ্য তিবারী মঙ্গল
রয়েছে হাজির লয়ে শান্তিরক্ষীদল।
অভাবিত ভিড় হতে রক্ষিতে প্রভুরে
খাঁচা-তুল্য বদ্ধস্থানে বসাল অদূরে।
অগণিত শিষ্যভক্ত উন্মাদের প্রায়
একযোগে মহাবেগে প্রভু পানে ধায়।
'পুলিসী' প্রয়াস ব্যর্থ হয় বার বার
ভিড় নিয়ন্ত্রণ হল দুঃসাধ্য ব্যাপার।
এ প্রকার পরিস্থিতি করি বিলোকন
সুরু করিলেন প্রভু প্রণাম গ্রহণ।
কৃপা বিতরণ চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে
সুসজ্জিত তৈলযানে উঠিলেন পরে।
শোভাযাত্রা হল অতি বৃহৎ আকার
মহানাম গাহে ভক্ত হাজার হাজার।
পথ প্রায় অবরুদ্ধ অত্যধিক ভিড়ে
প্রভুর শকট তাই চলে ধীরে ধীরে।
সহরের গৃহে গৃহে ছাদে বারান্দায়
নরনারী অপেক্ষিয়া দর্শন আশায়।
কেহ বা সুউচ্চ বৃক্ষে করি আরোহণ

দর্শনের তীব্র ইচ্ছা করিছে পূরণ।
দু'ধারের গৃহ হতে নরনারীগণ
অবিরাম পুষ্পদাম করিছে বর্ষণ।
বারে বারে রুদ্ধ ক'রে শকটের গতি
শ্রদ্ধাভরে ভক্ত করে কর্পূর-আরতি।
মঙ্গল কলসী শিরে লয়ে মাতৃদল
মধুময় কণ্ঠে গায় গীত সুমঙ্গল।
মোড়ে মোড়ে অগণিত সুন্দর তোরণ
সহজে সবার দৃষ্টি করে আকর্ষণ।
মাঝে মাঝে শত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়
"জয় গুরুমহারাজ —জয়গুরু জয়।"
এ দেশের অধিবাসী জীবনে কখন
এত বড় শোভাযাত্রা করেনি দর্শন।
পৌঁছিলেন যজ্ঞস্থলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে
ভক্ত শিষ্য-অনুরাগী আসে দলে দলে।
ভক্তসনে আলাপনে রাত্রি কেটে যায়
শয়ন করেন ভোরে প্রায় পাঁচটায়।

পরদিন রৌদ্রে বসি প্রভাতে যখন
চলিছে তিলকসেবা, বিভূতিলেপন,
যজ্ঞের আচার্য্য শাস্ত্রী শ্রীকেদারনাথ
এলেন প্রভুর সাথে করিতে সাক্ষাৎ।
আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা করি প্রদর্শন
দাঁড়ালেন শীঘ্র প্রভু ত্যজিয়া আসন।
অগ্নিহোত্রী বেদবিৎ পণ্ডিতপ্রবর
লুটাল প্রভুর রাঙা চরণে সত্বর।
কহিলেন স্বল্প পরে প্রভু সীতারাম—
"এ কেবল করে আর করায় শ্রীনাম।
যজ্ঞের প্রেরণা এল মৌনেতে এবার
হেথা হতে হবে সুরু যজ্ঞের প্রচার।"
সবিনয়ে আচার্য্যজী করে নিবেদন—

"বড় ভাগ্যে হল আজি তব দরশন।
আপনার 'নাম' আমি করিনু গ্রহণ
গৃহে গিয়ে প্রতিদিন করিব কীর্ত্তন।
আপনার ফটো নিয়ে পূজিব যতনে
কৃতার্থ হলাম আজি তব দরশনে।"
এতক্ষণে আচার্য্যজী হল সচেতন
দাঁড়িয়ে আছেন প্রভু ত্যজিয়া আসন।
নিবেদিল অবিলম্বে জুড়ি দুই কর—
"আপনি বসুন এই আসন উপর।"
সেবকে নির্দ্দেশ দেন প্রভু ত্বরা করে—
"আন্ এক কাষ্ঠাসন আচার্য্যের তরে।"
আচার্য্যে কহেন পরে সহাস্য বদনে—
"আপনি না বসিলে এ বসিবে কেমনে?"
সজোরে শ্রীঅঙ্গ ধরি আচার্য্য সত্বর
প্রভুরে বসাল এক চেয়ারের 'পর।
ভূমিতে বসিল নিজে চরণের ধারে
প্রভু ক'ন মুগ্ধ হয়ে তাঁর ব্যবহারে—
"শাস্ত্রে আছে বিদ্যা করে বিনয় প্রদান
তব আচরণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

প্রভুকে সম্মুখে রেখে দশই অঘ্রাণ
সুরু হল মহাবিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠান।
গুরুপূজা সঙ্কল্পাদি হলে সমাপন
নির্দ্দিষ্ট সময়ে হল অরণি মন্থন।
কুণ্ডে কুণ্ডে সংস্থাপিত হলেন অনল
বেদমন্ত্রে মুখরিত হল যজ্ঞস্থল।
হাজার হাজার ভক্ত আসে প্রতিদিন
ভক্তিভরে যজ্ঞভূমি করে প্রদক্ষিণ।
রেবাতটে যজ্ঞক্ষেত্র বৃহৎ আকার
পরিক্রমা করে কেহ শতাধিক বার।
নানা সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্ত কত

দলে দলে যজ্ঞস্থলে হয় সমবেত।
সারা রাত ধরে ধুনি সারি সারি জ্বলে
অতি অপরূপ শোভা হয় যজ্ঞস্থলে।
পঞ্চবিংশ জন সাধু শ্রদ্ধার সহিত
পূর্ব্বদিকে বসি পড়ে শ্রীরামচরিত।
দুই তিন বার গিয়ে প্রভু সীতারাম
শুধান কুশল নিত্য করেন প্রণাম।
কর্ম্মী শিষ্যগণ প্রতি দিলেন নির্দ্দেশ—
"সাধুদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবি বিশেষ।
ভাণ্ডারা প্রদানে যেন নাহি হয় ত্রুটি
অন্ন চায় দিবি অন্ন— রুটি চায় রুটি।
কিম্বা যদি ইচ্ছা করে স্বপাক ভোজন
দিবি চাল আটা আদি যাহা প্রয়োজন।"

কোনস্থানে গিয়ে যবে বিরক্ত সন্তান
'রামানন্দী' বলি করে পরিচয় দান,
অশ্রদ্ধায় বলে অন্য সাধুগণ ত্বরা—
"ঠিক নাই তোমাদের গুরুপরম্পরা।"
সাধু সমাজেতে তাই নাহি জোটে স্থান
নাহি মিলে স্বীকৃতি বা উচিত সম্মান।
বর্ত্তমান মোহন্তেরে প্রভু সে কারণ
নিমন্ত্রণ তার বার্ত্তা করেন প্রেরণ।
পূজ্যপাদ মহান্তজী অতীব সত্বর
এলেন হোসাঙ্গাবাদে প্রভুর গোচর।
মঞ্চ 'পরে বসি এক সুদৃশ্য আসনে
নিরত ছিলেন প্রভু প্রণাম গ্রহণে।
প্রণাম হয়েছে সুরু প্রভাত সময়
বেলা সাড়ে নয়টাতে শেষ নাহি হয়।
পূজ্যপাদ মহান্ত শ্রীজগন্নাথ দাস
এলেন এমত কালে প্রভুর সকাশ।
অবিলম্বে নীচে নেমে প্রভু সীতারাম

করিলেন মহান্তেরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
শশব্যস্তে রাখি পাত্রে তাঁর শ্রীচরণ
ধৌত করি পাদোদক করেন গ্রহণ।
অতঃপর প্রভু তাঁরে সবিনয়ে কহে—
"সীতারাম দেনেবালা লেনেবালা নহে।
আছে এ'র শিষ্য প্রায় সত্তর হাজার
অনেক আশ্রম গ্রন্থ ষাটখানি আর।
ছ'খানি পত্রিকা আছে বিভিন্ন ভাষায়
তা যদি না লাগে সম্প্রদায়ের সেবায়।.......
ত্যাগী ছেলেদের মনে বড় ব্যথা বাজে
ঠাঁই নাহি পায় তারা সাধুর সমাজে।
তাই আজি এ বিনীত জিজ্ঞাসা আমার
আপনি কি আমাদের করেন স্বীকার?"
পূজ্যপাদ মহান্তজী কহেন তখন—
"অধিক বলার তব নাই প্রয়োজন।
আমাদের সম্প্রদায়ে আপনি গৌরব
তব তুল্য মহাজন জগতে দুর্ল্লভ।
কুলের নামেতে যায় সব লোক তরে
তব নামে কুল শুদ্ধ হয় পক্ষান্তরে।
সর্ব্বত্র আপনি আর তব শিষ্যগণ
লভিবেন উপযুক্ত শ্রদ্ধার আসন।"

মাননীয় মহান্তের সেবার নিমিত্ত
কতিপয় শিষ্যে প্রভু করেন নিযুক্ত।
অতঃপর যজ্ঞক্ষেত্রে করেন গমন
বেদমন্ত্রে চারিদিক মুখর তখন।
যথাকালে হল সাঙ্গ পূর্ণাহুতি দান
তিল ধারণের আজি নাই কোথা স্থান।
চতুর্দ্দিকে নরনারী হাজার হাজার
গণনায় হবে লক্ষ কিম্বা বেশী তার।
সাতদিন ব্যাপী যজ্ঞ হল সমাপন

সমাগত হল শেষে বিদায় লগন।
কেঁদে ওঠে অগণিত ভক্তের অন্তর
তবু যেতে দিতে হয় নাই গত্যন্তর।

ধর্ম্মপ্রাণ হেথাকার নরনারীগণ
ভক্তি-ভালবাসা দেখি প্রভু মুগ্ধ হন।
আমি মুগ্ধ তাঁর শুদ্ধ লীলা দরশনে
লক্ষ জন মত্ত হল যাঁর আকর্ষণে।
স্পর্শে যাঁর দুরাচার সাধু হয়ে ওঠে
বিষয়ীর ভোগস্পৃহা ক্ষণমধ্যে টুটে।
ধর্ম্মদ্বেষী যাঁরে স্পর্শি ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়
দাস জনার্দ্দন পূজে তাঁর পদদ্বয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭৫

।। দেবাস থেকে দিল্লী—১৩৬৭ ।।

(দেবাস, উজ্জয়িনী, ওঙ্কারেশ্বর, খাণ্ডোয়া, বৃন্দাবন)

হোসাঙ্গাবাদেতে যজ্ঞ অনুষ্ঠান শেষে
অঘ্রাণ উনিশে প্রভু এলেন দেবাসে।
হেথাকার ভক্তদের উদার হৃদয়
সেবার নিমিত্ত করে অপর্য্যাপ্ত ব্যয়।
নানা স্থান হতে এল দর্শনার্থীগণ
শতাধিক ভক্ত দীক্ষা করিল গ্রহণ।
অসুস্থ হলেন প্রভু—গায়ে এল জ্বর
চিকিৎসার লাগি বৈদ্য আসিল সত্বর।
ব্যাধিতে প্রচার পর্ব্ব বিঘ্নিত না হয়
পৌঁছিলেন উজ্জয়িনী নির্দ্দিষ্ট সময়।

উদ্যোগীগণের হেথা ভক্তি অতুলন
মনোরম শোভাযাত্রা করে আয়োজন।
পত্রপুষ্পে অশ্বযান সুসজ্জিত করি
রাজচ্ছত্র দিল এক মস্তক উপরি।
দু'ধারে দণ্ডায়মান ভক্ত দুই জন
শ্রদ্ধার সহিত করে চামর ব্যজন।
প্রভুর নির্দ্দেশমত কর্ম্মী ভক্তগণ
খুলে নিল রাজচ্ছত্র থামাল ব্যজন।
সুমধুর ব্যাণ্ড সাথে নানা বাদ্য বাজে
সেজেছে বাদকবৃন্দ অপরূপ সাজে।
নৃত্য সহ মহামন্ত্র করি সঙ্কীর্ত্তন
পশ্চাৎ ভাগেতে শিষ্যভক্ত অগণন।
সহরের বহু পথ করি পর্য্যটন
মহাকাল মন্দিরেতে উপনীত হন।
গণ্যমান্য শিষ্যভক্ত সেথা অগণিত
স্বাগত জানিয়ে করে মাল্যে বিভূষিত।
পরদিন গুরুবার বাইশে অঘ্রাণ
সুরু হল লঘু রুদ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ঔষধ সেবন চলে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে
ব্যাধি তবু নাহি কমে—বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
শিষ্যভক্ত অনুরাগী সবে ম্রিয়মাণ
প্রভু তাই করিলেন আশ্বাস প্রদান—
"বহু দীক্ষার্থীর পাপ করেছি গ্রহণ
সে কারণে এক্ষণে এ রোগ আক্রমণ।
অবিলম্বে যাব সবে ওম্‌কারেশ্বর
একান্তে বসিতে ধ্যানে পাব অবসর
দূরে যাবে পাপ সব অতীব সত্বর
সুস্থ হবে দেহ তোরা চিন্তা ত্যাগ কর্।"
দীক্ষার্থীর ব্যাকুলতা করি বিলোকন
ব্যাধির যন্ত্রণা প্রভু হন বিস্মরণ।
আজিকে সংখ্যায় তারা দেড়শত প্রায়

মন্ত্রদান সাঙ্গ হল বেলা দেড়টায়।
এ সময় তাপ বৃদ্ধি পেল অতিশয়
অবিলম্বে নিতে হল শয্যার আশ্রয়।
ব্যাধির যন্ত্রণা হল ক্রমশঃ উৎকট
করেন শয্যার 'পরে প্রভু ছট্‌ফট্‌।
বিশ্রাম গ্রহণে তাঁকে দিতে অবসর
কক্ষের বাহিরে এল সকলে সত্বর।
কেহ যাতে প্রবেশিতে নাহি সেথা পারে
সঙ্গীগণ প্রহরায় রত রহে দ্বারে।
এ কার্য্য সাধন লাগি শ্রীহরিসাধন
রুদ্ধ দ্বার সম্মুখেতে করিল শয়ন।
শয্যাত্যাগ করি প্রভু স্বল্প কাল পরে
বসিলেন ধ্যান লাগি আসন উপরে।

তেইশে অঘ্রাণ পুন তৈলযানে চড়ে
সগণে এলেন পুণ্য ওঙ্কারেশ্বরে।
হেথাকার পাণ্ডাদের ভক্তি অতুলন
সশিষ্য প্রভুরে তারা করে নিমন্ত্রণ।
পরদিন প্রাতঃকালে লয়ে সঙ্গীগণে
হাজির হলেন ভক্ত পাণ্ডার ভবনে।
পথিমধ্যে বালবৃদ্ধ-যুবক-যুবতী
শ্রদ্ধাভরে পাদপদ্মে জানায় প্রণতি।
পুষ্পাদির দ্বারা কেহ পূজে শ্রীচরণ
সঙ্গ না ছাড়িতে চায় ছোট শিশুগণ।
শিশুদের মাঝখানে যেন অকস্মাৎ
সাজিলেন লীলাময় শিশু-ভোলানাথ।
ছেলেদের শিখা আর মেয়েদের বেণী
করেন কৌতুকছলে কভু টানাটানি।
লোকে লোকারণ্য আজি পাণ্ডার ভবন
পাণ্ডাগণ গুরুপূজা করে আয়োজন।
অবিলম্বে বড় পাণ্ডা বিধি অনুসারে

আরম্ভ করিল পূজা ষোড়শোপচারে।
বেদ-তন্ত্রাদির মন্ত্র করি সংমিশ্রণ
পরম শ্রদ্ধায় পূজে প্রভুর চরণ।
প্রভু যত কহিছেন—"দ্রুত সাঙ্গ কর্"
পাণ্ডা তত মন্ত্র পড়ে জুড়ি দুই কর।
স্বল্প পরে ভক্তিভরে করে নিবেদন
লুচি-পুরী-লাড্ডু সহ বিবিধ ব্যঞ্জন।
শিষ্যগণে সযতনে করায় ভোজন
পরিতৃপ্ত হন প্রভু আর সঙ্গীগণ।

অপরাহ্নে তৈলযানে করি আরোহণ
খাণ্ডোয়াতে সেই রাতে উপনীত হন।
আশ্রিত সেবক মোদী লয়ে ছাত্রগণ
প্রভুর সেবায় করে আত্মনিবেদন।
পরদিন বেলা নয় ঘটিকায় গাড়ী
প্রভাতে প্রস্তুতি পর্ব্ব চলে তাড়াতাড়ি।
দীক্ষা প্রার্থীগণে প্রভু কহেন ত্বরায়—
"সারি দিয়ে একে একে তোরা সবে আয়।"
সেই মত আসে ভক্ত প্রভু সন্নিধানে
কৃপা করি দেন হরি মন্ত্র কানে কানে।
স্বল্পক্ষণে আশীজনে প্রভু দয়াময়
শ্রীচরণে নিজগুণে দিলেন আশ্রয়।
দীক্ষা শেষে 'শিশু'-শিষ্যে দেন পথ বলে—
"মন্ত্র-নাম যা দিলাম জপিবি সকলে।
'জপে মুক্তি'—এই উক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে পাই
সাধ্যমত জপে রত রহিবি সদাই।
তাতেই কৃতার্থ হবি নাহিক সংশয়।"
অনন্তর যাত্রা পুন নির্দ্দিষ্ট সময়।

বাষ্পযানে আরোহণে ছাব্বিশে অঘ্রাণ
সঙ্গীগণে লয়ে পুণ্য বৃন্দাবনে যান।

মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন সহ অতঃপর
শ্রীধামের পথ ধরি হন অগ্রসর।
গোবিন্দ মন্দিরে অগ্রে প্রভু সীতারাম
করিলেন ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
নামগান সহ যান যমুনার তীরে
পূত বারি স্পর্শ করি সিঞ্চিলেন শিরে।
মহামন্ত্রে রাজপথ করি মুখরিত
মাল্যবতী আশ্রমেতে হন উপনীত।
গোবিন্দের মন্দিরের পূজারী প্রধান
সুধাময় গোস্বামীজী প্রভুগতপ্রাণ।
পাঠাল মন্দির হতে প্রসাদ প্রচুর
তাই দিয়ে হল ভোগ মধ্যাহ্নে প্রভুর।

বৃন্দাবন হতে যাত্রা পরদিন প্রাতে
স্বল্প পরে উপনীত হন মথুরাতে।
অতঃপর বাষ্পযানে আরোহণ করে
সদলে হাজির হন দিল্লী দ্বিপ্রহরে।
কর্নেল পানোয়ার আর বহু জন
ষ্টেশন প্রাঙ্গণে করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
ষ্টেশনে প্রণাম পর্ব্ব হলে সমাপন
তৈলযানে কালীবাড়ী উপনীত হন।
দলে দলে অগণিত আসে নরনারী
সারাদিন মুখরিত রহে কালীবাড়ী।
সমাজের উচ্চতলে যাদের বসতি
তারাও এসেছে আজি জানাতে প্রণতি।
চাহে সবে কথামৃত করিতে শ্রবণ
রাত্রিকালে প্রভু তাই দিলেন ভাষণ ঃ—
"...মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং তক্ষ্যামি তং নরম্।।'
মোর কথা নিতি নিতি যেই জন বলে,
কিম্বা মোর কথা শোনে শ্রবণ যুগলে,

আমার কথায় প্রীতি যে লভে অন্তরে
আমি নাহি ত্যাগ করি কভু সেই নরে।
মোর নাথ কারে নাহি ত্যাগ করে যায়?
তাঁর লীলাকথা যার নিত্য রসনায়।
তারেও আমার নাথ না ত্যজে কখন
তাঁর কথা শ্রবণেতে রত যেই জন।
আর কারে না ত্যজে সে নাথ দয়াময়?
যে হয় কথায় তাঁর প্রীত অতিশয়।
গাও তাঁর নাম নিত্য গাও গুণ তাঁর
তাঁর লীলাকথা মুখে বল বার বার।
পার না বলিতে কিম্বা করিতে কীর্ত্তন?
কর তাঁর লীলা - নাম কানেতে শ্রবণ।
তাতেও অক্ষম যদি হ'য়ো না হতাশ,
শোন তাঁর শ্রীমুখের অভয় আশ্বাস—
'আমার কথায় যার আনন্দিত মন
তারেও কখন আমি করি না বর্জ্জন।'

সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ কর হে ব্রাহ্মণ
তা'হলেই পাবে ফিরে স্বরূপ আপন।
'সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাপ্যুপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে।।'
হতভাগ্য যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যারে জানে না,
নিয়মিত নাহি করে সন্ধ্যা উপাসনা,
জীবিতকালেই সে তো শূদ্রসম হয়
দেহান্তে কুকুর জন্ম লভিবে নিশ্চয়।...
শূদ্রের বেদোক্ত কর্ম্মে নাই অধিকার
সে করুক নাম আর সেবা অনিবার।
নামগানে ভগবানে ব্যবধান নাই
অবশ্য কৃতার্থ হবে নামেতে সবাই।...
কেহ কহে—মন মোর স্থির নাহি হয়
হেথায়-হোথায় ভ্রমে জপের সময়।'

কেন মন স্থির হবে—মানিবে শাসন ?
স্থির হতে শিখায়েছ তারে কি কখন ?
ছুটিয়েছ যে মনেরে বিষয়ে নিয়ত
কেন আজি হবে শান্ত তব আজ্ঞা মত ?
স্বাধ্যায় - তুলসীসেবা - নামসঙ্কীর্ত্তন
সাত্ত্বিক আহারে ক্রমে স্থির হয় মন।

'সদ্‌গুরু হতে মন্ত্র করিনু গ্রহণ
তবু শান্তি নাহি পাই'—বলে বহু জন।
গুরুদেব যা তোমারে করেছেন দান
সে তো শুধু মন্ত্র নয় সে-ই ভগবান।
কর যদি জপ মাত্র শত আট বার
কেমনে লভিবে শান্তি অন্তর মাঝার ?
একুশ হাজার আর ছয়শত করে
কর জপ ছয় মাস নিত্য শ্রদ্ধা ভরে,
শান্তিলাভ হয় কিনা দেখ তার পর! ..."
প্রভু হেন উপদেশ দিলেন বিস্তর।
মন্ত্রমুগ্ধবৎ শোনে শ্রোতা অগণন
অবশেষে হন প্রভু সমাধিমগন।
সঙ্গীদের কণ্ঠে নাম শুনি পুনরায়
ফিরিলেন অচিরেই বাহ্য অবস্থায়।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য হলে সমাপন
কুরুক্ষেত্র পর্য্যটনে চলে আয়োজন।
অর্দ্ধশতাধিক শিষ্য সঙ্গে যেতে চায়
সুবৃহৎ তৈলযানে স্থান না কুলায়।
প্রভু ক'ন—"যেতে যদি না পারে সকলে
সীতারাম কুরুক্ষেত্রে যাবে না তা'হলে।"
গঙ্গা * বলে—"যান চলে সদলে এখন
বাসে করে যাব পরে মোরা পাঁচ জন।
সবার যাবার আর বাধা নাহি রবে।"

* প্রবীণ শিষ্য শ্রীগঙ্গারাম

সেই মত যাত্রা হল অনতিবিলম্বে।
দেখিলেন কুরুক্ষেত্রে যেথা ভগবান
গীতা উপদেশামৃত করেছেন দান।
ব্রহ্মহ্রদ আদি সব দরশন করে
দিল্লীতে এলেন ফিরে সায়াহ্নের পরে।
ভীম একাদশী আজি হয়েছে পালন
সারাদিন উপবাস—রাত্রিতে পারণ।

পরদিন মন্ত্রদীক্ষা করিতে গ্রহণ
সবা সাথে এল বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন।
অপরাহ্নে এল মন্ত্রী সত্যনারায়ণ
কহিল সে—"বহু ভাগ্যে মিলিল দর্শন।"
বিকানীর অধিপতি দরশন আশে
হেন কালে উপনীত প্রভুর সকাশে।
মন্ত্রী কহে—"আপনিও মহা ভাগ্যবান
পেয়েছেন তাই হেন সন্তের সন্ধান।"
প্রভুপদে পরে মন্ত্রী করে নিবেদন—
"এদের একটু কৃপা করুন বর্ষণ।
আমরা ওদের রাজ্য নিয়েছি ছিনিয়ে
আনন্দের রাজ্য দিন ওদের চিনিয়ে।"
রাজা কহে—"রাজ্যপাট নিয়েছেন সব
'ইমান' ছিনিয়ে নে'য়া হবে কি সম্ভব?"
মন্ত্রীবর অতঃপর প্রণমি চরণ
প্রভুর নিকট করে বিদায় গ্রহণ।
আলাপনে রত এবে দুই মহারাজ
একজন ভাগ্যবশে রাজ্যহারা আজ।
বস্ত্রখণ্ড পরিহিত আর একজন
শত রাজা শিরে ধরে যাঁহার চরণ।
রাজা কহে—"স্বার্থপর নেতারা সকলে
ভোটের প্রাক্কালে তারা কত কথা বলে।
ভোটে জিতে ভুলে যায় পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি

ভারতের তাই আজি এমত দুর্গতি।''
প্রভু ক'ন—''সত্য বটে তোমার বচন
তবু কিছু করণীয় নাই তো এখন।
শাস্ত্র-ধর্ম্ম-সদাচার-ভগবানে ছাড়ি
এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে নরনারী।
নিয়ত নিরত যারা উদর পূরণে
কেমনে আসিবে সুখ তাদের জীবনে!
তবু ভয় নাই বাবা ভেবো না অধিক
ঘুমিয়ে যান নি এই বিশ্বের মালিক।
একবার কর তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ ঃ—
''ধরমের হয় গ্লানি যখন যখন ......
সেই কালে মায়া বলে আমি দেহ ধরে
আবির্ভূত হই এই ধরণীর 'পরে।
সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্টের বিনাশ
ধর্ম্মসংস্থাপন লাগি আমার প্রকাশ।'.......
সীতারাম মনে করে যেভাবে এখন
চলিছে এ দেবভূমি ভারতে শাসন,
নরনারী সে শাসনে শান্তি নাহি পাবে,
দেশের দুর্গতি আজি ধর্ম্মের অভাবে।
প্রাচীন ভারতে ছিল রাজচক্রবর্ত্তী
তাহার অধীনে বহু ছিল নরপতি।
প্রজানুরঞ্জনে তারা ছিল সদা রত
প্রজার সুখেতে সুখী দুঃখে দুঃখী হত।''
কহে ভক্ত একজন—''বহু নরপতি
হয়েছিল শেষভাগে অত্যাচারী অতি।''
উত্তরে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
''সে কারণ রাজ্যচ্যুত আজি তারা সবে।
জেনে রাখ— অত্যাচারী কখনো ভারতে
পারিবে না দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে।
যাক্ বাবা ত্যাগ কর এসব ভাবনা
য্যাসা দিন চিরকাল নিশ্চয় রবে না।

ভগবান যা করেন সবেতে মঙ্গল
অনিবার স্মর তাঁর চরণযুগল।"

শাস্ত্র-ধর্ম্ম ভুলি আমি কত কষ্ট পাই
তুমি বিনা মোর প্রভু আর গতি নাই।
কলিগ্রাস হতে রক্ষ—আমি অসহায়
দাস জনার্দ্দনে ঠাঁই দাও রাঙা পায়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭৬

।। কানপুর-বিঠুর পরিক্রমা।।
।। অযোধ্যায় অভিনব লীলা—১৩৬৭।।

শ্রীগুরুপাদুকা বাঁধি বক্ষের উপর
যাত্রা লাগি হন প্রভু প্রস্তুত সত্বর।
দিল্লী হতে বাষ্পযানে করি আরোহণ
শেষরাতে কানপুরে উপনীত হন।
বাজপেয়ী ভ্রাতৃবৃন্দ আসি অচিরাৎ
শ্রীচরণে ভক্তিভরে করে প্রণিপাত।
সবার প্রণাম অন্তে চড়ি তৈলযানে
এলেন গঙ্গার তীরে বিশ্রামের স্থানে।
অচিরে জনৈক শিষ্যে দিলেন নির্দ্দেশ
পাঠ করে রাতটুকু করে দিতে শেষ।
শ্রীহরিসাধন পাঠ করে 'রণছোড়'
বিভোর পাঠক শ্রোতা—হয়ে এল ভোর।
গঙ্গাস্নানে কারো মনে জাগে অভিলাষ
প্রভু ক'ন—"পাঠ শোন্ হবে পাপ নাশ।"
পাঠ শেষে জপ পূজা হলে সমাপন
তৈলযানে বিঠুরেতে করেন গমন।

লবকুশ আশ্রমেতে করি পদার্পণ
করিলেন বহুজনে কৃপা বরিষণ।
শঙ্কর মঠাদি ঘুরে প্রভু দয়াময়
ফিরিলেন কানপুরে মধ্যাহ্ন সময়।
দীক্ষার্থীর প্রতীক্ষার হল অবসান
শতাধিক ভক্তে মন্ত্র করিলেন দান।
কানপুর ত্যাগ করি পরদিন প্রাতে
সন্ধ্যাকালে পৌঁছিলেন পুণ্য অযোধ্যাতে।
দশখানি টাঙ্গা আর রিক্সা চোদ্দখানি
আরোহণ করি চলে বিরাট বাহিনী।
উচ্চকণ্ঠে করে সবে নাম সঙ্কীর্ত্তন
সানন্দ বিস্ময়ে দেখে ধামবাসীগণ।
দিব্যকলাকুঞ্জে আসি সদলে প্রথম
দেখিলেন রামসীতা মূর্ত্তি মনোরম।
শ্রীদিব্যকলাজী আসি সশ্রদ্ধ অন্তরে
প্রভু পাদপদ্ম-প্রান্তে প্রণিপাত করে।
প্রভু আর শিষ্যদের থাকিবার তরে
দিল বহু ঘর ছেড়ে নীচে ও উপরে।
রামানন্দী শ্রীবৈষ্ণব তিন চারি জন
কলাকুঞ্জে আসি করে প্রভুরে দর্শন।
কহেন সচ্চিদানন্দে প্রভু এই বার—
"আয়োজন কর্ কাল ভাণ্ডারা দেবার।"

মহামন্ত্র প্রচারিতে পরদিন প্রাতে
সাজালেন দল প্রভু আপনার হাতে।
করতাল বাদ্য করি চারিদিকে ঘুরে
গাহিছেন মহানাম সুমধুর সুরে।
সঙ্গীগণ নৃত্যসহ করে সঙ্কীর্ত্তন
ছোট ছাউনীর দ্বারে উপনীত হন।
সাধুগণ বাহিরেতে আসি ত্বরা করে
সশিষ্য প্রভুরে লয়ে গেল অভ্যন্তরে।

সাধু সন্ত নিত্য প্রায় পাঁচ শত জন
করে এই ছাউনীতে প্রসাদ গ্রহণ।
সাধুগণ ঠিকমত দিলে পরিচয়
এই স্থানে অবশ্যই মিলিবে আশ্রয়।
যারা না করিতে পারে পরিচয় দান
সাধুর সমাজে তারা নাহি পায় স্থান।
পূজ্যপাদ মোহন্ত শ্রীরাম মনোহর
আসিলেন শশব্যস্তে প্রভুর গোচর।
প্রভুও মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে
লুটালেন মোহন্তের চরণ উপরে।
অতঃপর দুইজনে করি আলিঙ্গন
অপার্থিব আনন্দেতে হলেন মগন।

মোহন্ত কহেন পরে— "স্বরূপ গোপন করে
এসেছেন আপনি এবার।
জীবের কল্যাণ তরে সমগ্র ভারত জুড়ে
করিছেন শ্রীনাম প্রচার।।
কলিতে উপায় চার বলেছেন শাস্ত্রকার
নাম-রূপ-লীলা আর ধাম।
এক নামে হলে রুচি দুঃখ জ্বালা যায় ঘুচি
জীবগণ হয় পূর্ণকাম।।
হেন নাম প্রচারিতে এসেছেন ধরণীতে
আপনার উপমা আপনি।
সাকেত নগর* ত্যজি এসেছেন মর্ত্তে আজি
আপনি সে রামগুণমণি।।
বঙ্গভূমে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে
অবতীর্ণ হয়ে ভগবান।
কৃষ্ণপ্রেমে হয়ে মত্ত জীবকুলে অবিরত
করেছেন কৃষ্ণনাম দান।।
তিনি আপনার মত জীবদ্দশায় এত
করেন নি শ্রীনাম প্রচার।

---

* নিত্য অযোধ্যাধাম

আপনার গুণাবলী একমুখে কত বলি
আপনার মহিমা অপার।।"
বৃদ্ধ মোহন্তের পায় প্রণমিয়া পুনরায়
প্রভু কহে বিনয় বচন—
"এ তব দাসানুদাস শ্রীগুরুর অভিলায
পূরণে সচেষ্ট অনুখন।।
এ দেহ আশ্রয় করে গুরুদেব ধরা 'পরে
করিছেন প্রচার শ্রীনাম।
গুরুদেব যন্ত্রী আর এ-টা জীর্ণ যন্ত্র তাঁর
এই সত্য জানে সীতারাম।।"
প্রভুর নির্দ্দেশ মেনে হিন্দী গ্রন্থরাজি এনে
মহান্তেরে দিল শিষ্যগণ।
পুনরায় নতি ক'রে মোহন্তের হাত ধরে
নাম সহ বহির্গত হন।।
কতিপয় মন্দিরেতে দর্শন প্রণাম অন্তে
পৌঁছিলেন সরযূর তীরে।
পূত বারি স্পর্শ করি দেন প্রভু শিরোপরি
অতঃপর চলিলেন ফিরে।।
দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে দিব্যকলাকুঞ্জে এসে
দেন প্রভু নির্দ্দেশ তখন—
আগে সাধুসন্তগণ আর নরনারায়ণ
করিবেন আহার্য্য গ্রহণ।।
তার আগে বিন্দু বারি গ্রহণ করিতে নারি
জলযোগ হবে আজি পরে।"
বেলা প্রায় তিনটায় সাধুসেবা সুরু হয়
প্রভু নিজে দেখাশুনা করে।।
সাধুগণে লক্ষ্য করে কহিলেন স্বল্প পরে—
"প্রসাদ কিঞ্চিৎ দিন 'এ'কে।"
লুচি লাড্ডু অতঃপর একটি থালার 'পর
দিল তারা স্ব-স্ব পাত্র থেকে।।

সাধুগণ না করেন জাতির বিচার
এক সাথে বসি সবে করেন আহার।
যদিও ব্রাহ্মণ সাধু করেন রন্ধন
শাস্ত্রবিধি অনুসারে হয় নিবেদন।
প্রভু কপ্রপ্রপ্রপ্রংন—"শাস্ত্র মানে সীতারামদাস
জাতির.বিচারে তার অখণ্ড বিশ্বাস।"
সাধুদের সঙ্গে বসি প্রসাদ গ্রহণ
প্রভুর পক্ষেতে নয় সম্ভব কখন।
প্রসাদের থালাখানি দুই হাতে ধরে
অচিরে গেলেন তাই উপরের ঘরে।
বলেছেন বারান্তরে প্রভু এ বিষয়—
"সীতারামে যে বাবারা করেছে আশ্রয়,
বর্ণাশ্রম যদি তারা না করে পালন
পারিবে না উপরেতে উঠিতে কখন।
যে জন যেখানে আছে সে রহিবে সেথা
কোনক্রমে কভু এর না হবে অন্যথা।"

পরদিন পুনরায় লয়ে সঙ্গীগণে
বাহির হলেন প্রভু প্রচার কারণে।
আজো ছোট ছাউনীতে পদার্পণ করি
লুটালেন মোহন্তের চরণ উপরি।
আরো বহুস্থানে নাম করি বিতরণ
শ্রীরামের জন্মস্থানে উপনীত হন।
শিষ্যগণসহ প্রভু ভূমিতলে পড়ি
পূত রজে বারে বারে দেন গড়াগড়ি।
যবনেরা অধিকার করি বহু স্থান
বিরাট মস্‌জিদ হেথা করেছে নির্ম্মাণ।
কিম্বা ছিল যে মন্দির জন্মভূমি 'পর
বিতর্কিত এ মস্‌জিদ তারই রূপান্তর।
লীলাপূত এই স্থান উদ্ধারের তরে
মোকদ্দমা চলিতেছে দীর্ঘকাল ধরে।

জনমভূমিতে অতি অল্প ব্যবধানে
'সীতারাম' নামগান চলে দুই স্থানে।
এ নামের সঞ্চালক শ্রীরামশরণ
প্রভুরে অসীম শ্রদ্ধা করে প্রদর্শন।
দু'নয়ন হতে তার আনন্দাশ্রু ঝরে
পাদোদক পান করে সশ্রদ্ধ অন্তরে।
তুষ্ট হয়ে প্রভু এই শিষ্ট ব্যবহারে
করেন আদর আর আশীর্ব্বাদ তারে।
দীর্ঘ তিন ক্রোশ পথ পরিক্রমা শেষে
দিব্যকলাকুঞ্জে পুন পৌঁছিলেন এসে।
তখন অতীত প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর
অন্নভোগ হল সাড়ে তিনটার পর।
বিকেলে কহেন রাম-মনোহর দাসে—
"ছাউনীতে নিত্য কত সাধু-সন্ত আসে।
তাদের থাকার আর প্রসাদ পাবার
আছে সেথা বন্দোবস্ত অতি চমৎকার।
অনায়াসে তাই তব ছাউনী মাঝারে
একটি অখণ্ড নাম পারে চলিবারে।
সাধুরা কৃতার্থ হবে করি সঙ্কীর্ত্তন
আর হবে জগতের কল্যাণ সাধন।"
মোহন্ত করেন—"নাম করিতে প্রতিষ্ঠা
অবশ্য করিব আমি অশেষ প্রচেষ্টা।"
সঙ্গী শিষ্যগণসহ রাত্রি বারটায়
অযোধ্যা হইতে প্রভু নিলেন বিদায়।
কাশী-তারিঘাট সহ ভ্রমি নানাস্থান
বঙ্গদেশে করিলেন পদধূলি দান।

এইমত অবিরত চলিছে প্রচার
আদি নাই অন্ত নাই এ মহালীলার।
লীলাসিন্ধু হতে বিন্দু করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭৭

।। কলিকাতা 'পত্রিকা ভবনে'।। দিগসুই-এ লঘুরুদ্র যজ্ঞ।।
।। পণ্ডিত ত্রিপথনাথ—বর্ণাশ্রম ও দোকানের মিষ্ট।।
।। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণ' রূপে বন্দনা।।
।। 'নদের ঠাকুরের' প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—১৩৬৭।।

পৌষের দ্বাদশ দিন সাতষট্টি সন
দিগসুই ধামে প্রভু উপনীত হন।
গুরুমা'র পদে করি পুষ্পাঞ্জলি দান
ভক্তিভরে পাদোদক করিলেন পান।
অন্নভোগ পর্ব্ব হেথা হলে সমাপন
তৈলযানে কলিকাতা করেন গমন।
শিশির ঘোষের মৃত্যু-বার্ষিকী স্মরণে
সভা অনুষ্ঠিত হল 'পত্রিকা ভবনে'।
মুখ্য অতিথির করি আসন গ্রহণ
বিদগ্ধ সভায় প্রভু দিলেন ভাষণ।
দর্শনার্থী নর-নারী এল দলে দলে
স্থান সঙ্কুলান নাহি হয় সভাস্থলে।
পত্রিকা ভবনে আর তিল ঠাঁই নাই
অসংখ্য ভক্তের ভিড় বাহিরেতে তাই।
প্রয়োজনে বাহিরেতে আসি একবার
শ্রীতরুণ কান্তি হল ভিড়ের শিকার।
ক্ষোভে দুঃখে অত্যুৎসাহী দর্শনার্থীগণ
আটক করিয়া তারে রাখে দীর্ঘক্ষণ।
ভক্তদের ব্যাকুলতা করি দরশন
শ্রীতুষার কান্তি কহে প্রভুরে তখন—
"সীমিত এ স্থানে এনে আপনাকে আজ
করি নি মোটেই মোরা যথাযোগ্য কাজ।
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সুবৃহৎ নগর-উদ্যান
আপনাকে আহ্বানের উপযুক্ত স্থান।"

সভাশেষে ভক্তগণে দিয়ে দরশন
নৈশ অভিযানে প্রভু বহির্গত হন।
নিশীথ সময়ে আসি মাতৃ দরশনে
রহিলেন স্বল্পক্ষণ কেদার ভবনে।
তৈলযানে আরোহণ করি পুনরায়
চলিলেন দিগসুই রাত্রি একটায়।

পরদিন সুরু হল যজ্ঞ অনুষ্ঠান
গুরুপুত্র শ্রীশঙ্কর হেথা যজমান।
চারিদিকে অগণিত ভকতের ভিড়
দর্শন প্রণাম লাগি সকলে অধীর।
ভক্তির আধিক্য হেতু শ্রীঅঙ্গের 'পরে
চলে কত নিপীড়ন সারাদিন ধরে।
হাসিমুখে দয়াময় প্রভু অনুখন
করিছেন সবাকার প্রার্থনা পূরণ।
কখনো প্রণাম চলে কভু দীক্ষাদান
কৃপা বিতরণে দিবা হয় অবসান।
দীক্ষাদান অন্তে রাত্রি নয়টার পর
অন্নভোগ গ্রহণের হল অবসর।
পাঠ অন্তে মধ্যরাত্রে চলে আলাপন
বিশ্রামের সময়ের বড় অনটন।
কালীপদ তর্কাচার্য্য মহান পণ্ডিত
প্রভু সন্নিধানে আজি হন উপস্থিত।
পণ্ডিত শ্রীজীব আর শ্রীহরিচরণ
যজ্ঞের দ্বিতীয় দিনে উপনীত হন।
তৃতীয় দিবসে যজ্ঞ অনুষ্ঠান শেষ
প্রভাতে যাজ্ঞিকগণে দিলেন নির্দ্দেশ—
"কাল খুব হয়েছিল জনসমাগম
মনে হয় ভিড় আজো নাহি হবে কম।
ভিড়ের চাপেতে যদি পথ রুদ্ধ হয়
আসিতে না পারি হেথা মধ্যাহ্নসময়,

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭৭

।। কলিকাতা 'পত্রিকা ভবনে'।। দিগসুই-এ লঘুরুদ্র যজ্ঞ।।
।। পণ্ডিত ত্রিপথনাথ—বর্ণাশ্রম ও দোকানের মিষ্ট।।
।। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণঃ' রূপে বন্দনা।।
।। 'নদের ঠাকুরের' প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—১৩৬৭।।

পৌষের দ্বাদশ দিন সাতষট্টি সন
দিগসুই ধামে প্রভু উপনীত হন।
গুরুমা'র পদে করি পুষ্পাঞ্জলি দান
ভক্তিভরে পাদোদক করিলেন পান।
অন্নভোগ পর্ব্ব হেথা হলে সমাপন
তৈলযানে কলিকাতা করেন গমন।
শিশির ঘোষের মৃত্যু-বার্ষিকী স্মরণে
সভা অনুষ্ঠিত হল 'পত্রিকা ভবনে'।
মুখ্য অতিথির করি আসন গ্রহণ
বিদগ্ধ সভায় প্রভু দিলেন ভাষণ।
দর্শনার্থী নর-নারী এল দলে দলে
স্থান সঙ্কুলান নাহি হয় সভাস্থলে।
পত্রিকা ভবনে আর তিল ঠাঁই নাই
অসংখ্য ভক্তের ভিড় বাহিরেতে তাই।
প্রয়োজনে বাহিরেতে আসি একবার
শ্রীতরুণ কান্তি হল ভিড়ের শিকার।
ক্ষোভে দুঃখে অত্যুৎসাহী দর্শনার্থীগণ
আটক করিয়া তারে রাখে দীর্ঘক্ষণ।
ভক্তদের ব্যাকুলতা করি দরশন
শ্রীতুষার কান্তি কহে প্রভুরে তখন—
"সীমিত এ স্থানে এনে আপনাকে আজ
করি নি মোটেই মোরা যথাযোগ্য কাজ।
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সুবৃহৎ নগর-উদ্যান
আপনাকে আহ্বানের উপযুক্ত স্থান।"

সভাশেষে ভক্তগণে দিয়ে দরশন
নৈশ অভিযানে প্রভু বহির্গত হন।
নিশীথ সময়ে আসি মাতৃ দরশনে
রহিলেন স্বল্পক্ষণ কেদার ভবনে।
তৈলযানে আরোহণ করি পুনরায়
চলিলেন দিগসুই রাত্রি একটায়।

পরদিন সুরু হল যজ্ঞ অনুষ্ঠান
গুরুপুত্র শ্রীশঙ্কর হেথা যজমান।
চারিদিকে অগণিত ভকতের ভিড়
দর্শন প্রণাম লাগি সকলে অধীর।
ভক্তির আধিক্য হেতু শ্রীঅঙ্গের 'পরে
চলে কত নিপীড়ন সারাদিন ধরে।
হাসিমুখে দয়াময় প্রভু অনুখন
করিছেন সবাকার প্রার্থনা পূরণ।
কখনো প্রণাম চলে কভু দীক্ষাদান
কৃপা বিতরণে দিবা হয় অবসান।
দীক্ষাদান অন্তে রাত্রি নয়টার পর
অন্নভোগ গ্রহণের হল অবসর।
পাঠ অন্তে মধ্যরাত্রে চলে আলাপন
বিশ্রামের সময়ের বড় অনটন।
কালীপদ তর্কাচার্য্য মহান পণ্ডিত
প্রভু সন্নিধানে আজি হন উপস্থিত।
পণ্ডিত শ্রীজীব আর শ্রীহরিচরণ
যজ্ঞের দ্বিতীয় দিনে উপনীত হন।
তৃতীয় দিবসে যজ্ঞ অনুষ্ঠান শেষ
প্রভাতে যাজ্ঞিকগণে দিলেন নির্দ্দেশ—
"কাল খুব হয়েছিল জনসমাগম
মনে হয় ভিড় আজো নাহি হবে কম।
ভিড়ের চাপেতে যদি পথ রুদ্ধ হয়
আসিতে না পারি হেথা মধ্যাহ্নসময়,

তোমাদের কাজ যেন চলে যথারীতি
নির্দ্দিষ্ট সময়ে যজ্ঞে দিও পূর্ণাহুতি।"
স্বল্পকাল পরে মঞ্চে করি আরোহণ
সুরু করিলেন প্রভু প্রণাম গ্রহণ।
যজ্ঞ আর যজ্ঞেশ্বরে করিতে দর্শন
চারিদিক হতে ভক্ত এল অগণন।
ভিড়ের চাপেতে মঞ্চ করে টলমল
ভেঙ্গে গেল বাঁশ আর বাখারি সকল।
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করি কর্ম্মীগণ
শক্তভাবে মঞ্চ পুন করিল বন্ধন।
মধ্যাহ্নে ভীষণ ভিড় করিয়া লঙঘন
যজ্ঞস্থলে যেতে প্রভু সক্ষম না হন।
পূর্ব্বের নির্দ্দেশ মত হল পূর্ণাহুতি
অপরাহ্নকালে যজ্ঞে ঘটিল সমাপ্তি।
চালে-ডালে পক্ক অন্ন প্রায় ত্রিশ মণ
ভক্তদের মধ্যে আজি হল বিতরণ।
দীক্ষার্থী সংখ্যায় ছিল ছয় শত প্রায়
মন্ত্রদান সাঙ্গ হল রাত্রি সাতটায়।

আঠারই পৌষ প্রাতে চড়ি তৈলযানে
করিলেন যাত্রা প্রভু নবদ্বীপ পানে।
পথিমধ্যে উপনীত হয়ে নদীতীরে
সহসা শকট ছেড়ে এলেন বাহিরে।
খেয়াঘাটে মাঝি পেয়ে প্রভুর দর্শন
অসীম আনন্দে অশ্রু করে বিসর্জ্জন।
গাড়ী সহ পার করি প্রভুরে সত্বর
দণ্ডবৎ করি কহে জুড়ি দুই কর—
"কত যে আনন্দ হল তব দরশনে!
করুন আশীষ যেন শান্তি পাই মনে।"
মাঝিরে অচিরে করি কৃপা বরিষণ
যথাকালে নবদ্বীপে উপনীত হন।

হেথায় ত্রিপথনাথ বিরাট পণ্ডিত
তার গৃহ-দ্বারে অগ্রে হন উপস্থিত।
আকস্মিকভাবে পেয়ে প্রভুর দর্শন
গৃহকর্ত্তা করে যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
অভিবাদনাদি শেষে হল আলিঙ্গন
কুশল প্রশ্নের পর সুরু আলাপন।
পণ্ডিত জনৈক ছাত্রে দিলেন নির্দ্দেশ—
"নিয়ে আয় এক সের উত্তম সন্দেশ।"
প্রভু কন—"সন্দেশের নাই দরকার
বাতাসাতে হতে পারে অতিথি সৎকার।"
পণ্ডিত প্রবর পুন পুছে প্রভু প্রতি—
"সন্দেশ গ্রহণে কেন তব অসম্মতি?
ময়রার মিষ্টি আর গোয়ালার ছানা
এ সবে তো কোন শাস্ত্র করে নাই মানা!"
উত্তরে কহেন প্রভু—"বর্ণাশ্রমীগণ
দোকানের সন্দেশাদি না করে গ্রহণ।
স্পর্শদুষ্ট পচা আর বাসী জল দ্বারা
ছানা কাটে আজকাল সব গোয়ালারা।
অপবিত্র সেই জল ছানাতে যে থাকে
সে কথা অধিক কিবা বলি আপনাকে?
তদুপরি দুধ - ছানা খাঁটি মেলা ভার
গ্রহণীয় নয় তাই ছানার খাবার।
লেবুরস দিয়ে ঘরে ছানা কাটা হলে
তবে সেই মিষ্টি 'এ'র ঠাকুরের চলে।"

বিখ্যাত পণ্ডিত ভক্ত গোপেন্দুভূষণ,
অতঃপর তার গৃহে হল পদার্পণ।
আনন্দ আবেগ আর শ্রদ্ধার সহিত
কহিলেন বয়োবৃদ্ধ এই সুপণ্ডিত—
"...স্বরূপ লুকাতে চাও কতদিন আর?
চতুর, তোমায় আমি চিনেছি এবার।

তুমিই তো কৃষ্ণরূপে এসেছ দ্বাপরে
সীতারামরূপে এবে এলে ধরা 'পরে।"
সহাস্যে শুধান প্রভু অনতিবিলম্বে—
"কৃষ্ণসখা সে অর্জ্জুন আপনি কি তবে?"
ভাব ঘোরে বারে বারে পণ্ডিত তখন
প্রভুর চরণ ধূলি করিছে গ্রহণ।
প্রভু কন—"কী কারণ হেন আচরণ!
কৃপা করি দিন ছাড়ি দীনের চরণ।
বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ —কি করেন দাদা!"
পণ্ডিত কহিল—" আজ না দিবেন বাধা।
কি ভাগ্য আমার আজি কারে তা জানাই!
জীবে এত দয়া-প্রেম আর দেখি নাই।"
পরে কহে—"হেন ভাগ্য হবে কিনা আর
আদেশ করুন, করি ভোগের যোগাড়।"
প্রভু কন—"যে কারণ হেথা আগমন
এখনো হয় নি সেই চরণ দর্শন।
এইবার যাব তাঁর ঘরে ত্বরা করে
ভোগের ভাবনা দাদা হবে তার পরে।"

শ্রীমৎ কেদারনাথ 'নদের ঠাকুর'
তাঁর পদে শ্রদ্ধা ভক্তি অসীম প্রভুর।
প্রভুর সংবাদ পেয়ে পণ্ডিত প্রবর
সানন্দে সত্বর পথে হন অগ্রসর।
দর্শন পেয়েই প্রভু বিলম্ব না করে
লুটালেন দণ্ডবৎ পথের উপরে।
গৃহে গিয়ে পুষ্প দিয়ে পূজি শ্রীচরণ
ভক্তিভরে পাদোদক করেন গ্রহণ।
অচিরে কাতরকণ্ঠে কেদারজী কহে—
"সামান্য পেঁচোর খাঁচা তব দেহ নহে।
অগণিত দেহ ওই দেহের উপর

করিছে একান্তভাবে নিয়ত নির্ভর।
অস্থিচর্ম্মসার তব শ্রীঅঙ্গ দর্শনে
অব্যক্ত বেদনা করি অনুভব মনে।
সীতারাম শোন এবে মোর নিবেদন—
লক্ষ্য রেখো দেহ প্রতি—করিও যতন।"
দুই কর জুড়ি প্রভু কহিলেন ত্বরা—
"সীতারাম যন্ত্র আর যন্ত্রী আপনারা।
যে সুরে বাজান এটা সেই সুরে বাজে
এ দেহ উৎসর্গীকৃত আপনারই কাজে।
বলিছেন এ দেহের যত্নের বিষয়?
এত এত খাদ্য একে নিত্য দেয়া হয়।
সুস্বাদু ফলের রস দুধ দই ছানা
কত কী যে দিই আরো নাম নাই জানা।"
এত বলি শ্রীমুখেতে চাপি হস্তদ্বয়
হাসিলেন মৃদু মৃদু প্রভু লীলাময়।
শ্রীকেদারনাথ পরে করে নিবেদন—
"ঠাকুরের ভোগ কেবা করিবে রন্ধন?"
প্রভু কন—"নাই হেথা নিয়ম-বন্ধন,
যা পাব প্রসাদ তাই করিব গ্রহণ।"
ক্রমে বহু ভক্ত এল দর্শন আশায়
দীক্ষা নিতে কারো চিতে জাগে অভিপ্রায়।
কৃপা বরিষণে প্রভু সদা অকৃপণ
করিলেন সবাকার প্রার্থনা পূরণ।

কার আছে এত প্রেম জগৎ মাঝার
কে আর করেছে লীলা হেন চমৎকার।
সে তো প্রভু সীতারাম গতিমুক্তিদাতা
দাস জনার্দ্দন তাঁর পদে রাখে মাথা।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭৮

।। বৰ্দ্ধমানে লঘুরুদ্র যজ্ঞ ।। অশৌচ সঙ্কোচ—তার পরিণতি ও প্রতিকার ।।
।। জপের বিঘ্ন ।। রোগের চিকিৎসা ।।
।। সাংসারিক অশান্তির সমাধান—১৩৬৭ ।।

নবদ্বীপ হতে প্রভু সন্ধ্যায় সদলে
পৌছিলেন বৰ্দ্ধমানে 'মোহন্ত-অস্থলে'।
হাজার হাজার ভক্ত দর্শনের তরে
আছে হেথা অপেক্ষিয়া সারাদিন ধরে।
এতক্ষণে মহানন্দে হয়ে আত্মহারা
এক সাথে প্রভু পানে ধেয়ে চলে তারা
কৰ্ম্মীগণ দীর্ঘক্ষণ বহু চেষ্টা করে
প্রভুরে বসাল আনি খাঁচাতুল্য ঘরে।
হেনকালে আসি বলে শিষ্য বহু জন—
"একমাস করি মোরা অশৌচ পালন।
জ্ঞাতি-বন্ধুগণ তা'তে করে বাধাদান
বলে—মোরা শূদ্র নই ক্ষত্রিয়সন্তান।
পুরাতন রীতিনীতি করি উল্লঙঘন
বার দিন মাত্র করে অশৌচ পালন।
তাদের কার্য্যের ফলে কায়স্থ সমাজ
বিপ্লবের দ্বারদেশে উপনীত আজ।
আমাদের হয় যাতে প্রকৃত কল্যাণ
সেই উপদেশ দেব করুন প্রদান।
শ্রীমুখ হইতে চাহে করিতে শ্রবণ
আপনার অভিমত বিপক্ষীয়গণ।"
ভক্তদের প্রার্থনায় বাঞ্ছাকল্পতরু
অচিরে ভাষণ দান করিলেন সুরু—
"ভগবান লীলাছলে সৃজিলেন সব
তাঁর পাদপদ্ম হতে শূদ্রের উদ্ভব।

শ্রীমুখ হইতে সৃষ্ট হয়েছে ব্রাহ্মণ
বাহু আর বক্ষ হতে ক্ষত্র বৈশ্যগণ।
মায়াবদ্ধ হয়ে জীব ভুলি ভগবানে
নিয়ত ধাবিত হয় বিষয়ের পানে।
তার ফলে দুঃখানলে চিত্তে হাহাকার
জন্মমৃত্যু ঘোর চক্রে ঘোরে বারংবার।
ভুল ভুল খেলা ভাল নাহি লাগে শেষে
ফিরিতে বাসনা জাগে আনন্দের দেশে।
ব্যাকুলতা বাড়ে যবে জীবের অন্তরে
আসেন শ্রীভগবান গুরুরূপ ধরে।
শাস্ত্রকে আশ্রয় করি গুরুর কৃপায়
হারান স্বরূপ জীব লভে পুনরায়।
কিন্তু যারা শাস্ত্রবিধি করে উল্লঙ্ঘন
কিম্বা করে খুশীমত আংশিক পালন,
তাদের আনন্দ লাভ বিলম্বিত হয়
ইহ-পরলোক হয় দুঃখ-জ্বালাময়।
জননে-মরণে হয় অশৌচ সবার
শাস্ত্রে আছে সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাপ তার।
ব্রাহ্মণের দশদিন ক্ষত্রিয়ের বারো
শূদ্রের তিরিশ দিন বৈশ্যের পনেরো।
শূদ্র যদি বার দিন অশৌচের পরে
পিতামাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধকর্ম্ম করে,
প্রেতত্ব না ঘোচে তবে পিতা ও মাতার
সন্তানেরে অভিশাপ দেন বার বার।
পিতা ও মাতার শাপে সন্তান-সন্ততি
ভোগ করে আজীবন অশেষ দুর্গতি।
করিতে তাদের সেই দুরবস্থা দূর
দেন নাই সীতারামে শকতি ঠাকুর।
অশৌচসঙ্কোচকারীগণে সে কারণ
দীক্ষা দিতে সম্মত 'এ' না হয় কখন।

ব্রাহ্মণেরে সমাজের মাথা বলা হয়
ক্ষত্রিয়েরে বাহু আর বৈশ্যেরে হৃদয়।
সমাজের পদ শূদ্র যাহার উপর
সমগ্র সমাজ দেহ্ করিছে নির্ভর।
সবার রয়েছে কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্
কিন্তু যদি চাহে কভু চলিতে মস্তক,
পদ যদি বলে—আমি চলিব না আর
আমিও উত্তম খাদ্য করিব আহার,
বক্ষ বাহু ত্যজে স্বীয় করম সকল
দেহ্ যন্ত্র হয় তবে অচিরে বিকল
তেমনি সমাজ দেহে ঘটে বিপর্য্যয়
শূদ্র যদি আচরণে বৈশ্য আদি হয়।
মাথার হয়েছে আজি সুকঠিন রোগ
সমগ্র শরীরে তাই এত গোলযোগ।
দৈব বশে কর্ম্মচ্যুত হয়েছে ব্রাহ্মণ
সমস্ত জাতির তাই এমত স্খলন।
যেখানে সেখানে আর যখন তখন
যার তার হাতে যা'-তা' করিয়া ভক্ষণ
জপ তপ উপাসনা উপবীত ত্যজি
ব্রাহ্মণ অমিত তেজ হারায়েছে আজি।
কেহ তাই তারে আর মান্য নাহি করে
লুটায় মাথার মণি ধূলার উপরে
ব্রাহ্মণ ওঠেন যদি জেগে পুন আজ
ক্লেদমুক্ত হবে তবে অচিরে সমাজ।
সীতারাম তাই সব ব্রাহ্মণের পায়
করজোড়ে সকাতরে প্রার্থনা জানায়—
'জাগো হে ব্রাহ্মণ তুমি জাগো ত্বরা করে
তব দেহ নয় ক্ষুদ্র-সুখ ভোগ তরে।
তপস্যায় দেহ-মন করি সমর্পণ
ত্রিলোকের কর তুমি কল্যাণ সাধন।'

সমাজের দিকে দিকে দেখি প্রহসন—
একদিকে উপবীত ত্যজিছে ব্রাহ্মণ
অন্যদিকে শূদ্রগণ আগ্রহ সহিত
স্কন্ধ 'পরে যত্নে ধরে যজ্ঞ উপবীত।..."
দেড় ঘণ্টা ধরি চলে মধুর ভাষণ
ভাবাবেশে হন শেষে সমাধিমগন।
নাম শুনে ফিরিলেন বাহ্য অবস্থায়
বিশ্রামে গেলেন রাত্রি তিনটায় প্রায়।

লঘু রুদ্রযজ্ঞ এক তিনদিন ধরে
হল হেথা অনুষ্ঠিত মহা আড়ম্বরে।
বেদমন্ত্রে মুখরিত মোহন্ত অস্থলে
চারিদিক হতে ভক্ত আসে দলে দলে।
অসংযত ব্যাকুলতা কখন কখন
দেহ ও মনের হয় পীড়ার কারণ।
সখেদে কহেন তাই প্রভু সীতারাম—
"যে করেই হোক্ ওরা করিবে প্রণাম।
প্রয়োজনে প্রণম্যেরে ফেলে ভূমি'পরে
হাঁটু দিয়ে কণ্ঠ কিম্বা বক্ষ চেপে ধরে,
ভকতির আতিশয্যে হিতাহিত ভুলি
পারে ওরা অনায়াসে নিতে পদধূলি।"
ব্যাকুলিত হয় যত ভকতের প্রাণ
অধিক অধীর বুঝি হন ভগবান।
দিবা রাত্রি চলে তাই কৃপা বিতরণ
কভু দীক্ষাদান কভু প্রণাম গ্রহণ,
সুকঠিন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান,
জিজ্ঞাসুর প্রতি কভু উপদেশ দান।
কেহ বলে—"মন মোর স্থির নাহি হয়।"
কেহ বলে—"ঘুম পায় জপের সময়।"
প্রভুর না হয় দেরী ব্যবস্থা প্রদানে—
"রজোগুণাধিক্য চিত্তে চঞ্চলতা আনে।

সত্ত্বগুণ বাড়িলেই স্থির হবে মন
সত্ত্বগুণ লভিবারে কর প্রাণপণ।
সৎসঙ্গ সৎগ্রন্থ সাত্ত্বিক আহারে
তুলসীর সেবাদিতে সত্ত্বগুণ বাড়ে।
জপের আসনে বসি ঘুম যদি পায়
শোন তারে তাড়াবার সহজ উপায়—
নেচে নেচে আসনের চারিধারে ঘুরে
হাততালি দিয়ে নাম কর উচ্চসুরে।
তমোগুণ দূরে যাবে নামের প্রভাবে
জপের সময় আর ঘুম নাহি পাবে।"
কেহ বলে—"বাবা মোর জ্বলে যায় দেহ।"
"কুষ্ঠরোগে কষ্ট পাই"—বলে আর কেহ।
হাঁপানী বা যক্ষ্মা কারো কারো অম্লশূল
সবার প্রার্থনা—"ব্যাধি হোক্ নিরমূল।"
তাদের সবারে প্রভু কহেন অচিরে—
"ভস্ম চেয়ে নিয়ে যাবি মাখিবি শরীরে।
তুলসীতলার মাটি করিবি লেপন
তুলসীর রস নিত্য করিবি সেবন।
অবিরাম নামজপে করিবি অভ্যাস
বৃথা যেন নাহি যায় একটিও শ্বাস।
পীড়ার প্রকোপ পাবে অচিরেই হ্রাস
ভয়ানক ভবরোগ হবে শেষে নাশ।"

কহেন আরেকজনে স্বল্পকাল পর—
"পুত্র আর পুত্রবধূ করে অনাদর?
খেতে নাহি দেয় করে মন্দ ব্যবহার
এর লাগি কেবা দায়ী বল দোষ কার?
কি ভাবে করেছ তুমি পুত্রেরে পালন
সৎশিক্ষা দিতে কভু করেছ যতন?
বাবলার বীজ পুঁতে খেতে চাও আম!
বিধি তাই তোমা প্রতি আজি হেন বাম।

মাতা পিতা সহ আর সব গুরুজনে
তুমি কি করেছ সেবা কায়বাক্যমনে?
যা দেখেছে যা শিখেছে তব পুত্রগণ
সেইমত তারা এবে করে আচরণ।
দিতে যদি সৎশিক্ষা বাল্যকাল হতে
দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে না দিতে মিশিতে,
মাংস ডিম পেঁয়াজাদি কুখাদ্য কখন
যদি না আদর করি করাতে ভোজন,
করিতে উৎসাহ দান জপাদিতে নিতি
নাহি তবে হত এবে এমত দুর্গতি।
ডাক সদা ভগবানে তিনি দয়াময়
অচিরে লভিবে শান্তি হবে কর্ম্মক্ষয়।...
পুত্র নাই মনে তাই দুঃসহ বেদনা?
সীতারামে পুত্ররূপে কর না ভাবনা।
বাবা-মা বলিয়া ডাকে সন্তান যেমন
করিবে 'এ' তোদেরকে তেন্নি সম্ভাষণ।
সুসন্তান লাভে যদি বাসনা অন্তরে
কঠোর তপস্যা কর দীর্ঘকাল ধরে।....
শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী করে অত্যাচার?
প্রতিকার কিবা তার শোন মা আমার—
শ্বশুর-শাশুড়ী প্রতি হবি ভক্তিমতী
তাদের চরণে নিত্য করিবি প্রণতি।
সেবাযত্নে কভু যেন ক্রুটি নাহি হয়
শ্বশুর-শাশুড়ী ভাল বাসিবে নিশ্চয়।....
পতি-নারায়ণ বোধে অতীব যতনে
করিবি স্বামীর সেবা কায়বাক্যমনে।
পূজা করি পদে তার দিবি নিত্য ফুল
পাদোদক পানে যেন নাহি হয় ভুল।
তিনবার পদধূলি করিবি গ্রহণ
অচিরে প্রসন্ন হবে পতি নারায়ণ।...."
কত প্রার্থী আসে নিত্য নাই সংখ্যা তার

সত্ত্বগুণ বাড়িলেই স্থির হবে মন
সত্ত্বগুণ লভিবারে কর প্রাণপণ।
সৎসঙ্গ সৎগ্রন্থ সাত্ত্বিক আহারে
তুলসীর সেবাদিতে সত্ত্বগুণ বাড়ে।
জপের আসনে বসি ঘুম যদি পায়
শোন তারে তাড়াবার সহজ উপায়—
নেচে নেচে আসনের চারিধারে ঘুরে
হাততালি দিয়ে নাম কর উচ্চসুরে।
তমোগুণ দূরে যাবে নামের প্রভাবে
জপের সময় আর ঘুম নাহি পাবে।"
কেহ বলে—"বাবা মোর জ্বলে যায় দেহ।"
"কুষ্ঠরোগে কষ্ট পাই"—বলে আর কেহ।
হাঁপানী বা যক্ষ্মা কারো কারো অম্লশূল
সবার প্রার্থনা—"ব্যাধি হোক্ নিরমূল।"
তাদের সবারে প্রভু কহেন অচিরে—
"ভস্ম চেয়ে নিয়ে যাবি মাখিবি শরীরে।
তুলসীতলার মাটি করিবি লেপন
তুলসীর রস নিত্য করিবি সেবন।
অবিরাম নামজপে করিবি অভ্যাস
বৃথা যেন নাহি যায় একটিও শ্বাস।
পীড়ার প্রকোপ পাবে অচিরেই হ্রাস
ভয়ানক ভবরোগ হবে শেষে নাশ।"

কহেন আরেকজনে স্বল্পকাল পর—
"পুত্র আর পুত্রবধূ করে অনাদর?
খেতে নাহি দেয় করে মন্দ ব্যবহার
এর লাগি কেবা দায়ী বল দোষ কার?
কি ভাবে করেছ তুমি পুত্রেরে পালন
সৎশিক্ষা দিতে কভু করেছ যতন?
বাবলার বীজ পুঁতে খেতে চাও আম!
বিধি তাই তোমা প্রতি আজি হেন বাম।

মাতা পিতা সহ আর সব গুরুজনে
তুমি কি করেছ সেবা কায়বাক্যমনে ?
যা দেখেছে যা শিখেছে তব পুত্রগণ
সেইমত তারা এবে করে আচরণ।
দিতে যদি সৎশিক্ষা বাল্যকাল হতে
দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে না দিতে মিশিতে,
মাংস ডিম পেঁয়াজাদি কুখাদ্য কখন
যদি না আদর করি করাতে ভোজন,
করিতে উৎসাহ দান জপাদিতে নিতি
নাহি তবে হত এবে এমত দুর্গতি।
ডাক সদা ভগবানে তিনি দয়াময়
অচিরে লভিবে শান্তি হবে কর্ম্মক্ষয়।....
পুত্র নাই মনে তাই দুঃসহ বেদনা ?
সীতারামে পুত্ররূপে কর না ভাবনা।
বাবা-মা বলিয়া ডাকে সন্তান যেমন
করিবে 'এ' তোদেরকে তেন্নি সম্ভাষণ।
সুসন্তান লাভে যদি বাসনা অন্তরে
কঠোর তপস্যা কর দীর্ঘকাল ধরে।....
শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী করে অত্যাচার ?
প্রতিকার কিবা তার শোন মা আমার—
শ্বশুর-শাশুড়ী প্রতি হবি ভক্তিমতী
তাদের চরণে নিত্য করিবি প্রণতি।
সেবাযত্নে কভু যেন ত্রুটি নাহি হয়
শ্বশুর-শাশুড়ী ভাল বাসিবে নিশ্চয়।....
পতি-নারায়ণ বোধে অতীব যতনে
করিবি স্বামীর সেবা কায়বাক্যমনে।
পূজা করি পদে তার দিবি নিত্য ফুল
পাদোদক পানে যেন নাহি হয় ভুল।
তিনবার পদধূলি করিবি গ্রহণ
অচিরে প্রসন্ন হবে পতি নারায়ণ।...."
কত প্রার্থী আসে নিত্য নাই সংখ্যা তার

নিমেষে নিষ্পত্তি হয় সব সমস্যার।
এত কথা এত প্রশ্ন এত নিবেদন
প্রভুর বিরক্তি নাহি করে উৎপাদন।
সব দেখে মনোদুঃখে সঙ্গী শিষ্যগণ
বিশ্রামের কথা যদি করে উত্থাপন,
অবিলম্বে প্রভু তবে কহেন উত্তরে—
"বিশ্রাম গ্রহণ তোরা কর্ ভাল করে।"

বিচিত্র মাধুর্য্যে ভরা লীলা অতুলন
প্রভু ছাড়া কার দ্বারা সম্ভব এমন!
নাহি পারে গাহিবারে দাস জনার্দ্দন
তবু তারে কৃপা করে দিও শ্রীচরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৭৯

।। গুরুভক্তি ।। অসুস্থ শশাঙ্কশেখর প্রতি কৃপা।।
।। কলিকাতায় প্রচারকালে অসুস্থতা ।। ভোগের আগে ভোজন ।।
।। গঙ্গাসাগরে মৌন—১৩৬৭ ।।

বর্দ্ধমানে রুদ্রযজ্ঞ হলে সমাপন
বাহির হলেন পুন প্রচার কারণ।
বাঁকুড়ার নানা স্থানে পরিক্রমা শেষে
পৌঁছিলেন হাওড়াতে পৌষের পঁচিশে
একে অতি ভোর তায় কনকনে শীত
ষ্টেশনেতে বহু ভক্ত তবু উপস্থিত।
বাষ্পযান হতে নেমে প্রভু সীতারাম
গ্রহণ করেন সব ভক্তের প্রণাম।
শিষ্যগণ প্রতি ক'ন স্বল্পকাল পরে—

"মস্ত বড় ভুল এক ফেলেছি যে করে।
গুরুমাতা জানালেন দাস সীতারামে—
তাঁরও যাবার ইচ্ছা সাগর-সঙ্গমে।
সীতারাম সেইকালে করে নিবেদন—
'মায়েদের সেথা যেতে করেছি বারণ।
উপযুক্ত ঘরদোর কিছু সেথা নাই
আপনারে কি প্রকারে নিয়ে তবে যাই?
মায়ীগণ রবে পড়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
সীতারাম সেই দৃশ্য দেখিবে কেমনে?'
কিন্তু গুরু-গুরুপীঠ-গুরুপরিবার
এই তিন চিরদিন উর্দ্ধে সবাকার।
অন্যদের ক্ষেত্রে খাটে যে বিধি-নিয়ম
এঁরা তার উর্দ্ধে সদা এঁরা ব্যতিক্রম।
গুরুধাম দিগসুয়ে গিয়ে তাই ত্বরা
গুরুমাতা প্রভৃতিরে নিয়ে আয় তোরা।"

অতঃপর তৈলযানে করি আরোহণ
মেডিকেল কলেজেতে উপনীত হন।
বিদগ্ধ সমাজে খ্যাত কৃতী অধ্যাপক
শশাঙ্কশেখর নাম—প্রভুর সেবক।
অকস্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গুপ্রায়
বর্ত্তমানে এই স্থানে আছে চিকিৎসায়।
প্রভুরে দর্শন করি আনন্দে বিহ্বল
আঁখি হতে অশ্রুধারা ঝরে অবিরল।
রোগীর দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাধিতে অসাড়
উঠিবার চেষ্টা তার ব্যর্থ বার বার।
প্রণামের বাধা দূর করি দয়াময়
বাড়িয়ে দিলেন ত্বরা শ্রীচরণদ্বয়।
গলায় প্রসাদী মালা দিলেন পরিয়ে
আলিঙ্গন দিতে স্নেহে ধরেন জড়িয়ে।

সকাতরে নিবেদিল স্বজন সকল—
"ক্রমশঃ স্মরণ শক্তি হতেছে দুর্ব্বল।
ইষ্টমন্ত্র জপিতেও ভুল হয়ে যায়
বাক্য নাহি উচ্চারণ হয় রসনায়।"
কহিলেন সব শুনি প্রভু সীতারাম—
"নিয়ত করুক জপ 'গুরু গুরু' নাম।
জপিবে না অতি ধীরে কিম্বা দ্রুতগতি
শাস্ত্রে আছে অতি দ্রুত জপে হয় ক্ষতি।...
অখাদ্য কুখাদ্য কত করেছে আহার
হেন ব্যাধি না হওয়াই বিচিত্র ব্যাপার।"
ঘণ্টাধিক কাল সঙ্গ দিয়ে ভক্তবরে
করিলেন যাত্রা পুনঃ তৈলযানে চড়ে।

ভক্ত শ্রীভূপেশ পাল মহাভাগ্যবান
শহরের উত্তরাংশে তার বাসস্থান।
অচিরে সেথায় প্রভু হলেন হাজির
অগণিত শিষ্যভক্ত করে আসি ভিড়।
চলিছে কঠোর শ্রম সারা দিনরাত
শ্রীঅঙ্গ অসুস্থ তাই হল অকস্মাৎ
প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে বহু চেষ্টা করে
উপনীত হল বৈদ্য প্রভুর গোচরে।
"বিশ্রামের প্রয়োজন"—কহে বৈদ্যবর
প্রভুর তো আপাততঃ নাই অবসর
ফল প্রসাদের পর্ব্ব হলে সমাপন
প্রণামের মঞ্চে যেতে করেন মনন।
জনতার ভিড়ে অবরুদ্ধ প্রায়
বাহিরে যাবার কোন নাহিক উপায়।
প্রভু নিজে করিলেন বহু অনুরোধ
তবু নাহি হয় মুক্ত দৃঢ় অবরোধ।
অবশেষে আর নাহি দেখি গত্যন্তর
ভিড় ঠেলে বহু কষ্টে হন অগ্রসর।

প্রশস্ত সে মঞ্চে এসে করি আরোহণ
আরম্ভ করেন শীঘ্র প্রণাম গ্রহণ।
সকলেই চাহে অগ্রে স্পর্শিতে চরণ
ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি হয় সে কারণ।
অবস্থা সামাল দিতে প্রভু এ সময়
বাড়ালেন দুই দিকে শ্রীচরণদ্বয়।
ছেলেরা দক্ষিণপদে প্রণিপাত করে
বামপদ সংরক্ষিত বামাগণ তরে।
উভয় চরণে কার্য্য চলে যুগপৎ
তবু শেষ নাহি হয় পংক্তি সুবৃহৎ।
প্রণামের সাথে ভক্ত মালা করে দান
স্তুপীকৃত মাল্যরাশি পাহাড় প্রমাণ
প্রণাম পরব প্রায় চারি ঘণ্টা চলে
ঈপ্সিত পরশ তবু না পায় সকলে।
পাঁচ শত ভক্তে দীক্ষা দেন অতঃপর
দীক্ষা শেষে সন্ধ্যাকালে গায়ে এল জ্বর।
অবিলম্বে সর্ব্ব অঙ্গে দিয়ে আবরণ
কম্বল শয্যায় প্রভু করেন শয়ন।
তা দেখি সেবকবৃন্দ করিল ঘোষণা—
"আজ আর দর্শনের নাই সম্ভাবনা।"
বাহিরে অপেক্ষারত বিশাল জনতা
হইল উন্মত্তপ্রায় শুনি এ বারতা।
ভাবে তারা—স্বার্থপর চেলা একদল
ভিড় দেখি করেছেন এমত কৌশল।
জনতার ঢেউ আসি পড়ি দরজায়
ছিট্‌কিনি-খড়খড়ি-খিল ভেঙ্গে যায়।
উন্মত্ত এ জনতার ব্যথা কোনখানে
প্রেমময় প্রভু বিনা কেবা আর জানে।
শয্যা ছাড়ি তাড়াতাড়ি ঠাকুর তখন
মুক্ত জানালার ধারে নিলেন আসন।
অনলে পড়িল যেন সুশীতল বারি

তৃষাতুর আঁখি মেলি দেখে নরনারী।
ধীরে ধীরে অতঃপর দর্শনার্থীগণ
তৃপ্ত চিতে স্বগৃহেতে করিল গমন।
কহিলেন স্বল্প পরে প্রভু লীলাময়—
"এ বারে এ দেহটারে সুস্থ মনে হয়
কম্বলাদি হও বাঁধি সত্বর তৈয়ার
অধিক বিলম্ব আর নাহিক যাত্রার।"
নয়টায় ভক্তগৃহে যান স্বল্প দূরে
অতঃপর পদার্পণ হল সোদপুরে
নৈশ অভিযানে কৃপা করি বহু জনে
মধ্যরাত্রে পৌঁছিলেন কেদার-ভবনে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে অন্নভোগ শেষে
করিলেন যাত্রা গঙ্গাসাগর উদ্দেশে।
কুমার রমেন্দ্র রায় ভাগ্যকুল-রাজ
এনেছে প্রভুর লাগি সুন্দর জাহাজ।
রাজকীয় জলযান 'মদন-মোহন'-এ
প্রভুরে তুলিল রাজা অতীব যতনে।
গঙ্গাবক্ষে সেই যান চলে ধীরে ধীরে
গুরুনামে জয় দিল ভক্তগণ তীরে।
রাত্রিকালে খুশীমত শিষ্য বহু জন
ভোগের পূর্ব্বেই করে আহার্য্য গ্রহণ।
সেবকের মুখ হতে শুনি সমুদয়
অতিশয় ব্যথাহত প্রভুর হৃদয়।
শিষ্যগণে ডেকে এনে কহেন তখন—
"শ্রীনাম প্রচারে 'এ'র নাই প্রয়োজন।
তোদের যাবার আর নাই দরকার
জাহাজ থামিয়ে দেবো নামিয়ে এবার।"
এমন শাসন বাক্য করিয়া শ্রবণ
অচিরে কাঁদিতে সুরু করে বহু জন।
প্রিয়তমে পূজিবারে ত্রিলোক মাঝার

অশ্রুসম কিবা আর আছে উপচার।
শিষ্যদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন তরে
কহিলেন স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রভু স্বল্প পরে—
"কঠোর শাসন বাক্য করি উচ্চারণ
এ তোদের অপরাধ করিল ক্ষালন।
শ্রীগুরুর সন্নিধানে করি অবস্থান
না করিবে শিষ্য অগ্রে বিন্দু বারি পান
ভোগের পূর্ব্বেই যদি ভ্রম নিবন্ধন
করে কভু স্বল্পতম আহার্য্য গ্রহণ,
অবশ্য হইবে তায় মহা অপরাধ।
পরম কাঙ্খিত বস্তু গুরুর প্রসাদ,
সুদুর্ল্লভ এ প্রসাদে বঞ্চিত যে হয়
ভাগ্য তার মন্দ অতি নাহিক সংশয়।"

পরদিন জলযান নয়টার পর
সাগর-দ্বীপেতে আসি ফেলিল নোঙ্গর।
কপিল মন্দির হেথা অতি মনোরম
সদলে সে দেবালয়ে গেলেন প্রথম।
দর্শন প্রণাম-আদি হলে সমাপন
যোগেন্দ্র মঠেতে শীঘ্র করেন গমন।
আবার শ্রীঅঙ্গে ব্যাধি করে আক্রমণ
পরশ প্রণাম বন্ধ রহে সে কারণ।
দর্শনে বঞ্চিত হয়ে কখন কখন
আগন্তুকগণ প্রশ্ন করে উত্থাপন—
"সামান্য মনুষ্য নয় প্রভু সীতারাম
তাঁর দেহে হতে পারে কভু কি ব্যারাম?"
প্রশ্নের উত্তর দেন প্রভু দয়াময়—
"হাজার হাজার জনে দীক্ষা দিতে হয়।
নিতে হয় রাশি রাশি পাপ সবাকার
পরিণামে ধরে পাপ ব্যাধির আকার।
নিভৃতে ধ্যানের যদি পাই অবসর

পাপক্ষয় তবে হয় অতীব সত্বর।
প্রচারের কালে ধ্যানে না জোটে সময়
বিন্দু বিন্দু করি পাপ পুঞ্জীভূত হয়।
দেহটারে অবশেষে ফেলে কাত করে
জনসঙ্গ হতে তাই দূরে আসি সরে।"

প্রভুর নির্দ্দেশ মত দিনে দুইবার
শিষ্যেরা মেলায় করে শ্রীনাম প্রচার।
পৌষের সংক্রান্তি দিন হল সমাগত
আজি প্রভু মৌনব্রতে হবেন নিরত।
গুরুমাতা আদি যত পূজনীয়াগণ
কহিলেন রাত্রিকালে প্রভুর সদন—
"যাবৎ না হবে সুস্থ তব কলেবর
তাবৎ আমরা নাহি ত্যজিব সাগর।"
হাসিতে হাসিতে প্রভু কহেন উত্তরে—
"থাকিবেন যতদিন হেথা কৃপা করে
সীতারাম থাকিলেও মৌনে নিমগন
করিবে প্রত্যহ তব চরণ দর্শন।"
অবশেষে রাত্রি দেড় ঘটিকার পর
ঢুকিলেন প্রভু মৌন কুটীর ভিতর।
অবিলম্বে রুদ্ধ হল কুটীরের দ্বার
ব্যথায় উঠিল ভরি হৃদয় সবার।

অনুখন কত লীলা কর অনুপম
বুঝিতে তাহার কণা না হই সক্ষম।
তবু তব শ্রীচরণে মিনতি জানাই
দিও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণে ঠাঁই।

***

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮০

।। গঙ্গাসাগরে মৌন ও মৌনত্যাগ।। মৌনে ত্যাগ ।।
।। মাতাজীর বাৎসল্য।। এখন কলিযুগ—সত্যযুগ কেন নয়।।
।। সাধক কেন দুঃখ পায়—১৩৬৭ ।।

সাগর সঙ্গমে হয় বর্ষণ অধিক
জলকাদাময় সদা রহে চারিদিক।
হোগলার বেড়া দিয়ে জল ঢোকে ঘরে
খড় পেতে হয় শুতে মেঝের উপরে।
বাতাস শীতল এত কাঁপে যেন হাড়
সকলে কাতর অতি প্রভু নির্ব্বিকার।
সুখ-দুঃখ তাঁর কাছে দুই-ই অর্থহীন
যথারীতি চলে মৌন কঠোর কঠিন।
সকলে হাঁপিয়ে ওঠে এই পরিবেশে
মাঘ গেল মধুঋতু এল অবশেষে।
উৎকণ্ঠিত চিত্তে সব শিষ্যভক্তগণ
মৌনভঙ্গ লাগি করে প্রহর গণন।
পরমগুরুর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ
প্রভু সাথে মৌনব্রতে আছেন মগন।
প্রাতে প্রভু প্রণামাদি করিবার তরে
এলেন পরমগুরু-পুত্রের গোচরে।
ইসারায় কহে পূজ্য লক্ষ্মীনারায়ণ—
"সীতারাম কর এবে মৌন সমাপন।"
লেখনী মাধ্যমে প্রভু দিলেন উত্তর—
"মৌনত্যাগে সম্মতি না দিতেছে অন্তর।
এতকাল হয়েছে তো অনেক প্রচার
সীতারাম ডুবে যেতে চায় এইবার।
শ্রীনাম প্রচার আর হয় না এখন
এ-কেই প্রচার করে শিষ্যভক্তগণ।
নিষেধ সত্ত্বেও 'এ'র ছবি বার বার

ছেপে দেয় এ-র লেখা গ্রন্থের মাঝার।
আত্মহত্যা-তুল্য এতে হয় অপরাধ
প্রচারেতে তাই আর নাই এ-র সাধ।"
মধ্যাহ্ন সময়ে পুন প্রণামের পর
দাঁড়ালেন প্রভু যবে জুড়ি দুই কর,
পরমগুরুর পুত্র কহে—"সীতারাম
আপভী কীজিয়ে মেরে সাথ রাম রাম।"
ত্যজিলেন মৌনব্রত প্রভু এইবার
আনন্দে উঠিল ভরি চিত্ত সবাকার।
শিষ্যভক্তগণ সব সায়াহ্নের পর
সমবেত হল আসি প্রভুর গোচর।
কহিলেন অবিলম্বে নামানন্দ প্রতি—
"বলেছিস্ পাস্ নাই কোন অনুভূতি।
বল্ এবে কত নাদ কত জ্যোতি চাস্?
এই স্থানে কিছুদিন কর্ তুই বাস।
পুণ্য গঙ্গাসাগরের মহিমা অপার
দিয়ে যেতে চাই তোরে আশ্রমের ভার।
আশ্রমের সেবা ভিন্ন অপর সময়
জপ আর পূজাদিতে রহিবি তন্ময়
কুচিন্তা করিতে বড় ভালবাসে মন
স্বল্প অবসর তারে দিবি না কখন।"
কহেন প্রসঙ্গক্রমে প্রভু লীলাময়—
"এমন অবস্থা আসে মৌনের সময়
সব কিছু ত্যাগ হয় আপনা-আপনি,
নিজের ভোগের জন্য কিছুই রাখি নি।
করতাল-লোমবস্ত্র-চাদর-কম্বল
আসন-কলম আদি ত্যজেছি সকল।
এ সবের মধ্যে হবে যেটি যারে দিতে
নামে নামে রেখেছি তা লিখে ডাইরীতে।
শিষ্যদের পাপভার করিতে লাঘব
তাদের শ্রদ্ধার দান নিতে হয় সব।"

যেমন গ্রহণ পর্ব্ব চলে এক হাতে
আর হাতে বিতরণ চলে সাথে সাথে।
পরিধেয় দুইখানি বহির্বাস রেখে
দিলেন বিলিয়ে সব প্রভু একে একে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত শিষ্যভক্তগণ
করেছিল সুরু হেথা অখণ্ড কীর্ত্তন।
মৌন গ্রহণের মাত্র দুইদিন পরে
দিয়েছে হঠাৎ সেই নাম বন্ধ করে।
সখেদে কহেন তাই প্রভু সীতারাম—
"কি করিলি তোরা সবে বন্ধ করি নাম?
জপ-তপে নিরত কি ছিলি সর্ব্বক্ষণ
কিম্বা করেছিলি মৌন ব্রতাবলম্বন ?
"সে তো পারি নাই বাবা"—অনেকে জানায়
শিষ্যগণে কহিলেন প্রভু পুনরায়—
"এই পুণ্যস্থানে থাকি কি লভিলি ফল
এ ক'মাস খেলি আর ঘুমোলি কেবল?
শ্রবণ-কীর্ত্তনে সদা থাকিলে নিরত
বহুজন্মার্জ্জিত পাপ হত ভস্মীভূত।
যাক্ বাবা হয়ে গেছে যা ছিল হবার
কঠোর সাধন সুরু কর্ এইবার।"

একদিন অপরাহ্নে লয়ে সঙ্গীগণ
কপিল আশ্রমে প্রভু করেন গমন।
আশ্রমের মাতাজীর ভকতি অপার
আশী কিম্বা ততোধিক বয়ঃক্রম তাঁর।
যশোমতী মাতা সম আচরণ করে
'গোপাল গোপাল' বলি ডাকে স্নেহভরে।
দু'হাতে জড়িয়ে ধরে প্রভুরে সত্বর
আনন্দে আবেগে কত করিল আদর।
অতঃপর পাথরের পাত্রে দুধ আনি
কহে মাতা—"মোর হাতে খাও নীলমণি।"

আহারে আসক্তি তাঁর কম চিরকাল
তবু আজ চোঁ-চোঁ করে খেলেন 'গোপাল'।
ভক্তাধীন ভগবান—জানে সর্ব্বজন
প্রেম ভক্তি ভিন্ন নাহি চান অন্য ধন।
প্রভুর আহার অন্তে প্রসাদ কিঞ্চিৎ
মাতাজী গ্রহণ করে শ্রদ্ধার সহিত।
সেবকগণেরে পরে করি সম্বোধন
কহে মাতা—"কর সবে প্রসাদ গ্রহণ।"
অতঃপর সবিনয়ে মাতাজী শুধায়—
"মনে হয় সত্যযুগ এসেছে ধরায়।
গেছে চলে দুঃখময় ঘোর কলিকাল
তোমার কি মনে হয় বল ত গোপাল।"
প্রভু ক'ন—"শাস্ত্রে পাই প্রমাণ যে সব
তাতে বুঝি সবে এবে কলির শৈশব।
এখন কলি না হয়ে সত্যযুগ হলে
কেন সবে দুঃখানলে দিবানিশি জ্বলে?
কাম-ক্রোধ-লোভে অন্ধ মানুষ এখন
ধর্ম্মদ্রোহী - শাস্ত্রদ্বেষী - পাপপরায়ণ।
গোমাতা ও ব্রাহ্মণের এমন লাঞ্ছনা
কভু কি সম্ভব হয় কলিযুগ বিনা।
সত্যযুগে শুধুমাত্র থাকেন ওঙ্কার
সত্য ত্রেতা আদি আসে জীবনে সবার।
মানব যখন থাকে আচ্ছন্ন অজ্ঞানে
নাহি মানে শাস্ত্র ধর্ম্ম আর ভগবানে
কলিযুগে সেই কালে তার অবস্থিতি।
আবার যখন হবে ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতি,
জপ-পূজা-পাঠাদিতে হবে সে তৎপর,
বুঝিবে তখন তার চলিছে দ্বাপর।
ধ্যানেতে লভিবে স্থিতি সাধক যখন,
নাদ-জ্যোতি মাঝে সদা রবে নিমগন,
জেনে রাখ সেই কালে ত্রেতা যুগ তার।

আর যবে আবির্ভূত হবেন ওঙ্কার,
অপর সকল মন্ত্র হয়ে যাবে লয়
সাধকের সত্যযুগ জেনো সে সময়।
সত্যযুগে আনন্দেতে ভরে এ ধরণী
ধর্ম্মে রত হয় সবে আপনা-আপনি।
ব্রাহ্মণ করেন তপ সুকঠোর অতি
দানশীল হয়ে থাকে যতেক নৃপতি।
এখন কি সে অবস্থা দেখি ধরাতলে
সত্যযুগ বলি একে কেমনে তা'হলে?
রোগে শোকে পাপে তাপে অভাবে জ্বালায়
মর্ত্ত্যবাসী দিবানিশি করে হায় হায়
আর্ত্ত সেই জীবগণে করিবারে ত্রাণ
সাধুগণ দিয়েছেন পথের সন্ধান।
সহজ সুগম পথ নাম সঙ্কীর্ত্তন
কলিযুগে নামগান উত্তম সাধন।"
সায়াহ্নের পর সাঙ্গ হলে আলাপন
সঙ্গীগণ সহ মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন।
পরদিন পুনরায় শ্রীনাম সহিত
কপিল আশ্রমে প্রভু হন উপস্থিত।
অতীব বৃহৎ সিধা প্রভুর নির্দ্দেশে
দেয়া হল হেথা দেব-সেবার উদ্দেশে।

কহেন প্রসঙ্গক্রমে প্রভু এক দিন—
"সাধক মুমুক্ষু দুঃখ পায় সীমাহীন।
অনেকে শুধায় তাই—কেন নিরন্তর
সাধক জীবনে আসে অশান্তির ঝড়।
সীতারাম কহে—এই ধরণীর পরে
অকারণে কেহ নাহি দুঃখ ভোগ করে।
পাত্রে মধু ভরিবার পূর্ব্বেতে যেমন
চিটেগুড় ফেলে দেয়া হয় প্রয়োজন,
তেমনি সুকৃতিরাশি ঢোকে যে সময়

সাধকের পূর্ব্বপাপ নিষ্কাশিত হয়।
কর্ম্মফল হতে কেহ না পায় রেহাই
বিদায়ের আগে পাপ দুঃখ দেয় তাই।
দুঃখের মাঝেও যারা রহে অচঞ্চল
পরিণামে লাভ করে অতি শুভ ফল।
গৃহীগণ সর্ব্বক্ষণ জ্বলে পুড়ে মরে
তবুও বিষয়সুখ ত্যাগ নাহি করে।
বিষয় সঞ্জাত সব সুখ সাময়িক
পরিণামে দুঃখ আর জ্বালা আত্যন্তিক।
যে যত বিষয়সুখ করে পরিহার
দুঃখ কষ্ট দিন দিন কমে তত তার।
ভগবানে যাবৎ না পায় জীবগণ
প্রকৃত আনন্দ নাহি লভে ততক্ষণ।
তাই এবে ছাড়ি সব বিষয় বাসনা
কর তাঁরে লভিবারে কঠোর সাধনা।"

অসার সংসার মাঝে সুখের সন্ধানে
দিবাযামী ধাই আমি মরীচিকা পানে।
বুঝেও বুঝিনা হায়! দেখেও দেখিনা
মোর কিবা হবে গতি প্রভু তুমি বিনা!
ভোগপঙ্ক হতে তুলি দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই ওগো প্রভু, ও রাঙা চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮১

।। ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপট্টম-বহরমপুর-পুরী প্রভৃতি স্থানে প্রচার—১৩৬৭ ।।

ছয়ই ফাল্গুন প্রভু চড়ি বাষ্পযানে
করিলেন যাত্রা অন্ধ্রপ্রদেশের পানে।
হাওড়ায় দর্শনার্থী ভক্ত অগণন
বিদায়ের কালে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
বহরমপুর আদি বিভিন্ন ষ্টেশনে
দলে দলে এল ভক্ত প্রভুর দর্শনে।
চলন্ত শকটে নাই নামের বিরতি
যথারীতি চলে পূজা পাঠ ও আরতি।
পথিমধ্যে অনিবার্য্য কারণ বশতঃ
আংশিক প্রচার-সূচী হল পরিত্যক্ত।
আকস্মিকভাবে নেমে ওয়ালটেয়ারে
সদলে নিরত হন শ্রীনামপ্রচারে।
নামেতে মুখর হল ষ্টেশন প্রাঙ্গণ
ভিজাগাপট্টমে পরে করেন গমন।
আজি অতি শুভদিন মঙ্গলগিরির
প্রভুর দর্শনে গিরি আনন্দে অধীর।
অসীম ভকতি তার ঐশ্বর্য্য অপার
ভোগের নিমিত্ত দিল বিবিধ সম্ভার।
ওয়ালটেয়ারে আর ভিজাগাপট্টমে
শ্রীনাম প্রচারকার্য্য চলে পূর্ণোদ্যমে।
একদিন কতিপয় শিষ্যের সহিত
পেণ্টামার গৃহে প্রভু হন উপস্থিত।
কহিলেন—"পূর্ব্বে হেথা ছিল কুঁড়ে ঘর
দ্বিতল ভবন আজ শোভে মনোহর।"
পেণ্টামা ভকতিভরে নিবেদন করে—

"প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পরে,
তাঁরই কৃপায় মোর হয়েছে এ সব
তাঁর কৃপা হলে হয় সকলি সম্ভব।"
পেণ্টামার গুরুভক্তি বর্ণন না যায়
আনন্দের আতিশয্যে পাগলিনী প্রায়।

হেথায় প্রচার পর্ব্ব করি সমাপন
বহরমপুরে প্রভু উপনীত হন।
রাত্রিকালে ষ্টেশনেতে পঁহুছিল গাড়ী
স্বাগত জানাতে এল বহু নরনারী।
মনোরম শোভাযাত্রা সহ অতঃপর
নগরের পথে প্রভু হন অগ্রসর।
সারি সারি গ্যাসবাতি চলে অত্যুজ্জ্বল
অতঃপর চলে নামকীর্ত্তনের দল।
বাহু তুলি নৃত্য করে ভক্ত অগণন
হরিনামে মুখরিত গগন পবন।
পশ্চাতে প্রভুর যান ধীরে ধীরে চলে
রাশি রাশি ফুলমালা শোভে তাঁর গলে।
পায়ে হোঁটে বহু ভক্ত চলে শেষভাগে
দেড় মাইল পথ যেতে দেড় ঘণ্টা লাগে।
শ্রীনামমণ্ডপে আসি থামে তৈলযান
ভয়ানক ভিড়ে প্রভু পথ নাহি পান।
ভিড় ঠেলে বহু চেষ্টা করে ভক্তগণ
প্রভুরে শ্রীনামমঞ্চে করে আনয়ন।
নূতন নির্ম্মিত এই মণ্ডপ দর্শনে
কহেন অচিরে প্রভু পুলকিত মনে—
"এমন বৃহৎ আর এত চমৎকার
নামের মণ্ডপ এ-র নাই কোথা আর।"
পরদিন অগণিত গণ্যমান্য জন
শ্রীচরণে করে আসি শ্রদ্ধা নিবেদন।
লিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী মন্ত্রী মহোদয়

সদলে চরণপ্রান্তে উপনীত হয়।
প্রভু সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপন করে
অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিল অন্তরে।

আলোচনা প্রসঙ্গেতে প্রভু দয়াময়
কহিলেন হাসিমুখে সন্ধ্যার সময়—
"সন্তানেরা মেরে খায় বাপের সম্পত্তি,
ব'লে ক'য়ে খাস্ যদি কিবা তায় ক্ষতি?
সবই তো তোদের তবু ব'লে খাস্ যদি
চুরি অপরাধে নাহি হবি অপরাধী।
সকলে দেখাস্ তোরা কুসুম-কানন
আঁস্তাকুড় সযতনে করিস্ গোপন।
ফুলের বাগান দেখা—দেখা আঁস্তাকুড়
সর্ব্ববিধ আবর্জ্জনা করে দেব দূর।
ভালটি দেখাবি আর লুকোবি খারাপ
এ হল দুর্ব্বুদ্ধি বাবা, হয় এতে পাপ।
কেমনে লুকোবি বাবা, লুকোবি কোথায়?
গুরু হতে লুকোবার আছে কি উপায়?
ঐশী শক্তি বলে গুরু নিমেষ মাঝার
জানিতে পারেন সব খবর সবার।
লুকোতে করিস্ চেষ্টা কেন তোরা তবে?
পরিণামে তোকেই তো ঠকতে যে হবে।
সংকোচ সরম সব করি পরিহার
গুরুদেবে আঁস্তাকুড় দেখা একবার।
সব আবর্জ্জনা তিনি করি নিষ্কাশন
অচিরে দিবেন করি নন্দন কানন।"

অতঃপর তৈলযানে লয়ে সঙ্গীদলে
উপনীত হন প্রভু পুণ্য নীলাচলে।
গোবিন্দ দ্বাদশী তিথি সমাগত ব'লে
দিবারাত্রি তীর্থযাত্রী আসে দলে দলে।

সারা পুরীধাম জনারণ্যে পরিণত
রথের কালেও ভিড় নাহি হয় এত।
দ্বাদশীর প্রাতে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ
শ্রীনাম কীর্ত্তন সহ বহির্গত হন।
পথচলা সুদুষ্কর অত্যধিক ভিড়ে
পৌঁছিলেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের তীরে।
পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই এত নরনারী
মনে হয় চলে যেন পিপীলিকা সারি।
সমুদ্র সৈকতে সেথা নাই শূন্য স্থান
তিন চার মাইল জুড়ে চলে পুণ্য স্নান।
কোমরে গামছা বাঁধি অতীব সত্বর
বীর-বিক্রমেতে প্রভু হন অগ্রসর।
প্রচণ্ড গর্জ্জন করি ঢেউগুলি আসে
সুকৌশলে পার হয়ে যান অনায়াসে।
অপরূপ ভঙ্গিমায় হয়ে আগুয়ান
সঙ্গীদল সহ প্রভু করিলেন স্নান।
সাঙ্গ করি স্নানপর্ব্ব সমুদ্রের জলে
জনসমুদ্রের মাঝে এলেন সদলে।
খোল করতাল আদি সহ শিষ্যগণ
মহানন্দে মহামন্ত্র করে বিতরণ।
পথে যেতে হেলে দুলে বাহু তুলে কভু
মাতিয়ে তোলেন নামে সঙ্গীদের প্রভু।
আপনি নাচেন তিনি নাচে ভক্তগণ
পশ্চিম দ্বারেতে শীঘ্র উপনীত হন।
নামীর পরশে হেথা শ্রীনামসুন্দর
হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত মুহূর্ত্ত ভিতর।
লক্ষ লক্ষ জনতায় পূর্ণ চারিধার
মন্দিরের পথে চলা দুঃসাধ্য ব্যাপার।
তুচ্ছ করি প্রভু এই ভয়ানক ভিড়
অনায়াসে প্রদক্ষিণ করেন মন্দির।
প্রায় চারি শত শিষ্য ভক্ত লয়ে সাথে

করিলেন দরশন প্রভু জগন্নাথে।
প্রভুর অবাধ হেন গতি নিরীক্ষণে
অপার বিস্ময় জাগে সবাকার মনে।
গুরুমায়ে সঙ্গে লয়ে স্বল্প কাল পর
দরশনে যান পুন মন্দির ভিতর।
একবার কোনমতে করিতে দর্শন
হিমসিম খায় যেথা সর্ব্বসাধারণ।
বিরাট বাহিনী সহ করি সঙ্কীর্ত্তন
একাধিক বার প্রভু করেন দর্শন।
প্রভু কহে—"নাম নিয়ে হই আগুয়ান
কার হেন সাধ্য আছে করে বাধা দান!
নামই মোদের অস্ত্র নামই সম্বল
নামেতেই কাটে বাধা বিপত্তি সকল।"

যে পথ সবার কাছে দুস্তর দুর্গম
অনায়াসে তুমি তাহা কর অতিক্রম।
অসম্ভব নাই কিছু জগতে তোমার
বিচিত্র মধুর তব লীলা চমৎকার!
এ লীলা স্মরণ করি দাস জনার্দ্দন
কোটি কোটি বার বন্দে অভয় চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮২

।। দেশবন্ধু পার্কে দোল মহোৎসব—১৩৬৭।।

।। নাম সহ নগর-পরিক্রমা।। সত্যবতীর উপাখ্যান।।

কলিকাতা নগরীতে দোল মহোৎসবে
শিষ্যভক্তবৃন্দ সহ যোগ দিতে হবে।
নীলাচলধামে তাই প্রচারের শেষে
সদলে হাজির হন প্রভু বঙ্গদেশে।
দোলপূর্ণিমার দিন শিষ্যভক্তগণ
আবীরে রঞ্জিত করে অভয় চরণ।
বহুকাল পরে আজ পেয়ে অনুমতি
ভক্তিভরে সবে করে ও পদে প্রণতি।
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু স্নানের কারণ
গঙ্গায় দক্ষিণেশ্বরে করেন গমন।
স্নানান্তে দর্শন করি ভবতারিণীরে
বেদ-বিদ্যালয়ে শীঘ্র আসিলেন ফিরে।
শ্রীতরুণ কান্তি * আর শ্রীচিন্ময়ানন্দ
প্রণমিল হেনকালে চরণারবিন্দ।
অচিরে তরুণ কান্তি প্রার্থনা জানায়—
"আপনার আশীর্ব্বাদে আর করুণায়,
আজি শুভদিনে মহানগরীর 'পর
অনুষ্ঠান হয় যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।"
কহিলেন প্রভু—"এত ভাব কী কারণ
যাঁর কাজ করাবেন তিনি সম্পাদন।
তুমি আমি যন্ত্র সবে যন্ত্রী ভগবান
চেয়ে চেয়ে দেখ তাঁর লীলা সুমহান।"
সেবকবৃন্দের প্রতি কহেন এবার—
"তরুণ বাবারে আগে দে কিছু খাবার।"

* মাননীয় মন্ত্রী, (তৎকালীন মন্ত্রীসভা, পশ্চিমবঙ্গ)

তরুণ কহিল—"মোর খেতে নাই সাধ
আজ আমি চাই শুধু তব আশীর্ব্বাদ।"
"সে কি হয় বাবা?"—প্রভু কহিলেন হাসি
শ্রীতরুণ কহে—"আমি আজ উপবাসী।"
শিষ্য চিনি নিয়ে এলে প্রভু অতি ত্বরা
বাঁধিলেন তরুণের বস্ত্রে সে শর্করা।
কহিলেন স্নেহভরে স্বল্প কাল পরে—
"সরবৎ করে খেও নিয়ে যাও ঘরে।
এদের অতিথি বাবা আজ তুমি হেথা
কিছু নাহি নিলে এরা মনে পাবে ব্যথা।"

তরুণের প্রার্থনায় মধ্যাহ্ন সময়
দেশবন্ধু পার্কে যান প্রভু লীলাময়।
অনুপম অনুষ্ঠান বর্ণন না যায়
শোভাযাত্রা অতি দীর্ঘ দুই ক্রোশ প্রায়।
হাজার হাজার ভক্ত নামগান ক'রে
চলে মহানগরীর রাজপথ ধরে।
প্রভুর প্রেমের টানে ব্যাকুলিত প্রাণে
অধিকাংশ ভক্ত আজি এসেছে এখানে।
ময়ূরবাহন-যুক্ত সুসজ্জিত রথে
প্রভুও সবার সাথে চলেছেন পথে।
শত শত নরনারী পথের দুপাশে
সাগ্রহে প্রতীক্ষারত দরশন আশে।
হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে মায়ীগণ
চারিদিক হতে পুষ্প করে বরিষণ।
বহুজন ভক্তিভরে ছড়ায় আবীর
লালে লাল হয়ে ওঠে প্রভুর শরীর।
দর্শনার্থী ভক্তদের আনন্দ দর্শনে
করেন বিচিত্র লীলা প্রভু ক্ষণে ক্ষণে।
আবীর ছোঁড়েন প্রভু ভক্তগণ প্রতি
কখন বাতাসা কলা আপেল প্রভৃতি।

দুই বাহু তুলি নৃত্য করেন কখন
সাথে সাথে নৃত্য করে নামকারীগণ।
করতালদ্বয় ধরি শ্রীহস্ত মাঝার
সানন্দে করেন বাদ্য কখন আবার।
উদ্দীপিত হয়ে ওঠে নামকারীগণ
মহানন্দে উচ্চকণ্ঠে করে সঙ্কীর্ত্তন।
মহানাম করে খেলা আকাশে বাতাসে
নামের বন্যায় যেন কলিকাতা ভাসে।

দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে রাত্রি সাতটায়
শোভাযাত্রা পূর্ব্বস্থানে এল পুনরায়।
রাজকীয় আয়োজন হেথা সভাস্থলে
মঞ্চে আরোহণ প্রভু করেন সদলে।
সভাস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি-সাধু-সন্তগণ
সসম্ভ্রমে উঠি করে স্বাগত জ্ঞাপন।
শ্রী প্রফুল্ল সেন* আদি আয়োজকগণ
সভাপতি পদে করে প্রভুরে বরণ।
পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী মহানামব্রত
ভাষণ প্রদানে রত হন প্রথমতঃ।
অবশেষে আসিল সে বাঞ্ছিত লগন
সুরু হল শ্রীমুখের মধুর ভাষণ ঃ—
"নরদেহে ধরা 'পরে করি আগমন
বিলালেন গৌরহরি নাম প্রেমধন।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
কলিহত জীবকুলে করিতে উদ্ধার
এই হরেকৃষ্ণ নাম করেন প্রচার।
হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার
কলিযুগে নাই নাই নাই গতি আর। ...."
সাগ্রহে শ্রবণ করে ভক্ত অগণন

* তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ।

অপূর্ব্ব আখ্যান শেষে করেন বর্ণন—
"নদীয়ার অধিবাসী ধার্ম্মিক দম্পতি
আচার্য্য মাধব আর সতী সত্যবতী।
আচার্য্য ধর্ম্মের তত্ত্ব করেন ব্যাখ্যান
সত্যবতী কোলে নিয়ে আপন সন্তান
কুটিতে উদ্যত লাউ গৃহ অভ্যন্তরে;
সহসা পশিল নাম শ্রবণ কুহরে।
গৃহের অনতিদূরে রাজপথ ধরি
নগর কীর্ত্তন করি যান গৌরহরি।
মহাপ্রভু সাথে তাঁর অন্তরঙ্গগণ
আনন্দে মাতিয়া করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণ করিতে নারে গৃহে অবস্থান
ছুটে গিয়ে করে ত্বরা নামে যোগদান।
শুনি সেই সঙ্কীর্ত্তন সুমধুর অতি
হারাল বাহ্যিক সংজ্ঞা সতী সত্যবতী।
ভাবাবিষ্ট সত্যবতী নির্ব্বিকার চিতে
লাউ ভ্রমে স্বীয় পুত্রে কুটিল বঁটিতে
হাঁড়িতে পুত্রের মাংস পুরি অতঃপর
চাপাইল অগ্নিগর্ভ চুল্লীর উপর।
প্রচণ্ড উত্তাপে মাংস টগবগ করে
ভাবস্থ নারীর চোখে অশ্রুধারা ঝরে।
যথাকালে ঘরে ফিরে আচার্য্য মাধব
দেখিলেন শুনিলেন অঘটন সব।
পুত্রশোকে নেত্রে তাঁর অশ্রু নাহি ঝরে
গৃহিণীরে পক্ষান্তরে কহে স্নিগ্ধ স্বরে—
"হয়েছিল পরমায়ু তার অবসান
সে কারণ শিশুপুত্র হারায়েছে প্রাণ।
বিন্দুমাত্র দুঃখ মনে নাহিক সেজন্য
তোমা হেন পত্নী পেয়ে আজি আমি ধন্য।
কৃষ্ণ নাম ধরে শক্তি অনন্ত অপার
তোমার মাধ্যমে হল সে সত্য প্রচার। ..."

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮৩

।। বর্ণাশ্রম ও শুদ্ধাহার।। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও ডি.ভি.সি'র খাল।।
।। মন্দির ও প্রতিমা।। কোহিনূর চা-বাগানে লঘুরুদ্র যজ্ঞ।।
।। যন্ত্র ও যন্ত্রী —১৩৬৭।।

তেরশ সাতষট্টি সালে দোলোৎসব শেষে
প্রভুর প্রচার পর্ব্ব চলে বঙ্গদেশে।
সিঁথিতে প্রচার কালে নাগরিকগণ
দলে দলে করে আসি শ্রদ্ধা নিবেদন।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আর জাতিভেদ প্রথা
মেনে নিতে রাজী নয় বহু জন হেথা।
কেহ বলে সীতারাম মহান মানব
অনন্ত শকতি তাঁর —ভাল তাঁর সব,
শুধু ভাল নাহি লাগে জাতি ভেদ প্রথা।"
এই মত নানাজন বলে নানা কথা।
ভাষণে কহেন প্রভু—"শাস্ত্র যারা মানে
মানে সনাতন ধর্ম্ম আর ভগবানে।
বিচিত্র খেয়ালবশে তারা কোনক্রমে
অস্বীকার করিতে না পারে বর্ণাশ্রমে।
যে শাস্ত্রের অভিমত—আছে ভগবান,
যে শাস্ত্র স্বরূপ তাঁর করেন ব্যাখ্যান,
সেই শাস্ত্র দিয়েছেন সুস্পষ্ট বিধান—
'বর্ণাশ্রম মেনে কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।'
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভেদে আছে বর্ণ চারি
পৃথক পৃথক গুণ করম সবার-ই।
বর্ণাশ্রম মানা অর্থ সহজ সরল—
নিজ নিজ ধর্ম্মে কর্ম্মে থাকো অবিচল।
বর্ণাশ্রম অর্থ নয় ঘৃণা প্রদর্শন
কাহারে করিবে দ্বেষ? ঘৃণ্য কোন্ জন।
চরাচর বিশ্ব মাঝে দৃষ্ট যাহা হয়

সকল-ই তোমার সেই ইষ্ট প্রেমময়।
শ্রদ্ধার সহিত কর প্রণাম সবারে
এরূপ নির্দ্দেশ পাই শাস্ত্রের মাঝারে।
সেজেছেন সব তিনি—সব ভগবান
বিনা তপে নাহি লভে জীব এই জ্ঞান।
তপস্যার ইচ্ছা যদি জাগরিত হয়
নিতে হবে অবশ্যই শাস্ত্রের আশ্রয়।
দেখিবে তখন তুমি শাস্ত্রের মাঝার
দেহশুদ্ধি তরে চাই বিশুদ্ধ আহার।
শুদ্ধাহার তপস্যার প্রথম সোপান
শুদ্ধাহার সদাচার সাধনার প্রাণ।...."
দমদমে তিনদিন প্রচারের শেষে
দিগসুই ধামে যান ফাল্গুন বাইশে।
পরদিন শ্রীগুরুর আবির্ভাব তিথি
হল সভা তিথিপূজা ভাষণ প্রভৃতি।
'শ্রীগুরুর ভালবাসা অসীম অপার
ত্রিভুবনে আর কিছু তুল্য নয় তার।'
এ সব যখন প্রভু কহেন ভাষণে
মুক্তাসম অশ্রুবিন্দু ঝরে দু'নয়নে।

শ্রীধাম ডুমুরদহে যজ্ঞের সময়
অতঃপর কলেবর রোগাক্রান্ত হয়।
বিশ্রাম ব্যতীত নাই গত্যন্তর আর
বন্ধ হল আপাততঃ শ্রীনাম প্রচার।
দীক্ষাদান সাঙ্গ করি মধ্যাহ্নের পরে
দিগসুয়ে যান প্রভু বিশ্রামের তরে।
যজ্ঞেশ্বর বিনা যেন সব অন্ধকার
হাজার হাজার ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীঅঙ্গের তাপমাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পায়
রহিলেন সারা রাত অচৈতন্যপ্রায়।
পরদিন দর্শনার্থী ভক্ত অগণিত

দীর্ঘপথ হেঁটে সেথা হল উপনীত।
ভক্তদের ভিড় দেখি অতি সঙ্গোপনে
বালীতে এলেন প্রভু কেদার ভবনে।
পূজনীয়া লক্ষ্মীমাতা আর নারায়ণ
প্রাণপণে পরিচর্য্যা করে অনুখন।
প্রভুর আশ্রিত বহু বিখ্যাত ডাক্তার
গ্রহণ করিল হেথা চিকিৎসার ভার।
উৎকণ্ঠিত অগণিত শিষ্য ভক্ত আসে
যেতে নাহি পায় পথ প্রভুর সকাশে।
স্বল্পকাল মধ্যে প্রভু রোগমুক্ত হন
বাষ্পযানে রাণীগঞ্জে করেন গমন।
পথিমধ্যে দুর্গাপুরে দেখি শিল্পাঞ্চল
জাগে মনে কৌতূহল—"কিবা এ সকল?"
শিষ্য সদানন্দ কহে বিনয়ে তখন—
"গ্যাস-ইস্পাতাদি হেথা হয় উৎপাদন।"
আক্ষেপের সুরে প্রভু কহেন এবার—
"কি দুঃখ মোচন হবে এর দ্বারা কার?
হিতে এ যে বিপরীত হল দেখি হায়
চুরি ও ডাকাতি হবে অধিক সংখ্যায়।
চারিদিক ভরে যাবে নানা উপদ্রবে
জিনিষপত্রের মূল্য ঊর্দ্ধমুখী হবে।
ভাল ভাল কত জমি অপচয় করি
নির্ম্মিত হয়েছে এই ইস্পাতনগরী,
কল-কারখানা সব হয়েছে নির্ম্মাণ,
এ জমিতে হত ধান বহু পরিমাণ।..."
সদানন্দ বলে—"চুরি ডাকাতি ও খুন
বেড়ে গেছে ইতিমধ্যে হেথা বহুগুণ।
দিন দিন অগ্নিমূল্য সামগ্রী-সম্ভার।"
"ওটা কি?"—করেন প্রশ্ন প্রভু পুনর্ব্বার।
ভক্তবর সদানন্দ জানাল প্রভুরে—
"ডি.ভি.সি'র খাল ওই দেখা যায় দূরে।

অগণিত কাটা খাল বয়ে নিয়ে যায়
সেচের নিমিত্ত জল বিভিন্ন জেলায়।"
কহিলেন পুনরায় প্রভু দয়াময়—
"শত শত বিঘা জমি হল অপচয়।
তদুপরি মুদ্রা ব্যয় হল রাশি রাশি
বিনিময়ে কতটুকু পেল দেশবাসী!
পক্ষান্তরে গ্রামে গ্রামে যদি সরকার
অনাবাদী জঙ্গলাদি করি পরিষ্কার,
খনন করিত বড় বড় জলাশয়
কৃষিকার্য্যে হত তবে উন্নতি নিশ্চয়।
সর্ব্বোপরি আকাশের জলের উপর
নদী ও খালের জল করিছে নির্ভর।
তাই যদি অনাবৃষ্টি হয় কোন কালে
কেমনে সেচের জল আসিবে এ খালে!"

রাণীগঞ্জে উপস্থিত হয়ে অতঃপর
চলিল প্রভুর লীলা অতি মনোহর।
দীক্ষাপ্রার্থী দর্শনার্থী আসে দলে দলে
কৃপা বিতরণ চলে বিশ্রামের ছলে।
একদিন রাজপুত্র পশুপতিনাথ
অপরাহ্ণে প্রভু সাথে করিল সাক্ষাৎ।
শ্রদ্ধার সহিত বন্দি শ্রীচরণদ্বয়
প্রশ্ন করে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিষয়।
অনতিবিলম্বে প্রভু দিলেন উত্তর—
"থাকে যদি শ্রদ্ধা তব শাস্ত্রের উপর
বর্ণাশ্রমে করিতে কি পার অস্বীকার?
পার কি বিস্মৃত হতে জাতির বিচার?
মানিতে না থাকে যদি ইচ্ছা বা শকতি
মেনো না কিছুই তুমি নাই তায় ক্ষতি।
কিন্তু যার মানিবার ইচ্ছা আছে মনে
সকলি মানিতে তাকে হবে প্রাণপণে।"

কহিল প্রসঙ্গক্রমে রাজার কুমার
"ভগবানে অধিকার আছে সবাকার।
নূতন আইন তাই করি সরকার
মন্দিরে সবারে দিল প্রবেশাধিকার।"
উত্তরে কহেন প্রভু—"জেনো কমবেশী
কলিযুগে নরনারী হবে ধর্ম্মদ্বেষী।
মানিবে না সনাতন শাস্ত্রের বিধান
মানিবে না বর্ণাশ্রম আর ভগবান।
শোন বাবা শাস্ত্রবাণী অতি চমৎকার
বলেছি এসব কথা পূর্ব্বে বহুবার।—
সসীম মানব চিত্ত না পারে কখন
অখণ্ড পরমব্রহ্মে করিতে ধারণ।
ভগবান তাই ভক্ত-চিত্ত অনুসারে
ধরা দেন কৃপা করি সীমার মাঝারে।
অসীমেরে আনা হয় সসীমে যখন
নিজ নিজ ভাব ধর্ম্ম হয় আরোপণ।
ব্রাহ্মণের প্রতিমায় তাই অন্য জন
করে যদি পূজা কিম্বা অঞ্জলি অর্পণ
ব্রাহ্মণের সে প্রতিমা নষ্ট হয় তবে।
সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের প্রতিমায় যবে
পুষ্পাঞ্জলি দেয় বৈশ্য কায়স্থ প্রভৃতি
শাস্ত্রের বিধানে নষ্ট হয় সে মূরতি।..."
যুক্তিপূর্ণ অভিমত করিয়া শ্রবণ
তৃপ্ত হয় রাজপুত্র আর ভক্তগণ।

চৈত্রের দশম দিনে ব্যোমযানে চড়ি
করিলেন যাত্রা প্রভু জলপাইগুড়ি।
লক্ষ্যস্থল কোহিনুর চায়ের বাগান
সেথা লঘু রুদ্রযজ্ঞ হবে অনুষ্ঠান।
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য অতীব সজ্জন
করেছে বৃহৎ এই যজ্ঞ আয়োজন।

অগণিত নরনারী বিমান-বন্দরে
নিবেদিল ভক্তি অর্ঘ্য সশ্রদ্ধ অন্তরে।
অতঃপর তৈলযানে করি আরোহণ
অপরাহ্নে চা-বাগানে উপনীত হন।
উলু-শঙ্খনাদ সহ জয়ধ্বনি ক'রে
শ্রদ্ধাপূত আবাহন হল সাড়ম্বরে।
ভক্তগণ শ্রীচরণ পরশে হরষে
চারিদিক ভাসে যেন নামানন্দ-রসে।
পরদিন সুরু হল যজ্ঞ অনুষ্ঠান
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য হেথা যজমান।
অকাতরে অর্থ করে ভক্তবর ব্যয়
তিন দিন ধরি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।
অগণিত ভক্ত নিত্য করে আগমন
ভাগ্যবানগণ করে শিষ্যত্ব গ্রহণ।
একদিন সন্ধ্যাকালে যাদবেন্দ্রনাথ
আসিল প্রভুর সাথে করিতে সাক্ষাৎ।
সুবিখ্যাত এ পণ্ডিত স্পর্শে শ্রীচরণ
প্রভু তারে বক্ষে তুলি দেন আলিঙ্গন।
সুরু হল অতঃপর ভাব বিনিময়
কহেন প্রসঙ্গক্রমে প্রভু লীলাময়—
"এ দেহ আশ্রয় করি জগতের পতি
করিছেন নানাবিধ লীলা নিতি নিতি।
বিচিত্র মধুর লীলা আদি অন্তহীন
যন্ত্ররূপে নিরীক্ষণ করি নিশিদিন।"
পণ্ডিত কহিল—"আমি এই মনে গণি
যন্ত্র তো আমরা আর যন্ত্রী সে আপনি।"
সত্বর করেন প্রভু উত্তর প্রদান—
"যন্ত্রী সেই এক জন—যন্ত্রী ভগবান।
সবার অন্তরে নিত্য করি অবস্থান
তুমি-আমি সকলেরে তিনিই চালান।"
পণ্ডিতপ্রবর কহে—"আমার বিশ্বাস
সবার অন্তর মাঝে আপনারই বাস।

তুলসীর সেবা পূজা আর প্রদক্ষিণ
তিনবার নিয়মিত চলে প্রতিদিন।
শত কর্ম্মে কাটে তাঁর দিবস রজনী
তারি ফাঁকে হয় নিত্য সচল লেখনী।
কাটে পক্ষ কাটে মাস এক এক করে
সুকঠোর মৌনে তবু ছেদ নাহি পড়ে।

নীলাচলে গমনের ইচ্ছা জাগে মনে
জানালেন লিখে প্রভু সঙ্গী শিষ্যগণে—
"বালীর বাবাকে তোরা টেলিগ্রাম কর্
'কাম শার্প'—চলে এস এখানে সত্বর।
আর যদি বাবা হেথা উপস্থিত থাকে
অবিলম্বে দে পাঠিয়ে 'এ'র কাছে তারে।"
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করি সঙ্গীগণ
যথাস্থানে করিল এ সংবাদ প্রেরণ।
শ্রীপদ্মলোচন অতি ব্যস্ততা সহিত
পরদিন কার্সিয়াং-এ হল উপস্থিত।
জানালেন লিখে তারে প্রভু সীতারাম—
"স-মৌনে এক্ষণে যাব নীলাচলধাম।"
প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীপদ্মলোচন
সত্বর যাত্রার লাগি করে আয়োজন।
পরদিন প্রাতঃকালে ব্যোমযানে চড়ি
পৌঁছিলেন দমদমে প্রায় দ্বিপ্রহরে।
বালীতে মধ্যাহ্ন ভোগ কেদার ভবনে
দরশন পেল বহু ভাগ্যবান জনে।
বাষ্পযান আরোহণ করি হাওড়াতে
জগন্নাথ ক্ষেত্র পানে যাত্রা সেই রাতে।
প্রভু সাথে শকটেতে সঙ্গী চারিজন—
সেবা-ধ্যান-পূর্ণানন্দ-শ্রীহরিসাধন।
জোর করে খড়্গপুরে যাত্রী একজন
প্রভুর কামরা মাঝে করে আরোহণ।

অবশেষে এক পাশে বিছিয়ে চাদর
সসঙ্কোচে শু'ল নীচে মেঝের উপর।
একে একে নিদ্রামগ্ন হ'ল সঙ্গীগণ
জেগে শুধু প্রভু আর শ্রীহরিসাধন।
জানালেন লিখে প্রভু—"কে জানে কী বেশে
কে যে কোন্ পরিবেশে দেখা দেন এসে।
অভ্যাগত ভগবান যদি জেগে থাকে
উপরে বেঞ্চিতে উঠে শু'তে বল্ তাকে।
বিনিদ্র রজনী যদি করে সে যাপন
তোদের-ও উচিৎ তবে রাত্রিজাগরণ।..."
শ্রীহরিসাধন কহে আগন্তুক প্রতি—
"আপনি চলার পথে মোদের অতিথি।
এবে তাই তব ঠাঁই এই নিবেদন
আপনি বেঞ্চিতে উঠে করুন শয়ন।"
অতিথি সত্বর করে উত্তর প্রদান—
"কোথা আর দাঁড়াবার পাই নাই স্থান
এখানে তো ভাল মতো করেছি শয়ন,
অন্য কোথা কেন বৃথা করিব গমন।"

পরদিন সতেরোই আষাঢ় সকালে
পৌঁছিলেন প্রভু পুরী ষ্টেশনে সদলে
প্রথমতঃ সঙ্গী চার শিষ্যের সহিত
পশ্চিম দ্বারের 'নামে' হন উপস্থিত।
অখণ্ড নামের মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে
অচিরে এলেন রামচরণ গোচরে।
প্রভুরে ধুনীর পাশে আপন আসনে
শ্রীরামচরণ শীঘ্র বসাল যতনে।
সানন্দে শ্রীঅঙ্গে করি বিভূতি লেপন
নিবেদিল —"বহু বিঘ্ন নামেতে এখন।
পূর্ব্ববৎ নামানন্দে মত্ততা না হয়
আপনি করুন দূর বিঘ্ন সমুদয়।"

করিলেন লিখে প্রভু আশ্বাস প্রদান—
"নীলাচলে হবে এবে 'এ'র অবস্থান।
অনির্দ্দিষ্ট কাল হেথা র'ব মৌনে রত
দূর করা হবে ত্বরা নাম-বিঘ্ন যত।
নিয়মিত দুই বেলা আসি শিষ্যগণ
নামের সেবায় অংশ করিবে গ্রহণ।"

অতিশয় সংগোপনে এই আগমন
তবু আসে দলে দলে দর্শনার্থীগণ।
লেখনী মাধ্যমে চলে ভাব-বিনিময়
জানালেন শুদ্ধানন্দে প্রভু এ সময়—
"জগন্নাথ আর তার প্রসাদের টানে
কার্শিয়াঙ ত্যজিলাম—এলাম এখানে।"
শুদ্ধানন্দ সবিনয়ে শুধায় তখন—
"বাবা কি রথের দিনে দিবেন দর্শন?
যাবেন কি মন্দিরেতে রথের উৎসবে?"
প্রভুর জবাব—"ভিড় সহ্য নাহি হবে।"
সেবানন্দে অতঃপর দিলেন নির্দ্দেশ—
"সাধন ভজনে হবি তৎপর বিশেষ
তিন ঘণ্টা করি তোরা নিত্য দুইবেলা
করিবি পশ্চিম দ্বারে শ্রীনামের পালা।
রসনা রহে না যেন অলস কখন
যাতায়াত পথে নাম করিবি কীর্ত্তন।
জপযজ্ঞে তুষ্ট হন ইষ্ট-ভগবান
লক্ষ জপে দিস্ সঁপে নিত্য মন-প্রাণ।
রথের উৎসব কালে হেথা চারিধারে
হবি রত সাধ্যমত শ্রীনামপ্রচারে।
আট দশখানি তৈরী করিবি নিশান
যেচে যেচে হরিনাম করিবি প্রদান।..."

জীবের ভাবনা কত ভাবো নিরন্তর
জীবের ব্যথায় সদা কাতর অন্তর।
জীবের কল্যাণে তব মৌনাবলম্বন
জীবের উদ্ধার লাগি মর্ত্ত্যে আগমন।
তোমার করুণা প্রভু অনন্ত অপার
কৃপা বশে দাও দাসে এক কণা তার।
আঁধার নাশিয়া দাও আলোর সন্ধান
দাও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণে স্থান।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮৫

।। নীলাচলে মৌন লীলায় বহু বিশিষ্ট বৈষ্ণবের সমাগম।।
।। পঞ্জিকা প্রসঙ্গ।। সত্য দর্শন—১৩৬৮।।

পুণ্য নীলাচল ধামে মৌনের সময়
সংঘটিত হয় কত লীলা মধুময়।
একদিন গম্ভীরার মোহন্ত সহিত
প্রাণকিশোর গোস্বামীজী হন উপস্থিত।
সহসা দর্শন করি বৈষ্ণব যুগলে
প্রণতি জানাতে প্রভু লুটান ভূতলে।
তাঁরাও করেন ত্বরা প্রত্যভিবাদন
বসিতে দিলেন প্রভু কম্বল আপন।
আসন গ্রহণ করি শ্রীপ্রাণকিশোর
কহেন বিনীত কণ্ঠে করি হাত জোড়—
"ধর্ম্ম আজি লুপ্ত প্রায় বড়ই দুর্দ্দিন
এ হেন সময়ে মৌন নয় সমীচীন।
আহূত হয়েছে এক মহাসম্মেলন
যোগ দিবে অগণিত বৈষ্ণব সজ্জন।
কৃপা করি আপনিও করি যোগদান

দিন উপদেশ আর সত্যের সন্ধান।"
জানালেন লিখে প্রভু —"নাহিক উপায়
সীতারাম মৌনকালে বাহিরে না যায়।"
প্রভুপাদ পুনরায় নিবেদন করে—
"হবে এই সম্মেলন তিন দিন ধরে।
অন্ততঃ একটি দিন করি পদার্পণ
সকলের মনোবাঞ্ছা করুন পূরণ।"
জবাব দিলেন প্রভু লিখে পুনরায়—
"দশ দিন হয়ে গেল এসেছি হেথায়,
আজো দেব জগন্নাথে হয়নি দর্শন
মৌনের নিয়ম সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জন।..."
প্রভুপাদ গোস্বামীজী কহে অতঃপর—
"সকলই নির্ভর করে আপনার 'পর।
স্বরচিত নিয়মের দুর্গের মাঝারে
রেখেছেন লীলাছলে বদ্ধ আপনারে।
এ বন্ধন হতে মুক্তি তব ইচ্ছাধীন
সম্মেলনে যেতে তাই হবে একদিন।
ভাষণ প্রদানে যদি অসমর্থ হন
পড়িবে অপরে তব লিখিত ভাষণ।"
জানালেন পুন প্রভু লেখনী মাধ্যমে—
"ভাষণ সম্ভব নাহি হবে কোনক্রমে।
মৌন সাধনার কাল দীর্ঘায়িত হলে
স্বভাবতঃ বাক্ য্যায় ভিতরেতে চলে।"
এইভাবে আলোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ
দুই পক্ষ স্ব স্ব যুক্তি করে প্রদর্শন।
প্রভু শেষে অভিমত করেন প্রকাশ—
"সীতারাম বৈষ্ণবের দাস-অনুদাস।
আপনার 'পরে ভার করিনু অর্পণ
যা আজ্ঞা করেন তাই করিব পালন।"
প্রভুর বচন শুনি সশ্রদ্ধ অন্তরে
প্রভুপাদ গোস্বামীজী শির নত করে।

আলোচনা করি পরে হল এই স্থির—
রবিবার সম্মেলনে হবে খুব ভিড়।
সেই দিন করি প্রভু শুভ পদার্পণ
ভক্ত ও বৈষ্ণবগণে দিবেন দর্শন।
প্রভুর ইঙ্গিতে সঙ্গী শিষ্যেরা সত্বর
খাওয়াল তাঁদের যত্নে প্রসাদ বিস্তর।
পুলকিত চিতে দুই বৈষ্ণব-প্রধান
স্বল্প পরে ধীরে ধীরে করে গাত্রোত্থান।
মানীরে করিতে যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন
লীলাময় প্রভু করে প্রত্যুদ্গমন।
নবাগত শিষ্য ভক্ত দর্শনার্থীগণ
পেল এই অবসরে ঈপ্সিত দর্শন।

অপরাহ্নে ব্রহ্মচারী মহানামব্রত
নীলাচল আশ্রমেতে হন সমাগত।
দীর্ঘ এক ঘণ্টা প্রায় প্রতীক্ষার শেষে
মৌনাবাসে প্রভু পাশে কহিলেন এসে—
"জগদ্বন্ধু কৃপাসিন্ধু গেলা ধরা ত্যজি
আপনি আশ্রয়-আশা আমাদের আজি।
কী হয়েছে এবে ওই শ্রীঅঙ্গের হাল!
আপনিও করিবেন মোদের কাঙাল!
সকাতরে তাই এবে জানাই মিনতি
না হবেন উদাসীন শ্রীবিগ্রহ প্রতি।"
হাত তুলে দেখালেন প্রভু ইসারায়—
"সীতারাম প্রতিদিন এত এত খায়।..."
পুনরায় নিবেদন করে ব্রহ্মচারী—
"খেতে হবে কম করে দিনে বার চারি।
কিছুটা ফলের রস আর কিছু ছানা
অবশ্য খাবেন নিত্য—একান্ত প্রার্থনা।"
জানালেন লিখে প্রভু মুহূর্ত্ত মাঝার—
"দেহ নাহি নিতে চায় অধিক আহার।

তা' বলে এ কারো চেয়ে কমজোর নয়
বল যদি তা'হলে দিই কিছু পরিচয়।"
আলাপন বন্ধ করি প্রভু অকস্মাৎ
ধরিলেন দৃঢ়ভাবে অতিথির হাত।
শুধালেন ইসারায় মৃদু মৃদু হাসি—
"লড়িবে কি পাঞ্জা—দেখি কার জোর বেশী?"
হাসি আর চাপিতে না পারে ব্রহ্মচারী
উপস্থিত ভক্তগণ হাসে প্রাণ ভরি।
ব্রহ্মাচারী অবশেষে করে নিবেদন—
"চলেছেন শাস্ত্রপথে সারাটি জীবন।
আপনার প্রাণপ্রিয় সেই শাস্ত্রে আছে
কলিতে মানব শত কুড়ি বর্ষ বাঁচে
অনাচারে হয় বটে পরমায়ু ক্ষয়
এ প্রশ্ন না ওঠে তব ক্ষেত্রে সুনিশ্চয়।
সনাতন শাস্ত্রপথ করি পরিহার
আপনি করেন নাই কোন অনাচার।
শত কুড়ি বর্ষ করি মর্ত্ত্যে অবস্থান
শাস্ত্র যে অভ্রান্ত পুনঃ করুন প্রমাণ।"
অচিরে অঙ্গুলি তুলি ঊর্দ্ধাকাশ পানে
ইঙ্গিতে কহেন প্রভু—"ভগবান জানে।"

আটাশে আষাঢ় প্রভু প্রভাত সময়ে
বাহির হলেন পথে সঙ্গীগণে লয়ে।
চলেছেন রিক্সাতে চড়ি দয়াময়
পাশে বসে রামকৃষ্ণ পাণ্ডা মহাশয়।
সঙ্গীদল করে উচ্চ নাম সঙ্কীর্ত্তন
যথাকালে জগন্নাথে করেন দর্শন।
পশ্চিমের দ্বারপথে হইয়া বাহির
অখণ্ড শ্রীনামমঞ্চে হলেন হাজির।
নামীর সান্নিধ্য পেয়ে নামকারীগণ
আনন্দে বিভোর হয়ে করে সঙ্কীর্ত্তন।

অতঃপর রিক্সাতে উঠি অকস্মাৎ
জানালেন লিখে প্রভু—"যাব লোকনাথ।"
দর্শনান্তে আশ্রমেতে ফিরে অনন্তর
মৌনকক্ষ করি লক্ষ্য হন অগ্রসর।
রথে দেব জগন্নাথে করিতে দর্শন
পরদিন পুনঃ প্রভু বহির্গত হন।
মহামন্ত্রে মুখরিত করি নীলাচল
সাথে চলে শ্রীনামের সুবৃহৎ দল।
শ্রীনামে আকৃষ্ট হয় ভক্ত নরনারী
যোগ দেয় সঙ্কীর্ত্তনে বহু পথচারী।
অনায়াসে অতিক্রম করি সব ভিড়
রথের সম্মুখে শীঘ্র হলেন হাজির।
রথমধ্যে জগন্নাথে করেন দর্শন
প্রভুরে দর্শন করে ভক্ত অগণন।
দ্বিজপদ গোস্বামীজী ভক্ত ও পণ্ডিত
প্রভু সন্নিধানে শীঘ্র হন উপস্থিত।
সবিনয়ে গোস্বামিজী প্রার্থনা জানায়—
"তব সনে আলাপনে জাগে অভিপ্রায়।"
জানালেন লিখে প্রভু অনতিবিলম্বে—
"আশ্রমেতে এসো কাল কথাবার্ত্তা হবে।"
পরদিন গোস্বামিজী নির্দ্দিষ্ট সময়
নীলাচল আশ্রমেতে উপনীত হয়।
দণ্ডবৎ করি অগ্রে প্রভুর চরণে
সবিনয়ে কহে—"এত মৌন কি কারণে?
নিরালাতে মৌনব্রতে করি অবস্থান
আনন্দ-অমৃত একা করিছেন পান।
সাধনায় যে অমৃত হয়েছে সঞ্চয়
ভাবিতে অন্তরে জাগে অপার বিস্ময়।
বিতরি সে সুধারাশি বিশ্বে চারিধার
হতভাগ্য জীবগণে করুন উদ্ধার।"
লেখনী মাধ্যমে হল উত্তর প্রদান—

"এ মৌন ব্রতের লক্ষ্য বিশ্বের কল্যাণ।
জগৎকল্যাণ লাগি ঠাকুর আমার
দিয়েছেন কৃপা করি যে কর্ম্মের ভার
সে কাজ করান তিনি যে ভাবে যখন
যন্ত্ররূপে সীতারাম করে সম্পাদন।"
এইমত নানাবিধ আলোচনা চলে
অবশেষে দ্বিজপদ গোস্বামিজী বলে—
"কাল যদি পুন হেথা করি আগমন
লভিব কি আপনার পুণ্য দরশন?"
জানালেন লিখে প্রভু—"এসো দিবাভাগে
সম্মেলনে যাব কাল সায়াহ্নের আগে।
অতঃপর আশ্রমেতে ফিরে এসে রাতে
সকল সংস্রব ত্যজি র'ব নিরালাতে।"

শ্রীমহেন্দ্রনাথ নামে জ্যোতিষী সহিত
পরদিন গোস্বামিজী হন উপস্থিত।
উভয়ে প্রণাম করি অভয় চরণে
বসিল প্রভুর দেয়া কম্বল আসনে।
সবিনয়ে গোস্বামিজী কহে অতঃপর—
"এল তব দরশনে মোর বন্ধুবর।
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে এঁর সীমাহীন জ্ঞান
'পি.এম.বাগচী'র ইনি গণক প্রধান।
যদিও মোদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন
ভিন্নমত করি মোরা উভয়ে পোষণ।"
জ্যোতিষীমশাই কহে জুড়ি দুই কর—
"পূর্ব্বে আমাদের নাহি ছিল মতান্তর।
স্বীয় মত পরিত্যাগ করি গোস্বামিজী
এখন করেন মান্য সুসিদ্ধান্ত পাঁজি।
তব তুল্য মহাজন আর কেহ নাই
তাই তব অভিমত জানিবারে চাই।
সত্য ভাষণেতে তব রসনা নির্ভীক

বলে দিন কৃপা করি কোন্ পাঁজি ঠিক।
আপনি কল্যাণকামী পক্ষপাতহীন
কৃপা করি আমাদের উপদেশ দিন।"
দ্বিজপদ গোস্বামিজী কহিল সত্বর—
"ওদের পাঁজিতে আছে বিভ্রান্তি বিস্তর।
সেই সব ভুল-ত্রুটি করি সংশোধন
করেছি নূতন এই পাঁজি প্রণয়ন।
সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ এই পাঁজির গণনা
এ বিষয়ে করি তব স্বীকৃতি প্রার্থনা।"
লেখনী মাধ্যমে প্রভু দিলেন উত্তর—
"সাধক পণ্ডিত মোর গুরু যোগেশ্বর
মেনেছেন যে পঞ্জিকা নিষ্ঠার সহিত
আজিও মানেন বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত,
সে 'পি.এম.বাগচী' আর 'গুপ্তপ্রেশ' পাঁজি
সীতারাম নাহি পারে ত্যজিবারে আজি।
উপরের নির্দ্দেশ না পাই যতক্ষণ
কেমনে নূতন মত করি সমর্থন?
জ্যোতিষী প্রকাশি হর্ষ কহিল সত্বর—
"আপনার অভিমতে জুড়াল অন্তর।
পূজ্যপাদ বাবাজীও বলেছেন মোরে—
সত্য বলে মেনেছি যা দীর্ঘকাল ধরে,
অকস্মাৎ কেমনে তা করি অস্বীকার
সত্যেরে বুঝিতে হয় করিয়া বিচার।"
জানালেন লিখে পুন প্রভু লীলাময়—
"বিচারের দ্বারা শুধু সত্য বোঝা নয়
চন্দ্র সূর্য্য দৃষ্ট হয় গগনে যেমন
তেমনি করিতে হয় সত্য দরশন।
এরূপ দেখিব যবে আপন নয়নে
মানিব নূতন মত দ্বিধাহীন মনে।"
লিখিলেন পুনরায় থামি স্বল্পকাল—
"প্রত্যক্ষ দর্শন নয় মনের খেয়াল।

নয়ন সম্মুখে সত্য হয়ে মূর্ত্তিমান
সর্ব্ববিধ সংশয়ের করে অবসান।”
সত্যেতে প্রভুর নিষ্ঠা দেখি এ প্রকার
অপার বিস্ময় জাগে অন্তরে সবার।

সত্য তব বাক্য প্রভু সত্য আচরণ
সত্যলোকে সত্যযুগে স্থিতি অনুখন।
সত্য দিয়ে গড়া তব পূত কলেবর
সত্য তুমি শিব তুমি তুমিই সুন্দর।
মিথ্যা মায়া মোহে ভরা এ বিশ্ব ভুবন
সত্য শুধু প্রভু তব অভয় চরণ।
নিজগুণে কৃপা করি দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই প্রভু ওই অভয় চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮৬

।। নীলাচলে মৌন কালে নামপ্রেমী 'অসীমানন্দ, আমেরিকার সাধিকা দয়া-মা , জিজ্ঞাসু 'জন'-এর আগমন।। এ যুগে বেদান্ত নয়—নামই পথ।। অধিকারী ভেদে সাধনের ভিন্নতা।।
।। ভগবানকে কেন প্রয়োজন—১৩৬৮।।

প্রভুর মধুর সঙ্গ লভিবার আশে
সাধক-জিজ্ঞাসু-ভক্ত আশ্রমেতে আসে।
শ্রীঅসীমানন্দ নামে সাধক-প্রবর
লিখিলেন পত্র এক প্রভুর গোচর ঃ—
“নীলাচলপথে শুভযাত্রার আশীষ পাইনু তব,
স্নেহপ্রীতি ভরা করুণার ধারা রচিল মহোৎসব।
বাহিরিনু পথে শ্রীনাম সহিতে পথের ধূলায় লুটি,
তোমার স্নেহের মধুর মাধুরী হৃদয়ে উঠেছে ফুটি।

করিও আশীষ যেতে পারি যেন লুটিয়া পথের ধূলে
নীলাচলনাথ কৃপা করে যেন ঠাঁই দেন পদমূলে।"
শ্রীমদ্ অসীমানন্দে করি নিমন্ত্রণ
অচিরে করেন প্রভু উত্তর প্রেরণ ঃ—
"বিজয়কৃষ্ণের বিজয়ভেরী ধ্বনিত করিয়া সঘনে,
কলির কলুষ নাশিতে নাশিতে এস এস সখে সগণে।
দুরন্ত কলিরে করিতে শান্ত নামরূপে ভগবান,
করিছেন লীলা, যন্ত্র আমরা, জেনেছি হে মতিমান্।
যন্ত্রী যেভাবে বাজান তাঁহার এসব জীর্ণ যন্ত্র
বাজাবে সেভাবে এগুলি তাঁহার পরম পাবন মন্ত্র।"
অতঃপর একদিন মধ্যাহ্ন সময়
দূর থেকে এল ভেসে নাম মধুময়।
শ্রীনামের শব্দ শুনি হয়ে কৌতূহলী
ত্বরায় বাহিরে এলো সেবকমণ্ডলী।
দেখিল বিচিত্র দৃশ্য আনন্দে বিস্ময়ে ঃ
শ্রীমৎ অসীমানন্দ নামে মত্ত হয়ে
লয়ে বহু শিষ্য ভক্ত আর অনুচর
আশ্রমের অভিমুখে হন অগ্রসর।
শ্রীকিরণচাঁদজীর আশ্রিত সন্তান
মহামন্ত্রে অনুরাগী সাধক মহান।
দূর বঙ্গদেশ হতে পায়ে পায়ে চলে
এলেন সদলে আজি পুণ্য নীলাচলে।
প্রভুও সংবাদ পেয়ে আসি স্বল্প পরে
করিলেন অভ্যর্থনা অতি সমাদরে।
প্রণামে উদ্যত হ'ল সাধক তখন
প্রভু তাঁরে বক্ষে ধরে দেন আলিঙ্গন।
প্রভুর নির্দ্দেশমত আশ্রমিকগণ
ধোয়াল সত্বর সব ভক্তের চরণ।
অবিলম্বে প্রসাদের হল আয়োজন
আকণ্ঠ ভোজনে সবে পরিতৃপ্ত হন।
অতঃপর ভক্তবর শ্রীঅসীমানন্দ

স্বস্থানে গেলেন লয়ে অনুগামীবৃন্দ।
আরো দুই দিন প্রভু করি নিমন্ত্রণ
সশিষ্য অসীমানন্দে করান ভোজন।
সাধকপ্রবর সাথে প্রভু লীলাময়
করিলেন আলোচনা বিবিধ বিষয়
শ্রীমদ্ অসীমানন্দ বিদায়ের ক্ষণে
প্রণমিল ভক্তিভরে প্রভুর চরণে।
গায়ের চাদর খুলি সত্বর সাদরে
পরিয়ে দিলেন প্রভু সাধকপ্রবরে।
আলিঙ্গন দান করি কহেন ইঙ্গিতে
"ভুল যেন নাহি হয় পৌঁছে পত্র দিতে।"

এলেন 'মাদার দয়া' বিশিষ্টা সাধিকা
যোগদা সংঘের নেত্রী—বাস আমেরিকা।
সঙ্গে তার বিদেশীয় ভক্ত কতিপয়
প্রভুর দর্শনে জাগে আনন্দ বিস্ময়।
উপদেশ শুনিবারে চাহে বিদেশিনী
সত্বর সক্রিয় হল প্রভুর লেখনী।
বিনয়েন্দ্র দুবে নামে ভক্ত একজন
দোভাষীর কার্য্যভার করিল গ্রহণ।
দয়ামাতা উপদেশ করিয়া শ্রবণ
প্রভুরে 'গোপাল' বলি করে সম্বোধন।
বিদায়ের আগে মাতা সশ্রদ্ধ অন্তরে
প্রণমিল প্রভু-পাদপদ্ম স্পর্শ করে।
প্রভুর নির্দ্দেশমত সঙ্গীরা সত্বর
ফলমূল উপহার দিল বহুতর।
পরদিন কার্ত্তিকের একুশে প্রভাতে
দয়া-মা আসিলা পুন প্রভুর সাক্ষাতে।
মধুস্বরে প্রভু প্রতি কহে দয়ামাতা—
"আপনি আনন্দময় প্রেমের দেবতা
সবারে আনন্দ দান করেন নিয়ত

আপনাতে মহাপ্রেম স্বতঃ উদ্ভাসিত।”
সত্বর করেন প্রভু উত্তর প্রদান—
“যেমন জননী তার তেমন সন্তান।”
দয়ামাতা অতঃপর করে নিবেদন—
“সমাধিতে সদা যেন থাকি নিমগন।
প্রেমময় ঈশ্বরেতে মিশে যেতে চাই
আর সেই প্রেমে যেন সবারে মাতাই।”
প্রভুর উত্তর এল লেখনী মাধ্যমে—
“নিজে যদি যাস্ মেতে ভগবৎ প্রেমে,
কিছু আর করিবার না রবে তা'হলে
আপনা আপনি প্রেমে মাতিবে সকলে।
সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ড কোথা যদি জ্বলে
ধেয়ে যায় ত্বরা তায় পোকা দলে দলে।
পতঙ্গ জ্বলন্ত কুণ্ডে পুড়ে ছাই হয়
মানুষের এ ধারণা যথাযোগ্য নয়।
এ বিশ্বে বিনষ্ট কিছু না হয় কখন
পোকা পায় অগ্নিময় নূতন জীবন।”
দয়ামা কহিল পুন—“শ্রীগুরু আমার
গিয়েছেন দিয়ে বহু করমের ভার।
পারি নাই করিতে তা আজো সম্পাদন
কৃপা ও আশীষ তব চাই সে কারণ।”
লিখিলেন পুনরায় প্রভু প্রত্যুত্তরে—
“নিজে আগে ডুবে যা মা আনন্দসাগরে।
গুরু আজ্ঞা হবে তবে স্বতঃই পালন
ডুবে যেতে তাই আগে কর প্রাণপণ।...
আমি কর্ত্তা এই বোধ থাকে যতক্ষণ
ঠিকমত নাহি হয় কার্য্য সম্পাদন।
হৃদয় বাসনাশূন্য হয় যেই ক্ষণে
ভগবৎ-শক্তি নেমে আসে দেহে-মনে।
অতঃপর হয় জীব যে করমে ব্রতী
গতিবেগ হয় তার দুর্নিবার অতি।

'বিবেকানন্দ'বাবা গিয়ে আমেরিকা
জ্বালালেন বেদান্তের সমুজ্জ্বল শিখা।
কলিতে চলিতে কেবা পারে ওই পথে?
বেদান্তের অধিকারী দুর্লভ জগতে।
"নেতি নেতি বেদান্তের দুরূহ বিচার।
সর্ব্বত্যাগী বিনা তায় নাহি অধিকার।।"
সহজ সুগম পথ আজি প্রয়োজন
যে পথের অধিকারী সর্ব্বসাধারণ।
জেনেছি জীবনভর তপস্যার বলে
নাম সম শ্রেষ্ঠ পথ নাই ভূমণ্ডলে।
হেলায় শ্রদ্ধায় নাম করিলে কীর্ত্তন
অবশ্য কৃতার্থ হবে কলিজীবগণ।
অশ্রদ্ধায় নাম জপে হয় ফলোদয়
একথা ভাবিতে মনে জাগিছে সংশয়?
অনলে অশ্রদ্ধাভরে স্পর্শে যদি কেহ
অশ্রদ্ধার ফলে তার পোড়ে না কি দেহ?
অভক্তিতে কেহ যদি করে জলপান
পিপাসার নাহি তার হয় অবসান?
অনিচ্ছায় কেহ বিষ করিলে সেবন
মরণ কি তারে নাহি করে আলিঙ্গন?
অতীব চঞ্চল মন মানে না শাসন?
হেথা হোথা অনুখন করে বিচরণ?
মুখ দেখিবার মত মন দেখিবার
কখনও আরশি যদি হয় আবিষ্কার,
তা'হলে বিস্মিত চিতে পাইবি দেখিতে
সাধু সেজে ভ্রমিছেন যাঁরা পৃথিবীতে,
যাঁরা সভ্য বলে সদা করেন গরব
বদ্ধ পাগলের দলে পড়ে তারা সব।...
কর নাম চঞ্চলতা নাহি রবে আর
নামের প্রভাবে পাবি আনন্দ অপার।
ওদেশে সহজ পথ প্রচার কারণ

ঠাকুর হেথায় তোকে করেছে প্রেরণ।
তাঁরই ইচ্ছায় মোরা মিলেছি উভয়ে
‘এ’তো তোর প্রতীক্ষায় ছিল পথ চেয়ে।....”
সাঙ্গ করি মধুময় দীর্ঘ উপদেশ
প্রসাদ প্রদানে প্রভু দিলেন নির্দ্দেশ।
বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে মাতা বার বার
প্রভুর চরণ স্পর্শি করে নমস্কার।

‘জন’ নামে মার্কিন এক নাগরিক
আশ্রমে হাজির হল বাইশে কার্ত্তিক।
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সেই শ্বেতকায়
আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনিবারে চায়।
পাশ্চাত্ত্য প্রথায় করি করমর্দ্দন
লীলাময় প্রভু করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।
উপদেশ দান সুরু করিলেন ত্বরা—
“কত না বৈচিত্র্যে ভরা এ বিরাট ধরা।
একরূপ অধিকারী নয় সর্ব্বজন
শাস্ত্র তাই বহু পথ করে প্রদর্শন।
দশ সের মাত্র কেহ পারে বহিবারে
সেই পরিমাণ ভার দেয়া হয় তারে।
কেহ পারে বহিবারে এক-দেড় মণ
তাদেরকে দেয়া হয় সেরূপ সাধন।
এ কারণ সনাতন শাস্ত্র সমুদয়
বলেছেন বহুবিধ পথের বিষয়।”
সাহেব শুধায়—“আমি বুঝিব কেমনে
কোন্‌টি সহজ পথ আমার জীবনে?”
জানালেন লিখে প্রভু—“গুরু ভগবান
দিবেন তোমায় সেই পথের সন্ধান।”
আমেরিকা অধিবাসী কহে পুনর্ব্বার—
“কেমনে বুঝিব আমি কে গুরু আমার?”
লিখিলেন প্রভু—“যাঁরে করিলে দর্শন

ভরে যায় মহানন্দে সারা প্রাণ মন,
পরিচিত প্রিয়জন যাঁরে মনে হয়
তিনিই তোমার গুরু জেনো সুনিশ্চয়।
আনন্দরাজ্যের তিনি পথপ্রদর্শক
তাঁর কৃপা স্পর্শে হবে জীবন সার্থক।
বাহিরে কেবল বাবা পথের ভিন্নতা
ক্ষণিকের তরে যেন ভুলো না এ কথা।
কিছু দূর অগ্রসর হলে সাধনায়
পথের পার্থক্য সব লুপ্ত হয়ে যায়।"
সাহেব শুধায় পরে ঈশ্বর বিষয়,
করিলেন প্রতিপ্রশ্ন প্রভু এ সময়—
"ঈশ্বর আছেন তার কি আছে প্রমাণ?
বলিতে পার কি তাঁর কোথা অবস্থান?
সাহেব স্বীকার করে—"জানি না উত্তর।"
জানালেন লিখে তাই প্রভু অতঃপর—
"দুইটি বস্তুতে ভরা এই চরাচর
একটি চেতন আর দ্বিতীয়টি জড়।
চেতন শব্দের দ্বারা জড় দেহ ধৃত
শব্দব্রহ্ম ভগবান নামে অভিহিত।...
ভগবানে আমাদের কিবা প্রয়োজন?
খাই দাই করি সুখে জীবন যাপন।
ভোগের নিমিত্ত বহু আছে উপাদান
তবে কেন ঈশ্বরের করিব সন্ধান?
সাহেব কহিল—"আমি কি দিব উত্তর,
ভাবিতে আমায় কিছু দিন অবসর।"
লিখিলেন প্রভু—"কেন চাই ভগবান?
শোন তবে মন দিয়ে এর সমাধান।
আনন্দ লাভের ইচ্ছা সবার অন্তরে
ভগবানে প্রয়োজন আনন্দের তরে।
বিদ্যা-ধন-মান-নারী প্রভৃতির পানে
কত না ছুটেছি মোরা আনন্দ-সন্ধানে।

ক্ষণস্থায়ী সে আনন্দে ভরে নাই মন
তাই মোরা ভূমানন্দ করি অন্বেষণ।
অপার আনন্দময় সেই ভগবান
সর্ব্ব দুঃখ যন্ত্রণার করে অবসান।
তাঁর কাছে পঁহুছিতে অভিলাষ মনে?
সে আনন্দময়ে তুমি লভিবে কেমনে?
সহজ উপায় শোন—কায়বাক্যমনে
শরণ গ্রহণ কর শ্রীগুরু চরণে।
গুরু যদি কৃপা করে দেন 'খ্রীষ্ট' নাম
রসনায় সেই মন্ত্র জপ অবিরাম।
জপিতে জপিতে নাম হবে পাপক্ষয়
উঠিবে ভিতর থেকে নাদ মধুময়।
ইন্দ্রিয় বিষয়পানে ছুটিবে না আর
লভিবে অন্তর মাঝে আনন্দ অপার।
আবির্ভূত হবে জ্যোতি বিচিত্র বরণ
ভগবান কৃপা করি দিবেন দর্শন।
অতৃপ্ত জীবাত্মা জন্ম-জন্মান্তর ধরে
নিয়ত ভ্রমণরত যে আনন্দ তরে,
সেই ভূমানন্দে ভরে যাবে প্রাণ মন
হইবে সার্থক তব এ দেহধারণ।"
সময় সংক্ষেপ বলি প্রভু লীলাময়
বুঝালেন স্বল্পকালে বিরাট বিষয়।
শ্রীমুখের কথামৃত করিয়া শ্রবণ
অসীম আনন্দে পূর্ণ সাহেবের মন।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত জনৈক সেবক
দিল তারে কতিপয় ইংরাজী পুস্তক।
ভাগ্যবান শ্বেতকায় বিদায় বেলায়
করজোড়ে ভক্তিভরে প্রণতি জানায়।

প্রভুর আকর্ষণে ভোগসুখ ছাড়ি
পাশ্চাত্ত্য দেশের কত আসে নরনারী।

সাধুসন্ত মহাজন আসে কত অগণন
উপদেশে কৃপাস্পর্শে ধন্য সর্ব্বজন।
স্মরি এ অচিন্ত্য লীলা অতি চমৎকার
দাস জনার্দ্দন করে কোটি নমস্কার।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮৭

।। নীলাচল আশ্রমে অখণ্ড নাম প্রতিষ্ঠা—১৩৬৮।।

অখণ্ড শ্রীনাম চলে পশ্চিম দুয়ারে
আনুকূল্য করে প্রভু বিবিধ প্রকারে।
পৌরসভা চেয়েছিল তুলে দিতে নাম
করেছেন রক্ষা তারে প্রভু সীতারাম।
বারংবার দিয়ে বহু অর্থ লোকবল
রেখেছেন প্রভু এই নামেরে সচল।
প্রদীপের তলদেশে যেমন আঁধার
তেমনি নামের পাশে আড্ডা গঞ্জিকার।
শ্রীরামচরণে পূর্ব্বে বলেছেন তাই—
"সকাতরে তব পাশে প্রার্থনা জানাই
অচিরে গাঁজার আড্ডা দিতে হবে তুলে
পারিবে কি পারিবে না বল প্রাণ খুলে।
ত্যজিবে সকল নেশা কায়বাক্যমনে
দিবে না আশ্রয় কভু নেশাকারীগণে।
নেশা আর সীতারাম—এ দুয়ে কখন
একসাথে নাহি পাবে রাখিও স্মরণ।"
নির্দ্দেশ মস্তকে ধরি শ্রীরামচরণ
করেছিল নামযজ্ঞ প্রভুরে অর্পণ।
সেবকবৃন্দের দ্বারা প্রভু সীতারাম
চালাতে থাকেন মহাসমারোহে নাম।

শ্রীরামচরণ নারে ত্যজিতে সংস্রব
গেঁজেলগণের পুন বাড়ে উপদ্রব।
মৌনকালে একদিন আনিয়ে আশ্রমে
জানালেন প্রভু তারে লেখনী মাধ্যমে—
"তব নাম যজ্ঞ তুমি করহ গ্রহণ
সবিনয়ে চাহিছে এ বিদায় এখন।
তুলিতে নারিবে তুমি আড্ডা গঞ্জিকার
তাই ব্যথা শেলসম বিঁধে বার বার।
আর এক ব্যথা এবে বাজিছে অন্তরে—
বৃত্তি নিয়ে যারা সেথা নাম রক্ষা করে,
কষ্ট পাবে অকস্মাৎ হয়ে বৃত্তিহারা
বৃত্তি নিয়ে ছিল তবু নামাশ্রয়ে তারা।
পূর্ব্বদ্বারে আরম্ভিতে অখণ্ড কীর্ত্তন
জেগেছে অন্তরে এক সংকল্প নূতন।
দয়া করে তুমি যদি দাও অনুমতি
শুভকর্ম্মে শীঘ্র তবে হই মোরা ব্রতী।"
কহিল বিনীত কণ্ঠে শ্রীরামচরণ—
"কলিজীব উদ্ধারিতে তব আগমন।
কোন কার্য্য আপনার সাধ্যাতীত নয়
ঈশ্বর সহায় তব সকল সময়
আপনার মনে যদি জাগে অভিপ্রায়
বসাতে পারেন নাম চারি দরজায়।
আমি দীন কিবা আর দিব অনুমতি
নামারম্ভ হলে হব আনন্দিত অতি।"
সেবকে নির্দ্দেশ দেন প্রভু অতঃপর—
"প্রণবানন্দেরে শীঘ্র টেলিগ্রাম কর্।
পূর্ব্বদ্বারে আরম্ভিতে অখণ্ড কীর্ত্তন
বহুবার করেছে সে প্রার্থনা জ্ঞাপন।
জগন্নাথজীর যদি হয় অভিপ্রায়
সুরু হবে নামযজ্ঞ পূর্ব্ব দরজায়।
আগামী সংক্রান্তি দিনে নামারম্ভ হবে।"
গুরু নামে জয় দিল উপস্থিত সবে।

সঙ্গীগণ সহ প্রভু মাঘের পঁচিশে
চলিলেন জগন্নাথ মন্দির উদ্দেশে।
নৃত্যসহ করে সবে উচ্চ সংকীর্ত্তন
নামযজ্ঞ লাগি স্থান হল নির্ব্বাচন।
ত্বরায় গমন করে শিষ্য দুই জন
বলরাম আশ্রমের মহান্ত সদন।
শুনি নাম প্রতিষ্ঠার শুভ সমাচার
জাগিল অন্তরে তার আনন্দ অপার।
বিলম্ব না করি আর মহান্ত সম্ভ্রমে
প্রভুরে আহ্বান করি আনিল আশ্রমে।
মহান্তজী মৌন রহে প্রতি গুরুবার
দুই মৌনী আলাপন করে চমৎকার।
লিখে লিখে মহান্তজী প্রভুরে জানায়—
"চালিয়েছিলাম নাম চারি বর্ষ প্রায়।
আপনার মধ্য দিয়ে পুন রঘুনাথ
জানালেন আজি তাঁর ইচ্ছা অকস্মাৎ।
স্থানাভাব নাহি হবে ঈশ্বর ইচ্ছায়।"
আলাপন অন্তে প্রভু নিলেন বিদায়।
ছোট ছাতা মঠে গিয়ে প্রভু অতঃপর
চাহিলেন অনুমতি মহান্ত গোচর।
মহান্ত শ্রীগঙ্গাদাস আনন্দিত মনে
অনুমতি করে দান অখণ্ড কীর্ত্তনে।
প্রতি মঠে অনুমতি গ্রহণের কাজে
পাঠালেন শুদ্ধানন্দে আর লিঙ্গরাজে।
সব মঠ আশ্রমের সেবক মোহন্ত
পুলকিত হন শুনি নামের বৃত্তান্ত।
সম্মতি জ্ঞাপন করি বলে তারা সবে—
"শুভ কার্য্য হোক্ সুরু অনতিবিলম্বে।"
বলরাম কোট হতে মাঘের সাতাশে
মহান্ত হাজির হন প্রভুর সকাশে।
জানালেন লিখে প্রভু মহান্তের প্রতি—

"পূর্ব্বদ্বারে মঠ তব মনোরম অতি।
বারান্দার একপাশে দিন স্বল্প ঠাঁই
আপাততঃ সেথা নাম আরম্ভিতে চাই।
বটতলে হবে পরে মণ্ডপ নির্ম্মাণ।
যথাকালে সেথা মোরা করিব প্রস্থান।"
মহান্তজী ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে
করেন সম্মতি দান সানন্দ অন্তরে।

এল সেই পুণ্যদিন মাঘের আটাশ
সমারোহে শ্রীনামের হল অধিবাস!
পরদিন সংক্রান্তিতে সংকল্প পূরণ
পূর্ব্বদ্বারে সুরু হল অখণ্ড কীর্ত্তন।
পূর্ব্বদ্বার হতে নাম স্বল্পকাল পর
নীলাচল আশ্রমেতে হল স্থানান্তর।
জানালেন এ বিষয়ে প্রভু সীতারাম—
'ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এলেন শ্রীনাম।
আশ্রমে ওঙ্কার রবে—রবে শিষ্যগণ
সব হবে হেথা শুধু হবে না কীর্ত্তন!
দূরে যদি থাকে নাম কত অসুবিধা
ঝড়-জল-রৌদ্র সহ নানাবিধ বাধা।
পক্ষান্তরে নাম যদি চলে এই স্থানে
কারো নাহি অসুবিধা থাকে যোগদানে।
শিষ্যভক্ত নিত্য কত করে যাতায়াত
প্রাণবন্ত র'বে নাম হেথা দিনরাত।"
অচিরে আশ্রম হল শ্রীনামে মুখর
নামেতে পবিত্র হল বিশ্ব-চরাচর।

জীবোদ্ধার লাগি প্রভু করে নাম দান
অনুপম লীলা তাঁর অমৃত সমান।
নামপ্রেমী সে প্রভুরে করিয়া স্মরণ
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮৮

।। কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ রহস্য ।। শাস্ত্ররক্ষা ও প্রচার ।।
।। রোগই যোগ ।। প্রভুর সংসার ।। আশ্রমে অর্থাভাব ।।
।। জগন্নাথকে চরম পত্র ।। জগন্নাথের দায়—১৩৬৮-৬৯ ।।

লোকচক্ষু অন্তরালে মৌনের সময়
সুকঠোর তপোমগ্ন প্রভু লীলাময়।
নূতন অবস্থা আসে সাধনার ফলে
কর্ম্মের সামর্থ্য যায় একেবারে চলে।
গেল চলে অবশিষ্ট সাধন ভজন
গেল পূজা ভস্মলেপ তিলকধারণ।
যে মাত্র সচেষ্ট হন এ সব করমে
আপনা আপনি দেহ আসে যেন জমে।
মন্ত্রাদির উচ্চারণ সম্ভব না হয়
অচিরাৎ মন্ত্র হয় ওঙ্কারেতে লয়।
পূজনে অক্ষম প্রভু বহু পূর্ব্ব হতে
করিতেন রীতিরক্ষা তবু কোন মতে।
এত কাল অমন্ত্রক ফুল ও চন্দন
করেছেন দেব-দেবী চরণে অর্পণ।
উন্নত অবস্থা এল অতি চমৎকার
পুষ্পদানও সম্ভব না হয় তাই আর
লোকশিক্ষা তরে তাঁর কর্ম্ম সম্পাদন
কর্ম্মত্যাগও অনুরূপ শিক্ষার কারণ।
কর্ম্ম বিনা জীবগণ থাকিতে না পারে
শুভকর্ম্মে দেন সদা উৎসাহ সবারে।
'আমি যন্ত্র' বোধে কর্ম্ম হলে সম্পাদন
কর্ম্ম কভু বন্ধনের না হয় কারণ।
কর্ম্মত্যাগ অনুচিত ইচ্ছায় আপন
কর্ম্মই করয়ে কালে বিদায় গ্রহণ।
পরিপক্ক ফল ঝরে পড়ে যে প্রকার

কর্ম্মত্যাগ তেমনি এক সহজ ব্যাপার।
আগে কর্ম্ম অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত
অনন্তর হয় জীব কর্ম্মের অতীত।
স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে বর্জ্জন
কর্ম্মের বন্ধন কভু না হয় মোচন।
করমের গুহ্যতত্ত্ব করিতে প্রকাশ
প্রভুর এ নবতম লীলার বিলাস!

শাস্ত্ররক্ষা আর শাস্ত্র প্রচারের তরে
জাগিল সংকল্প এক প্রভুর অন্তরে।
সনাতন শাস্ত্র প্রতি শ্রদ্ধা সীমাহীন
চলিছেন শাস্ত্রপথে প্রভু চিরদিন।
সন্তদাস বাবাজীর আশ্রিত সন্তান
শিশির কুমার নাম—সাধক মহান,
শারদীয়া পূজাকালে প্রভুর সদন
পত্রের মাধ্যমে করে প্রার্থনা জ্ঞাপন—
"বঙ্গ-অনুবাদসহ শাস্ত্রগ্রন্থরাজি
কলির কুহক বশে লুপ্তপ্রায় আজি।
আপনি করুন রক্ষা শাস্ত্র আপনার
এ কার্য্যের যোগ্য ব্যক্তি নাই কেহ আর।"
পত্র পেয়ে প্রভু প্রীতি পুলকে সত্বর
শাস্ত্রপ্রচারের কার্য্যে হলেন তৎপর।
শাস্ত্রের সেবায় করি সবারে আহ্বান
সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ যত্নে করেন প্রদান—
"আছে যত ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিত সজ্জন
সবাকার আশীর্ব্বাদ করিবি গ্রহণ।...
নরনারী কোন্ পথ করিলে আশ্রয়
ইহ-পরকাল পারে করিবারে জয়,
সহজে করিতে পারে দেবত্ব অর্জ্জন
শাস্ত্র সে পরমপথ করে প্রদর্শন।
শাস্ত্র-আলোকিত সেই রাজপথ ত্যজি

অশেষ যন্ত্রণা পায় জীবগণ আজি।
আর্য্যবংশোদ্ভূত মোরা ঋষির সন্তান
চতুর্ব্বেদ পুরাণাদি আমাদের প্রাণ।
সে শাস্ত্র প্রচারে যদি হই যত্নবান
করিবেন অবশ্যই কৃপা ভগবান।
আমাদের শিরোপরে আর্য্যঋষিগণ
শতধারে করিবেন আশিস বর্ষণ।
মোদের সহায় সদা বিশ্বের ঈশ্বর
আর্থিক লাভের প্রশ্ন হেথা অবান্তর।
যে অর্থ ব্যয়িত হবে পুস্তক মুদ্রণে
তা-ই হবে ভিত্তি হেথা মূল্য নির্ধারণে।
'এ'র লক্ষ্য শাস্ত্ররক্ষা শাস্ত্র প্রচারণ
'এ' না চায় ব্যবসায় অর্থ উপার্জ্জন।"
'আর্য্যশাস্ত্র' নামে খ্যাত গ্রন্থ শাস্ত্রময়
প্রকাশের সূত্রপাত হল এ সময়।

লোকসঙ্গ পরিহার মৌনের নিয়ম
এবার হঠাৎ হেথা হল ব্যতিক্রম।
স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসন দণ্ড হল অবসান
ঘুচে গেল গণ্ডীগত বিধি-ব্যবধান।
সর্ব্বত্রই শ্রীচরণ বিচরণ করে
আনন্দ ধরে না শিষ্য ভক্তের অন্তরে।
জেগে ওঠে সুপ্ত পুরী যেন মন্ত্রবলে
শিষ্যভক্ত অনুরক্ত আসে দলে দলে।
নিভৃত আশ্রম হয় উৎসব মুখর
নামগান হরিকথা চলে নিরন্তর।
ধর্ম্মগ্রন্থ প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা প্রায়
পাঠ হয় আশ্রমেতে সকাল সন্ধ্যায়।
শ্রীনামমহিমাগীতি নিত্য আট বার
আনন্দ সঞ্চার করে অন্তরে সবার।
শ্রীনাম অখণ্ডভাবে চলে সঙ্কীর্ত্তন

চারিদিকে বহে যেন আনন্দ প্লাবন।
নরনারায়ণ সেবা নিয়মিত চলে
বৈষ্ণব-ভিখারী সাধু আসে দলে দলে।
আসে দীন অন্নহীন অনাথ আতুর
সংখ্যা যত বাড়ে তত আনন্দ প্রভুর।
সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজে করান ভোজন
পাছে হয় অনাদর কিম্বা অযতন।
দিন দিন আশ্রমেতে বাড়ে ব্যয়ভার
সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই প্রভু নির্ব্বিকার।
তহবিল শূন্য তবু উন্মুক্ত ভাণ্ডার
দানসত্র দিবারাত্র চলে চমৎকার।
প্রভুর ভাষায়—"এ-র নাই জমিদারী
পাতি না কোথাও হাত করি না চাকুরী,
তবু যেন প্রতিদিন চলে মহোৎসব
বাহাদুরী 'এ'র নয় লীলা তাঁর সব।"

গুরু মেলে লাখ লাখ চেলা মেলা ভার
এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নাহি হয় তার।
পরমার্থ অন্বেষণে যত জন আসে
আসে তার বহুগুণ অর্থ অভিলাষে।
রোগাক্রান্ত হয়ে ভক্ত এল একজন
চিকিৎসার লাগি তার অর্থ প্রয়োজন।
অভয় প্রদান করি প্রভু লীলাময়
জানালেন লিখে—"হবে ব্যবস্থা নিশ্চয়।
যদিও ভাঁটার টান চলিছে এখন
তথাপি চিন্তার কোন নাহিক কারণ।
য়্যাসা দিন না রহেগা—জেনে রাখ সার
ভাঁটার পরেই পুন আসিবে জোয়ার।
এতদিন একবারও পাইনি দর্শন
রোগ হল তাই হল হেথা আগমন।"
মাথা নত করে শিষ্য অসীম লজ্জায়

জানালেন লিখে তাই প্রভু পুনরায়—
"ভগবান যা করেন মঙ্গলের তরে
রোগ হল বলে এলি এতকাল পরে।
রোগ নয় যোগ এ যে—এল ব্যাধি বেশে
তাই এই যোগাযোগ হল অবশেষে।"
হেন ভক্ত নিত্য কত করে আনাগোনা
শেষ নাহি হয় যেন এদের প্রার্থনা।
কন্যাদায় হতে চায় কেহ অব্যাহতি
বৃত্তির অভাবে কারো অশেষ দুর্গতি।
কেহ চায় গাড়ীভাড়া কেহ বা কম্বল
আর্থিক সংকটে কারো সংসার অচল।
প্রভুর দুয়ারে প্রার্থী বিমুখ না হয়
দয়াময় প্রভু দেন সবারে অভয়।
পেতেছেন বিশ্বব্যাপী বিরাট সংসার
সবার সংসার যেন তাঁর আপনার।
আশ্রমের ব্যয়ভার বাড়ে দিন দিন
হাজার মুদ্রার বেশী জমে ওঠে ঋণ।
কিঙ্কর মানসানন্দ হেথা কোষাধ্যক্ষ
শঙ্কাভরে নিত্য করে পরিস্থিতি লক্ষ্য।
লিঙ্গরাজ আদি যত স্থানীয় সন্তান
বহু চিন্তা করি নাহি পায় সমাধান।
অন্যদিকে লীলাময় প্রভু সীতারাম
ডাকিছেন শিষ্যভক্তগণে অবিরাম—
"আনন্দ লভিতে যদি থাকে অভিপ্রায়
বাবারা-মায়েরা সবে ত্বরা করি আয়।
একবার দেখে যা এ আনন্দের মেলা
যা পারিস্ পুঁজি করে নিয়ে যা এ বেলা।"
শ্রীনাম-প্রার্থনা-পাঠ আর আরতিতে
যথাকালে সকলে না পারে যোগ দিতে।
একদিন ইসারায় তাই দয়াময়
জানালেন সকলেরে পাঠের সময়—

"বাবারা মায়েরা তোরা কত কষ্ট করে
এলি কি এখানে শুধু ভোজনের তরে?
ভোজন তো চলে নিত্য আপন ভবনে
এ সুযোগ বার বার আসে না জীবনে।
নামে পাঠে নিয়মিত করি যোগদান
পাথেয় সংগ্রহে সবে সঁপ মনপ্রাণ।"

ব্যয়ভারে হয়ে আসে আশ্রম অচল
প্রভুর চিত্তও তাই হল কি চঞ্চল!
অবশেষে নীলাচলনাথের উদ্দেশে
লিখিলেন পত্র এক জ্যৈষ্ঠের ছাব্বিশে।
বিচিত্র পত্রের ভাষা কিবা মনোরম—
"বাবা জগন্নাথ ওগো, পুরুষ-উত্তম,
তব নরনারায়ণ মূর্ত্তি অগণন
তৃপ্তিভরে নিত্য করে প্রসাদ গ্রহণ।
চালের দোকানে ঋণ বাড়ে দিন দিন
অর্থাভাবে আশ্রমের অবস্থা সঙ্গীন।
দয়াময়, দিবাত্রয় সময় ভিতরে
ঋণশোধ যদি তুমি নাহি দাও করে,
সেই নারায়ণগণে অতঃপর তবে
প্রসাদ কিঞ্চিৎ হাতে হাতে দেয়া হবে।

একে একে দিন আর রাত যায় চলে
অধীর আগ্রহে করে প্রতীক্ষা সকলে।
মনে মনে শঙ্কা গণে আশ্রমিকগণ
উৎকণ্ঠিত সমাগত ভক্ত অগণন।
ভাবে সবে—অদৃষ্টে কি আছে অর্দ্ধাশন,
মনের ভাবনা মনে না রহে গোপন।
করো চিতে আচম্বিতে সংশয়ের ঝড়—
কোথা সেই জগন্নাথ—কে দিবে উত্তর!
পরক্ষণে হয় মনে ভাবনা উদয়—

জগন্নাথ জগজন ব্যতিরিক্ত নয়,
ঋণশোধ আমাদের সকলের দায়।
অবশেষে চিত্তে ভাসে চিন্তা পুনরায়—
সাক্ষীরূপে দেখি চুপে লীলা মহত্তর
দেখি দেনা করে কিনা শোধ ধামেশ্বর।

চিন্তানলে চিত্ত জ্বলে নিত্য সবাকার
চিন্তামুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব প্রভু নির্ব্বিকার।
আশ্রমের কর্ম্মধারা চলে যথারীতি
কৃপা বিতরণে নাই প্রভুর বিরতি।
তৃতীয় দিবস গেল নেমে এল রাত
ঋণশোধ না করেন নীলাচলনাথ।
নির্ধারিত সময়ের সীমা হতে পার
স্বল্প ক'টি ঘণ্টা মাত্র অবশিষ্ট আর।
দিবসের শেষ নাম-মহিমা কীর্ত্তন
নিত্যকার মত আজো হল সমাপন।
স্বল্প পরে সঙ্গীগণ শয়নে উদ্যত
বিচিত্র নাসিকা-নাদ বাড়ে ক্রমাগত।
হেনকালে কুটী হতে প্রভু ধীরে ধীরে
শ্রীহস্তে লণ্ঠন লয়ে এলেন বাহিরে।
ইশারায় করি শিষ্য-সেবকে আহ্বান
নীলবর্ণ পত্র এক করেন প্রদান।
রামেশ্বর* করেছে এ পত্রে নিবেদন—
"রেখেছি বারশ মুদ্রা সেবার কারণ
নিজে যাব কিম্বা ডাকে করিব প্রেরণ
যেমন আদেশ হবে করিব পালন।"
জানালেন লিখে পুন প্রভু লীলাময়—
"দেখ্ বাবা জগন্নাথ পেয়ে গেছে ভয়।
আপাততঃ যে অর্থের ছিল প্রয়োজন
দুইগুণ অর্থ তার করিল প্রেরণ!

---

*শ্রীরামেশ্বর ডাগা, কোষাধ্যক্ষ, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়।

জানালেন উর্দ্ধে হাত তুলি ইশারায়—
"তাঁরই তো চিন্তা যত —তাঁরই তো দায়।"

উপস্থিত শিষ্যগণ ভাবে বারংবার—
দেখিলাম আহা একি লীলা চমৎকার!
এখনো চরমপত্র পেয়ে জগন্নাথ
সমস্যার সমাধান করে অচিরাৎ!
দায়গ্রস্ত ভগবান ভয় পেয়ে যায়
জবাব না দিয়ে তাঁর থাকে না উপায়!
ঘোর এই কলিযুগে অবিশ্বাসী মন
বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা যত্নে করে অন্বেষণ।
অবশেষে মিলিল সে সত্যের সন্ধান ঃ—
যারে তারে জবাব না দেন ভগবান।
আন্তরিকতার স্পর্শ যেথায় না থাকে
আমরাই সাড়া কভু দিই কি সে ডাকে?
প্রিয়জনে যেইক্ষণে জানায় আহ্বান
সাড়া দান লাগি প্রাণ করে আনচান।
ব্যবসা বুদ্ধিতে প্রভু যতবার ডাকি
ততবার নিজেকেই দিই নিজে ফাঁকি।
বার বার করি লাভ ক্ষতির হিসাব
তাইতো তোমায় ডেকে পাই না জবাব।
ডাকিতে শিখাও প্রভু দাস জনার্দ্দনে
আর দাও ঠাঁই তব অভয় চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৮৯

।। নীলাচলে মৌনলীলা।। গুরুপূর্ণিমা উৎসব।।

।। নামমঞ্চ প্রতিষ্ঠা-১৩৬৯।।

নীলাচলে লীলা চলে কিবা অতুলন
শিষ্যভক্ত নিয়মিত আসে অগণন।
ধন্য হয় লভি তারা পুণ্য দরশন
আনন্দময়ের স্পর্শে জুড়ায় জীবন।
আলাপনে কভু নাহি অসুবিধা হয়
লেখনী মাধ্যমে চলে ভাব বিনিময়।
শ্রীমুখের মৃদু হাসি নয়নের ভাষা
নাশে কত জিজ্ঞাসুর সংশয়-কুয়াশা।
মৌনেতেও ক্ষণমাত্র নাই অবসর
সুমহান কর্ম্মযজ্ঞ চলে নিরন্তর।
আষাঢ়ের ছয়ে এল অবস্থা নূতন
তন্ময় রহেন ভাবে প্রভু সর্ব্বক্ষণ।
লিখিতে করেন চেষ্টা —না হন সক্ষম
স্থির হয়ে রহে হাত না চলে কলম।
শিষ্যদের পানে চেয়ে হাসেন নীরবে
এমত অবস্থা দেখি ভয় পায় সবে।
চিরদিন স্বল্প অতি প্রভুর আহার
স্বল্প হতে স্বল্পতর হল এইবার।
অবস্থা এমন হয় কখন কখন
জলটুকু না পারেন করিতে গ্রহণ।
প্রণাম মাধ্যমে পাপ গ্রহণের ফলে
হয়ত এ সমাহিত ভাব যাবে চলে।
লিখন পঠন আর আহার্য্য গ্রহণ
হয়ত বা অনায়াসে হবে সম্পাদন।
পরশ-প্রণাম তাই গ্রহণের তরে
গুরুকন্যা সকাতরে নিবেদন করে।

প্রণাম গ্রহণ হল আরম্ভ অচিরে
লিখন সামর্থ্য তবু নাহি এল ফিরে।
পত্রসেবা সম্ভব না হয় সে কারণ
নাম-মঞ্চে দীর্ঘক্ষণ করেন যাপন।
শিষ্যগণে বারংবার কহেন ইঙ্গিতে—
"না পারি কহিতে কথা না পারি লিখিতে,
হাত বন্ধ মুখ বন্ধ—নাই কোন কাজ
চিন্তামুক্ত সীতারাম দ্রষ্টা মাত্র আজ।"
আবার কখনো মুঠো করি দুই হাত
সাজেন রহস্যছলে ঠুঁটো জগন্নাথ।
এইমত নব নব লীলা দরশনে
অপার আনন্দ জাগে সবাকার মনে।
আর এক লীলাছলে প্রভু এ সময়
আনালেন একখানি বর্ণ পরিচয়।
প্রয়োজনে মনোভাব করিতে প্রকাশ
অক্ষর দেখিয়ে হয় বাক্যের বিন্যাস।
কয়েক দিবস পর প্রভু পুনরায়
ফিরিলেন বহুলাংশে পূর্ব্ব অবস্থায়।
শতকর্ম্ম সম্পাদনে উৎসাহ প্রবল
সচল না হল তাঁর লেখনী কেবল।
আষাঢ়ের আঠারই লয়ে সঙ্গীগণ
জগন্নাথ দরশনে করেন গমন।
রাজপথে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে
গুণ্ডিচাবাড়ীতে দেন পদধূলি পরে।
পরদিন পুনরায় শিষ্যভক্ত সাথে
দর্শন করেন রথে দেব জগন্নাথে।

শ্রীগুরুপূর্ণিমা দিন পহেলা শ্রাবণ
সমারোহে পুণ্যতিথি হল উদ্‌যাপন।
নির্ম্মিত হয়েছে মঞ্চ অতি মনোহর
বসিলেন প্রভু সেই মঞ্চের উপর।

সেজেছেন রাজবেশে বাঞ্ছাকল্পতরু
আটটা একেতে হল গুরুপূজা সুরু।
শুভদিনে কৃপা করি প্রভু সীতারাম
নিলেন সকল শিষ্য ভক্তের প্রণাম।
বিভিন্ন প্রদেশবাসী ভক্ত অগণিত
হয়েছে এ উৎসবের ক্ষেত্রে সমবেত।
মহানন্দে ভাগ্যবান ভকতমণ্ডলী
স্পর্শ করে শ্রীচরণ দেয় পুষ্পাঞ্জলি।
রাত্রিকালে ধর্ম্মসভা হল আয়োজন
নিবেদিল ভক্তি-অর্ঘ্য শিষ্যভক্তগণ।
পাঠে গানে বক্তৃতায় রাত্রি বেড়ে যায়
সাঙ্গ হল অনুষ্ঠান গভীর নিশায়।
পূর্ণিমার পুণ্য রাত্রি হয়ে এল শেষ
মৌন কুটীরেতে প্রভু করেন প্রবেশ।
সর্ব্বসঙ্গ ত্যজি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝারে
স্বেচ্ছায় করেন বন্দী পুন আপনারে।

চলিছে লীলার এক বিচিত্র অধ্যায়
একে একে দিন আর রাত্রি কেটে যায়।
বাহিরের বিশ্ব সাথে যোগাযোগ নাই
কঠোর সাধনে মগ্ন প্রভু সর্ব্বদাই।
ভোর তিনটায় নিত্য আসনস্থ হন
একটা অবধি ধ্যানে রহেন মগন।
স্নানাহার অন্তে সুরু শাস্ত্র অধ্যয়ন
বেলা প্রায় চারিটায় পাঠ সমাপন।
স্বাধ্যায়ের পরে সুরু ধ্যান পুনরায়
আসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।
বারে বারে উঁকি মেরে দেখে সঙ্গীগণ
গভীর রাতেও প্রভু ধ্যানে নিমগন।।
শ্রাবণ অতীত হল এল ভাদ্র মাস
নিত্য হোম অনুষ্ঠানে জাগে অভিলাষ।

অষ্টাধিক একশত সমিধ প্রত্যহ
করেন আহুতি দান গব্য ঘৃত সহ।
আশ্বিনের আঠারই হোমের সময়
হল এক নব লীলা অতি মধুময়।
নিত্যকার মত যবে হাতে লয়ে ঘৃত
আহুতি প্রদান লাগি হলেন উদ্যত,
মহাভাবগ্রস্ত হন প্রভু অকস্মাৎ
নিশ্চল নিষ্কম্প দেহ—নাহি চলে হাত।
সম্ভব না হল তাই আহুতি প্রদান
এখানেই হোমলীলা হল অবসান।
শ্রীগুরু-প্রয়াণ তিথি সমাগতপ্রায়
সঙ্গীদের ডাকিলেন প্রভু ইশারায়।
কীভাবে সে পুণ্যতিথি হবে উদ্‌যাপন
করিলেন একে একে নির্দ্দেশ জ্ঞাপন।
চলিল সে অনুষ্ঠান দুই দিন ধরে
বিশেষ পূজাদি হল মহা আড়ম্বরে।
হল হোম ভোজ্যোৎসর্গ ব্রাহ্মণ ভোজন
নরনারায়ণ সেবা নগরকীর্ত্তন।
শিষ্যভক্তদের কৃপা করিতে বর্ষণ
স্বল্পকাল তরে প্রভু দিলেন দর্শন।

পুণ্য রাসপূর্ণিমায় পঁচিশে কার্ত্তিক
নামমঞ্চ প্রতিষ্ঠার দিন হল ঠিক।
হল পূজা বেদপাঠ যজ্ঞ অনুষ্ঠান
ব্রাহ্মণভোজন অন্তে দক্ষিণা প্রদান।
অগণিত ভক্ত আর নরনারায়ণ
সানন্দে করিল মহাপ্রসাদ গ্রহণ।
প্রতি মঠে সাধুদের সেবার কারণ
ভাঁড়ে ভাঁড়ে হল মহাপ্রসাদ প্রেরণ।
শুদ্ধানন্দ নামে শিষ্য প্রভুর ইঙ্গিতে
মঠে মঠে গেল অন্নব্যঞ্জনাদি দিতে।

সব মঠে মন্দিরেতে দশ টাকা করি
ভোজন দক্ষিণা দান হল তদুপরি।
জানালেন প্রভু নাম প্রতিষ্ঠা বৃত্তান্ত—
"সিংহদ্বারে বলরাম কোটের মোহন্ত
স্থান দেন মঠে তাঁর স্বল্প পরিসর,
সেথা সুরু নাম মাঘে বিগত বৎসর।
অতঃপর মহান্তের অনুরোধক্রমে
অখণ্ড শ্রীনাম উঠে এলেন আশ্রমে।
তার ফলে নাম মঞ্চ 'গোলোক' নির্ম্মাণ
তাঁরই কৃপায় আজি এই অনুষ্ঠান।
দিবি তাঁরে অত্যুত্তম বস্ত্র দুইখানা
পঞ্চবিংশ মুদ্রা দিবি ভোজন দক্ষিণা।
মঞ্চের নির্ম্মাতা মিস্ত্রি আর সহকারী
বস্ত্র ও চাদর পেল একখানি করি।
রাত্রে পূজি আশ্রমেতে সত্যনারায়ণ
পূজারী সানন্দে করে প্রসাদ গ্রহণ।
দক্ষিণা সাতাশ মুদ্রা পেয়ে পুরোহিত
বিদায় গ্রহণ করে আনন্দ সহিত।
সঙ্গীগণ আরো বহু অর্থ ও বসন
প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে করে বিতরণ।

দিলে অর্থ পরমার্থ অশন বসন
দিলে নাম রসায়ন সমগ্র জীবন।
কলিহত জীবগণে উদ্ধারের তরে
নিজেরে বিলিয়ে তুমি দিলে অকাতরে।
তোমার করমকাণ্ড করিছে প্রমাণ
নাহি জানো প্রতিগ্রহ—জানো শুধু দান।
অনন্ত অপার তব দানের কাহিনী
কেমনে বর্ণিব মুই কতটুকু জানি
দাস জনার্দ্দন অন্য দান নাহি চায়
জনমে জনমে ঠাঁই দাও রাঙা পায়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯০

।। নীলাচলে মৌনাবসানে বঙ্গদেশে প্রচার - ১৩৬৯।।

।। ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলকৃষ্ণের দেহাবসান।। মধুপুরে মৌন গ্রহণ।।

গুরুমার অনুরোধে ছয়ই অঘ্রাণ
প্রভুর সুদীর্ঘ মৌন হল অবসান।
বলেছেন ইশারায় মৌনের সময়
"প্রচারের পালা শেষ হেন মনে হয়।"
কিন্তু যাঁর জীবোদ্ধার লাগি আগমন
প্রচার কভু কি তাঁর হয় সমাপন।
মৌনভঙ্গে নবোদ্যমে প্রভু সীতারাম
ছুটিলেন দিকে দিকে প্রচারিতে নাম।
অঘ্রাণের পনেরোই লয়ে সঙ্গীগণ
বহরমপুরে অগ্রে উপনীত হন।
দুই দিন সেথা কৃপা বিতরণ শেষে
বাষ্পযানে যাত্রা রাণীগঞ্জের উদ্দেশে।
পথিমধ্যে খড়্গাপুরে বিষম বিভ্রাট
অবস্থিতি দীর্ঘ অতি—ঘণ্টা সাত আট।
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব—এই ভাবি মনে
সগণে করেন প্রভু প্রতীক্ষা ষ্টেশনে।
হেনকালে পাঁচু নামে শিষ্য একজন
সবিনয়ে শ্রীচরণে করে নিবেদন—
"পরবর্ত্ত শকটের দেরী বহু আছে
আমার পুত্রের বাসা ষ্টেশনের কাছে।
অতএব কৃপা করি সঙ্গীগণে লয়ে
বিশ্রাম করুন দেব দীনের আলয়ে।"
ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সত্বর
সদলে শ্রীনাম সহ হন অগ্রসর।
ভাগ্যবান দর্শনার্থী ভক্ত কতিপয়
ধন্য হয় স্পর্শি রাঙা পাদপদ্মদ্বয়।

প্রভুকন—"এই পাঁচু দর্শন আশায়
নীলাচলে দীর্ঘকাল ছিল প্রতীক্ষায়।
একমাস পরে যবে করিল প্রস্থান
পরদিন হল 'এ'র মৌন-অবসান।
ওর-ই দর্শন ইচ্ছা করিতে পূরণ
গাড়ীর বিভ্রাট হেথা হল সংঘটন।"
কহিলেন পুন প্রভু—"বোস্ তোরা সবে
এমন সুযোগ আর কভু নাহি হবে।
তোদের অঞ্চলে যাব প্রচারে যখন
নাহি পাবি এত কাছে এত দীর্ঘক্ষণ।"
আনন্দ ধরে না আজি ভক্তের অন্তরে
প্রভুর সম্মুখে বসি নানা প্রশ্ন করে।
শিষ্য এক সবিনয়ে কহে প্রভু ঠাঁই—
"চীন ও ভারত মাঝে চলিছে লড়াই।
চিত্তে চিন্তা-চঞ্চলতা বাড়ে অতিশয়
নিত্যকর্ম্মাদিতে তাই বিঘ্ন উপজয়।
কতদিনে হবে সাঙ্গ এ ঘোর সংগ্রাম?"
কহিলেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রভু সীতারাম—
"তোরা তো জানিস্ বাবা লীলার কারণ
এক তিনি বহুরূপ করেন ধারণ।
সবই ঘটিছে বিশ্বে তাঁরই ইচ্ছায়
তিনিই করেন সৃষ্টি—ধ্বংস পুনরায়।......
আর দেখ কত ছেলে লেখাপড়া শিখে
চাকুরীর অন্বেষণে ঘোরে দিকে দিকে।
সামান্য একটি পদ করিতে পূরণ
হাজার হাজার জন করে আবেদন।
এক্ষণে যুবকগণ সেনাবাহিনীতে
দেশের নিজের হিতে পারে যোগ দিতে।
আর এক কথা সদা রাখিস্ স্মরণ—
সন্তানের চিন্তা তোরা করিস্ যেমন,
তেমনি তোদের চিন্তা করিবার তরে

রয়েছেন একজন সবার উপরে।"
ভোগ অন্তে বাষ্পযানে পৌনে দুইটায়
রাণীগঞ্জ অভিমুখে যাত্র' পুনরায়।

অতঃপর মহামন্ত্র প্রচারের তরে
ভ্রমিলেন প্রভু বঙ্গে গ্রামে ও শহরে।
কত জনপদ হয় পদরজে পূত
আকাশ বাতাস নামে হয় মুখরিত।
যখন যেথায় পড়ে পদধূলি তাঁর
দর্শনার্থী ভক্ত আসে হাজার হাজার।
ঈপ্সিত দর্শন লভি দীর্ঘকাল পর
অপার আনন্দে ভরে সবার অন্তর।
ভক্তিভরে নতি করে অভয় চরণে
জুড়ায় তাপিত প্রাণ ভাষণ শ্রবণে।
দীক্ষার্থীর সমাগম সর্ব্বত্র পচুর
ক্লান্তি নাই মুক্তিমন্ত্র প্রদানে প্রভুর।
টালাতে কহেন দীক্ষা দিবার সময়—
"দীক্ষাপ্রার্থী মন্ত্রপ্রাপ্তি মাত্র মুক্ত হয়।
সাধনভজনে মুক্তি হয় অনুভব
জপ মন্ত্র যত্র তত্র ছাড়ি অন্য সব।
কলি যুগে নাম বিনা গতি নাই আর
জপ নাম অবিরাম নাম কর সার।"

ভাইপো বিমলকৃষ্ণ পৌষের চব্বিশে
ত্যজিলেন দেহ দৈব দুর্ঘটনা বশে।
প্রচারের কালে প্রভু পেয়ে এ খবর
বিকারবিহীন চিত্তে কহেন সত্বর—
"একদিন সবারেই চলে যেতে হবে
চিরদিন নাহি রবে কেহ এই ভবে।"
ব্রজনাথ ধামে আসি পরদিন রাতে
মিলিলেন শোকাকুল পরিজন সাথে।

সান্ত্বনা প্রদান করি সেথায় সবারে
হলেন প্রচারে রত সূচী অনুসারে।
দীর্ঘ দেড় মাস কাল প্রভু সীতারাম
প্রচার করেন সত্যধর্ম্ম আর নাম।

বাষ্পযানে আরোহণে পৌষের আঠাশে
মধুপুর অভিমুখে যাত্রা অবশেষে।
চলে সাথে সঙ্গলোভী শিষ্য বহু জন
আর চলে পূজ্যপাদ লক্ষ্মীনারায়ণ।
গাড়ীর ভিতর নিশা অবসান হয়
পরমগুরুর পুত্র কহে এ সময়—
"আজই তো মৌন নেবে মধুপুরে গিয়া
সীতারাম একবার চল তেতেরিয়া।
বংশীধরজীরে সেথা করি দরশন
করিবে মধ্যাহ্নকালে প্রসাদ গ্রহণ।"
প্রভুও সানন্দে সব শিষ্যের সহিত
পরমগুরুর গৃহে হন উপস্থিত।
অতি অল্পকাল সেথা করি অবস্থান
প্রসাদ প্রাপ্তির পর মধুপুর যান।
দীক্ষাপ্রার্থী দুইজন সারা দিন ধরে
হেথায় প্রতীক্ষারত ব্যাকুল অন্তরে।
তাদের প্রার্থনা করি অচিরে পূরণ
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ।
রাতের প্রসাদ পর্ব্ব হলে সমাপন
প্রভুরে ঘিরিয়া বসে শিষ্যভক্তগণ।
যার মনে ছিল যত জ্ঞাতব্য বিষয়
নিবেদিল শ্রীচরণে সেই সমুদয়।
একে একে দেন প্রভু প্রশ্নের উত্তর
তৃপ্ত হয় উপস্থিত ভক্তের অন্তর।
দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হয়ে আসে
বিরহ বেদনা জাগে আনন্দের পাশে।

রাত্রি প্রায় চারিটায় প্রভু পুনর্ব্বার
গ্রহণ করেন স্পর্শ প্রণাম সব্বার।
অনন্তর গিয়ে মৌন কুটী অভ্যন্তরে
নির্ব্বিকার চিত্তে দ্বার দেন রুদ্ধ করে।

কভু জনারণ্য মাঝে করি অবস্থান
ভক্তবৃন্দে সঙ্গসুখ-স্বর্গ কর দান।
কত হাসি উপদেশ কত আলাপন
অযাচিত ভাবে কত কৃপা বিতরণ।
কত স্নেহ-ভালবাসা ঝরে শতধারে
মাতা তুমি পিতা তুমি একই আধারে।
সর্ব্বসঙ্গত্যাগ করি আবার যখন
সুকঠোর মৌনব্রতে হও নিমগন,
মনে হয় সে সময় তব আচরণে—
বিশ্বময় পরিচয় নাই কারো সনে।
অন্য কোন লোক হ'তে পথ ভুল করে
অকস্মাৎ এসেছ এ অবনী উপরে।
কারো প্রতি এক রতি নাই প্রীতি স্নেহ
নাই পুত্র নাই মিত্র প্রিয়পাত্র কেহ।
দয়াময় কভু তুমি কখন নির্ম্মম
আদিঅন্তহীন তব লীলা অনুপম।
বার বার এ লীলার মধুরিমা স্মরি
দাস জনার্দ্দন যাচে শ্রীচরণ-তরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯১

।। কাশীধামে মৌনলীলা—১৩৬৯।। গঙ্গাপ্রীতি।।
।। স্বীয় প্রতিকৃতির নির্ব্বাসন।। গুরু অভিন্ন।। নামে যোগদান।।
।। গুরু-আজ্ঞা অবজ্ঞায় ব্যাধি।। চাকুরীই গুরুসেবা।।
।। আশ্রমে সবই ভোগ দিতে হয়।।

মধুপুরে মৌনে রত প্রভু লীলাময়
ধীরে ধীরে পক্ষকাল অতিক্রান্ত হয়।
হঠাৎ ব্যাকুল হল গঙ্গা লাগি প্রাণ
মধুপুরে মধুলীলা হল অবসান।
বিদায়ের পূর্ব্বদিন লয়ে সঙ্গীগণ
পুণ্য তেতেরিয়া ধামে করেন গমন।
সঙ্গীগণে দেন প্রভু নির্দ্দেশ ইঙ্গিতে
প্রণামী শতেক মুদ্রা বংশীধরে দিতে।
জানালেন লিখে লক্ষ্মীনারায়ণজীরে—
"জনম লভেছি পুণ্য জাহ্নবীর তীরে।
জীবনের সিংহভাগ তাঁরই তটপাশে
দিয়েছেন ঠাঁই মাতা কৃপা করি দাসে।
গঙ্গা প্রতি তাই অতি তীব্র আকর্ষণ
প্রাণে প্রাণে অনুভব করি অনুক্ষণ।
পবিত্র নর্ম্মদা আছে ওঙ্কারেশ্বরে
তবু 'এ'র প্রাণ সেথা হাহাকার করে।
নীলাচল এ ব্রহ্মাণ্ডে অতি পুণ্যধাম
ধ্যানেতে সেথায় নিত্য গঙ্গা দেখিতাম।
আছে সেথা জগন্নাথ জলধি বিশাল
তবু গঙ্গা লাগি সদা এ চিত্ত কাঙাল।
গঙ্গা লাগি প্রাণ এবে ব্যাকুলিত অতি
যেতে চাই কাশীধাম দিন অনুমতি।"
অবিলম্বে পূজ্যপাদ লক্ষ্মীনারায়ণ
করিলেন হৃষ্টমনে সম্মতি জ্ঞাপন।

কাশীর ষ্টেশন হতে যান আরোহণে
প্রথমে হাজির হন 'বিশুদ্ধ কাননে'।
অত্যল্প সময় সেথা করি অবস্থান
গোপীনাথ কবিরাজ ভবনেতে যান।
আলিঙ্গন আদি শেষে পুলকিত মনে
ভাব বিনিময়ে রত হলেন দু'জনে।
লিখে প্রভু মনোভাব করেন প্রকাশ—
"পুরীতে ছিলাম মৌন প্রায় কুড়ি মাস।
পূজা-প্রণামাদি ছুটে গেল সে সময়
'যদা-যদা' নাদ হল ওঙ্কারেতে লয়।"
কবিরাজ মহাশয় কহেন উত্তরে—
"এক তিনি ছাড়া কিছু নাই চরাচরে।
বহুরূপে সে একের-ই লীলা অভিরাম
ভালই হয়েছে গিয়ে পূজা ও প্রণাম।
আপনি অদ্বৈতভূমে করেন বিহার
কে কারে প্রণাম করে এ অবস্থা যাঁর।"
অবশেষে আলাপন হলে সমাপন
কাশী রামাশ্রমে প্রভু উপনীত হন।
ঠাকুরঘরেতে হেরি স্বীয় প্রতিকৃতি
জানালেন অবিলম্বে শিষ্যগণ প্রতি—
"মোর ঠাকুরের পূজা-গৃহে কি কারণ
তোদের গুরুর মূর্ত্তি করিলি স্থাপন?
ওঙ্কারের স্থান নাহি হবে এই ঘরে
অবিলম্বে নিয়ে যা এ চিত্র স্থানান্তরে।"
সেবক সত্বর করে আদেশ পালন
তবু বুঝি প্রভু নাহি পরিতৃপ্ত হন।
জানালেন স্বল্প পরে তাই পুনরায়—
"রাখিস্ তোদের ঘরে যদি প্রাণ চায়।
যদি 'এ'র ছবি হেথা হেরি পুনরায়
স্থানত্যাগ বিনা আর না রবে উপায়।"

আলোচনা প্রসঙ্গেতে প্রভু দয়াময়
জানালেন লিখে লিখে দীক্ষার বিষয়—
“অসুবিধা যাতে নাহি হয় মন্ত্রদানে
বীজমন্ত্র রাখিয়াছি জমা বহু স্থানে।
হেথা চিদানন্দ আর সস্ত্রীক মাণিক
দীক্ষা দিবে বিনাশিতে দুঃখ আত্যন্তিক।
কঠোর তপস্যা অন্তে এই ভক্তত্রয়
রেখেছে সঞ্চয় করি মন্ত্র সমুদয়।
রেডিও অপিসে গীতি গাহে কলাকার
শোনে তা বেতার যন্ত্রে যেথা খুশী যার।
ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রযোগে শ্রোতা অগণন
একই শিল্পীর কণ্ঠ করে আস্বাদন।
ওঙ্কার অপিসে গাহে গুরুদেব গীতি
যন্ত্র চিদানন্দ আর মাণিক প্রভৃতি।
যে যেথায় করুক্ না এ-গীত শ্রবণ
গায়ক শ্রীগুরুদেব—অন্য কেহ নন।”
জানালেন শিষ্যগণে প্রভু পুনর্ব্বার
“হেথাকার ছেলেদের ‘এ’র দরকার।
সকলেরে অবিলম্বে দে তোরা খবর
দেখা করে যেন রাত্রি নয়টার পর।”
যথাকালে এল সব স্থানীয় সন্তান
দেন প্রভু উপদেশ—পথের সন্ধান।
জানালেন অবশেষে লেখনী মাধ্যমে—
“চলিছে অখণ্ড নাম হেথা রামাশ্রমে।
একদিন তোরা সবে কাতর অন্তরে
প্রার্থনা জানিয়েছিলি নামারম্ভ তরে।
এখন কি শ্রীনামের প্রয়োজন নাই?
তাহলে কালই নাম তুলে নিয়ে যাই।
তোদের উপর কৃপা করিতে বর্ষণ
ঠাকুর করান সুরু অখণ্ড কীর্ত্তন।
না করিস্ এবে তোরা নামে যোগদান,

তোরা কি চাস্ না কৃপা চাস্ না কল্যাণ?
হেথা নাম রেখে আর কিবা তবে ফল
চলে যাক্ কাল তবে ছেলেরা সকল।
গোবিন্দ চৌধুরী বাবা এবে উড়িষ্যায়
আর এক নামযজ্ঞ আরম্ভিতে চায়।
তার পরিচালনায় বহরমপুরে
চলিছে অখণ্ড নাম বহু বর্ষ ধরে।
বার জন নামকারী তার প্রয়োজন
সচ্চিৎ, দেখ্ তো হেথা পাস্ কত জন?"
স্থানীয় সন্তানগণ বলে সমস্বরে—
"না বাবা দিবেন নাকো নাম বন্ধ করে।
মোদের উপর এবে হউন সদয়
নিত্য মোরা যোগ দিব নামেতে নিশ্চয়।"
লিখিলেন প্রভু—"তোরা সংখ্যায় চব্বিশ
একঘণ্টা করে যদি নামে যোগ দিস্,
বারাণসী ধাম হবে শ্রীনামে মুখর
তোরাও কৃতার্থ হবি অতীব সত্বর।"
স্থানীয় শিষ্যেরা কহে—"অনেক সময়
ত্যাগীভাইদের সাথে মতানৈক্য হয়।
কভু হয় দুঃখ মনে কভু অভিমান
করিতে না পারি তাই নামে যোগদান।"
জানালেন শিষ্যগণে প্রভু পুনরায়—
"অপরের মতামতে কিবা আসে যায়?
যাদের অদৃষ্ট মন্দ মহাপাপ আছে
আসিতে না পারে তারা শ্রীনামের কাছে।
কে করেছে হেথা এই শ্রীনাম স্থাপনা?
কার কাছে করেছিলি শ্রীনাম প্রার্থনা?
কেন তোরা র'বি দূরে অন্যের কথায়?
নিজের সুবিধামত আসিবি হেথায়।
ধন্য হবি মহানামে করি যোগদান
অচিরে সকল দুঃখ হবে অবসান।"

লিখিলেন স্বল্প পরে প্রভু সীতারাম—
"আপাততঃ রয়ে গেল অখণ্ড শ্রীনাম।
তারিঘাট হতে ঘুরে এসে পুনর্ব্বার
রবে কি রবে না নাম হবে তা বিচার।
এইস্থানে যারা নাম রাখিবারে চায়
যোগ দিতে হবে নিত্য নামের সেবায়।
কতটুকু করে কার হবে অবসর
নামধাম সহ লিখে জানাবি সত্বর।
পাস্ না গুরুর সঙ্গ সেবার সুযোগ
গুরুসেবা হবে যদি দিস্ নামে যোগ।"

অতঃপর শিষ্য এক নিবেদন করে—
"রোগে বড় কষ্ট পাই দীর্ঘকাল ধরে।"
অনতিবিলম্বে প্রভু দিলেন উত্তর—
"কেন নাহি হবি বাবা ব্যাধিতে কাতর?
সীতারাম কোথা তোরে করিল প্রেরণ?
সে আদেশ কতটুকু করিলি পালন?"
শিষ্য কহে—"হল মোর কঠিন অসুখ
আদেশ পালনে দাস তাই পরাঙ্মুখ।"
লিখিলেন প্রভু—"আজ্ঞা করিতে পালন
মরণ করিত আসি যদি আলিঙ্গন,
অনায়াসে যেতি বাবা বৈকুণ্ঠেতে চলে
অন্তে যেথা যায় ভক্ত বহু পুণ্য ফলে।
সাধু হয়ে গুরু-আজ্ঞা করিলি লঙ্ঘন,
ব্যাধি কেন করিবে না তোকে আক্রমণ?
অসুখ হয়েছে কর্ ঔষধ সেবন
শ্রীনামমণ্ডপে পড়ে থাক্ সর্ব্বক্ষণ।"
নিবেদিল শিষ্য পুন—"কহ দয়াময়
কি কারণ আমাদের এত রোগ হয়?"
উত্তর দিলেন প্রভু লেখনী মাধ্যমে—
ব্যাধি আসে অত্যাচারে আর অসংযমে।

ব্রহ্মচর্য্য পালনেতে শিথিলতা যার
দেহ তার হয় কালে রোগের আগার।
চেয়ে দেখ একবার পিছনের পানে
এ জন্মেই কত পুঁজি হয়েছে সেখানে।"

অতঃপর শিষ্য এক* জানায় মিনতি—
"এ দাসে সংসার-পাশে দিন অব্যাহতি।
ইচ্ছা মনে শ্রীচরণে লইয়া শরণ
প্রাণভরে সেবা করে কাটাই জীবন।"
পুনরায় শিষ্য কয় প্রশ্নের উত্তরে—
"পত্নী মোর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে।"
শুধালেন প্রভু—"তোর গৃহিণী প্রভৃতি
এ পথ গ্রহণে তোকে দিবে কি সম্মতি?
বহু কষ্ট বহু দুঃখ বিরক্ত জীবনে
পারিবি কি তুই বাবা ভেবে দেখ্ মনে।
চাকুরী ছাড়িতে নাহি বলি সে কারণে
গুরুসেবা লাগি কর্ অর্থ উপার্জ্জন।
একান্ত বাসনা তোর সেবা করিবার
তাই তোরে দিনু এই সেবা অধিকার।
সেবার নিমিত্ত তুই কর্ অর্থদান
ধনে আর প্রাণে বাবা নাই ব্যবধান।
সব পাপ হবে ক্ষয় এই সেবা দ্বারা
জীবন নদীতে ববে আনন্দের ধারা।"
পরম আনন্দে শিষ্য কহিল অচিরে—
করিনু ধারণ এই কৃপা মোর শিরে।"

কাশী রামাশ্রমবাসী সেবক উদ্দেশে
উপদেশ দেন প্রভু লিখে অবশেষে—
"যা রাঁধিবি ভোগ দিবি সেই সমুদয়
আশ্রমেতে সব কিছু ভোগ দিতে হয়।

---

* শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, রেল কর্ম্মচারী

'এ'র রীতি প্রসাদ যা পাবে সর্ব্বজন
সীতারাম তা-ই মাত্র করিবে গ্রহণ।
না পারিবি দিতে যাহা নরনারায়ণে
সীতারাম করিবে তা গ্রহণ কেমনে"
পরদিন দুই ভক্ত করি আগমন
নিবেদিল—"কাল হবে নগর কীর্ত্তন।
সেই সঙ্কীর্ত্তনে তব উপস্থিতি চাই।"
জানালেন প্রভু—"তার উপায় তো নাই।
তারিঘাট যাব কাল করেছি মনন
না পারি করিতে সেই সঙ্কল্প বর্জ্জন।
নগর কীর্ত্তনে যদি প্রয়োজন হয়
আশ্রমের ছেলেদের পাবেন নিশ্চয়।"
এ কথায় ভক্তদ্বয় নিরস্ত না হয়
জানালেন তাই লিখে প্রভু লীলাময়—
"এ দেহ মাঝারে প্রাণ রবে যতক্ষণ
মিথ্যা হতে নাহি দিব সঙ্কল্প আপন।"
এ প্রকার সত্যনিষ্ঠা করি বিলোকন
বিস্ময়ে নীরব হল ভক্ত দুইজন।
সানন্দে স্মরণ করি এ লীলা মধুর
দাস জনার্দ্দন বন্দে চরণ প্রভুর।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯২

।। তারিঘাটে মৌনলীলা—১৩৬৯।। দীক্ষার শর্ত।।
।। শান্তিলাভের উপায়।। জুয়া জয়ের দাওয়াই।। ভোগরন্ধন ও মালা-তিলক।। আশ্রমে মায়েদের প্রবেশ নিষেধ।।
।। ওকিল সাহেবের আল্লা দর্শন।।

কাশীধামে তৃপ্ত প্রভু পেয়ে গঙ্গাতীর
কিন্তু এক অসুবিধা—অত্যধিক ভিড়।
দর্শনার্থী শিষ্যভক্ত সদা আসে যায়
রামাশ্রম ক্ষুদ্র অতি স্থান না কুলায়।
মৌনকালে লোকসঙ্গ ভাল নাহি লাগে
নির্জ্জন বাসের তাই অভিপ্রায় জাগে।
কাশীধামে না মিলিল মনোমত স্থান
তারিঘাটে তাই ত্বরা করেন প্রস্থান।
হেথাকার পরিবেশ শান্ত অতিশয়
আনন্দে উঠিল ভরি প্রভুর হৃদয়।
জানালেন লিখে লিখে—"ত্রিলোক মাঝার
নাই হেন পুণ্যতীর্থ 'এ'র পক্ষে আর।"
দীক্ষাপ্রার্থী কহে এক প্রভু বিদ্যমান—
"চরণকমলে দিন এ দাসেরে স্থান।"
উত্তর দিলেন প্রভু—'দীক্ষা চাস্ যদি
ত্যজিতে হইবে ডিম-মাংস পেঁয়াজাদি।
আর এক কথা বাবা, দিবা রাত্র থেকে
পারিবি কি চারি ঘণ্টা ভিক্ষা দিতে 'এ'কে?
দীর্ঘ কুড়ি ঘণ্টা রবে তোর অধিকারে
চারি ঘণ্টা মাত্র দান করিবি ওঙ্কারে।"
মুসলমান ভক্ত এক করে নিবেদন—
"আপনি করুন বাবা কৃপা বরিষণ।
গঙ্গা 'পরে সেতু হবে নির্ম্মিত তাহলে
অন্তরেতে শান্তিলাভ করিবে সকলে।"

"তুমি কি শান্তির স্পর্শ পেয়েছ অন্তরে ?"
সবিনয়ে কহে সেই ভক্ত মুসলমান—
"দিন মোরে কৃপা করি শান্তির সন্ধান।"
লেখনী মাধ্যমে প্রভু দিলেন উত্তর—
"নিশ্বাসে প্রশ্বাসে "আল্লা-হু"-র ধ্যান কর্।
বৃথা যেন নাহি যায় একটিও শ্বাস
পাইবি পরম শান্তি—হবে দুঃখ নাশ।"
ভক্ত কহে—"তব আজ্ঞা পালিব নিশ্চয়
আনন্দে ভরিল আজি আমার হৃদয়।"
সেবকে নির্দ্দেশ দেন প্রভু অতঃপর—
"দিগসুয়ে শঙ্করকে টেলিগ্রাম কর্।
কূপ প্রতিষ্ঠিত হবে মাঘের তেইশে
তার আগে হেথা যেন সে অবশ্য আসে।"
জানালেন অতঃপর কূপের বিষয়—
"কোমর পর্য্যন্ত কূপ যেন উঁচু হয়।
দুই ভাগে ভাগ তার কর্ মাঝখানে
অর্দ্ধাংশ রহিবে এই আশ্রমের পানে।
অপরার্দ্ধ হ'তে এই দেশবাসীগণ
প্রয়োজন মত জল করিবে গ্রহণ।
তার ফলে জলাভাবমুক্ত হবে সবে
অথচ আশ্রমে কভু ভিড় নাহি হবে।"

অতঃপর ভক্ত এক করে নিবেদন—
"এ দেশে জুয়ার বড় বেশী প্রচলন।
ভদ্রে আর অভদ্রেতে নাই ব্যবধান
জুয়াতে সবারই প্রায় আসক্তি সমান।
জানালেন দয়াময় লেখনী মাধ্যমে—
"ভুল পথে পা দিয়েছে এরা দৈবক্রমে
এদের ফেরাতে হবে সুপথে আবার
প্রেম দিয়ে কর জয় চিত্ত সবাকার।
এ অঞ্চলে যারা ধনী আর খ্যাতিমান

তাহাদের মাঝে মাঝে করিবি আহ্বান।
ভালবাসা দিয়ে চিত্ত জিনি অতঃপর
দে ওদের আনন্দের রাজ্যের খবর।
কূপ প্রতিষ্ঠাতে হবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান
সেই উপলক্ষ্যে কর্ ওদের আহ্বান।"
শুধায় শিশির নামে শিষ্য একজন—
"আমি কি আশ্রমে ভোগ করিব রন্ধন?"
জানালেন প্রভু—'মালা তিলক না হলে
আমাদের সম্প্রদায়ে ভোগ নাহি চলে।
একবার সাধুগণ ওঙ্কারেশ্বরে
শম্ভুর হাতেতে খেতে অস্বীকার করে।
মালা বা তিলক তার ছিল না তখন
অবিলম্বে করিল সে তিলক ধারণ।
বৌদিও অতঃপর হন সচেতন
সত্বর করেন তিনি তিলক গ্রহণ।"

সাড়ম্বরে হল কূপ-প্রতিষ্ঠা উৎসব
যোগ দিল বহু সাধু পণ্ডিত বৈষ্ণব।
দলে দলে আসি ভক্ত নরনারীগণ
করিল মঠেতে অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ।
কামেশ্বর নামে এক স্থানীয় পণ্ডিত
যজ্ঞাদি সম্পন্ন করে নিষ্ঠার সহিত।
শুধায় সেবক এক প্রভু বিদ্যমান—
"পণ্ডিতে দক্ষিণা কত করিব প্রদান?"
জানালেন লিখে প্রভু প্রশ্নের উত্তরে—
"দুগ্ধবতী গাভী দিবি পণ্ডিত প্রবরে।
দশটাকা দিবি এই গোদান কারণ
অর্দ্ধশত মুদ্রা আর করিবি অর্পণ।"
পণ্ডিত কহিল—"অর্থ দক্ষিণা না চাই
উপযুক্ত পুত্র আছে—পৌত্র মোর নাই।
করুন এ আশীর্ব্বাদ ওহে দয়াময়

বংশোজ্জ্বলকারী এক পৌত্র যেন হয়।
আর দিন কৃপা করি ঠাঁই তব পায়।”
উত্তর দিলেন প্রভু লিখে পুনরায়—
“ঠাকুর করুন তব বাসনা পূরণ,
আপনি তো অগ্নিহোত্রী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
পুত্রেরে বলুন যেন নিত্য নিষ্ঠা ভরে
সহস্র গায়ত্রীজপ আর সন্ধ্যা করে।”

অতঃপর শিষ্য এক করে নিবেদন—
“আশ্রমেতে মায়েদের প্রবেশ বারণ।
কিন্তু বাবা অনিবার্য্য কারণে কখন
দুই এক জন মায়ী করে আগমন।”
জানালেন শিষ্যগণে প্রভু এইবার—
“ওঙ্কার মঙ্গল চায় তোদের সবার।
মায়েরা আশ্রমে যদি করে আনাগোনা
ছেলেদের বিপদের রহে সম্ভাবনা।
কোন্ দিক দিয়ে এসে কে করিবে গ্রাস
কার হেন সাধ্য আছে দেয় পূর্ব্বাভাস।
মায়েদের চিনিবার নাহিক উপায়
ব্রহ্মাদিও এ ব্যাপারে বড় অসহায়।
ঠেকে আর দেখে বহু লভিয়াছি জ্ঞান
তাই তো তোদের এত করি সাবধান।”
নিবেদিল বৃদ্ধা এক—“আমি বৃদ্ধা নারী
আমিও কি প্রয়োজনে আসিতে না পারি?”
প্রভুর উত্তর এল—“বৃদ্ধা যারা নয়
আশ্রমে আসিতে তোকে করিবে আশ্রয়।
আসল উদ্দেশ্য তাতে হবে মা বিফল
ছেলে-মেয়ে উভয়েরই হবে অমঙ্গল।”
ওকিল সাহেব নামে গাজীপুরবাসী
মুসলমান ভক্ত এক নিবেদিল আসি—
“সদানন্দ চক্রবর্ত্তী শিষ্য আপনার

রচিল অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'আওয়ার মাষ্টার'।
সেই গ্রন্থ পাঠে মোর হল জ্ঞানোদয়
নরদেহে ভগবান আপনি নিশ্চয়।
এ ধারণা সত্য কিনা জানিবার আশে
এলাম আজিকে আমি আপনার পাশে।
আপনি সাক্ষাৎ সেই ভগবান কি না
তব মুখ হতে মোর শুনিতে বাসনা।"
জানালেন লিখে লিখে প্রভু দয়াময়—
"সূর্য্য আর রশ্মি তাঁর ভিন্ন কভু নয়।
ভেদ নাই যে প্রকার তরঙ্গে সাগরে
তেমনি ভিন্নতা নাই জীব ও ঈশ্বরে।
বহু হতে ইচ্ছা তাঁর জেগেছিল মনে
সেজেছেন বহু তাই লীলার কারণে।
যত কিছু আছে এই ভুবন মাঝার
সব সেই ভগবান—সবই দেহ তাঁর।..."
ওকিল সাহেব কহে প্রশ্নের উত্তরে—
"নিত্যই নমাজ পড়ি পাঁচ বার করে।"
কৃপা করে প্রভু তারে দেন উপদেশ
"কর নাম অবিরাম কর জপ শেষ।
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ধ্যান কর 'আল্লা-হু'-র
পাবে শান্তি হবে সব দুঃখ জ্বালা দূর।"
ওকিল সাহেব মহা আনন্দে মগন
কহে—"আজি হল মোর আল্লা দরশন।
আপনি আমার গুরু-আল্লা-ভগবান
তব কৃপা-স্পর্শে মোর ভরে গেল প্রাণ।
আপনার এই প্রেম স্বার্থলেশহীন
অহৈতুকী কৃপা তব চির অমলিন।"
জানালেন লিখে প্রভু পুলকিত মনে—
"আনন্দ 'এ'রও হল তব দরশনে।"

অহৈতুকী কৃপা তব ঝরে শতধারে
যেচে যেচে বিলাইছ প্রেম দ্বারে দ্বারে।
মূঢ় আমি নাই মোর শুভাশুভ জ্ঞান
বার বার প্রেম তব করি প্রত্যাখ্যান।
প্রভু মোর নাশি ঘোর অজ্ঞান আঁধার
করে লও যোগ্য তব মহতী কৃপার।
নিজগুণে শ্রীচরণে ওগো দয়াময়
দাও দাস জনার্দ্দনে অভয় আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯৩

।। কাশী-অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন।। তারিঘাটে মৌনারসান।।
।। শ্রীনামের দাবানল।। কাশীস্থ লিচিবাগে পরমহংস দর্শনে।।
।। গঙ্গাবক্ষে প্রচার ১৩৬৯-৭০।।

তারিঘাট মঠে কূপ প্রতিষ্ঠার পর
কহিলেন গুরুপুত্র শ্রীশ্যামাশঙ্কর—
"মা বলেছে সীতারাম গেলে অযোধ্যায়
তাঁকে যেন অবশ্যই সাথে নিয়ে যায়।"
জানালেন লিখে প্রভু—"অযোধ্যা গমনে
জেগেছে নিশ্চয় তাঁর অভিলাষ মনে।
যাবৎ পূরাতে নারি ইচ্ছা বৌদিদির
সীতারাম সে অবধি নাহি রবে স্থির।
দুইটি দেহই খুব হয়েছে প্রাচীন
ঠিক নাই কার দেহ যাবে কোন্ দিন।
দৈববশে যদি তিনি যান আগে চলে
আমরণ জ্বলিবে 'এ' অনুতাপানলে।
দিগসুইধাম হতে আনিতে বৌদিরে
প্রফুল্লেরে চাই তাই পাঠাতে অচিরে।"
উপস্থিত শিষ্যগণ করে নিবেদন—
"লোক পাঠাবার বাবা, নাই প্রয়োজন।

টেলিগ্রাম করিলেই কার্য্যোদ্ধার হয়
অর্থব্যয় হবে তায় অল্প অতিশয়।”
জিজ্ঞাসেন পুন প্রভু লেখনী মাধ্যমে—
“সব কথা বোঝানো কি যাবে টেলিগ্রামে?”
শিষ্যগণ কহে—“কিছু লিখিলে অধিক
সব কথা ব্যক্ত করা যাবে ঠিক ঠিক।”

পূজনীয়া গুরুমাতা কন্যাদি সহিত
ঊনত্রিংশে মাঘ প্রাতে হন উপস্থিত।
ষ্টেশন হইতে অতি যত্ন সহকারে
আনিলেন মঠে প্রভু হাত ধরে তাঁরে।
পরদিন সমারোহে হল জন্মোৎসব।
অনন্তর যাত্রা লাগি প্রস্তুতি পরব।
ফাল্গুন দ্বিতীয় দিনে তারিঘাট হতে
করিলেন যাত্রা প্রভু অযোধ্যার পথে।
গুরুকন্যা গুরুমাতা প্রভৃতি সহিত
প্রথমতঃ কাশীধামে শুভ পদার্পণ
বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দর্শন।
কাশী হতে স্বল্প দূরে অযোধ্যানগর
গুরুমাতা সহ সেথা গেলেন সত্বর।
শ্রীরামের লীলাপূত বহু পুণ্য স্থান
পূজনীয়া গুরুমায়ে সযত্নে দেখান।
অযোধ্যায় অবস্থান কালে এইবার
অভিনীত হল লীলা অতি চমৎকার।
ছোট ছাউনীর পূজ্য মহান্ত সদন
অন্নভিক্ষা তরে শিষ্যে করেন প্রেরণ।
ভাত আর তরকারি বালটিতে ভরে
পাঠালেন মহান্তজী সানন্দ অন্তরে।
এইভাবে পূর্ব্বে প্রভু জীবনে কখন
করেন নি ভিক্ষা ক'রে অন্নাদি গ্রহণ।
দুই দিন অযোধ্যায় করি অবস্থান
পুনরায় তারিঘাটে করেন প্রস্থান।

সীতামা'র জন্মভূমি দর্শনের তরে
জাগিল বাসনা পুন প্রভুর অন্তরে।
জন্মভূমি সীতামারি করি দরশন
নেপালে জনকপুরে করেন গমন।
একে একে অতঃপর ভ্রমি বহুস্থানে
পৌঁছিলেন কাঠমাণ্ডু চড়ি ব্যোমযানে।
স্বল্পদূরে অবস্থিত পশুপতিনাথ
দরশন লাগি সেথা যান অকস্মাৎ।
তিনদিন অবস্থান করি এ অঞ্চলে
প্রচার করেন প্রভু শ্রীনাম সদলে।
তৈলযান আরোহণে চলিল প্রচার
মহামন্ত্রে মুখরিত হল চারিধার।
পরিক্রমা করি হেথা সকল মন্দিরে
মুজঃফরপুরে শেষে আসিলেন ফিরে।
ভক্তের প্রার্থনা প্রভু করিতে পূরণ
অতঃপর প্রয়াগেতে উপস্থিত হন।
শম্ভু নিয়োগীর গৃহে করি অবস্থান
কতিপয় ভক্তে দীক্ষা করিলেন দান।
ছাব্বিশে ফাল্গুন প্রাতে চড়ি জলযান
ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে করিলেন স্নান।
ত থা হতে তৈলযানে করি আরোহণ
চিত্রকূট অভিমুখে করেন গমন।
একদা শ্রীরামভক্ত শ্রীতুলসীদাস
আশ্রম বিরচি হেথা করিতেন বাস।
দরশন করি এই পবিত্র আশ্রম
দেখেন জানকীকুণ্ড অতি মনোরম।
বিন্ধ্যাচল লক্ষ্যস্থল হল অতঃপর
বিন্ধ্যবাসিনীরে দেখি জুড়ায় অন্তর।
দশভুজা মাতৃমূর্ত্তি পাহাড়ের শিরে
দর্শনান্তে কাশীধামে আসিলেন ফিরে।
বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা করি দরশন
পরদিন তারিঘাটে প্রত্যাবৃত্ত হন।

নিঃসঙ্গ মৌনের ইচ্ছা জাগিল অন্তরে
ত্যজিলেন সর্ব্বসঙ্গ স্বল্পকাল পরে।
সম্ভব না হয় মৌনব্রতে অবস্থান
এগারই চৈত্র হ'ল মৌন অবসান।
জানালেন এ বিষয়ে প্রভু লীলাময়—
"মৌন থাকা ঠাকুরের অভিপ্রেত নয়।
সোঽহং সোঽহং যদি অবিরাম চলে
মৌনে অবস্থান করা যায় কি তা'হলে?
এবার এদেশে নাম প্রচারিতে হবে
নামদানে প্রাণপণে লেগে পড় সবে।
মাতিলেন নামদানে প্রভু লীলাময়
আশ্রমে চলিল নাম অধিক সময়।
চৈত্রের উনিশে রাত্রে ডাকি শিষ্যগণে
কহিলেন প্রভু—'ইচ্ছা জাগিয়াছে মনে
একাদশী তিথি হতে তোরা নিরন্তর
পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হেথা নামগান কর্।
গ্রামে গ্রামে আছে যত শ্রীনামের দল
সকলেরে ডাক্, নামে যোগ দিতে বল্।
শ্রীনামের দাবানল দে হেথা জ্বালিয়ে
যাক্ দুঃখ দৈন্য জ্বালা অচিরে পালিয়ে।"
শিষ্যগণ অতঃপর প্রভুর নির্দ্দেশে
আরম্ভ করিল নাম চৈত্রের একুশে।
অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন
অজস্র ধারায় করে আনন্দ বর্ষণ।
দিবস ও রজনীর অধিকাংশ ক্ষণ
একমনে প্রভু নাম করেন শ্রবণ।
এদেশের নরনারী আসে অগণিত
ধন্য হয় পান করি শ্রীনাম-অমৃত।
গাজীপুর হতে নিত্য আসি মায়ীগণ
দুই তিন ঘণ্টা করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে মাঝে শিষ্যগণ প্রচারের তরে

গ্রামে গ্রামে নাম নিয়ে পরিক্রমা করে।
চৈত্রের চব্বিশে হল শ্রীহস্ত স্তম্ভিত
লিখন সামর্থ্য পুন হল তিরোহিত।
লিখিতে করেন চেষ্টা—কলম না চলে
হয়েছিল হেন দশা পূর্ব্বে নীলাচলে।
কহিলেন সঙ্গীগণে প্রভু অচিরাৎ—
"না পারি লিখিতে এবে নাহি চলে হাত।
বাবাদের মায়েদের দে জানিয়ে ত্বরা
'এ'কে যেন পত্র আর নাহি দেয় তারা।
নিতান্তই যদি কারো প্রয়োজন হয়
কিম্বা যদি থাকে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়
দিগসুই বালী বা ডুমুরদহ হতে
সমস্যার সমাধান পারে জেনে নিতে।"
তারিঘাটে সাঙ্গ হলে অখণ্ড কীর্ত্তন
কাশী রামাশ্রমে প্রভু উপনীত হন।
অপরূপ ভাবে সদা রহেন মগন
পত্রাদি পড়িতে তাই সক্ষম না হন।
অন্য সব কর্ম্ম হতে নিয়ে অবসর
শ্রবণ করেন মহানাম নিরন্তর।
কখন কহেন প্রভু নির্ব্বিকার চিতে—
"ভাল হয় যদি যায় এ দেহ কাশীতে।
শ্রীগুরুদেবের মনে ছিল অভিলাষ
কাশীধামে তেয়াগিতে শেষের নিঃশ্বাস।"
মর্ম্মভেদী হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ
ব্যথায় কাতর হয় শিষ্যভক্তগণ।

আবার কখন তাঁর লীলা সুমধুর
সবারে প্রদান করে আনন্দ প্রচুর।
একদিন প্রাতঃকালে লয়ে সঙ্গীগণে
চলিলেন লিচিবাগে সাধু সন্দর্শনে।
বিচিত্র-দর্শন সাধু অতি স্থূল অঙ্গ

ত্রৈলঙ্গস্বামীর মত রহেন উলঙ্গ।
কহিলেন প্রভু তারে করি দরশন—
"প্রকৃত পরমহংস ইনি একজন।"
সাধুজী জ্বলন্ত বিড়ি করিলে প্রদান
করেন কৌতুকভরে প্রভু ধূমপান।
তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে বিড়ি ধরে
রঙ্গনাথ বারংবার টানেন সজোরে।
শ্রীমুখে করেন কত ধূম উদ্গীরণ
ভক্তগণ মহানন্দে করে নিরীক্ষণ।
সূতার নিকটে এল বিড়ির আগুন
অপরূপ দৃশ্য হেরি হেসে সবে খুন।
সাধুজীরে নিজ হাতে প্রভু অতঃপর
খাওয়ালেন জোর করে লেবু আর সর।
মৌনব্রতে থাকে সাধু অধিক সময়
কদাচিৎ কহে কথা ইচ্ছা যদি হয়।
প্রভুরে জানায় লিখে সাধুজী সত্বর
"সমর্থ পুরুষ তুমি মহাশক্তিধর।
অধ্যাত্মরাজ্যের তুমি সম্রাট মহান
সাধিবে এ জগতের অশেষ কল্যাণ।..."
ভাব বিনিময় করি হাসি ইশারায়
লীলাময় প্রভু শেষে নিলেন বিদায়।
নামসহ পরদিন যান যবে প্রাতে
সাধু দিল পান এক প্রভুর শ্রীহাতে।
বিনা বাক্যব্যয়ে পান লয়ে অতঃপর
রাখিলেন ধরি প্রভু হাতের ভিতর।
গ্রহণ করিতে সাধু কহিলেন যবে
লীলাময় প্রভু পান খেলেন নীরবে।
সাধুর আতিথেয়তা অতি চমৎকার
অচিরে প্রভুরে দিল চা এক ভাঁড়।
চা পানের কথা সাধু নাহি কহে মুখে
রহিল তা পড়ে তাই প্রভুর সম্মুখে।

সদানন্দময় সাধু—শকতি অপার
আহারে বিহারে কোন নাহিক বিচার।
যার তার হাতে করে আহার্য্য গ্রহণ
যত্র তত্র খুশীমত করে বিচরণ।
ফলমূল মিষ্টান্নাদি দেয় বহুজন
নির্ব্বিকার চিত্তে সব করে বিতরণ।
বড় ডাক-কার্য্যালয়ে বারান্দার 'পর
রয়েছে সাধুজী প্রায় আট বৎসর।
তুলে দিতে বহু চেষ্টা ক'রে সরকার
অবশেষে পরাজয় করেছে স্বীকার।

আর এক মধুলীলা অভিনীত হয়
দশ শত মুদ্রা ব্যয়ে তরী হল ক্রয়।
বৃহৎ আকার তরী অতি চমৎকার
বিকেলে করেন নিত্য গঙ্গায় বিহার।
গঙ্গাবক্ষে হেলে দুলে চলে জলযান
সঙ্গীশিষ্য ভক্তগণ করে নাম গান।
শ্রীনামে মুখর হয় গঙ্গার দু'ধার
প্রভুর প্রচার লীলা অতি চমৎকার।

নিত্য নব লীলা তব হেরি ক্ষণে ক্ষণে
সাধ আছে সাধ্য নাই সে লীলা বর্ণনে।
চাঁদ ধরিবারে চায় বামন যেমন
তেমনি বাতুল এই দাস জনার্দ্দন।
যেটুকু বলাও প্রভু বলি মাত্র তাই
অধম দাসেরে দাও শ্রীচরণে ঠাঁই।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯৪

।। নৈমিষারণ্য-চাক্রাতা-বৃন্দাবন-জয়পুর-পুষ্কর প্রভৃতি পরিক্রমা।।
।। মঠ আশ্রম ও বর্ণাশ্রম।। পুষ্কর চাতুর্ম্মাস্যের প্রস্তুতি—১৩৭০।।

কাশীধামে মধুলীলা করি সমাপন
করিলেন শুরু প্রভু দেশ পর্য্যটন।
কতিপয় সঙ্গীশিষ্য ভক্তের সহিত
কাশী হতে লক্ষ্ণৌয়েতে হন উপস্থিত।
দৈনিক ইংরাজী পত্র 'দি পাইয়োনীয়ার'
শুভ আগমনবার্ত্তা করিল প্রচার।
অগণিত ভক্ত তাই ব্যাকুল অন্তরে
আসে ছুটে শ্রীচরণ দর্শনের তরে।
দুই দিন করি হেথা কৃপা বরিষণ
নৈমিষারণ্যের পথে অগ্রসর হন।
পুরাকালে ব্যাস আদি মুনি ঋষিবর
করেছেন তপ যেথা অতি সুদুস্তর।
দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে প্রভু লীলাময়
দেখিলেন দর্শনীয় স্থান সমুদয়।
পুণ্য এই তপোভূমি দরশন করি
মহানন্দে সবাকার চিত্ত ওঠে ভরি।
অতঃপর বৈশাখের তিরিশ তারিখে
সদলে হাজির প্রভু হন মিছরিখে।
দধীচি আশ্রম, কুণ্ড করি দরশন
মিছরিখ ষ্টেশনেতে করেন গমন।
সঙ্গীগণ মহানন্দে নামগান করে
কহেন জনৈক শিষ্যে প্রভু স্বল্প পরে—
"দে জানিয়ে বাবা, তুই সবারে সত্বর
কেউ যদি তীর্থক্ষেত্রে যায় অতঃপর
আশ্রয় না নেয় যেন আশ্রমে বা মঠে
ধরমশালাতে গিয়ে সবে যেন ওঠে।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ মঠ ও আশ্রম
নাহি মানে শাস্ত্রাচার আর বর্ণাশ্রম।
শূদ্রদেহ সাধু সেজে সূত্র নিয়ে গলে
ব্রাহ্মণের কার্য্যাবলী করে বহু স্থলে।
ভোগরাগ পূজার্চ্চনা করে সম্পাদন
ব্রাহ্মণাদি সকলেরে করায় ভোজন।
সীতারাম চায় তার সকল সন্তান
করিবে পালন যত্নে শাস্ত্রীয় বিধান।
ভাল মত সন্ধান না নিয়ে কোন ক্রমে
উঠিবে না কেউ কোন মঠে বা আশ্রমে।
ধরমশালায় করি আশ্রয় গ্রহণ
নিজেরা রন্ধন করি করিবে ভোজন।"

বিচিত্র ভ্রমণলীলা চলিছে প্রভুর
কানপুর হয়ে শীঘ্র এলেন বিঠুর।
বার দিন বিঠুরেতে করি অবস্থান
পুনরায় কাশীধামে করেন প্রস্থান।
স্বল্পকাল ব্যবধানে লয়ে সঙ্গীগণ
পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে উপনীত হন।
সাধু-সন্ত সমাজেতে পড়ে গেল সাড়া
শ্রদ্ধা নিবেদন লাগি আসে নিত্য তারা।
হৃষীকেশ দেরাদুন ভ্রমণের শেষে
স্থিতি হল অতঃপর চাক্রাতায় এসে।
হিমালয় বক্ষে এই পার্ব্বত্য শহর
তপস্যার অনুকূল—অতি মনোহর।
হেন স্থান প্রভু আর দেখেন নি আগে
মৌন নিয়ে অবস্থানে অভিলাষ জাগে।
আশ্রিত সুজন সিং অতীব সুজন
প্রভুর সেবার লাগি করে প্রাণপণ।
শীতের আধিক্য দেখি কহিলেন পরে—
"দিন রাত কাঁপি যদি শীতে হু হু করে

কেমনে বা হবে যোগ কেমনে বা ধ্যান
কিবা লাভ হবে হেথা করি অবস্থান ?”
মিলিটারী কমাণ্ডার ভকত সুজন
দুঃসহ ব্যথায় করে অশ্রু বিসর্জ্জন।
কহিল কাতর কণ্ঠে—“হে করুণাময় !
আপনি দিলেন ভাঙ্গি আমার হৃদয়।
বলেছেন মৌন নিয়ে রহিবেন হেথা
এখন করিতে কেন চাহেন অন্যথা ?”
কহেন মধুর কণ্ঠে প্রভু দয়াময়—
“তুই চাস্ ‘এ’র কোন কষ্ট নাহি হয়।
নির্জ্জনে আনন্দে ‘এ’কে চাহিস্ রাখিতে
কেমনে আনন্দে থাকি এ দারুণ শীতে ?”

সুজনে সান্ত্বনা দিয়ে প্রভু সীতারাম
পৌঁছিলেন অতঃপর বৃন্দাবন ধাম।
আকস্মিক ভাবে পেয়ে প্রভুর দর্শন
বৃন্দাবনবাসী ভক্ত আনন্দে মগন।
পরদিন মানসিংহ আসি বৃন্দাবনে
প্রণমিল দণ্ডবৎ প্রভুর চরণে।
শুধালেন স্নেহভরে প্রভু সীতারাম—
“পাস্ নি কি তুই ‘এ’র পত্র, টেলিগ্রাম ?
গিয়েছিস্ মরে বুঝি—ভেবেছিনু মনে,
তা না হলে এতদিন আসিতি দর্শনে।”
নিবেদিল মানসিংহ—রাজার কুমার—
“পাই নাই পূর্ব্বে কোন পত্র আপনার।
শুধুমাত্র কাল এক পেয়ে টেলিগ্রাম
চরণ দর্শন আশে হেথায় এলাম।
আর হেন বাঁচা হতে মরাই উত্তম
রাজস্থানে লোপ বুঝি পায় বর্ণাশ্রম।
কোনও প্রচার সেথা নাই আপনার
দয়া করি রাজস্থানে চলুন এবার।

"পুষ্কর যাবেন এই যান আরোহণে।"
প্রভু জানালেন—"মাগো, বেশ তাই হবে।"
ফিরিলেন যথাস্থানে অনতিবিলম্বে।
চালকে কহেন প্রভু—"এস কাল ভোরে
পুষ্করেতে যাব মোরা এই গাড়ী চড়ে।"
সানন্দে চালক শীঘ্র সম্মতি জানায়
প্রসাদ গ্রহণ করি লইল বিদায়।

রাজকীয় যানে চড়ি প্রভাত সময়
করিলেন যাত্রা সুরু প্রভু লীলাময়।
দীর্ঘ পথ ভ্রমি বেলা নয়টার পর
পৌঁছিলেন অবশেষে সদলে পুষ্কর।
সকল তীর্থের গুরু এ ব্রহ্ম পুষ্কর
প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতি মনোহর।
তিন দিকে ধ্যানমগ্ন পাহাড়ের শ্রেণী
সুবৃহৎ হ্রদসম মধ্যে পুষ্করিণী।
গৌঘাটে ভরতপুরকুঞ্জ চমৎকার
ভরতপুরের রাজা মালিক ইহার।
রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি শোভে কুঞ্জের ভিতরে
পূজারী প্রত্যহ যত্নে সেবা পূজা করে।
ভরতপুরের রাজা সানন্দ অন্তরে
দিয়েছে এ কুঞ্জ ছেড়ে চাতুর্ম্মাস্য তরে।
বহুগৃহযুক্ত কুঞ্জ বৃহৎ আকার
দেখিলেন ঘুরে ঘুরে প্রভু চারিধার।
কোথা হবে নামমঞ্চ—ভোগ কোন্ দিক
স্বল্পকাল মধ্যে সব করিলেন ঠিক।
মৃতপ্রায় ক্ষত্রদেহে সঞ্চারিতে প্রাণ
চারিমাস করিবেন হেথা অবস্থান।
প্রস্তুতি পরব তার চলিছে এখন
সে লীলা স্মরণে ধন্য দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯৫

।। পুষ্করে গুরুপূর্ণিমায় চাতুর্ম্মাস্য সুরু—১৩৭০।।
।। উপবীত ও ত্রিসন্ধ্যা।। ত্রিবিধ প্রতিশোধ।।
।। কবি নিশিকান্ত।। 'আমি যন্ত্র'।। ভাব সমাধি।।

পুণ্যতীর্থ পুষ্করের স্নিগ্ধ পরিবেশে
সুরু হল চাতুর্ম্মাস্য আষাঢ় একুশে।
এই দিন পুণ্য তিথি শ্রীগুরুপূর্ণিমা
ভক্তদের আনন্দের নাই পরিসীমা।
নাম সহ যান প্রাতে ব্রহ্মার মন্দিরে
দর্শনান্তে যথারীতি আসিলেন ফিরে।
অতঃপর শিষ্যগণ পুলকিত মনে
আতর, গোলাপ জল, অগুরু, চন্দনে
পরম আরাধ্য দেবে করাইল স্নান
উদাত্ত মধুর কণ্ঠে হল বেদগান।
সকলে পৃথক্ ভাবে এক ঘটি করে
সিঞ্চিল পবিত্র বারি শ্রীমস্তক 'পরে।
কহিলেন হাসিমুখে লীলাময় প্রভু—
"হয়নি এমন স্নান পূর্ব্বে আর কভু।"
ফুলের মুকুট মালা দিয়ে অতঃপর
শ্রীঅঙ্গ সাজান হল অতি মনোহর।
শুভক্ষণে শ্রীচরণে শ্রদ্ধা সহকারে
হল পূজা অনুষ্ঠান ষোড়শোপচারে।
উপস্থিত শিষ্য আর ভকতমণ্ডলী
পূজা শেষে শ্রীচরণে দেয় পুষ্পাঞ্জলি।
পুষ্কর মুখর হল 'হরি' 'গুরু' রবে
স্থানীয় অনেকে যোগ দিল মহোৎসবে।
দ্বিপ্রহরে ধ্যানানন্দ অতীব যতনে
প্রস্তুত করিল ভোগ পায়স ব্যঞ্জনে।
অতি অল্পমাত্র করি আহার্য্য গ্রহণ

এলেন দেখিতে প্রভু সবার ভোজন।
কহিলেন ভক্তগণে স্নেহমাখা সুরে—
"নূতন সংসার বাবা, খেও পেট পুরে।"

চাতুর্ম্মাস্য লীলা চলে অতি চমৎকার
রটি গেল চারি দিকে শুভ সমাচার।
দলে দলে আসে ভক্ত প্রভুর দর্শনে
কেহ বা আশ্রয় লয় অভয় চরণে।
সস্নেহে শুধান প্রভু সবারে প্রথম—
"কিবা তব নাম? কোন্ কুলেতে জনম?"
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যে শুধান আবার—
"আছে উপবীত? সন্ধ্যা কর তিনবার?"
"নাই যজ্ঞ উপবীত"—বলে বহুজনা
কেহ কহে—"নাহি করি সন্ধ্যা উপাসনা।"
এরূপ শুনিয়া প্রভু কহেন সখেদে—
"আছে তব অধিকার গায়ত্রী ও বেদে।
ত্যজি সেই অধিকার আপন খেয়ালে
সিংহ আজ পরিণত অধম শৃগালে।
হয়েছ বিস্মৃত তুমি স্বরূপ আপন
ভারতের তাই আজি দুর্দ্দশা এমন।
এখনো উপায় আছে—হও সচেতন
শাস্ত্রপথ ধর বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।
সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ কর নিয়মিত
হারানো সে মহাশক্তি লভিবে নিশ্চিত।"
মন্ত্রমুগ্ধবৎ কহে আগন্তুকগণ—
"তব আজ্ঞা যথাসাধ্য করিব পালন।"

প্রভুর মধুর লীলা আদি-অন্তহীন
শিষ্যভক্তে উপদেশ দেন একদিন—
"লৌহময় রৌপ্যময় আর স্বর্ণময়
প্রতিশোধ এই তিন প্রকারের হয়।

শালা বলি গালি তোরে দিল কোন জন
অনুরূপ গালি দিলি তুইও তখন
শুধু তারে নয়—তার বাপ পিতামহে;
এ প্রকার প্রতিশোধে লৌহময় কহে।
রৌপ্যময় প্রতিশোধ সমান সমান
উভয়ের আচরণে নাই ব্যবধান।
একজনে যতটুকু করে অপমান
অপরেও ততটুকু দেয় প্রতিদান।
যেমন, বলিলি তুই শালা এক জনে
শালা বলি সেও গালি দিল পরক্ষণে।
স্বর্ণময় প্রতিশোধ অতি চমৎকার
প্রতিপক্ষ রহে সেথা শান্ত নির্ব্বিকার।
ধর্, কেউ শালা বলি গালি দিল তোরে
উত্তরে বলিলি তুই হাত জোড় করে—
'ইষ্টের অপর মূর্ত্তি আপনি আমার
প্রণাম জানাই তব পদে বারবার।
বলিছেন যা আপনি ঠিক তা নিশ্চয়।'
স্বর্ণময় প্রতিশোধ একে বলা হয়।"

নিবেদিল শিষ্য এক প্রভু বিদ্যমানে—
"নামকারী আছে খুব কম বর্ত্তমানে।
ভাল নামকারী যদি আসে কতিপয়
সবার আনন্দ হবে নামে অতিশয়।"
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
জোর করে ডেকে আনা 'এ'র রীতি নয়।
জোর দিয়ে কাহারও মনের উপরে
বলি নাই কোন দিন আসিবার তরে,
যেতেও বলি না আর বলি না থাকিতে
আসে যায় যার যথা অভিরুচি চিতে।
দেখ্ বাবা, ঠাকুরের এমনই করুণা
না এসে কেহই আর থাকিতে পারে না।

ভাবিতে হবে না—শুধু দেখে যা এবার
নামসুন্দরের কিবা মহিমা অপার।”

সতত করেন প্রভু শ্রীনাম শ্রবণ
রাতেও নামের মঞ্চে করেন শয়ন।
কেহ যদি করে কভু বৃথা কালক্ষয়
কহেন মধুর কণ্ঠে প্রভু দয়াময়—
“কর্ গিয়ে নাম গান অথবা শ্রবণ
বার বার নাহি পাবি সুযোগ এমন।
বহু জনমের বহু সাধনার ফলে
পেয়েছিস্ স্থান এই ‘বৈকুণ্ঠে’ সকলে।”
নানা স্থান হতে নিত্য বহু পত্র আসে
পড়েন সে সব প্রভু বসি মঞ্চ পাশে।
পত্রে উত্তর দানে না হন সক্ষম
স্তম্ভিত রয়েছে হস্ত—না চলে কলম।
কহিলেন এ প্রসঙ্গে প্রভু অকস্মাৎ—
“ভালই হয়েছে বন্ধ হয়ে ‘এ’র হাত।
এতদিন দু’টি হাত চলেছে কেবল
এবার অনেক হাত হইবে সচল।...”
এ উক্তির সমর্থনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
সম্মুখেই উপস্থিত—ভক্ত নিশিকান্ত।
বাধাবন্ধহীন তার লেখনী মাধ্যমে
নেমে আসে লীলাকথা অবলীলাক্রমে।
ছন্দোবদ্ধ ‘লীলামৃত’ অতি চমৎকার
কবিরূপে রটে তার খ্যাতি চারিধার।
নিশিকান্ত কহে—“মোর নাহিক কৃতিত্ব
তাঁরই কৃপায় লিখি তাঁর লীলামৃত।”
কৃপার স্বীকৃতি দেন প্রভু দয়াময়
নিশিকান্ত ‘কৃপাদাসে’ পরিণত হয়।
কহিলেন একদিন প্রভু কবিবরে—
“রামের অশেষ কৃপা আছে তোর ’পরে।

নইলে কেমনে আসে কাব্যের ফোয়ারা
এ কভু সম্ভব বাবা, বল্ তোর দ্বারা ?
আমি লিখি আমি করি— না ভাবি কখন
আমি যন্ত্র—সর্ব্বক্ষণ রাখিবি স্মরণ।
যন্ত্রী ভগবান এই যন্ত্রটাকে দিয়ে
তাঁর ইচ্ছামত কাজ লন করাইয়ে।
তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এ বিশ্ব সংসারে
ক্ষুদ্রতম কেশাগ্রটি নড়িতে না পারে।
ঠিক ঠিক যন্ত্র তুই হইবি কখন ?
পারিবি কাটাতে যবে 'আমি'-র বন্ধন,
যবে নিন্দা প্রশংসায় রবি অচঞ্চল
যন্ত্রে পরিণত হবি তখনই কেবল।"

দূর-দূরান্তর হতে শিষ্যভক্তগণ
পুণ্যতীর্থ পুষ্করেতে করে আগমন।
গণ্যমান্য বহুজন হয় উপস্থিত
আসে মন্ত্রী, সান্ত্রী, রাজা মহিষী সহিত।
দর্শন প্রণাম করি কেহ ধন্য হয়
দীক্ষা নিয়ে কেহ হয় নিশ্চিন্ত নির্ভয়।
"কি সেবা করিব বাবা ?" শুধায় কেহ বা
প্রভু ক'ন—"নাম কর হবে 'এ'র সেবা।"
সঙ্গলোভী বঙ্গবাসী শিষ্যভক্তগণ
আসে অতি দীর্ঘপথ করি পর্যটন।
দুষ্কর পুষ্করতীর্থে আসে যেই ক্ষণে
সব কষ্ট ভুলে যায় প্রভুর দর্শনে।
গুরু হেথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নয়,
আক্ষরিক অর্থেতেই পিতা স্নেহময়।
নিতান্ত ঘরোয়া আর একান্ত আপন
যখন তখন তাঁর মেলে দরশন।
সব কথা দুঃখ ব্যথা তাঁরে বলা যায়
ভারমুক্ত হয় চিত্ত অনায়াসে তায়।

সীমাহীন প্রেম আর ভালবাসা তাঁর
সমগ্র সত্তারে শীঘ্র করে অধিকার।
ঘর বাড়ী টাকাকড়ি আত্মীয় বান্ধব
নিমেষে উধাও হয় মন থেকে সব।
মায়েরা স্বীকার সবে করে অকপটে—
"এসেছি বাপের বাড়ী পিতারই নিকটে।"
বাপের বাড়ীর স্বাদ পায় পুরোপুরি
হয়ত বা কিছু বেশী পায় তদুপরি।
যদিও এখানে কৃচ্ছ্র আহারে বিহারে
বিধি-নিষেধের বেড়াজাল চারিধারে।
অসময়ে ছিন্নপত্রে মামুলী প্রসাদ,
স্থানাভাবে সাময়িক বিবাদ বিষাদ,
সব তুচ্ছ হয়ে যায় এক লহমায়
সর্ব্বগ্রাসী মিষ্টি হাসি প্রেমের ছোঁয়ায়।
"কোথা র'বি?—এইখানে"—কহি ত্বরা করে
হাতখানি নেন টানি শীর্ণ বক্ষোপরে।
অথবা ভোজনকালে আদরের সুরে
সম্মুখে দাঁড়িয়ে ক'ন—"...খেও পেট পুরে।"
পেট ভরে—ভরে বুক আনন্দে অপার,
হয়ে যায় সমাধান গৃহ সমস্যার।
এক ঘরে দশ বিশ জনে ঠাসাঠাসি
তবুও সবার মুখে অনাবিল হাসি!
আনন্দের হাটে দিন কাটে দ্রুত তালে
আঁখিদ্বয় সিক্ত হয় বিদায়ের কালে।

একদল যায় চলে আসে অন্য দল
তারাও প্রেমের রাজ্যে আনন্দে বিহ্বল।
কারো যাতে কোনরূপ কষ্ট নাহি হয়
সেদিকে সজাগ প্রভু সকল সময়।
পরম আনন্দে ভরে সবাকার প্রাণ
দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার হয় অবসান।

দূর বঙ্গদেশ হতে তেরই শ্রাবণ
এল লক্ষ্মীমাতা আর শ্রীপদ্মলোচন।
সেই সাথে এল আরো শিষ্য কতিপয়
আনন্দে উঠিল নাচি প্রভুর হৃদয়।
বিবিধ খেলনা বাঁশী এনেছে জননী
সাজিলেন প্রভু আজ শিশু নীলমণি।
জননীর পাশে বসি পুলকিত মনে
খেলিছেন কত খেলা যেন বৃন্দাবনে।
কেহ যদি কাছে যায়—মুখ করি লাল
কহেন কৃত্রিম ক্রোধে সুন্দর গোপাল—
'সরে যা সরে যা তোরা—এসব আমার।''
খেলনার 'পরে যেন আসক্তি অপার।
ক্ষণকাল মধ্যে মায়ী আসি এক জন
পানের নিমিত্ত জল করিল অর্পণ।
জলপানে এল মহা বিপত্তি হঠাৎ
ভিতর জমাট তাই নাহি ওঠে হাত।
হাতের গেলাস থাকে হাতের মাঝার
ভক্তগণ দেখে লীলা অতি চমৎকার।

দিকে দিকে মহামন্ত্র প্রচার নিমিত্ত
বাক্ বিকিরণ যন্ত্র হয়েছে আনীত।
বাজাবার অনুমতি করিতে গ্রহণ
পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে গেল একজন।
পঞ্চায়েত কর্ত্তা জানাইল সানন্দ অন্তরে—
''আইন কানুন সব গৃহস্থের তরে।
একে ভগবৎ নাম হইবে প্রচার
তায় সীতারাম বাবা যেথা কর্ণধার,
বিধিনিষেধের প্রশ্ন সেথা অবান্তর
চলুক্ স্বচ্ছন্দে নাম পাঠ নিরন্তর।''
মাইক সম্বন্ধে প্রভু কৌতূহলী অতি
জানিবার ইচ্ছা তার কর্ম্মের পদ্ধতি।

নির্দ্দেশানুসারে তাই একদিন প্রাতে
শিষ্য সেবানন্দ এল প্রভুর সাক্ষাতে।
মাইক প্রসঙ্গে সুরু হবে আলোচনা
হেন কালে ঘটে গেল অদ্ভুত ঘটনা।
শত চেষ্টাতেও মুখে বাক্য নাহি সরে
ইশারায় জানালেন তাই স্বল্প পরে—
'স্বতঃই পুরক হয় ঊর্দ্ধ আকর্ষণে
কথা না কহিতে এবে পারি সে কারণে।'
সমাহিত হন প্রভু স্বল্পকাল পর
থর থর করি কাঁপে পূত কলেবর।
উত্তোলিত হস্ত কভু রহে কম্পমান
ডান হাত কভু করে বরাভয় দান।
কখন সবেগে ঘোরে হাত দুইখানি
অনুপম মুদ্রা হয় আপনা আপনি।
কটি 'পরে ভর রেখে উত্তমাঙ্গ তাঁর
বৃত্তাকারে আবর্ত্তিত হয় বারংবার।
তালে তালে কভু যেন করেন আরতি
কখন বসেন স্থির—ক্ষণিক বিরতি।
কভু মনে হয় তাঁর অঙ্গভঙ্গিমায়
ডাকিছেন যেন কারে—আয় আয় আয়।
কখন লুটিয়ে শির ভূমির উপরে
প্রণাম করেন যেন বহুক্ষণ ধরে।
ধীরে ধীরে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা কেটে যায়
প্রভু না আসেন তবু বাহ্য অবস্থায়।
মধ্যাহ্ন অতীত দেখি আশ্রমিকগণ
যথারীতি ভোগারতি করে সমাপন।
ধ্যানানন্দ বেলা দুই ঘটিকার পরে
সমাধি ভাঙ্গাতে নাম করে উচ্চস্বরে।
বেলা তিনটায় প্রভু মেলি দু'নয়ন
দু' এক গণ্ডুষ জল করেন গ্রহণ।
নামের প্রতাপে হাল্কা হয়েছে সমাধি

কাটে নি জমাট ভাব তখন অবধি।
শুধালেন শিষ্যগণে তাই ইশারায়—
'হয়েছে আহার শেষ—বেলা বয়ে যায় ?'
সকলেই কহে—"আগে হোক্ আপনার
তবে তো প্রসাদ পাব—করিব আহার।"
শ্রীপদ্মলোচনে পুন কহিলেন যবে—
"প্রসাদ গ্রহণ তোরা কর্ গিয়ে সবে।"
অচিরে কহিল ভক্ত কৌতুক সহিত
"বাঙলাতে ফিরে যেতে করিছ ইঙ্গিত ?"
হাসিমুখে রঙ্গময় প্রভু অচিরাৎ
লক্ষ্মীমার দিকে দৃষ্টি করিলেন পাত।
মা করে—"না হবে ভোগ যাবৎ তোমার
সে অবধি কেহ নাহি করিবে আহার।"
অবশেষে প্রভু নাহি দেখি গত্যন্তর
ভোগ গ্রহণের তরে হন অগ্রসর।
নামমাত্র অন্ন প্রভু করেন গ্রহণ
সানন্দে প্রসাদ পায় শিষ্য ভক্তগণ।

ভোগ অন্তে গৃহ হ'তে হইয়া বাহির
দেখিলেন চারিদিকে জনতার ভিড়।
এত লোক নাহি ধরে আশ্রম ভিতর
প্রভু তাই ঘাটে নেমে এলেন সত্বর।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসি নরনারীগণ
করে দরশন আর শ্রদ্ধা নিবেদন।
শুধালেন হাসিমুখে প্রভু লীলাময়
"এত লোক কোথা থেকে এল এ সময় ?
কি কারণ এল হেথা—কে দিল খবর ?"
ভক্ত এক সবিনয়ে কহিল সত্বর—
"পুষ্করের লোক এরা হয় অনুমান
আমরা আসিতে কারে করিনি আহ্বান।
মুখে মুখে চারিদিকে রটেছে সংবাদ

এসেছে মধুর লীলা করিতে আস্বাদ।"
প্রভুর নির্দ্দেশমত দর্শনার্থীগণ
বিদায়ের পূর্ব্বে করে প্রসাদ গ্রহণ।

কহিলেন প্রভু পরে সমাধি বিষয়—
"এ সমাধিকালে জ্ঞান লুপ্ত নাহি হয়।
দেহের উপর কত হল কসরৎ
দেখিলাম দীর্ঘক্ষণ বসি যন্ত্রবৎ।
হয়েছিল দেহে দুষ্ট যে যে উপাদান,
হীনবল হয়েছিল যে সকল স্থান,
সমাধির ফলে হল সবল সে সব
এখন অমিত বল করি অনুভব।
রাজস্থানে হবে সুরু লড়াই অচিরে
নূতন যৌবন তাই এল বুঝি ফিরে।
করিলেন কত লীলা নেপথ্য নায়ক
তোদের মতই 'এ'ও ছিল দর্শক।......"

ভাষায় বর্ণিতে নারি লীলার মাধুর্য্য
দেখেও বুঝিতে নারি গূঢ় তাৎপর্য্য।
যেটুকু বলাও প্রভু বলি মাত্র তাই
দাও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণে ঠাঁই।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯৬

।। ক্ষত্রিয়ের জাগরণ ।। উপবীত ও গায়ত্রী ত্যাগে দুর্গতি ।।
।। নিত্যকার কার্য্যক্রম ।। 'ঠাকুর' কেন বলা হয় ।।
।। লঘু বিষ্ণুযজ্ঞ ও চাতুর্মাস্যের সমাপ্তি—১৩৭০ ।।

রাজস্থানে ক্ষত্রিয়ের জাগরণ তরে
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত প্রভু করেন পুষ্করে।
শাস্ত্রপথ না ধরিবে দ্বিজাতি যাবৎ
জাগিবে না তমসায় আচ্ছন্ন ভারত।
সনাতন গুরুকুল প্রতিষ্ঠার তরে
জাগিল সঙ্কল্প তাই প্রভুর অন্তরে।
সদাচারপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
করিবেন অলঙ্কৃত গুরুর আসন।
যথাকালে উপনীত ক্ষত্রিয় সন্তান
সেই গুরু সন্নিধানে করি অবস্থান
করিবে আচার্য্যসেবা বেদ-অধ্যয়ন
ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ।
এই ভাবে দীর্ঘকাল গুরুগৃহ বাসে
ক্ষত্রিয় অমিত বল লভে অনায়াসে।
এক রাণা প্রতাপ বা এক পৃথ্বীরাজ
করেছেন অতীতে যে সুমহান কাজ,
মানব সমাজ আজো সে কাহিনী স্মরি
বার বার ওঠে হর্ষ বিস্ময়ে শিহরি।
তেমন ক্ষত্রিয় যদি আসে কোনদিন
তবেই ভারত হবে প্রকৃত স্বাধীন।
ক্ষত্রিয়েরে প্রতিষ্ঠিতে হবে পুনরায়
অতীত ঐতিহ্যে আর লুপ্ত মহিমায়।

অগণিত দ্বিজ হেথা ত্যজি উপবীত
ভাগ্যদোষে কালক্রমে হয়েছে পতিত।

প্রভুর অন্তরে বাজে বেদনা দুঃসহ
নানা উপদেশ তাই দেন অহরহ।
কখন কহেন এই হৃতভাগ্যগণে—
"কি পেয়েছ উপবীত গায়ত্রী বর্জ্জনে?
কি পেয়েছ ত্যজি বেদ সন্ধ্যা-উপাসনা?
পেয়েছ চোখের জল অশেষ যন্ত্রণা।
এই দুঃখ জ্বালা হতে চাও পরিত্রাণ?
শাস্ত্রপথ ধরি তবে হও আগুয়ান।
সন্ধ্যা উপাসনা নিত্য কর প্রাণপণে
গায়ত্রী পুষ্পক রথ স্বর্গ-আরোহণে।
গায়ত্রী ত্যাগের ফল অতীব ভীষণ—
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়ি নরকে গমন।"
আজমীঢ়বাসী এক রেল কর্ম্মচারী
একদা কহিলা—"আমি মানিতে না পারি
আচার নিয়ম সব নিষ্ঠার সহিত,
ত্যজিয়াছি সে কারণ যজ্ঞ উপবীত।"
আগন্তুক প্রতি প্রভু কহেন চকিতে—
"জীবনে অনেক কিছু পার না মানিতে।
তাইতো একটি কথা তোমারে শুধাই
জীবনটাকেও কেন দিয়ে দাও নাই?...
বহু জনমের কত সাধনার ফলে
মানব জনম লভি এসেছ ভূতলে।
আছে বহু কর্ম্ম তব খাওয়া-পরা ছাড়া
খায় তো কুকুর গরু খায় অজা ভেড়া।
বৃথা নষ্ট ক'রো না এ দুর্লভ জনম
শাস্ত্রপথ ধরো ত্বরা—পিছে আছে যম।...""
শুধালেন স্বল্প পরে প্রভু দয়াময়—
"শ্রীগুরু চরণে তুমি পেয়েছ আশ্রয়?
আগন্তুক কহে—"দীক্ষা করি নি গ্রহণ
গুরুতে আমার কোন নাই প্রয়োজন।"
প্রভু কহে—"রক্তে তেজ রয়েছে এখন

তাই হেন বাক্য মুখে কর উচ্চারণ।
ক্ষণস্থায়ী যৌবনের হলে অবসান
অবশ্য করিবে বাবা গুরুর সন্ধান।"

পুষ্করের ঘাটে শোভে অসংখ্য মন্দির
কোথা আছে শিব কোথা রাম মহাবীর।
প্রাতঃকৃত্য শেষে নিত্য প্রভাত সময়ে
যান প্রভু একে একে সব দেবালয়ে।
দেব দর্শনান্তে যান রন্ধনশালায়
ধ্যানানন্দ পুষ্পাঞ্জলি দেয় রাঙা পায়।
গুরু নামে জয়ধ্বনি করি উচ্চারণ
সুরু করে অবিলম্বে ভোগের রন্ধন।
কহেন কৌতুকছলে প্রভু রসময়—
"এ'-টা স্টার্ট দিলে তবে কার্য্য সুরু হয়।"
অতঃপর দীক্ষার্থীরে করি মন্ত্র দান
সদলে পুষ্করে যান করিবারে স্নান।
প্রভুর স্নানের লীলা অতি চমৎকার
একদমে দেন ডুব অগণিত বার।
সঙ্গীরা 'শিবায় নমঃ' উচ্চারণ করি
এই অবসরে জল দেয় শিরোপরি।
আবার কখন প্রভু আনন্দে উচ্ছল
সঙ্গীদের চোখে মুখে ছুঁড়ে দেন জল।
শঙ্কাহীন চিত্তে মীন শুদ্ধ স্বচ্ছ জলে
নাগালের মধ্য দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
স্নান শেষে প্রভু হেসে কহেন মাতুলে—
"বড় দেখে একটাকে নিয়ে আয় তুলে।
দেখে নিস্ এ জিনিষ উপাদেয় কত
তারোপর আজ আবার একাদশী ব্রত।"
প্রভু সাথে আমিষের নাই যোগাযোগ
সঙ্গীরা কৌতুক রস করে উপভোগ।
স্নানপর্ব্ব সাঙ্গ হলে আশ্রমেতে ফিরে

স্বল্পকালে মধ্যে যান ব্রহ্মার মন্দিরে।
খোল করতাল সহ করি সঙ্কীর্ত্তন
সবাকার অগ্রে চলে নামকারীগণ।
মধ্যে রচি লক্ষণীয় স্পষ্ট ব্যবধান
মায়ীগণ সহ প্রভু পিছু পিছু যান।
ব্রহ্মাজী ব্যতীত এই মন্দির ভিতর
আছেন কুবের বিষ্ণু আর মহেশ্বর।
মন্দিরের এক দিকে ইন্দ্র দেবরাজ
মাতঙ্গ-মূরতি পৃষ্ঠে করেন বিরাজ।
সুপ্রকাণ্ড হস্তীশুণ্ড আকর্ষণ করে
"আ-যাও আ-যাও"—প্রভু ডাকেন সাদরে।
সঙ্গীগণে পরক্ষণে ডাকি পুনরায়
অসহায়ভাবে কন—"নেহী আতা হ্যায়।"
এমত কৌতুক রস পুলকিত মনে
সঙ্গীগণ আস্বাদন করে ক্ষণে ক্ষণে।
মন্দিরের নিকটস্থ ভিখারীর দল
প্রভুর দর্শনে হয় আনন্দে চঞ্চল।
ইষ্টজ্ঞানে প্রার্থীগণে সাধ্যমত দান
প্রভুর জীবনে এক ব্রত সুমহান।
সঙ্গীগণ নিত্য তাই সব ভিক্ষুগণে
কিছু কিছু অর্থ দান করে সযতনে।
নাম সহ ফিরে এসে আশ্রম প্রাঙ্গণে
ভক্তগণ মত্ত হয় উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে।
ইতিমধ্যে ফলভোগ হলে নিবেদন
জলযোগে পরিতৃপ্ত হয় সর্ব্বজন।
নামমঞ্চে পরে প্রভু করি পদার্পণ
সমাগত ভক্তে কৃপা করেন বর্ষণ।
মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে ঘুরি চারিদিক
দেখেন চলিছে কিনা সব ঠিক ঠিক।
মধ্যাহ্নে অতিথি আর সাধুসন্তগণে
ভোজন করানো হয় সর্ব্বাগ্রে যতনে।

শিষ্যগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুসারে
পাতা নিয়ে অতঃপর বসে চারিধারে।
ঘুরে ঘুরে প্রভু সব করেন দর্শন
আনন্দ সংবাদ দেন কখন কখন—
"পায়স হয়েছে আজ অতীব উত্তম
ভাত-ডাল-তরকারী খাস্ কম কম।"
স্বল্পকাল মধ্যে করি সমাধা আহার
ভক্তদের মধ্যে ফিরে আসেন আবার।
সন্তানে খাওয়ায় যত্নে যেমন জননী
সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রভু খাওয়ান তেমনি।
বার বার পরমান্ন হয় বিতরণ
আকণ্ঠ ভোজনে তৃপ্ত হয় সর্ব্বজন।

'ঝালা' নামে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার
চাতুর্ম্মাস্য কালে দীক্ষা লভিল এবার।
প্রভুর চরণে তার ভক্তি সীমাহীন
আশ্রমেতে যাতায়াত প্রায় প্রতিদিন।
মনে তার প্রশ্ন জাগে—"কেন শিষ্যগণ
প্রভুরে 'ঠাকুর' বলি করে সম্ভাষণ।
এদেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে
সকলে 'ঠাকুর' বলে রাজা-জমিদারে।
রাজত্ব বা জমিদারী নাহিক প্রভুর
কেন তবে তাঁরে সবে বলিছে ঠাকুর!"
কেহ কহে—"গুরু ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর
গুরু হতে ত্রিজগতে নাই গুরুতর।
দেবতা-বিধাতা-পিতা—শ্রীগুরু সকলি
প্রভুরে 'ঠাকুর' মোরা সে কারণে বলি।"
অভিনব ব্যাখ্যা প্রভু করেন তখন—
"ঠাকুরের সাদা অর্থ পাচক ব্রাহ্মণ।
অপরের লাগি পাক তার মুখ্য কাজ,
এনে দাও চাল ডাল বিবিধ আনাজ

উপাদেয় নানা খাদ্য দেহরক্ষা তরে
পাচক ঠাকুর যত্নে দেবে পাক করে।
সবাকার শুভাশুভ সুকৃতি দুষ্কৃতি
তেমনি শ্রীগুরু করি পরিপাক নিতি
দেয় শান্তি নাশে ভ্রান্তি করে দুঃখ দূর
গুরুদেবে তাই সবে বলিস্ ঠাকুর।"

মলমাস নিবন্ধন এই বৎসর
পুষ্করের চাতুর্ম্মাস্য হল দীর্ঘতর।
একদিন প্রভু তাই কহেন সহাস্যে
"নূতন রেকর্ড হল এই চাতুর্ম্মাস্যে।
চারি মাসে এই ব্রত হয় সমাপন
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত তাই বলে সর্ব্বজন।
লীলাময় ঠাকুরের বিচিত্র ইচ্ছায়
এবারের ব্রতকাল পাঁচ মাস প্রায়।
ব্রতের সমাপ্তি পর্ব্বে তিন দিন ধরে
লঘু বিষ্ণুযজ্ঞ হেথা হল সাড়ম্বরে।
পৌরোহিত্য করে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
যজমান পত্নীসহ শ্রীপদ্মলোচন।
যজ্ঞস্থলে উপস্থিত প্রভু যজ্ঞেশ্বর
অনুষ্ঠান হল তাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
অগণিত নরনারী আসে প্রতিদিন
করজোড়ে যজ্ঞক্ষেত্র করে প্রদক্ষিণ।
তৃতীয় দিবসে হল পূর্ণাহুতি দান
সাঙ্গ হল সুবৃহৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হেথা অগণিত
কয়েক পুরুষ ধরি সংস্কারবর্জ্জিত।
পতিত সে দ্বিজদিগে উদ্ধার কারণ
যজ্ঞকালে যথাযোগ্য হল আয়োজন।
প্রায়শ্চিত্ত করি বহু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ
পুনরায় যজ্ঞসূত্র করিল গ্রহণ।

যজ্ঞের সমাপ্তি দিনে সহস্র ব্রাহ্মণ
তৃপ্তিভরে সবে করে আহার্য্য গ্রহণ।
হালুয়া চাটনী লুচি বিবিধ ব্যঞ্জন
সেবকেরা অকাতরে করে বিতরণ।
অন্তরঙ্গগণ সহ ঘুরি চারিধার
দেখেন ভোজন পর্ব্ব প্রভু বার বার।
সবে সুখী সবে আজি আনন্দে মগন
আনন্দের মধ্যে ব্রত হল সমাপন।

হে আনন্দময় যেথা তব অবস্থিতি
আনন্দের স্রোতে স্নাত সেই স্থান নিতি।
আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু ও রাঙা চরণ
সেথা ঠাঁই মাগে এই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯৭

।। উঃ ভারতে প্রচারান্তে বিঠুরে মৌন।। বাংলায় প্রচার।।
।। কলহের সমাধান।। স্বর্ণময় প্রতিশোধ।।
।। গল্প ঃ সাধু ও বিছে—১৩৭০।।

চাতুর্ম্মাস্য হল সাঙ্গ তেরই অঘ্রাণ
সুরু হল অতঃপর প্রচারাভিযান।
রাজস্থানে বহুস্থানে করি পর্য্যটন
মধ্যপ্রদেশেতে প্রভু উপনীত হন।
ইন্দোরাদি শহরেতে প্রচারের শেষে
সদলে হাজির হন উত্তর প্রদেশে।
বারাণসী-তারিঘাট-লক্ষ্ণৌ আদি ঘুরে
পৌষের ছাব্বিশে প্রভু এলেন বিঠুরে।
সর্ব্বত্রই অত্যধিক ভক্ত সমাগম

বিঠুরেতে নাহি তার হল ব্যতিক্রম।
দর্শনার্থী দিবারাত্রি আসে দলে দলে
দীক্ষার্থী শরণ লয় চরণ কমলে।
সংক্রান্তির পুণ্য দিন হল সমাগত
প্রভু রাতে মৌনব্রতে হবেন নিরত।
আশ্রমেতে রবে যারা মৌনের সময়
তাদের নির্দ্দেশ দেন কর্ত্তব্য বিষয়।
স্থানান্তরে স্বল্প পরে চলে যাবে যারা
দেয়া হল তাদেরকে যানাদির ভাড়া।
লিখিলেন রাত্রি দশ ঘটিকার পর
বিশেষ কয়েকখানি পত্রের উত্তর।
শিষ্যভক্ত তরে রাত্রি তিনটা সময়
দিলেন প্রসাদ করি প্রভু দয়াময়।
মৌন গ্রহণের তরে স্বল্প কাল পরে
ধীরে ধীরে গৃহদ্বার দেন রুদ্ধ করে।
নূতন মন্দির হেথা অতি চমৎকার
সুপ্রশস্ত গুহাঘর তলদেশে তার।
ক্ষুদ্রাকৃতি মৌনকুঠী শোভে পার্শ্বদেশে
মৌনমগ্ন প্রভু হেন শান্ত পরিবেশে।

সাঙ্গ হল মৌনব্রত একমাস পর
চারিদিকে সুসংবাদ রটিল সত্বর।
প্রথমেতে কণ্ঠ হতে বাক্য নাহি সরে
সুরু হল বাক্যালাপ অতি মৃদুস্বরে।
কানপুর লক্ষ্ণৌ আদি করি পর্য্যটন
বাষ্পযানে বঙ্গদেশে উপনীত হন।
গুরুধাম দিগসুয়ে হলেন হাজির
হেথায় প্রতিষ্ঠা হল গোবিন্দ মন্দির।
শ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি অতি মনোহর
প্রতিষ্ঠিত হল এই মন্দির ভিতর।
রামসীতা লক্ষ্মণ ও হনুমানজীরে

হইল স্থাপন করা শ্রীরামমন্দিরে।
মহানাম সঙ্কীর্ত্তন চলে নিরন্তর
গুরুধাম মহানাম ধ্বনিতে মুখর।
মন্দির প্রতিষ্ঠা পর্ব্ব হলে সমাপন
প্রচারার্থে প্রভু পুন বহির্গত হন।
রাণীগঞ্জ বরাকরে কৃপা বিতরিয়া
চোদ্দই ফাল্গুন প্রাতে যান পুরুলিয়া।
তিন দিন এইস্থানে করি অবস্থান
শত শত ভক্তে দেন পথের সন্ধান।
প্রচারাভিযান হেথা এবারই প্রথম
ভক্ত সমাগম কিছু নাহি হল কম।
অতঃপর দিগসুয়ে উপনীত হন
জন্মতিথি সাড়ম্বরে হল উদ্‌যাপন।
গরদের বস্ত্র-মাল্য-তিলক-চন্দনে
প্রভুরে সাজান হল অতীব যতনে।
ভক্তিভরে নমি অগ্রে গুরু-মা চরণে
উপনীত হন প্রভু 'সমিতি' প্রাঙ্গণে।
আল্‌পনাময় এক বেদীর উপর
উপবিষ্ট হন বেলা আটটার পর।
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে মায়ীগণ
'জয়গুরু' শব্দে কাঁপে গগন পবন।
ত্রিসপ্ততিতম শুভ জনম লগনে
বহুজন নিবেদিল শ্রদ্ধা শ্রীচরণে।

কাটোয়া-ডুমুরদহ-বৈঁচি-মায়াপুর
হল পূত পদধূলি প্রাপ্তিতে প্রভুর।
কৃপা বিতরণ করি আরো বহুস্থানে
ফাল্গুনের ছাব্বিশেতে যান বর্ধমানে।
উড্‌রফ নামে খ্যাত এক শ্বেতকায়
বিলেতের অক্সফোর্ডে শিক্ষক পেশায়।
সাময়িকভাবে প্রায় নয় মাস ধরে

শান্তিনিকেতনেতে সে অধ্যাপনা করে।
প্রভুর আশ্রিত শিষ্য সুধীন সহিত
সন্তজন দরশনে হেথা উপস্থিত।
পায়জামা পাঞ্জাবী পরিধানে তার
সাধু প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আগ্রহ অপার।
শ্রীনাম শ্রবণে হয় আনন্দে মগন
বাহু তুলে নৃত্য করে অতি দীর্ঘক্ষণ।
অপরাহ্নে নিবেদিল প্রভুর চরণে—
"জীবনে পরম শান্তি লভিব কেমনে?"
হেন বাক্য শুনি প্রভু সানন্দ অন্তরে
সাহেবেরে মন্ত্র দীক্ষা দেন স্বল্প পরে।

সম্প্রদায়ভুক্ত বহু স্থানীয় সন্তান
চাহে আত্মকলহের সুষ্ঠু সমাধান।
সমবেত হয়ে তারা প্রভুর সদন
নিজ নিজ অভিযোগ করে নিবেদন।
সব শুনে শুধালেন প্রভু শিষ্যগণে
"বল্ তো কী লক্ষ্য এই মানবজীবনে?"
সকলে নীরব রহে না দেয় উত্তর
কহিলেন প্রভু তাই নিজেই সত্বর—
"এ জীবনে ভগবান লাভ মূল লক্ষ্য
তা ভুলে করিস্ দ্বন্দ্ব পাস্ শত দুঃখ
শুদ্ধাহার উপাসনা সংযম স্বাধ্যায়
ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে পরম সহায়।
আরেক সহজ পথ নাম সঙ্কীর্ত্তন
নামের প্রভাবে শুদ্ধ হয় দেহ মন।
কলিতে নাহিক তপ নামের সমান
নামকারী অনায়াসে লভে ভগবান।
না পারিস্ যদি ত্যজি কর্ত্তৃত্বাভিমান
মিলেমিশে করিবারে মহানাম গান,
সমবেত সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করে তবে

নিজ নিজ ঘরে বসে জপ কর সবে।"
সকাতরে শিষ্যগণ করে নিবেদন—
"সংঘবদ্ধভাবে যেন চলে সঙ্কীর্ত্তন।"
নামপ্রেমী প্রভু ক'ন সানন্দে তখন—
"ঠাকুর তোদের ইচ্ছা করুন পূরণ।"

দীর্ঘ দেড় মাস ধরি প্রভু সীতারাম
প্রচার করেন নাম বঙ্গে অবিরাম।
অতঃপর মৌনব্রত গ্রহণ উদ্দেশে
গঙ্গাসাগরেতে যান চৈত্র ঊনত্রিশে।
পক্ষকাল মৌনব্রতে করি অবস্থান
করিলেন সুরু পুন প্রচারাভিযান।
বহু গ্রামে নগরেতে প্রচারের পরে
সদলে হাজির হন চন্দননগরে।
প্রভু আর শিষ্যগণ প্রতি বার বার
কতিপয় যুবা করে দুষ্ট ব্যবহার।
করে উপহাস আর কটূক্তি বর্ষণ
প্রতিবাদ করে তাই সঙ্গী শিষ্যগণ।
রাত্রিকালে যবে চলে যাত্রার উদ্যোগ
যুবকের দল আসি করে গোলযোগ।
গাড়ীতে ওঠেন প্রভু লয়ে সঙ্গীবৃন্দ
কেবল উঠিতে বাকী সঙ্গী সেবানন্দ।
যুবকের দল আসি এই অবসরে
সেবানন্দে ঘিরে তার গলা টিপে ধরে।
অসহায় সেবানন্দ আত্মরক্ষা তরে
মারে এক যুবকেরে চড় গণ্ড পরে।
যুবকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ক্রোধে অচিরাৎ
গাড়ীর উপরে করে সজোরে আঘাত
একযোগে চীৎকার করে উচ্চস্বরে
ওঙ্কার দণ্ডটি ভেঙ্গে দুই খণ্ড করে।
কহিলেন প্রভু ত্বরা নেমে গাড়ী থেকে

"মারিতে চাহিস্ তোরা? মার্ তবে এ-কে।"
যুবকেরা জেদ করে—"যে মেরেছে চড়
প্রার্থনা করুক ক্ষমা সে আসি সত্বর।"
সেবানন্দ সম্মুখেতে আসি অচিরাৎ
করিল মার্জ্জনা ভিক্ষা জুড়ি দুই হাত।
উচ্ছৃঙ্খল যুবাদল শান্ত হল ত্বরা।
সদলে নির্ব্বিঘ্নে প্রভু গেলেন চুঁচুড়া।
দণ্ডভঙ্গকারীদের মধ্যে চারিজন
পরদিন নিবেদিল প্রভুর সদন—
"মোরা অতি মন্দমতি—তব কৃপা বিনা
গতি নাই আমাদের করুন মার্জ্জনা।"
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
"সব অপরাধ 'এ'র অন্য কারো নয়।
যথাযোগ্যভাবে সব সঙ্গী শিষ্যগণে
পারিনি গড়িতে এই সুদীর্ঘ জীবনে।"
অতঃপর জলযোগে করি আপ্যায়ন
সযত্নে তাদের প্রভু করান ভোজন।
অপরাহ্নে পুনরায় করি সমাদর
দিলেন প্রসাদ আর প্রসাদী চাদর।
প্রভুর বিচিত্র লীলা করি বিলোকন
বিস্ময়ে বিমূঢ় যত শিষ্যভক্তগণ।
শ্রীশ্যামাশঙ্কর আদি প্রার্থনা জানায়—
"অতি মন্দ যুবাবৃন্দ করিল অন্যায়,
তাদের না করি এত যত্ন ও সম্মান
ন্যায্য প্রাপ্তি যোগ্য শাস্তি করুন বিধান।"
অপূর্ব্ব কাহিনী প্রভু কহেন উত্তরে—
"নদীজলে নেমে এক সাধু স্নান করে।
হেন কালে ক্ষুদ্র এক বিছে অসহায়
নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে চলে যায়।
হাতে ধরে প্রাণীটিরে সাধুজী সত্বর
তুলিলেন জল থেকে ডাঙ্গার উপর

ক্ষণপরে জলস্রোতে বিছে ভেসে যায়
তুলিলেন পূর্ব্ববৎ সাধু পুনরায়।
তিনবার সাধু তার প্রাণরক্ষা তরে
তুলিলেন হাতে করে বৃশ্চিকে উপরে।
প্রতিবারে বিছে তারে করিল দংশন
তবু সন্ত প্রেমবন্ত ক্ষান্ত নাহি হন।
এক ব্যক্তি দেখে সব দাঁড়িয়ে অদূরে
কৌতূহলবশে শেষে শুধায় সাধুরে—
"বারে বারে যে তোমারে করিছে দংশন
কেন তারে রক্ষিবারে কর প্রাণপণ!"
সাধুজী উত্তরে কহে অনতিবিলম্বে—
"বৃশ্চিক দংশন করে আপন স্বভারে।
আপন স্বভাববশে আমিও তেমন
সবার সেবায় সদা যত্নপরায়ণ।"
উপাখ্যান শেষে প্রভু কহেন আবার
"সাধুর কর্ত্তব্য স্বীয় সুখ পরিহার।
আর্ত্তের সেবায় সদা পণ করি প্রাণ
সন্ত দিবে সর্ব্বজীবে শান্তির সন্ধান।"

শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী অমৃত সমান
অভয় চরণদ্বয় মুক্তির সোপান।
তব লীলাকথা নাশ করে দুঃখরাশি
ও চরণ জনার্দ্দন দাস অভিলাষী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯৮

।। রেলগাড়ীর গতি স্তব্ধ।। দাদার চার পা।।
।। গীতা প্রেস পরিক্রমা।। বিঠুর চাতুর্ম্মাস্যের প্রস্তুতি—১৩৭১।।

বাঙলার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে
প্রভুর প্রচার চলে পাঁচ মাস ধরে।
বিদূরিতে সমাজের সীমাহীন গ্লানি
প্রচার করেন নাম আর শাস্ত্রবাণী।
দেন কত উপদেশ মধুর ভাষণ
দীক্ষা পেয়ে ধন্য হয় শত শত জন।
সাঙ্গ করি বঙ্গভূমে প্রচারাভিযান
দ্বারভাঙ্গা অভিমুখে করেন প্রস্থান।
এলেন সমস্তিপুরে চব্বিশে আষাঢ়
অলৌকিক লীলা হল হেথা চমৎকার।
রেল কর্ম্মচারী এক আশ্রিত সন্তান
ষ্টেশনের সন্নিকটে করে অবস্থান।
প্রভু তার তাৎকালিক প্রার্থনা পূরণে
গেলেন গৃহেতে তার সত্বর সগণে।
আর এক শিষ্যে কৃপা করিতে বর্ষণ
সদলে তারও গৃহে হল পদার্পণ।
গাড়ী ছাড়িবার কাল সমাসন্ন বলে
ষ্টেশনে এলেন ফিরে সত্বর সকলে।
সজোরে বাজায় গার্ড বাঁশী বার বার
গতিশীল হবে যান মুহূর্ত্ত মাঝার।
সেবকেরা হেন কালে হল সচেতন
আসে নাই ভুলক্রমে প্রভুর আসন।
শিষ্যের গৃহেতে পড়ে রয়েছে নিশ্চয়
আনার মতও হাতে নাহিক সময়।
প্রয়োজন হয় সদা আসন প্রভুর
যাতায়াত পথও নয় খুব বেশী দূর।

তবু গাড়ী ছেড়ে যাবে এই আশঙ্কায়
আসন আনিতে কেহ ভরসা না পায়।
গার্ড ও চালক চেষ্টা করে প্রাণপণে
তবু নাহি চলে যান অজ্ঞাত কারণে।
শিষ্য এক প্রভু পাশে করে নিবেদন—
"ভক্তগৃহে আছে পড়ে দু'খানি আসন
অচিরে ছাড়িবে গাড়ী কি উপায় হবে?"
উত্তরে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
"আসন আনিতে লোক পাঠা তাড়াতাড়ি
আসন না হলে আনা ছাড়িবে না গাড়ী।"
সঙ্গীগণ কহে পুন প্রভু বিদ্যমান—
"শত চেষ্টাতেও নাহি চলে বাষ্পযান।"
কহেন সহজভাবে প্রভু লীলাময়—
"আসন এলেই গাড়ী চলিবে নিশ্চয়।"
স্থানীয় ভকত এক ত্বরা করি আনি
সঙ্গীদের হাতে দিল আসন দু'খানি।
অর্দ্ধ ঘণ্টা চেষ্টাতেও চলে নি যে যান
এক্ষণে মুহূর্ত্ত মাঝে হল বেগবান।
ড্রাইভার মুসলমান শুনি বিবরণ
নত শিরে আসি 'পীর'-এ করে দরশন।
অঘটন বিলোকন করি সামূহিক
জনগণ নিমগন হর্ষে চারিদিক।

অতঃপর বাষ্পযানে লয়ে সঙ্গীগণ
দ্বারভাঙ্গা শহরেতে উপনীত হন।
বিশিষ্ট সন্তান হেথা শ্রীঅমূল্যধন
লঘু রুদ্রযজ্ঞ এক করে আয়োজন।
তিন দিন ব্যাপী সেই যজ্ঞের সময়
রহিলেন উপস্থিত প্রভু দয়াময়।
সারাদিন ছেদহীন চলে বরিষণ
শ্রীহরিসাধন তাই করে নিবেদন—

"জল-কাদা থই থই করে যজ্ঞস্থলে
কাজে কর্ম্মে অসুবিধা হয় তার ফলে।"
শুধালেন প্রভু—"নৌকা চলিছে কি সেথা"
সকলে উঠিল হাসি শুনি সেই কথা।
কহিলেন প্রভু পুন পরিহাস ছলে—
"বরুণে বারণ করি দিব কি তাহলে?
হে বরুণ, অকরুণ হও কি কারণ
ছেলেদের অসুবিধা—থামাও বর্ষণ।"
বাদল-বিদায়ে বেশী বিলম্ব না হয়
ক্ষণ পরে নভ 'পরে রবির উদয়।
সাঙ্গ হল সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান
আষাঢ় সাতাশে হল পূর্ণাহুতি দান।
যজ্ঞশেষে অপরাহ্ণে লয়ে সঙ্গীগণ
বাষ্পযানে করিলেন প্রভু আরোহণ।
প্রভুর সতীর্থ সঙ্গে আছে এক জন
'কাকামণি' বলে সবে করে সম্বোধন।
প্রভুর চরণ ধরি স্বীয় ক্রোড় 'পরে
বসিলেন কাকামণি গাড়ীর ভিতরে।
প্রভুরে প্রণাম করি শিষ্যভক্তগণ
অতঃপর স্পর্শে কাকামণির চরণ।
কহেন এ দৃশ্য হেরি প্রভু রঙ্গময়—
"দাদার আমার বুঝি পদ চতুষ্টয়।"
উপস্থিত ভক্তগণ সানন্দ অন্তরে
প্রভুর এ পরিহাস উপভোগ করে।

সঙ্গীশিষ্যগণ সহ প্রভু দয়াময়
এলেন গোরক্ষপুরে নির্দ্দিষ্ট সময়।
'কল্যাণ'-এর সম্পাদক গোস্বামী চিম্মন
ষ্টেশনে প্রভুরে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
প্রভু আর সঙ্গীগণে লয়ে অবশেষে
গোস্বামীজী উপনীত হন গীতাপ্রেসে।

প্রথমতঃ সঙ্গীগণ প্রভুর ইঙ্গিতে
দণ্ডবৎ নতি করে লুটিয়ে ভূমিতে।
প্রভুও শ্রদ্ধার সাথে জুড়ি দুই কর
প্রবেশ করেন এই প্রেসের ভিতর।
উচ্চকণ্ঠে মহানাম করি সংকীর্ত্তন
পশ্চাৎ পশ্চাৎ এল সঙ্গী শিষ্যগণ।
সযত্নে শ্রীহস্ত ধরি চারিধার ঘুরে
গোস্বামীজী সব কিছু দেখান প্রভুরে।
সুবৃহৎ আধুনিক এই ছাপাখানা
ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারেতে নাহিক তুলনা।
প্রচারের ক্ষেত্র অতি বিরাট ব্যাপক
দেড় লক্ষ কোন কোন পত্রের গ্রাহক।
ইংরাজী-সংস্কৃত-হিন্দী গ্রন্থ অগণন
কোটির অধিক গীতা হয়েছে মুদ্রণ।
এত অল্প মূল্যে কোন প্রতিষ্ঠান আর
পারে নাই ধর্ম্মগ্রন্থ দিতে উপহার।
দেখিলেন ঘুরে ঘুরে প্রভু অতঃপর
অগণিত লীলাচিত্র অতি মনোহর।
রোগাক্রান্ত হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার
প্রভুর দর্শনে লভে আনন্দ অপার।
মৌনী সাধু একজন এই স্থানে থাকে
'প্রেমের ঠাকুর' প্রভু বলেন তাহাকে।
প্রভুরে দর্শন করি সাধু মহারাজ
মৌনব্রত ভঙ্গ করি কহিলেন আজ—
"তুমি সেই পরব্রহ্ম পুরুষ-উত্তম
আদি অন্তহীন তব লীলা অনুপম।
তুমি রাম গুণধাম—যেথা অবস্থান
সেই স্থান হয়ে ওঠে অযোধ্যা সমান।"
আবেগে জড়িয়ে ধরে প্রভুরে কখন
শ্রীচরণ ধূলি করে মস্তকে ধারণ।
প্রভুর উদ্দেশ্যে সাধু কহে পুনরায়

"বৃন্দাবনে শ্যাম তুমি রাম অযোধ্যায়।"
বহু ভক্ত আসি করে শ্রদ্ধা নিবেদন
ভাগ্যবান কেহ দীক্ষা করিল গ্রহণ।
সন্ধ্যাকালে বাষ্পযানে করি আরোহণ
বিঠুরের অভিমুখে করেন গমন।
পথিমধ্যে লক্ষ্ণৌয়েতে মেজর প্যান্তন
বহুজন সহ শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
স্বল্পকাল পরে যান এল কানপুর
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু এলেন বিঠুর।
বিঠুরে যাবার পথে করেন দর্শন
হেথায় হয়েছে অতি উত্তম বর্ষণ।
কহিলেন প্রভু তাই—"একি বঙ্গদেশ?"
নাই যেথা সদাচার ধরমের লেশ।
বিজাতীয় বেশ ধরে ছেলেরা সেখানে
অনেকেই ধুতি শাড়ী পরিতে না জানে।
ফ্রক পরে থাকে সব বুড়ো বুড়ো মেয়ে
অনাচারে ব্যভিচারে দেশ গেছে ছেয়ে।
এখানে এখনো ধর্ম্ম লোপ পায় নাই
যথাকালে বারিপাত হয় হেথা তাই।"

বিঠুরেতে চাতুর্ম্মাস্য প্রভুর এবার
স্থানীয় ভক্তের তাই আনন্দ অপার।
আষাঢ় সংক্রান্তি দিনে হল অধিবাস
চলিবে অখণ্ড নাম দীর্ঘ চারি মাস।
সহরের বহু দূরে নিরালা এ স্থান
নাই হেথা যথাযোগ্য বাজার দোকান।
কানপুরে যেতে হয় নিত্য প্রয়োজনে
গাড়ীর অভাববোধ হয় ক্ষণে ক্ষণে।
সেবকের দল তাই জীপ ক্রয় তরে
প্রার্থনা জানায় আসি প্রভুর গোচরে।
কহিলেন শিষ্যগণে লীলাময় ত্বরা—

"হয়েছে পূৰ্ব্বেই রিক্সা বজরা ক্রয় করা।
কিনিতে প্রচার তবে ভ্যান একখানা
গোবিন্দের মনে ছিল প্রবল বাসনা।
ঠাকুরের হয় নাই ইচ্ছা সে সময়
প্রচারের ভ্যান তাই হয় নাই ক্রয়।
তবে যদি ঠাকুরের অভিপ্রেত হয়
জীপগাড়ী এইবার হবে সুনিশ্চয়।"
কয়েক সহস্র মুদ্রা শকটের মূল্য
স্বেচ্ছায় সেবকবৃন্দ করে আনুকূল্য।

বৈদ্যুতিক আলো নাই বিঠুর অঞ্চলে
রাত্রিকালে অসুবিধা হয় তার ফলে।
বহু শত মুদ্রা ব্যয় বিজলী প্রেরণে
সরকার সম্মত না হয় সে কারণে।
বিঠুরে এসেই প্রভু কহেন সবারে—
"ঠাকুরের কিবা ইচ্ছা কে বলিতে পারে।
এক কোণে পড়ে থাকে আশ্রম-সেবক
বিজলীবাতির তার কিবা আবশ্যক।
এবার এসেছি মোরা হবে চাতুর্ম্মাস্য
অচিরে বিজলীবাতি আসিবে অবশ্য।"
এ কথার পর গেল সপ্তাহ কেবল
বিঠুর বিদ্যুতে ওঠে করি ঝলমল।

এমন তড়িৎগতি আসিবে তড়িৎ
এ ছিল সবার যেন কল্পনা-অতীত।
অনন্ত তোমার লীলা তুমি সত্যময়
শ্রীমুখের বাণী কভু ব্যর্থ নাহি হয়।
তব বাক্য নাশে দুঃখ করে মোক্ষ দান
তব বাণী দেয় আনি অশেষ কল্যাণ।
কৃপার কাঙাল এই দাস জনার্দ্দনে
করে লও যোগ্য তব আদেশ পালনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯৯

।। বিঠুরে চাতুর্ম্মাস্য লীলা—১৩৭১।। সারমেয় সংবাদ।।
।। মিস্ত্রী ভগবান।। অন্নছত্র।। ভোজন লীলা।। শয়ন লীলা।।
।। গুরুসেবা।। থলে কল।। বস্ত্র বিদারণ-লীলা।।
।। অর্থ প্রার্থনা নাই—প্রত্যাখ্যানও নাই।।

বিঠুরেতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময়
অভিনীত হয় কত লীলা মধুময়।
শেষ রাতে শৌচ-আদি করি সমাপন
তুলসীপত্রের রস করেন সেবন।
শ্রীহস্তে ওঙ্কারদণ্ড লয়ে অতঃপর
অদূরে গঙ্গার দিকে হন অগ্রসর।
কতিপয় শিষ্যভক্ত হারিকেন হাতে
অন্ধকার পথে চলে পশ্চাতে পশ্চাতে।
গঙ্গা দরশন করি স্পর্শি পূত বারি
তীরবর্ত্তী মন্দিরেতে যান তাড়াতাড়ি।
আশ্রমের অল্প দূরে গঙ্গার উপর
জীর্ণ এই শিবালয় শোভে মনোহর।
সম্মুখভাগেতে গঙ্গা বহে ছল্ ছল্
পাশে জ্বলে শ্মশানেতে চিতার অনল।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে হেথা বসি নিরালায়
ধ্যানে রন নিমগন চারি ঘণ্টা প্রায়।
অতঃপর সেবানন্দ ধ্যানভঙ্গ তরে
স্বল্প দূরে থেকে নাম সঙ্কীর্ত্তন করে।
অচিরে আসেন প্রভু কুটীর বাহিরে
সুরু হয় পরিক্রমা মন্দিরে মন্দিরে।
ভক্তগণ চলে সঙ্গে করি সঙ্কীর্ত্তন
কুকুর একটি সাথে রহে সর্ব্বক্ষণ।
সঙ্গীরা তাড়ায় কত করে দূর্-দূর্
তবু না প্রভুর সঙ্গ ছাড়ে সে কুকুর।

একদিন প্রাতে প্রভু ছাড়ি ধ্যানাসন
আশ্রমে জরুরী কার্য্যে করেন গমন।
শ্বেত সেই সারমেয় এই অবসরে
বসিল নিঃশঙ্ক চিত্তে ধ্যানাসন 'পরে।
পদদ্বয় প্রসারিত দৃষ্টি গঙ্গা পানে
মনে হয় সে তন্ময় সুগভীর ধ্যানে।
আশ্রমেতে কার্য্যাবলী হলে সমাপন
শিবালয়ে পুন প্রভু উপনীত হন।
কুকুরের দেখি হেন দুষ্ট ব্যবহার
ব্রহ্মানন্দ তোলে দণ্ড করিতে প্রহার।
বাধা দিয়ে প্রভু ক'ন—"মেরো না মেরো না
আসন উপরে বসি করে ও সাধনা।"

রাম-সীতা-বাল্মীকির মন্দির সমূহ
ভ্রমেন প্রত্যহ প্রভু সঙ্কীর্ত্তন সহ।
মন্দিরে পূজারীবৃন্দ কুসুম চন্দনে
পূজে পদ-অরবিন্দ আনন্দিত মনে।
আশ্রমেতে ফিরে এসে প্রভু সীতারাম
সবারে সুযোগ দেন করিতে প্রণাম।
প্রণামের পর সুরু স্নানের পরব
বালতি হাতে চলে সাথে সন্তানেরা সব।
গঙ্গাস্নান অন্তে জল আনে পাত্র ভরে
প্রভুও আনেন জল এক ঘড়া করে।
অতঃপর ফলভোগ হলে সমাপন
চারিদিক ঘুরে সব করেন দর্শন।
বহু জীর্ণ মন্দিরের চলে মেরামত
নির্ম্মাণ চলিছে নাটমন্দির বৃহৎ।
এক এক স্তম্ভ মিস্ত্রী গড়ে বহু শ্রমে
ভেঙ্গে ফেলে পরক্ষণে অবলীলাক্রমে।
গোড়া থেকে পুনরায় করে নিরমাণ
কহিলেন প্রভু—"এই মিস্ত্রী ভগবান।

অবিরাম ভাঙ্গে আর গড়ে নিজমনে।"
করেন কৌতুক হেন নিত্য ক্ষণে ক্ষণে।

যার নাই কোন গতি নাহিক আশ্রয়
তার লাগি কাঁদে সদা প্রভুর হৃদয়।
শত শত নরনারী অন্ন-বস্ত্রহীন
আশ্রমে প্রসাদ পেতে আসে প্রতিদিন।
মধ্যাহ্নের অন্নভোগ হলে নিবেদন
খেতে বসে সেই সব নর-নারায়ণ।
উপস্থিত অভ্যাগত সাধুসন্তগণে
ভোজন করান হয় অতীব যতনে।
সর্ব্বাগ্রে কুকুরদের হয় আবাহন,
মাঝে মাঝে প্রভু নিজে করান ভোজন।
পাতা করে দেয়া হয় দূরে এক পাশে
কুকুরের দল খায় পরম উল্লাসে।
শিষ্যদের পাতে অন্ন হলে বিতরণ
প্রভু গিয়ে স্বল্প মাত্র করেন গ্রহণ।
অচিরে প্রসাদ আসে শিষ্যভক্ত তরে
সকলে ভোজন করে তৃপ্তি সহকারে।
নামমঞ্চ পার্শ্বে বসি প্রভু অতঃপর
পড়েন পত্রাদি আর বলেন উত্তর।
শিষ্যদের সাথে বসি অতি দীর্ঘক্ষণ
'মকার-বাবা'র ভ্রম চলে সংশোধন।
বিশ্রামের তরে জোটে স্বল্প অবসর
পাঠের সংকেত ধ্বনি বাজে অতঃপর।
সুরু হয় ভগবদ্-গীতার স্বাধ্যায়
প্রথমে পড়েন তার একটি অধ্যায়।
পড়েন মধুর কণ্ঠে এক এক পংক্তি
পশ্চাতে ব্রাহ্মণগণ করে তা আবৃত্তি।
শ্রীগঙ্গানন্দের পাঠ অতীব সরস
সুর করি পড়ে 'রামচরিতমানস'।

বহু গ্রন্থরত্ন পাঠ চলে দীর্ঘক্ষণ
ভক্তগণ একমনে করয়ে শ্রবণ।
পাঠশেষে লীলাময় প্রভু পুনরায়
গঙ্গাতীরে শিবালয়ে যান নিরালায়।
এক ঘণ্টা প্রায় সেথা ধ্যান মগ্ন র'ন
সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে শিষ্যভক্তগণ।
আশ্রমেতে এসে রাত্রি আটটার পর
অখণ্ড নামের দিকে হন অগ্রসর।
প্রভুর ইঙ্গিতে সবে সানন্দ অন্তরে
মহানাম সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করে।
বহু কণ্ঠে চলে নাম বিরামবিহীন
নৃত্য সহ করে সবে মঞ্চ প্রদক্ষিণ।
হাত তুলে ইসারায় প্রভু ক্ষণে ক্ষণে
করেন উৎসাহ দান কীর্ত্তনীয়াগণে।
মহানন্দে মত্ত হয়ে নামকারীগণ
বাহু তুলে নৃত্য করে অতি দীর্ঘক্ষণ।
কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ উদর পুরিয়া
সানন্দে ভোজন করে রুটি ও ডালিয়া।
শয়ন করিতে সবে যায় অতঃপর
প্রভুর বিশ্রামে নাহি জোটে অবসর।
পত্রসেবা কার্য্যাদিতে শীঘ্র রত হন
দীর্ঘক্ষণ ধরি চলে লিখন পঠন।

তুলসীপাতার রস আর গঙ্গাজল
আহার্য্যের তালিকায় রাত্রিতে কেবল।
সকাতরে তাই করে সবে নিবেদন—
"দুপুরে তো নামমাত্র করেন গ্রহণ।
সে আহারে নাহি ভরে পক্ষীর উদর
কি কারণ অনশন রাতে তারোপর!
শ্রীচরণে খিন্ন মনে জানাই প্রার্থনা—
রাতে নিন প্রতিদিন রুটি দুই খানা।"

উত্তরে কহেন ত্বরা প্রভু লীলাময়—
"ক্ষুধা এ মানব দেহে ব্যাধি বই নয়।
রোগজ্বালা নিরাময়ে ঔষধ যেমন
তেমনি এ ক্ষুধারোগে আহার্য্য গ্রহণ।
এ দেহযন্ত্রটি খুব হয়েছে প্রাচীন
ক্ষুধাতৃষ্ণা কম তাই হয় দিন দিন।
যতটুকু পারি খেতে করি তা গ্রহণ
বেশী এ-র গ্রহণের নাই প্রয়োজন।"
আবার কহেন কভু সহাস্য বদনে—
"সব মুখে মহাসুখে খায় এক জনে।
সর্ব্বত্র একের খেলা দুই কিছু নাই
বলেছেন শ্রীগীতায় ভগবান তাই—
'জঠরাগ্নি রূপে জীবদেহের ভিতর
প্রাণাপান যুক্ত হয়ে থাকি নিরন্তর।
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় যা কিছু যে খায়
পরিপাক করি আমি সেই সমুদায়।"*
কভু রাত বারটায় কভু দুইটায়
শয়ন করেন প্রভু কম্বল শয্যায়।
শ্রীনামের মঞ্চ তাঁর শয়ন-আগার
বোঝা ভার নিদ্রা আর জাগরণ তাঁর।
যখনি স্তিমিত হয় শ্রীনামের ধ্বনি
মুহূর্ত্তের মধ্যে জেগে ওঠেন তখনি।

আশ্রমেতে দুর্গাপূজা হল সাড়ম্বরে
বাংলা থেকে মূর্ত্তি এল বাষ্পযানে চড়ে।
কালী-লক্ষ্মীপূজা থেকে রাস মহোৎসব
একে একে অনুষ্ঠিত হল হেথা সব।
বাইশে কার্ত্তিক হতে তেসরা অঘ্রাণ
চারিটি বৃহৎ যজ্ঞ হল অনুষ্ঠান।
নানা স্থান হতে বহু বেদজ্ঞ পণ্ডিত
যজ্ঞ উপলক্ষ্যে হেথা হন উপস্থিত।

* শ্রীগীতা ১৫/১৪

"পর পর চারি যজ্ঞ পূর্ব্বে আর কভু
হয় নাই অনুষ্ঠিত"—কহিলেন প্রভু।
পূজার সময় হতে ভিড় বেড়ে চলে
দূর দূর থেকে শিষ্য আসে দলে দলে।
আশ্রমে ও আশেপাশে ঠাঁই নাই কোথা
সে কারণ হল বহু তাঁবুর ব্যবস্থা।
তবু না সবার স্থান সংকুলান হয়
ধর্ম্মশালাদিতে নিল অনেকে আশ্রয়।
সবাকার কত কষ্ট কত অসুবিধা
আনন্দের স্রোতে তবু নাহি পড়ে বাধা।
আনন্দময়ের স্পর্শে শিষ্যভক্তগণ
দুঃখকষ্ট অসুবিধা হয় বিস্মরণ।
প্রভুরও আনন্দ যেন না মানে বাঁধন
অজস্র ধারায় কৃপা করেন বর্ষণ।

শ্রীগুরুর পাদপদ্ম সেবি ভক্তিভরে
সহজে পরমাগতি জীব লাভ করে।
প্রভুর আদর্শ ত্যাগ—নাই সেথা ভোগ
সাক্ষাৎ সেবার তাই সীমিত সুযোগ।
আশ্রম সেবার কার্য্যে করি নিয়োজিত
শিষ্য আর ভক্তগণে করেন কৃতার্থ।
কেহ বয়ে আনে ইট কেহ জল আনে
কেহ রত ছোটখাট গৃহ নিরমাণে
সারি সারি বৃক্ষ করে কেহ বা রোপণ
কেহ করে তরু-মূলে সলিল সিঞ্চন।
একদল কাটে মাটি বহে অন্য দল
উঁচু নীচু স্থান সব হয় সমতল।
একাধিক ভৃত্য যার নিত্য সেবা করে
জল গ্লাস নাহি খায় স্বহস্তে যে ভরে,
আয়েশী বিলাসী সেই উচ্চবিত্তগণ
সানন্দে এসব কর্ম্ম করে সম্পাদন।

সুকৌশলে করা হয় করম সকল
মাটি বহিবার জন্য আছে 'থলেকল'।
কীভাবে এ থলেকল হল আমদানী
তার মূলে আছে এক বিচিত্র কাহিনী।
সরল ভাষায় প্রভু করেন বর্ণন—
"রবিবার হবিষ্যান্ন করেছি গ্রহণ।
সেদিন সোনারপুরে গুলুর বিয়েতে
গুরুদেব বলিলেন অধমেরে যেতে।
নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাই হয়ে পুরোহিত
গেলাম সোনারপুরে বরের সহিত।
কনের বাড়ীতে গিয়ে বিস্মিত সকলে
চারিদিক অন্ধকার—ক্ষুদ্র বাতি জ্বলে।
এ প্রকার অভাবিত দেখি হালচাল
ক্ষুব্ধ হয় অতিশয় ঘটক রাখাল।
কন্যাপক্ষ সাথে তার হইল কলহ
রাখাল কহিল—'হেথা হবে না বিবাহ।
ফাঁকি দিয়ে চায় কার্য্য করিতে সাধন,
চল মোরা এইবার করি পলায়ন।
মলত্যাগ ছল করি বর ধীরে ধীরে
গাড়ু হাতে আচম্বিতে আসিল বাহিরে।
অপর সকলে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
একে একে নেমে এল পথে অচিরাৎ।
গৃহস্থেরে উচ্চস্বরে গুলু হেঁকে বলে—
রহিল তোদের গাড়ু হেথায় জঙ্গলে।'
সবে মিলি কলিকাতা এল তাড়াতাড়ি
অবস্থান বন্ধুবর প্রবোধের বাড়ী।
পরদিন গুরুদেব এলেন তথায়
গুলুর বিবাহ ঠিক হল পুনরায়।
তিন চার দিন পর গিয়ে বোলপুর
নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হল বিবাহ গুলুর।
স্বল্পদূরে অবস্থিত শান্তিনিকেতন

এই অবসরে সেথা করিনু ভ্রমণ।
দেখিলাম একদল কলেজের ছেলে
বহন করিছে মাটি অপূর্ব্ব কৌশলে।
থলির দু'পাশে বাঁশ দুইখণ্ড জুড়ি
অপরূপ 'থলেকল' করেছে তৈয়ারী।
চাপিয়ে প্রচুর মাটি থলির উপরে
দু'জনে বহন করে বংশদণ্ড ধরে।
দেখি সেই 'থলেকল' অতি চমৎকার
আমরাও সুরু করি ব্যবহার তার।"

ভূপেশ নামেতে এক ধনাঢ্য সন্তান
এক দিন ছিন্ন গেঞ্জি করে পরিধান।
জোরে জোরে টানি সেই জীর্ণ গেঞ্জিটিরে
রঙ্গময় প্রভু দেন ভাল করে ছিঁড়ে।
মহানন্দে করে সবে লীলা দরশন
কারো মুখে বাক্য নাহি হয় নিঃসরণ।
স্বল্প পরে শ্রীভূপেশ শুধায় প্রভুরে—
"ভাল গেঞ্জি পাওয়া যায় কিনতে কানপুরে?"
উত্তরে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
"সে বিষয়ে তোকে কিছু ভাবিতে না হবে।
ভাঙ্গিতে যে জন পারে সে পারে গড়িতে
যে ছেঁড়ে সে পারে না কি ব্যবস্থা করিতে!"
অচিরে ভূপেশ পাল কহে উচ্চস্বরে—
"যার যার গেঞ্জি ছেঁড়া এস ত্বরা করে।"
সহাস্য বদনে প্রভু কহেন তখন—
"সে দিন আশ্রমে সাধু এল একজন
অকস্মাৎ অতিশয় জোরে জোরে টানি
ছিঁড়িলাম পরিহিত তার বস্ত্রখানি।
অসহায়ভাবে সাধু দীর্ঘক্ষণ ধরে
রহিল তাকিয়ে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে।
কহিলাম সাধুজীরে স্বল্প কাল পর—

'কাপড়ের শোকে খুব হয়েছ কাতর ?
সাধুর না শোভা পায় হেন আচরণ
সকল ভুলিয়া লও তাঁহার শরণ।
তাহলে রবেনা আর কোনও ভাবনা।
দেয়া হল তারে শেযে বস্ত্র একখানা।"

রাম-সীতা প্রভৃতির স্মৃতি বিজড়িত
মন্দির-আশ্রম হেথা আছে অগণিত।
চলিছে ধ্বংসের পথে সংস্কার অভাবে।
শত শত মুদ্রা করি অকাতরে ব্যয়
সংস্কার করান প্রভু সেই সমুদয়।
শ্মশানেতে প্রতিদিন হয় শবদাহ
বিশ্রামাদি লাগি সেথা নাই কোন গৃহ
"যে বাবারা" আসে সেই শবদাহ তরে
অতিশয় কষ্ট পায় রোদ-জল-ঝড়ে।
দ্বিতল ভবন এক নির্ম্মাণের তরে
জাগিল সংকল্প তাই প্রভুর অন্তরে।
নিম্নতল হবে শবযাত্রীদল তরে,
শ্মশানকালীর হবে প্রতিষ্ঠা উপরে।
জাগে চিতে হেন কত সংকল্প মহান
ভক্তগণ সযতনে করে রূপদান।
হাজার হাজার মুদ্রা হয় প্রয়োজন
অর্থব্যয়ে প্রভু কভু কুণ্ঠিত না হন।
নাহি জাগে চিত্তে তাঁর অর্থের ভাবনা
না করেন কারো কাছে অর্থের প্রার্থনা।
অনুরাগী ভক্ত আর আশ্রিত সন্তান
ধন্য হয় স্ব-ইচ্ছায় করি অর্থ দান।
দীনতম শিষ্য ভক্ত শ্রম দান করে
গ্রহণ করেন প্রভু তাহাই সাদরে।
হাজার হাজার মুদ্রা কেহ আসে দিতে
গ্রহণ করেন তাও অকুণ্ঠিত চিতে।

কখন কহেন হাসি প্রভু রঙ্গময়—
"'এ' তো সে পরমহংস রামকৃষ্ণ নয়।
'টাকা মাটি মাটি টাকা'—'এ' কভু না বলে
মুদ্রার পরশে 'এ'-র অঙ্গ নাহি জ্বলে।
অথবা 'এ' নয় তো সে শচীর কুমার
অর্থে অনাসক্তি যাঁর অসীম অপার।
'এ' অতি বৃহৎ এক রাঘব বোয়াল
আপাদমস্তক জুড়ি উদর বিশাল।
অর্থেতে অরুচি 'এ'-র না হয় কখন
যত পায় নির্দ্বিধায় করে 'এ' গ্রহণ।"
অতি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড যাঁর পরিধান
তুলসী পত্রের রস আহার্য্য প্রধান,
ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে যাঁর তৃপ্তি চিরকাল
অবশ্যই তিনি এক রাঘব বোয়াল!

রাঘব বোয়াল তুমি নাহিক সংশয়
তুমি যে রয়েছ প্রভু সারা বিশ্বময়।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রকাণ্ড উদর
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তব তাই ভয়ঙ্কর।
কৃপা করি কর গ্রাস দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই যুগে যুগে ও রাঙা চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০০

।। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিক্রমা—১৩৭১।।

।। ভক্ত (প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী ও পাগলা বাবা) সাথে মিলন'।।

বিঠুরের লীলা শেষে ছয়ই অঘ্রাণ
সুরু হল নবোদ্যমে প্রচারাভিযান।
অর্ধশত প্রায় ভক্ত শিষ্যের সহিত
গোয়ালিয়রেতে অগ্রে হন উপস্থিত
'শ্রী' সম্প্রদায়ের পূজ্য মোহন্ত প্রধান
দাস জগন্নাথ হেথা করে অবস্থান।
সম্প্রদায়ে সর্ব্বোপরি মোহন্তের স্থান
প্রভু তাই দেন তাঁরে সুযোগ্য সম্মান।
শ্রদ্ধার সহিত করি প্রণাম মোহন্তে
নিলেন প্রসাদ তাঁর ভোজনের অন্তে।
দরশন আশে হেথা আসি মহারাণী
পূজিল প্রভুর রাঙা চরণ দু'খানি।
হেথায় দিবসদ্বয় করি অবস্থান
পৌঁছিলেন বৃন্দাবনে নয়ই অঘ্রাণ।
মাল্যবতী আশ্রমের সেবিকা সকল
প্রভুসঙ্গ লাভে মহা আনন্দে বিহ্বল।
স্নান সারি তাড়াতাড়ি যমুনার নীরে
গোবিন্দ দর্শন লাগি গেলেন মন্দিরে।
সন্ধ্যাকালে লয়ে পুন শিষ্যভক্তগণে
গেলেন আনন্দময়ী মায়ের দর্শনে
বৃহৎ এলাকা জুড়ে মায়ের আশ্রম
প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম।
প্রভুর এ অভাবিত শুভ আগমনে
উথলে আনন্দধারা আশ্রম প্রাঙ্গণে।
অবিলম্বে আসি মাতা পরম আদরে
বসান প্রভুরে উচ্চ সুখাসন 'পরে।

মা'র অনুরোধে প্রভু দিলেন ভাষণ
বলিতে বলিতে শেষে সমাধিস্থ হন।
বিদায়ের লগনেতে কহিলেন হাসি—
"দাও মাগো অনুমতি এবে মোরা আসি।"
ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে মাতা কহেন সত্বর—
"বাবার অপার কৃপা কন্যার উপর।
ছোট এই মেয়েটিরে দিতে দরশন
নাম সঙ্কীর্ত্তন সহ শুভ পদার্পণ।"
বৃন্দাবন ধামে করি রজনী যাপন
দিল্লী হয়ে জয়পুরে করেন গমন।
মানসিংহ-ঝালা আর যোশীজী প্রভৃতি
বহু জনে শ্রীচরণে জানায় প্রণতি।
ঝালাজী যতনে তার নূতন ভবনে
নিয়ে গেল প্রভু আর সঙ্গী শিষ্যগণে।
হেথাকার সুবিখ্যাত গোবিন্দ মন্দিরে
সদলে দর্শন আশে গেলেন অচিরে।
শ্রীনামকীর্ত্তন সহ প্রভু পুনরায়
গোবিন্দের মন্দিরেতে গেলেন সন্ধ্যায়।
পরদিন প্রাতঃকালে লয়ে সঙ্গীগণ
শিলাদেবী দরশনে করেন গমন।
রাজার প্রাসাদ শোভে পাহাড়ের 'পর
তার মাঝে শিলাদেবী অতি মনোহর।
যশোরে ছিলেন এই কালীরূপা মাতা
যশোরেশ্বরী নামে তাই পরিচিতা।
মন্দিরের পুরোহিত বাঙ্গালী সজ্জন
প্রভুর চরণে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
জয়পুরে দুই দিন প্রচারের পর
তেরই অগ্রাণ প্রভু গেলেন পুষ্কর।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শিষ্য-ভক্তদল
ধন্য হয় স্পর্শি রাঙা চরণ কমল।
শ্রীনামের দল নিয়ে প্রভু অতঃপর

করিলেন পরিক্রমা সমগ্র পুষ্কর।
পরদিন হেথা হতে লয়ে সঙ্গীদলে
চলিলেন বাষ্পযানে সুদূর উৎকলে।
পুরী সহ বহু স্থানে করি নাম দান
পৌঁছিলেন বঙ্গদেশে ছাব্বিশে অঘ্রাণ।
ভক্তগণে কৃপা করি হাওড়া ষ্টেশনে
সত্বর গেলেন বালী কেদার ভবনে।
শত শত নরনারী ব্যাকুল অন্তরে
আছে হেথা অপেক্ষিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরে।
ভক্তদের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ
অপরাহ্নে এল বৈদ্য নলিনীরঞ্জন।
কালীপদ তর্কাচার্য্য আর নারায়ণ।
সনাতন শাস্ত্র আর গোরক্ষা বিষয়
হল বহু আলোচনা সুদীর্ঘ সময়।

শিষ্যদের কন্যাদায় তাঁরই যেন দায়
তাঁকেই করিতে হয় উদ্ধার উপায়।
দায় নাহি মেটে তাঁর বিয়ে ঠিক করে
যেতে হয় ছুটে ছুটে বিয়ের বাসরে।
বিঠুরেতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময়
করেছেন ঘটকালি প্রভু লীলাময়।
সেই সব শুভকর্ম্ম আজি শুভক্ষণে
অনুষ্ঠিত হবে নানা ভক্তের ভবনে।
প্রভুর বিশ্রাম নাই ক্ষণকাল তরে
যেতে হবে তাঁকে সব বিবাহ বাসরে।
প্রথমে হাজির হন হাওড়ায় তাই
দ্বিতীয় বিবাহ ক্ষেত্র অদূরে জনাই।
তৃতীয় গন্তব্যস্থল ব্রজনাথধাম
পৌঁছিলেন শেষ রাতে প্রভু সীতারাম।
নব দম্পতিরে করি আশীষ বর্ষণ

তৈলযানে ত্বরা করি বহির্গত হন।
নবগ্রামে আর এক বিবাহ বাসরে
পৌঁছিলেন পরদিন দুপুরের পরে।
বর-কনে ততক্ষণে চড়ি বাষ্পযান
নিজগৃহ অভিমুখে করেছে প্রস্থান।
গ্রামের অখণ্ড দুটি কীর্ত্তনের স্থলে
নাম সহ পদার্পণ করেন সদলে।

অন্তিমশয্যায় বৃদ্ধ ভক্ত সন্তদাস
শ্রীচরণ দরশনে তীব্র অভিলাষ।
সুদীর্ঘ দুর্গম পথ করি পর্য্যটন
ভক্তাধীন প্রভু তারে দেন দরশন।
এলেন সদরঘাটে রাত্রি বারটায়
এত রাতে খেয়া তরী পাওয়া নাহি যায়।
সানন্দ অন্তরে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ
নদীতীরে রাত্রিটুকু করেন যাপন।
সারাদিনে ভোজনের নাই অবকাশ
রাত্রিতে বিশ্রাম তরে বৃক্ষতলে বাস
এভাবে আহার নিদ্রা ত্যজি দিনরাত
জগৎকল্যাণে করে প্রভু প্রাণপাত।
চারদিন বাঙলাতে প্রচারের পর
কৃপা বিতরিতে পুন গেলেন পুষ্কর।
রাজস্থানে দিকে দিকে প্রচারের শেষে
ওঙ্কারেশ্বরে যান পৌষের একুশে।
আরো বহু স্থানে প্রভু প্রচারি শ্রীনাম
এলেন পঁচিশে পৌষ বারাণসী ধাম।
অতঃপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কারণ
তারিঘাট অভিমুখে করেন গমন।
গুরুমাতা পুত্রকন্যা প্রভৃতি সহিত
পৌষের আটাশে সেথা হন উপস্থিত।
সংক্রান্তির দিন এক শিষ্যের আগ্রহে

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হল মহাসমারোহে।
ঐ দিনই রাত্রিকালে চড়ি বাষ্পযানে
করিলেন যাত্রা প্রভু বঙ্গদেশ পানে।
রাণীগঞ্জে নবগ্রামেকরি পদার্পণ
এলেন মগরাস্থিত 'আনন্দ-কানন'।
সনৎ দত্তের গৃহে বামুনপাড়াতে
শ্রীনাম প্রতিষ্ঠা হল পরদিন প্রাতে।
এল হেথা দর্শনার্থী হাজার হাজার
অতঃপর যান প্রভু সেহাড়াবাজার।
মাঘের পঞ্চম দিনে প্রচার কারণ
গরিফা নামক স্থানে উপনীত হন।
সকালেই লোকারণ্য হল চারিধার
দর্শনার্থী এল প্রায় পঁচিশ হাজার।
দীক্ষার্থী সংখ্যায় পাঁচ শতের অধিক
হরিনামে মুখরিত হল দশ দিক।
দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরি প্রভু অবিরাম
গ্রহণ করেন সব ভক্তের প্রণাম।
রাত্রিকালে বাষ্পযানে করি আরোহণ
সিউড়ী নামক স্থানে করেন গমন।
অন্য বহু স্থানে কৃপা বিতরণ শেষে
নয়ই করেন যাত্রা প্রয়াগ উদ্দেশে।
পরদিন যথাকালে প্রভু লীলাময়
এলেন এলাহাবাদে শম্ভুর আলয়।
প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী সাধক সজ্জন
পত্রযোগে প্রভু পাশে করে নিবেদন—
"বৃন্দাবনে বর্ষকাল করি অবস্থান
সযত্নে গো-সেবা ব্রত করি অনুষ্ঠান।
স্বল্পকাল মধ্যে ব্রত হলে সমাপন
মাসব্যাপী মহোৎসব হবে সম্পাদন।
বিভিন্ন প্রদেশবাসী সাধুসন্তগণ
সশিষ্যে করিবে এসে হেথায় কীর্ত্তন।

আপনিও শতাধিক ভক্তের সহিত
কৃপা করি হউন সে ক্ষেত্রে উপস্থিত।
তব শুভ আগমন প্রতীক্ষায় নিত্য
গণিবে প্রহর এই দীন প্রভুদত্ত।...”

পূর্ব্বসূচী অনুসারে দুই দিন পর
প্রভু পদস্পর্শে ধন্য মোরাদনগর।
ভোগশেষে তৈলযানে যান বৃন্দাবন
সেই রাতে বংশীবটে উপনীত হন।
সাধক-প্রবর অতি আনন্দিত মনে
ভক্তিভরে নতি করে প্রভুর চরণে।
ভূলুণ্ঠিত প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীরে
আলিঙ্গন দেন প্রভু সাদরে অচিরে।
ব্রহ্মচারী প্রতি প্রভু কহেন তখন—
“আপনার গাভী সব করিব দর্শন।”
সযত্নে প্রভুর হস্ত ধরি ভক্তবর
নিয়ে এল গোশালায় অতীব সত্বর।
একে একে দেখিলেন বহু গাভী হেথা
দেখিলেন গো-সেবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।
প্রভুদত্ত কহে ত্বরা—“আপনার সব
আপনারই ব্রত আর আসন্ন উৎসব।
আপনার এ আশ্রম আমি আপনার
আপনার 'পর এই উৎসবের ভার।”
শ্রীচরণ স্পর্শি ভক্ত কহে পুনর্ব্বার—
“উৎসবেতে উপস্থিতি চাই আপনার।
করুন সার্থক মোর ক্ষুদ্র আয়োজন।”
উত্তরে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
“এ-র পক্ষে যোগদান সম্ভব না হবে।
প্রচারের শেষে করি বিঠুরে গমন
মাঘের একুশ হতে মৌনাবলম্বন।
পূর্ব্ব হতে নির্দ্ধারিত এই কার্য্যক্রম

সে সংকল্প তেয়াগিতে নিতান্ত অক্ষম।
অবশ্যই আসি 'এ'র শিষ্যভক্তগণ
উৎসবের নামে অংশ করিবে গ্রহণ।"
ভক্তবর অতঃপর করিল অর্পণ
ফলমূল সহ এক কম্বল নূতন।
সহাস্য বদনে প্রভু কহেন তখন—
"করেছেন নিজে চট অঙ্গেতে ধারণ।
এনেছেন 'এ'র তরে কম্বল সুন্দর!"
প্রত্যুত্তরে প্রভু-পদ স্পর্শে ভক্তবর।
ব্রহ্মচারিজীর ত্যাগ অতি চমৎকার
বিনয় ভকতিযুক্ত মিষ্ট ব্যবহার।
দীর্ঘ এক বর্ষ কাল চট পরিধান
আহার গোদুগ্ধ মাত্র স্বল্প পরিমাণ।
গোমাতার সেবা যত্ন নিত্য নিজ হাতে
প্রাতে উঠে যান মাঠে গোধন চরাতে।
ব্রহ্মচারী অবশেষে করে নিবেদন—
"পাগ্‌লা বাবা যাচে তব পুণ্য দরশন।"
দয়াময় প্রভু কয়—"এ-ও তাঁকে চায়
এখনি যাইব—"তিনি আছেন কোথায়?
ব্রহ্মচারী কহে—"রাত্রি হয়েছে গভীর
কৃপা করি প্রাতে পুন হবেন হাজির
স্বল্পকাল তরে মোর উৎসব প্রাঙ্গণে
দিতে হবে পদধূলি—মিনতি চরণে।"
প্রভু ক'ন—"এ' তখন তৈলযানে চড়ে
যেতে চায় পুনরায় মোরাদনগরে।
অগণিত ভক্ত সেথা র'বে প্রতীক্ষায়
প্রাতে আর আসিবার নাহিক উপায়।"
ব্রহ্মচারী এ সবে না করি কর্ণপাত
প্রার্থনা জানায় পুন জুড়ি দুই হাত।
ভকতের প্রেমডোরে বদ্ধ ভগবান
করিলেন অবশেষে সম্মতি প্রদান।

প্রভুর নির্দ্দেশে ত্বরা সঙ্গীশিষ্যগণ
সুললিত কণ্ঠে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
বিদায় গ্রহণ করি নামের মাধ্যমে
রাত্রি প্রায় বারটায় এলেন আশ্রমে।

যমুনার পরপারে উৎসবের স্থলে
পরদিন প্রাতে প্রভু গেলেন সদলে।
প্রভুদত্তে করি সেথা কৃপা বরিষণ
স্বল্প পরে বংশীবটে করেন গমন।
আসামের 'লীলানন্দ' সাধক মহান
বংশীবটে আশ্রমেতে করে অবস্থান।
'পাগলা বাবা' বলি সবে করে সম্বোধন
প্রভুর দর্শন লভি আনন্দে মগন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি কহিলা বাবাজী—
"কৃতার্থ হলাম তব পাদস্পর্শে আজি।
আমি তব শিশুপুত্র—পাগল অজ্ঞান
নিজগুণে দরশন করিলেন দান।
মূঢ় আমি অজ্ঞ আমি না জানি বন্দনা
কৃপা করি সব ত্রুটি করুন মার্জ্জনা।"
'বাবা'র নির্দ্দেশে তার শিষ্য একজন
গ্লাসেতে গরম দুধ করে আনয়ন।
প্রভুর সম্মুখে পাত্র করিয়া ধারণ
বাবাজী কহিলা—"এটা করুন গ্রহণ।"
কহিলেন লীলাময় প্রভু অচিরাৎ—
"খেতে হলে ধুতে হবে আগে মুখ হাত।
আহারের প্রচলিত নিয়ম কখন
সীতারাম স্বেচ্ছায় না করে উল্লঙ্ঘন।"
সবিনয়ে নিবেদন করে পাগ্‌লা বাবা—
"আপনার নিয়মের বাকী আর কী বা!
ফেলেছেন আপনি তো সব শেষ করে,
নিয়ম-কানুন সব আমাদের তরে।"

প্রভু ক'ন—"আচরণ যদি না 'এ' করে
শিখিবে কেমনে তবে এসব অপরে।"
ভক্তের প্রার্থনা প্রভু করিতে পূরণ
হাত মুখ ধুয়ে দুধ করেন গ্রহণ।
শিষ্য কহে—"আর দেরী নয় সমীচীন
গাড়ীর চাকার দশা বড়ই সঙ্গীন
সানন্দে পাগলা বাবা কহে তাড়াতাড়ি—
"আমার এখানে আছে দুইখানি গাড়ী।
এই গাড়ী আপনারই মোর কিছু নয়
নিয়ে যান দু'টি যান ওহে দয়াময়।"
কহিলা সেবক প্রতি—"এই বাবুটিরে
নিয়ে যাও গাড়ীঘরে সযত্নে অচিরে।
দয়াময় ঠাকুরের ব্যবহার তরে
দু'খানা মোটর গাড়ী দাও বের করে।"
শত এক মুদ্রা দিয়ে বিদায় লগনে
বাবাজী প্রণাম করে প্রভুর চরণে।
প্রভু ক'ন—"প্রয়োজন কী বা এই সবে?"
বিনয়ে পাগলা বাবা কহে অবিলম্বে—
"কি আছে আমার আমি কি করিব দান?
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি অনুষ্ঠান।"
শিষ্যভক্তগণ সহ প্রভু অতঃপর
পৌঁছিলেন যথাকালে মোরাদনগর।
বহু ভক্তে করি সেথা কৃপা বিতরণ
অতঃপর বিঠুরেতে শুভ পদার্পণ।
লব-কুশ-সীতা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার শেষে
মৌন ব্রতে হন রত মাঘের একুশে।

প্রভুর লীলার কথা অমৃত সমান
রোগ-শোক-দুঃখ নাশি করে শান্তি দান।
স্মরি এ লীলার কণা অতি চমৎকার
দাস জনার্দ্দন নতি করে বার বার।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০১

।। রোগলীলা—১৩৭১-৭২।। জাহ্নবীকুঞ্জে অস্ত্রচিকিৎসা।।

।। কেন্দ্রীয় মঠের জমি সংগ্রহ—ভিত্তিস্থাপন—
নামকরণ—মহামিলন মঠ।।

বিঠুরেতে মৌনব্রতে রত লীলাময়
একে একে দিন আর রাত্রি গত হয়।
পাঁচই ফাল্গুন কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে
বাহিরে এলেন প্রভু দরশন দিতে।
পুণ্য দিনে স্পর্শে সবে অভয় চরণ
সমারোহে জন্মোৎসব হল উদ্‌যাপন।
ত্যজিলেন সর্ব্বসঙ্গ রাতে পুনরায়
ধীরে ধীরে দিন-পক্ষ-মাস কেটে যায়।
চৈত্রের তেইশে মৌন করিলেন ভঙ্গ
হঠাৎ আক্রান্ত হল ব্যাধিতে শ্রীঅঙ্গ।
ভক্তদের প্রার্থনায় চিকিৎসা কারণ
বৈশাখ মাসেতে বঙ্গে উপনীত হন।
শরীর দুর্ব্বল অতি ব্যাধি সুকঠিন
চলিল অজ্ঞাতবাস তাই বহুদিন।
প্রথমতঃ রামেশ্বর দাগার ভবনে
স্বল্পকাল অবস্থান একান্ত নির্জ্জনে।
'জাহ্নবী কুঞ্জে'তে প্রভু যান অতঃপর
গঙ্গাতীরে এইস্থান অতি মনোহর।
বিরাট প্রাসাদোপম দ্বিতল ভবন
পাশে গঙ্গা কলু কুলু বহে সর্ব্বক্ষণ
উদ্যানে কুসুম কত বিচিত্র বরণ
তুলসী কানন করে আনন্দ বর্দ্ধন।
প্রাসাদের বিলাসিতা ভাল নাহি লাগে
বনবাসে যান তাই নিত্য দিবাভাগে।
দ্বিতল হইতে নামি প্রভাত সময়

তুলসীকাননে যান প্রভু লীলাময়।
দিন কাটে গঙ্গাতটে তুলসীকাননে
প্রাসাদেতে যান রাতে বিশ্রাম কারণে।
কখন কখন ক'ন করি পরিহাস—
"দোতলার চেয়ে ভাল বৃক্ষতলে বাস।
রাজ্যসুখ ভুঞ্জে রাম কভু অযোধ্যায়
রাজ্যপাট ছাড়ি কভু বনবাসে যায়।"
কখন কহেন—"ভাগ্যে ছিল রাজযোগ
সে কারণে এইক্ষণে এত সুখভোগ।
কাজের ভিতর দুই—খাই আর শুই
আর নাম অবিরাম শুনে সুখী হই।
বরাতে যা আছে কেহ না পারে খণ্ডাতে
দিনেতে ভিখারী দীন আর রাজা রাতে।
বুড়ো বাবা মায়ী * নাম শোনে সর্ব্বক্ষণ
তাদের কীর্ত্তনযোগ ভগ্যের লিখন।"

সতর্ক প্রহরী দ্বারে রহে সর্ব্বক্ষণ
সহজে না প্রবেশিতে পারে কোন জন।
দর্শনার্থী শিষ্য আর ভক্ত বহু জন
দর্শন পিপাসা করে স্বেচ্ছায় দমন।
প্রভুর ব্যাধির কথা করি বিবেচনা
নীরবে নিয়ত সহে বিরহবেদনা।
কেহ বা উতলা অতি দরশন তরে
দ্বারদেশে বাধা পেয়ে অশ্রুপাত করে।
কহেন তাদের প্রতি প্রভু দয়াময়—
"সকলেই চাস্ তোরা 'এ'র নিরাময়।
মনে প্রাণে সত্য 'এ'কে ভালবাসে যারা
এ সময় নাহি হয় যেন ধৈর্য্যহারা।
শান্ত হয়ে যেন 'এ'র মঙ্গলের তরে
সাধ্যমত জপ আর প্রার্থনাদি করে।"

* গৃহস্বামী ও তার সহধর্ম্মিণী

দর্শনে বঞ্চিত কেহ তীব্র অভিমানে
সীমাহীন ব্যথা নিয়ে ফেরে ঘর পানে।
অকস্মাৎ অভাবিত যোগাযোগ ঘটে
নেন টানি অভিমানী শিষ্যে সন্নিকটে।
স্নেহের পরশে যায় অভিমান গলে
আনন্দে ব্যথায় আঁখি ভরে ওঠে জলে।
দ্বিতলে ঠাকুরঘরে বৃহৎ আকার
ছয়টি দর্পণ শোভে অতি চমৎকার।
কহিলেন প্রভু—"পূর্ব্বে এভাবে কখন
আয়নাতে সারা দেহ করিনি দর্শন।
হাড় জিরজিরে দেহ—এক ঠ্যাং খোঁড়া
জানিনা কি দেখে ভালবাসিস্ যে তোরা।
ঠাকুরটি নিয়ে এই জীর্ণ ক'টি হাড়
দেখালেন কী ভেল্কি নাই তুলা তার!"
শ্রীসন্তোষ দাস নামে বৈদ্য একজন
চিকিৎসার করে ভার প্রথমে গ্রহণ।
বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ এই বৈদ্যবর
করে রোগ নিরাময়ে প্রযত্ন বিস্তর।
ধীরে ধীরে কেটে গেল প্রায় দেড় মাস
সুকঠিন ব্যাধি তবু নাহি পায় হ্রাস।
শিষ্যগণ অতঃপর ব্যাকুল অন্তরে
কবিরাজী চিকিৎসার আয়োজন করে।
কাশীবাসী কবিরাজ সমীরণ ধর
ঔষধ ব্যবস্থা করে অতীব সত্বর।
শ্রীঅঙ্গের দুর্ব্বলতা করি বিলোকন
পুষ্টিকর খাদ্য খেতে বলে বৈদ্যগণ।
আহারের প্রসঙ্গেতে কহিলেন প্রভু—
"এর বেশী নিয়েছি কি পূর্ব্বে আর কভু?"
এইভাবে গেল কেটে চুয়াত্তর সন,
নূতন কিছু কি করা সম্ভব এখন?
ক'দিন নিয়েছি রুটি দেড়খানা রাতে

এখন তা হাতে করে পারি না ওঠাতে।
রাতে খেলে অসুবিধা অনুভূত হয়
হাত স্থির হয়ে যায় খাবার সময়।”
গুরুকন্যা কহে হেরি এমত অবস্থা—
‘আমি মুখে তুলে দিতে করিব ব্যবস্থা।
আপনি নিশ্চিন্তে বসি করুন ভোজন’
তথাপি না হয় খাদ্য গলাধঃকরণ।”
শুধাইল সবিনয়ে শিষ্য একজন—
“এমন অবস্থা কারো হয়েছে কখন?”
অনতিবিলম্বে এল উত্তর প্রভুর
“এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে ঘটেছে প্রচুর।
একদা আফিং হাতে চলিতে চলিতে
রামকৃষ্ণদেব থেমে গেলেন চকিতে।
শত চেষ্টাতেও আর না চলে চরণ
না হয় সম্ভব তাই মন্দির গমন।
প্রত্যর্পণ করি সেই মাদক সত্বর
ঠাকুর মন্দির পানে হন অগ্রসর।”
স্বল্পক্ষণ পরে প্রভু কহেন আবার—
“আরেক ঘটনা শোন্ অতি চমৎকার।
শ্রীআনন্দময়ী মা’র শুভ দরশনে
শ্রীরামঠাকুর যান একদা সগণে।
ঠাকুর করেন মায়ে শ্রদ্ধা নিবেদন
মাতা নাহি করিলেন প্রত্যভিবাদন।
শ্রীআনন্দময়ী মা’র হেন আচরণে
ঠাকুরের শিষ্যগণ ব্যথা পায় মনে।
একথা শ্রবণ করি কহিলেন মাতা—
‘ঠাকুরের শ্রীচরণে আছে মোর মাথা
কিন্তু হায় নাহি হয় নত মোর শির
প্রণাম করিতে গেলে দেহ হয় স্থির।”
কেন্দ্রীয় আশ্রম এক নির্ম্মাণের তরে
সংগৃহীত হল জমি বরাহনগরে।

প্রভুর হৃদয়পটে হইল প্রকট
ভাবী এ কেন্দ্রের নাম—'মহামিলন মঠ'।
রথযাত্রা দিনে ভিত্তি করিতে স্থাপন
বরাহনগরে প্রভু করেন গমন।
পূর্ব্বরাত্রি হতে বৃষ্টি চলিছে প্রবল
পথেঘাটে চারিদিকে কাদা আর জল।
দুর্য্যোগ উপেক্ষা করি ব্যাকুল অন্তরে
শিষ্যভক্ত শত শত সেথা ভিড় করে।
বহু দিন পর পেয়ে পরশ প্রভুর
মহানন্দে সবাকার চিত্ত ভরপুর।
ভিত্তি স্থাপনের কাজ হলে সমাপন
অজ্ঞাত-আবাসে প্রভু প্রত্যাবৃত্ত হন।
একদিন মঠ আর আশ্রম প্রসঙ্গে
চলে নানা আলোচনা শিষ্যভক্ত সঙ্গে।
কহিলেন সেইকালে প্রভু লীলাময়—
"হয়েছে ও হবে বহু মঠ দেবালয়।
সহজেই করা যায় মঠাদি নির্ম্মাণ
ব্রাহ্মণ তৈয়ারী আজ সমস্যা প্রধান।
যদি নাহি পাওয়া যায় যোগ্য দ্বিজবর
মঠ মন্দিরাদি রক্ষা হবে সুদুষ্কর।"

দীর্ঘকাল ধরি চলে ঔষধ প্রয়োগ
তবু নাহি পায় হ্রাস সুকঠিন রোগ।
নিয়মিত ভাবে দেহ পরীক্ষা কারণ
কলিকাতা হতে আসে বৈদ্য শিষ্যগণ।
একদা কহেন প্রভু বৈদ্যের গোচর—
"বলেছিল গুরুপুত্র শ্রীশ্যামাশঙ্কর—
পক্ষকাল কবিরাজী চিকিৎসায় যদি
নিরাময় নাহি হয় এ দেহের ব্যধি,
বৈদ্যবর উমেশের কথামত তবে
অতঃপর অগ্রসর হতে 'এ'কে হবে।

এখন তা হাতে করে পারি না ওঠাতে।
রাতে খেলে অসুবিধা অনুভূত হয়
হাত স্থির হয়ে যায় খাবার সময়।"
গুরুকন্যা কহে হেরি এমত অবস্থা—
'আমি মুখে তুলে দিতে করিব ব্যবস্থা।
আপনি নিশ্চিন্তে বসি করুন ভোজন'
তথাপি না হয় খাদ্য গলাধঃকরণ।"
শুধাইল সবিনয়ে শিষ্য একজন—
"এমন অবস্থা কারো হয়েছে কখন?"
অনতিবিলম্বে এল উত্তর প্রভুর
"এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে ঘটেছে প্রচুর।
একদা আফিং হাতে চলিতে চলিতে
রামকৃষ্ণদেব থেমে গেলেন চকিতে।
শত চেষ্টাতেও আর না চলে চরণ
না হয় সম্ভব তাই মন্দির গমন।
প্রত্যর্পণ করি সেই মাদক সত্বর
ঠাকুর মন্দির পানে হন অগ্রসর।"
স্বল্পক্ষণ পরে প্রভু কহেন আবার—
"আরেক ঘটনা শোন্ অতি চমৎকার।
শ্রীআনন্দময়ী মা'র শুভ দরশনে
শ্রীরামঠাকুর যান একদা সগণে।
ঠাকুর করেন মায়ে শ্রদ্ধা নিবেদন
মাতা নাহি করিলেন প্রত্যভিবাদন।
শ্রীআনন্দময়ী মা'র হেন আচরণে
ঠাকুরের শিষ্যগণ ব্যথা পায় মনে।
একথা শ্রবণ করি কহিলেন মাতা—
'ঠাকুরের শ্রীচরণে আছে মোর মাথা
কিন্তু হায় নাহি হয় নত মোর শির
প্রণাম করিতে গেলে দেহ হয় স্থির।"
কেন্দ্রীয় আশ্রম এক নির্ম্মাণের তরে
সংগৃহীত হল জমি বরাহনগরে।

প্রভুর হৃদয়পটে হইল প্রকট
ভাবী এ কেন্দ্রের নাম—'মহামিলন মঠ'।
রথযাত্রা দিনে ভিত্তি করিতে স্থাপন
বরাহনগরে প্রভু করেন গমন।
পূর্ব্বরাত্রি হতে বৃষ্টি চলিছে প্রবল
পথেঘাটে চারিদিকে কাদা আর জল।
দুর্য্যোগ উপেক্ষা করি ব্যাকুল অন্তরে
শিষ্যভক্ত শত শত সেথা ভিড় করে।
বহু দিন পর পেয়ে পরশ প্রভুর
মহানন্দে সবাকার চিত্ত ভরপুর।
ভিত্তি স্থাপনের কাজ হলে সমাপন
অজ্ঞাত-আবাসে প্রভু প্রত্যাবৃত্ত হন।
একদিন মঠ আর আশ্রম প্রসঙ্গে
চলে নানা আলোচনা শিষ্যভক্ত সঙ্গে।
কহিলেন সেইকালে প্রভু লীলাময়—
"হয়েছে ও হবে বহু মঠ দেবালয়।
সহজেই করা যায় মঠাদি নির্ম্মাণ
ব্রাহ্মণ তৈয়ারী আজ সমস্যা প্রধান।
যদি নাহি পাওয়া যায় যোগ্য দ্বিজবর
মঠ মন্দিরাদি রক্ষা হবে সুদুষ্কর।"

দীর্ঘকাল ধরি চলে ঔষধ প্রয়োগ
তবু নাহি পায় হ্রাস সুকঠিন রোগ।
নিয়মিত ভাবে দেহ পরীক্ষা কারণ
কলিকাতা হতে আসে বৈদ্য শিষ্যগণ।
একদা কহেন প্রভু বৈদ্যের গোচর—
"বলেছিল গুরুপুত্র শ্রীশ্যামাশঙ্কর—
পক্ষকাল কবিরাজী চিকিৎসায় যদি
নিরাময় নাহি হয় এ দেহের ব্যধি,
বৈদ্যবর উমেশের কথামত তবে
অতঃপর অগ্রসর হতে 'এ'কে হবে।

তোদের শাস্ত্রে তো বাবা ছুরি ছাড়া আর
এ ব্যাধিতে অন্য কোন নাই প্রতিকার।"
কহিল বিনীত কণ্ঠে ডাক্তার উমেশ—
"ব্যবস্থা করিতে পারি পেলেই আদেশ।"
প্রভু কহে—"নাই দেরী গুরুপূর্ণিমার
করিস্ উৎসব অন্তে যা আছে করার।
হেথা এই গঙ্গাতীরে করিস্ ব্যবস্থা
মন নাহি চায় বাবা যেতে অন্য কোথা।"

আটাশে আষাঢ় পুণ্য গুরুপূর্ণিমাতে
জাহ্নবীকুঞ্জেতে হল গুরুপূজা প্রাতে।
অতঃপর ভক্তগণে দিতে দরশন
বেদ বিদ্যালয়ে প্রভু করেন গমন।
হাজার হাজার ভক্ত ব্যাকুল অন্তরে
আছে হেথা অপেক্ষিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরে।
সুশোভিত হয়ে নানা কুসুমাভরণে
বসিলেন মঞ্চ 'পরে সুন্দর আসনে।
শাস্ত্রবিধি মত হল পূজা অনুষ্ঠান
সানন্দে করিল সবে পুষ্পাঞ্জলি দান।
ভারতবিখ্যাত বহু গুণী ও পণ্ডিত
শ্রদ্ধা নিবেদিতে হেথা হন উপস্থিত।
প্রকাশ্য সভায় সবে কহে সপ্রমাণ—
"নরদেহে সীতারাম স্বয়ং ভগবান।"
অপরাহ্নে লক্ষ্মীমায়ে দিয়ে দরশন
নিভৃত নিবাসে পুন উপনীত হন।
পরদিন এল যবে ডাক্তার উমেশ
কৃপা করে প্রভু তারে দেন উপদেশ—
"মহা অপরাধ হয় গুররক্তপাতে
চালাস্ নে ছুরি যেন তুই নিজ হাতে।
তোর কোন পরিচিত সুযোগ্য সার্জ্জেনে
কর্ বাবা নিয়োজিত এ কার্য্য সাধনে।"

বৈদ্যবর সবিনয়ে করে নিবেদন—
“অবশ্যই তব আজ্ঞা করিব পালন।”
রক্তপরীক্ষক বৈদ্য শ্রীনলিনী দাস
সংক্রান্তির দিন এল প্রভুর সকাশ।
দুই বার অঙ্গুলিতে ছুঁচ বিদ্ধ করে
গ্রহণ করিল রক্ত পরীক্ষার তরে।
অতীত দিনের এক বিচিত্র ঘটনা
লীলাময় এ সময় করেন বর্ণনা—
“নীলাচলে একবার মৌনের সময়
খাতা সেলাই-এর কাজে রয়েছি তন্ময়।
মাঝখানে ছিল ছুঁচ—অসতর্কতায়
এ পিঠ ও পিঠ ফুঁড়ে বিঁধে গেল পায়।
কাউকেই বলি নাই একথা তখন
তুলসীর রস শুধু করিনু লেপন।”
ডাক্তার মুরারী আর শৈলেন সহিত
রাত্রি তে উমেশচন্দ্র হল উপস্থিত।
দেহ পরীক্ষার পর কহে বৈদ্যগণ—
“শরীরে না দেখি কোন খারাপ লক্ষণ।
অস্ত্রচিকিৎসার কোন অন্তরায় নাই
এখন কেবল তব অনুমতি চাই।”
সহাস্যে দিলেন প্রভু সম্মতি অচিরে,
বৈদ্যগণ প্রণামান্তে গেল গৃহে ফিরে।

মণি পাল নামে এক দক্ষ কারিগর
পরদিন প্রাতে এল প্রভুর গোচর।
কহিলেন প্রভু—“বহু পণ্ডিত সজ্জন
করিবে মধ্যাহ্নে হেথা প্রসাদ গ্রহণ।
তোমাদেরও আজ আর ছাড়া নাহি হবে
মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবে এখানেই সবে।”
অর্দ্ধাঙ্গ মূরতিখানি করি দরশন
বালকের মত প্রভু কহেন তখন—

"হয়েছে তো এ'রই মত চোখ মুখ সব
তবে বাবা পদহীন অর্দ্ধ অবয়ব।"
পাল মহাশয় করে অভিলাষ পেশ—
"এখনো নির্ম্মাণ কার্য্য হয় নাই শেষ।
পাই যদি আশীর্ব্বাদ ওহে দয়াময়
শ্রীচরণ দু'খানিও গড়িব নিশ্চয়।"
স্বল্প ব্যবধানে প্রভু কহেন আবার—
"চালাইবে ছুরি কাল বলেছে ডাক্তার।
গতকাল দুই বার ছুঁচ বিদ্ধ করে
দুই সি.সি. রক্ত এ'র নিয়ে গেছে মেরে।
বলেছে আজিও রক্ত লইবে আবার
হয়ত এখনি হবে আগমন তার।"
বলিতে বলিতে বৈদ্য দিল দরশন
প্রণমি প্রভুরে কহে—"করুন শয়ন।"
রঙ্গময় প্রভু কয় বৈদ্যেরে তখন—
"কাল তো বসেই কার্য্য করেছ সাধন।
আজ কেন বল তবে শয়নের কথা?
ষড়যন্ত্র আছে কোন? দেবে খুব ব্যথা?"
সবিনয়ে কহে বৈদ্য অনতিবিলম্বে—
"শুয়ে শুয়ে নিলে কার্য্য সুখসাধ্য হবে।"

দোসরা শ্রাবণ প্রাতে প্রভু লীলাময়
ত্যজিলেন শয্যা ভোরে নির্দ্দিষ্ট সময়।
প্রাতঃকৃত্যাদির পর কহিলেন হাসি—
"আজ কি তোদের হবে ভীম একাদশী?
ডাক্তার বাবারা 'এ'কে করেছে বারণ,
'এ' তো তাই অন্নাদি না করিবে গ্রহণ।
আচার্য্য শঙ্কর কহে অনতিবিলম্বে—
"নিত্যকার মত পূজা ভোগারতি হবে,
আমরা করিব সেই প্রসাদ গ্রহণ।"
একথা শ্রবণে প্রভু পরিতুষ্ট হন।

অতঃপর এল বৈদ্য আট নয় জন
এল ধাত্রী ছাত্রছাত্রী সহকারীগণ।
অনতিবিলম্বে প্রভু এলেন দ্বিতলে
প্রণাম করিল সবে চরণকমলে।
সহাস্য বদনে করি আশীষ বর্ষণ
অস্ত্রচিকিৎসার কক্ষে উপনীত হন।
বেলা আটটায় হল প্রস্তুত সকলে
উঠিলেন প্রভু ত্বরা নির্দ্দিষ্ট টেবিলে।
মুরারীমোহন নামে সুদক্ষ সার্জ্জন
এক ঘণ্টা মধ্যে কার্য্য করে সম্পাদন।
অস্ত্রোপচারের পর প্রভু নির্ব্বিকার
পূর্ব্ববৎ মুখে তাঁর হাসি অনিবার।
ময়ূর-আসন 'পরে রহেন নিয়ত
আসনই বিছানা হয় প্রয়োজন মত।
কখন বিশ্রাম লাগি সেথায় শয়ন
কখন বা বসে বসে গঙ্গা দরশন
কুশল শুধায় বৈদ্য নিয়মিত এসে
উত্তরে একদা প্রভু কহিলেন হেসে—
"সুখের তো আদি অন্ত এইক্ষণে নাই
বিছানাতে বসে হাগি,মুতি, শুই, খাই।
পরণে নাহিক আর সামান্য বসন
পরমহংসের মত অবস্থা এখন।"

যাঁর নামে ধরাধামে ঘটে অঘটন
ব্যাধি তাঁরে কি প্রকারে করে আক্রমণ!
এ ব্যাধি কুসুম তব লীলা-মালিকায়,
এ ব্যাধি ধরায় কৃপা-সৌরভ ছড়ায়।
জীবকুলে সুকৌশলে নিস্তার কারণ
বুঝি এ ব্যাধির জাল বিস্তার করণ।
এ লীলার এক কণা আহরণ করি
দাস জনার্দ্দন মাগে শ্রীচরণ তরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০২

।। নির্ব্বিকার প্রভু।। অযাচক বৃত্তি।। ভৃত্যের পাপ—গৃহস্থের তাপ।।
।। আহারে বিঘ্ন অনুচিত।। দান হবে সত্ত্বহীন।। কেউ পর নয়।।
।। মাতৃসেবা।। মহামিলন মঠে চাতুর্ম্মাস্য—১৩৭২ ।।

অস্ত্র চিকিৎসার পর কুড়ি দিন ধরে
রহেন আবদ্ধ প্রভু একই শয্যা 'পরে।
অতঃপর বৈদ্যগণ করে নিবেদন—
"ভূমিতে করিতে আজি হবে পদার্পণ।"
উত্তরে কহেন প্রভু অতীব সত্বর—
'বেশ তো ছিলাম এই শয্যার উপর।
দ্যাখ্ না হয়েছে ভুঁড়ি বৃহৎ আকার।"
ক্ষণ পরে হাসি মুখে কহেন আবার—
"কিছুতেই 'এ'র কোন অসুবিধা নাই
গেছিস্ শুইয়ে রেখে আছি শুয়ে তাই।
চলিতে বলিস্ যদি চলিব এবার।"
সদানন্দময় প্রভু সদা নির্ব্বিকার।
অনন্তর বৈদ্যদের দুই হাতে ধরে
রাখিলেন শ্রীচরণ ভূমির উপরে।
দুই এক পদ মাত্র চলি ধীরে ধীরে
শয্যার উপর পুন আসিলেন ফিরে।
চলিতে না কোনরূপ অসুবিধা হয়
বৈদ্যদের চিত্তে জাগে আনন্দ বিস্ময়।
একদিন বৈদ্যগণে করি নিমন্ত্রণ
সযত্নে করান হল মধ্যাহ্নে ভোজন।

বহু ভক্ত শিষ্য এবে করে যাতায়াত
জিজ্ঞাসা করেন তাই প্রভু অকস্মাৎ—
"বাবা মায়ীদের ভিড় বাড়ে আজকাল
কোথা হতে আসে নিত্য এত চাল ডাল?"

সবিনয়ে উত্তরিল শিষ্য একজন—
"রেশনের মালপত্র হয় আনয়ন।
অতিরিক্ত আর যত হয় প্রয়োজন
গৃহকর্ত্রী গঙ্গামায়ী করে তা পূরণ।
মায়ী কহে—যখন যা হবে প্রয়োজন
অসংকোচে সে সকল করিবে গ্রহণ।"
কহিলেন ত্বরা করে প্রভু প্রত্যুত্তরে—
"স্বেচ্ছা দান গ্রাহ্য যদি দেয় শ্রদ্ধাভরে।
কারো কাছে হাত পাতা 'এ'র অপছন্দ
আর না চাহিবি কিছু বাবা সেবানন্দ।"
সেবানন্দ কহে—"মায়ী বড় ভক্তিমতী
সকাতরে করে কত কাকুতি মিনতি,
তাই বাবা প্রয়োজনে চেয়ে নেয়া হয়।"
গৃহস্থের হিত লাগি ক'ন দয়াময়—
"অন্তরে তরঙ্গ যদি ওঠে কোনদিন
গৃহস্থের অপরাধ হয় সীমাহীন।
ভৃত্যের চিত্তেও যদি তরঙ্গ উথলে
গৃহস্থের অকল্যাণ হয় তার ফলে।
বার বার দিই তাই সাবধান করে,,
হাতে করে এনে দেবে যা ঠাকুর ঘরে
প্রয়োজনে তা-ই শুধু করিবি গ্রহণ,
ভাঁড়ার হইতে কিছু চা'বি না কখন।"
সেবানন্দ কৌতূহলে শুধায় অচিরে—
"চাকরের পাপ কেন স্পর্শিবে গৃহীরে!"
প্রভু ক'ন—"সৈন্য দেয় সমরে রুধির,
হার জিত পাপ পুণ্য হয় নৃপতির।
তেমনি ভৃত্যের পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান
গৃহস্থেরে দেয় ফল—মহা অকল্যাণ।"

একদা পরীক্ষা করি দেখে বৈদ্যগণ
অর্দ্ধসের মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ওজন।

কহিলেন অচিরাৎ প্রভু রঙ্গময়—
ভেবেছি বেড়েছে বুঝি সের পাঁচ ছয়,
এত বড় এ ভুঁড়িটা তাহলে কি ফল্‌স্‌!"
উপভোগ করে সবে মিষ্ট হাস্যরস।
রাতে হেথা নামগানে বিশৃঙ্খলা হয়
কহিলেন সে কারণে প্রভু কৃপাময়—
"নিয়মিত যারা নাম করিতে নারাজ
তাদের বিদেয় কর্ বিকেলেই আজ।
অমন সঙ্গীর 'এ'র নাই দরকার,
পূত এই গঙ্গাতীর অতি চমৎকার।
প্রাণভরে গঙ্গামা'রে করিব দর্শন
না হয় নাইবা হল নাম সঙ্কীর্ত্তন।"
ত্বরায় তখন প্রভু কহেন আবার—
"এখনি বলার কিছু নাই দরকার।
মধ্যাহ্নের ক্রিয়া আগে হয়ে যাক্ শেষ
নতুবা না খেয়ে কোথা হবে নিরুদ্দেশ।

এ গৃহে ঘড়িতে দম দিবার কারণ
নিয়মিত এক ব্যক্তি করে আগমন।
ব্যোমকেশ নামে সেই ভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ
করিল প্রভুরে ঘড়ি একটি প্রদান।
নেড়ে চেড়ে ঘড়িটিরে দেখি বারে বারে
কহিলেন প্রভু—"ঘড়ি দিলে তো আমারে,
ঠিক নাই কখন যে দিব কোন্ জনে,
দেখ বাবা তাহলে কি দুঃখ পাবে মনে?"
সবিনয়ে ব্যোমকেশ কহে অবিলম্বে—
"যাকে ইচ্ছা দিন মোর দুঃখ নাহি হবে।
আপনি করেন তবে যদি ব্যবহার
অধিক আনন্দ হবে অন্তরে আমার।"
অতঃপর সেবানন্দে আহ্বান করি
প্রভু ক'ন—"এ-র তরে এসেছে এ ঘড়ি

সযতনে রেখো এটি—খুব সাবধান
দেখো বাবা কাউকে না করো যেন দান।”
শুধালেন ব্যোমকেশে প্রভু পুনর্ব্বার—
“ক’দিন অন্তর এর খাদ্য দরকার?
ব্যোমকেশ কহে—“নিত্য প্রভাত সময়।”
কহেন এ কথা শুনি প্রভু লীলাময়—
“ওই তো ফ্যাসাদ বাবা—নাহি থাকে মনে
সেবা তুই মনে করে খাওয়াবি যতনে।
দেখ বাবা ‘এ’র এক বদভ্যাস আছে
কোন কিছু বেশীক্ষণ নাহি রহে কাছে।
মনে মনে এতক্ষণে তোমার এ ঘড়ি
হয়তো কাউকে দান ফেলিয়াছি করি।
সকলেরে বারে বারে বলি সে কারণে
দিতে হয় দাও বাবা বিনা কণ্ডিশনে।”

নূতন মঠের জমি করিতে দখল
প্রতিবেশী একজন করে নানা ছল।
কহিলেন প্রভু সব শুনিবার পর
“আইন আশ্রয়ে তোরা প্রতিকার কর্।
সে বাবাও আমাদের—কেউ নয় পর
ক্ষুদ্র ভাবনারে যত্নে পরিহার কর্।
তার যদি প্রকৃতই থাকে প্রয়োজন
তাহলে কিছুটা জমি করিবি অর্পণ।
তোদের পশ্চাতে আছে শক্তি সুমহান
তাই বলে করিস্ না যেন দণ্ড দান।”
দুষ্ট প্রতিবেশীদের তৎপরতা বাড়ে
করে তারা উপদ্রব বিবিধ প্রকারে।
অত্যচার হতে মঠ রক্ষার কারণ
প্রহরী নিয়োগ করা হল প্রয়োজন।
নবানন্দ নামে এক শিষ্যের উপর
প্রহরার হল ভার দেয়া অতঃপর।

সুগোল সুঠাম দেহ শক্তি অতুলন
পঁচাত্তর টাকা তার মাসিক বেতন।
খোরাকি পঁচিশ টাকা নগদ পঞ্চাশ
দেখিতে দেখিতে কেটে গেল এক মাস।
প্রথম বেতন পেয়ে পুলকিত মনে
নবানন্দ সমর্পিল প্রভুর চরণে।
কহিলেন অচিরাৎ প্রভু লীলাময়—
"যা বেটা এ টাকা লয়ে আপন আলয়।
মায়ের চরণে দিয়ে করি প্রণিপাত
বলিবি বিনীত কণ্ঠে জোড় করি হাত—
মা তোমার কোন সেবা করিতে না পারি
তোমারই আশীর্ব্বাদে পেলাম চাকুরী।
প্রথম বেতন এই মুদ্রা অর্দ্ধশত
করিও খরচ মাগো তব ইচ্ছামত।"
স্বল্পক্ষণ পরে ক'ন প্রভু অকস্মাৎ—
"যাতায়াতে এ টাকাতে দিবি নাকো হাত।
পথ খরচের তরে যাহা প্রয়োজন
সেবার নিকট হতে নিয়ে নে এখন।"
চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষ্যে এই বৎসর
করেন বিচিত্র লীলা শ্রীনামসুন্দর।
জাহ্নবী কুঞ্জেতে নাম চলে অহরহ
যেথায় প্রভুর স্থিতি সঙ্গীগণ সহ।
কলিকাতা কর্ম্মকুঞ্জে দোসরা শ্রাবণ
ভক্তগণ আরম্ভিল অখণ্ড কীর্ত্তন।
মিলন মঠেতে এক ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘর
নিরন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তনে মুখর।
চাতুর্ম্মাস্য মহোৎসব চলে এই মঠে
বিচিত্র সজ্জায় তাই মঠ সেজে ওঠে।
প্রকাণ্ড টালির ঘর হয়েছে নির্ম্মাণ
চাতুর্ম্মাস্যে হয় যেথা নানা অনুষ্ঠান।
ছোট বড় ঘর আরো হল কতগুলি

দরমার বেড়া আর ছাদে তার টালি।
মহাপূজা সমাগত আসিল আশ্বিন
মিলন মঠেতে প্রভু যান প্রতিদিন।
পূর্ণোদ্যমে উৎসবের চলে আয়োজন
ঘুরে ঘুরে প্রভু সব করেন দর্শন। যথাকালে সাঙ্গ হলে

প্রস্তুতি পরব

সুরু হয় সাড়ম্বরে শারদীয়োৎসব।
দশভুজা মাতা এল অতি মনোহর
ঢাকে-ঢোলে-মন্ত্রে মঠ আনন্দে মুখর।
মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয় শুদ্ধাচারে
শিষ্যভক্ত আসে নিত্য হাজারে হাজারে।
জনতায় ভরে যায় প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
অকাতরে হয় নিত্য প্রসাদ বণ্টন।
প্রভু প্রতি দিবসের অধিকাংশ ক্ষণ
সমবেত ভক্তগণে দেন দরশন।
পূজাশেষে শিষ্যভক্ত সমভিব্যাহারে
বিসর্জ্জন দিতে যান আলমবাজারে।
লঘু বিষ্ণুযজ্ঞ সুরু হল অতঃপর
যজমান সপত্নীক শ্রীশ্যামাশঙ্কর।
ভারতবিখ্যাত বহু বেদজ্ঞ পণ্ডিত
করায় যজ্ঞীয় কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত।
সমারোহে যজ্ঞ চলে দীর্ঘ তিন দিন
অতঃপর পূর্ণাহুতি তেইশে আশ্বিন।
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে রাতে
মণ্ডপেতে যান প্রভু শিষ্যভক্ত সাথে।
অচিরে নির্দ্দেশ দেন প্রভু সীতারাম—
"মায়ের চরণে কর্ সভক্তি প্রণাম।
মা'র কাছে না চাহিবি যেন তুচ্ছ ধন
না চাহিতে মা করেন অভাব মোচন।
ভক্তি বিনা করিবি না প্রার্থনা অপর
ভক্তি লাভে ভরে যাবে আনন্দে অন্তর।"

দ্বিতীয় যজ্ঞের সুরু চব্বিশে আশ্বিন
লঘু রুদ্রযজ্ঞ এটি—চলে তিন দিন।
ডাক্তার উমেশচন্দ্র মহাভাগ্যবান
সপত্নীক এই যজ্ঞে হল যজমান।
এরূপ ঊনিশ যজ্ঞ হল অনুষ্ঠান
সমাপ্তি ঘটিল যজ্ঞে সতের অগ্রাণ।
এরই মাঝে যথাকালে হল আয়োজন
শ্যামা-কার্ত্তিকেয় সহ যতেক পূজন।
পূজা আর যজ্ঞকালে প্রভু লীলাময়
মঠেতে রহেন নিত্য অধিক সময়।
আসে ভক্ত সাধুসন্ত সাধক সজ্জন
মিলন মঠেতে চলে মহান মিলন।
চাতুর্ম্মাস্য লীলাকথা করিয়া স্মরণ
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০৩

।। বারিপদাতে ব্যাধি।। কেদার ভবনে (বালীতে)
রোগলীলা—১৩৭২-৭৩।। ব্রাহ্মণ ও ত্রিসন্ধ্যা।।
।। শূদ্রা সাধিকার দীক্ষাদান ।। মাতৃমূর্ত্তি।।

মহামিলন মঠেতে চাতুর্ম্মাস্য শেষে
প্রচারে হলেন রত প্রভু বঙ্গদেশে।
দিকে দিকে নাম সুধা করি বরিষণ
উড়িষ্যা অঞ্চলে যান প্রচার কারণ।
অগ্রাণের ঊনত্রিশে বিদায় লগনে
এল ভক্ত অগণিত হাওড়া ষ্টেশনে।
আনন্দমেলার আজি বঙ্গে অবসান
ভক্তগণ বেদনায় তাই ম্রিয়মাণ।
অর্দ্ধশত শিষ্য আর ভক্তের সহিত

পরদিন পুরীধামে হন উপস্থিত।
সেথায় সপ্তাহকাল শুভ অবস্থান
অতঃপর উড়িষ্যায় প্রচারাভিযান।
প্রচার-প্রারম্ভে প্রভু পুরী পরিহরি
ভুবনেশ্বর ধামে তিনি যান সরাসরি।
বারিপদা প্রচারের কালে অনন্তর
পৌষের তেরই প্রাতে গায়ে এল জ্বর।
বুকে ব্যথা পায়ে ব্যথা—ব্যথা সারা দেহে
"নিমোনিয়া ব্যাধি"—বৈদ্য পরীক্ষান্তে কহে
সঙ্গীদের ডাকি প্রভু কহেন সত্বর—
"এখনি দিস্ না যেন বাংলায় খবর।"
পাণিগ্রাহী সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য হেথাকার
সেবা ও চিকিৎসা লাগি আসে বার বার।
দিন যত হয় গত বাড়ে তত ব্যাধি
তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে মগ্ন প্রভু নিরবধি।
উত্থানের শক্তি লুপ্ত—শীর্ণ কলেবর
ঘন ঘন হিক্কা সুরু হল অতঃপর।
সঙ্গীদের দুর্ভাবনা বাড়ে প্রতি পলে
বালীতে বিষম বার্ত্তা গেল ট্রাঙ্ক কলে।
ডাক্তার উমেশ যাত্রা করি সেই রাতে
পরদিন প্রাতে এল প্রভুর সাক্ষাতে।
কলিকাতা হতে আরো দুই বৈদ্যবর
অকুস্থলে উপস্থিত হল অতঃপর।
ছয় সাত জন বৈদ্য একত্রিত হয়ে.
করে নানা আলোচনা চিকিৎসা বিষয়ে।
বাঙলাতে স্থানান্তর আশু প্রয়োজন
এই মত ব্যক্ত করে চিকিৎসকগণ।
মটর ভ্যানেতে করি শায়িত প্রভুরে
সাবধানে নিয়ে আসা হল খড়্গপুরে।
সেথা হতে বম্বে মেলে করি আরোহণ
শুয়ে শুয়ে হাওড়াতে উপনীত হন।

অতঃপর তৈলযানে প্রভু লীলাময়
কেদার ভবনে গিয়ে নিলেন আশ্রয়।
গৃহস্বামী মহাভক্ত শ্রীপদ্মলোচন
পরিজন সহ সেবা করে অনুখন।
খ্যাতনামা বৈদ্যগণ নিয়মিত আসে
পালা করি রাত্রি জাগে রোগশয্যা পাশে।
কিছুদিন শুশ্রূষা ও চিকিৎসার পর
ধীরে ধীরে কমে এল নিমোনিয়া জ্বর।
যন্ত্রণা রহিল পায়ে পূর্ব্ববৎ প্রায়
'এক্স-রে' করান হল বৈদ্যের ইচ্ছায়।
রঞ্জন রশ্মির ফল করি বিশ্লেষণ
প্লাষ্টার করিতে বলে মুরারীমোহন।
নরেন-কিরণ আর উমেশ ডাক্তার
অচিরে দক্ষিণ পদে করিল প্লাষ্টার।
ক্রমে ক্রমে যন্ত্রণার হয় উপশম
তথাপি চলিতে প্রভু না হন সক্ষম।
কাটে তাঁর দিন রাত শয্যার উপর
অদূরে মধুর নাম চলে নিরন্তর।
একদা কহেন প্রভু ব্যাধির প্রসঙ্গে—
"এখনো অনেক কাজ বাকী আছে বঙ্গে।
আনিলেন তাই হেথা করি রোগ-ছল
ভগবান যা করেন সকলি মঙ্গল।"
কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যাধি কভু বাধা নাহি হয়
কখন 'পথের আলো' আলোচ্য বিষয়।
তাঁর উপদেশে কাটে সংকট সংশয়
পত্রিকার যাত্রাপথ আলোকিত হয়।
'সনাতন-শাস্ত্রম্'-এর প্রকাশ প্রস্তুতি
তাঁর কৃপাস্পর্শে পায় অভাবিত গতি।
বরাহনগর মঠে চলিছে নির্ম্মাণ
তাঁর উপস্থিতি কার্য্যে সঞ্চারিল প্রাণ।
দায়গ্রস্তে মুক্তহস্তে কৃপা বিতরণ

এই মত চলে শত কর্ম্ম অনুখন।
আনন্দের হাট বসে কেদার ভবনে
মধুময় কত হয় লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
কত পাঠ-হরিকথা-উপদেশ দান
কত হাস্যরস কত আবৃত্তি ও গান।
উমেশ খেলার সাথী প্রভুর এখন
তারে পেয়ে প্রভু মহা আনন্দে মগন।
কত গান এক সাথে গাহে দু'জনায়
গানের আনন্দে কত রাত্রি কেটে যায়।
সরস ভাষায় প্রভু কহেন কখন—
"হিক্কার প্রভাবে কণ্ঠ হল উন্মোচন।
আপনা হতেই কণ্ঠে আসে কত সুর।"
অচিরে গাহেন গীতি অতীব মধুর—
"বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
দুঃখ নয় মা দয়া তব জেনেছি মা দুঃখহরা।"

অগণিত ভক্ত নিত্য করে আনাগোনা
শুধান ব্রাহ্মণ প্রতি—"সন্ধ্যা কর কিনা?"
অনেকেই নিয়মিত সন্ধ্যা নাহি করে
আবার কহেন তাই প্রভু প্রেমভরে—
"সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাপ্যুপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেৎ শূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে।।"
"নাহি জানে নাহি করে সন্ধ্যা যেই জন
জীবদ্দশায় শূদ্র হয় সে ব্রাহ্মণ।
কুকুর যোনিতে জন্ম মরণের পর
হে ব্রাহ্মণ! বাপধন নিত্য সন্ধ্যা কর।"
মাতুল জগুরে ডাকি ক'ন পরক্ষণে—
"একখানি নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি দে এনে।"
অচিরে মাতুল করে আদেশ পালন,
আগন্তুক হস্তে করি পুস্তক অর্পণ
সহাস্য বদনে ক'ন প্রভু সীতারাম—

"হবে না তোমায় দিতে পুস্তকের দাম,
বিনামূল্যে দেয়া হল এই বইখানা,
তুমি বাবা ক'রো নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা।"
সবিনয়ে আগন্তুক করে অঙ্গীকার
"অবশ্য করিব সন্ধ্যা নিত্য তিন বার।"
প্রত্যহ কত যে ঘটে ঘটনা এমন
কেবা পারে করিবারে ভাষায় বর্ণন!

ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এল চৈত্র মাস
শ্রীঅঙ্গে আবার হয় ব্যাধির প্রকাশ।
কহিলেন একদিন প্রভু লীলাময়—
"দেহযন্ত্রে গোলযোগ অনুভূত হয়।
কোথাও একটা কিছু হয়েছে বিকল
মুখে বলে বোঝাতে না পারি সে সকল।"
অনতিবিলম্বে ভিড় হল নিয়ন্ত্রণ
নীচে থেকে করে সবে প্রভুরে দর্শন।
সেবকে নির্দ্দেশ দেন প্রভু পুনরায়—
"প্রকৃত জিজ্ঞাসু যেন ফিরে নাহি যায়।
দূর দেশ থেকে যদি আসে কোন জন
আসিবারে বাধা তারে দিবে না কখন।
শিষ্য নয় হেন জন কভু যদি আসে
তাকেও আসিতে যেন দিস্ 'এ'র পাশে।
"কী কষ্ট এখন?"—বৈদ্য প্রশ্ন করে যবে
তার পানে চেয়ে প্রভু হাসেন নীরবে।
সেবকেরা বলে ত্বরা—"আমরা কখন
শ্রীমুখে কষ্টের কথা করিনি শ্রবণ।
আপাততঃ শয্যাগত দীর্ঘ তিন মাস
মুখে তবু নাই কোন কষ্টের প্রকাশ।
'কেমন আছেন?'—মোরা যখনি শুধাই
'বেশ আছি'—ছাড়া কোন উত্তর না পাই।"
সেবক একদা কহে সানন্দ অন্তরে—

"গ্রহরাজ যাবে ছেড়ে দিন দুই পরে।"
প্রভু কহে—"শনি 'এ'কে ছাড়িতে না চান
এবার লগ্নেতে তাঁর হবে অধিষ্ঠান।
তোরা কি ভাবিস্ শনি যান যদি ছেড়ে
রোগ ব্যাধি সাথে সাথে সব যাবে সেরে!"
সেবক উত্তর দেয় অনতিবিলম্বে—
"জ্যোতিষীরা বলেছেন—ফল ভাল হবে।"
প্রভু ক'ন—"ভাল হোক্ সে তো ভাল কথা
খারাপের মাঝেতেই খারাপটা কোথা!
শনি কি খারাপ 'এ'কে রেখেছে এখন
বিছানায় বসে বাহ্যে-পেচ্ছাপ-ভোজন।"

একদিন রাত্রিকালে মায়ী একজন
স্বামীর সহিত এলো প্রভুর সদন।
প্রভুর আশ্রিতা মায়ী জন্ম শূদ্রঘরে
সন্ন্যাসিনী-বেশ ধ'রে দীক্ষা দান করে।
সর্ব্বক্ষণ নিমগন ভাবের আবেশে
প্রভু ক'ন—"দীক্ষা দিস্ কাহার আদেশে?"
সবিনয়ে নিবেদন করে সন্ন্যাসিনী—
"স্বপনে আদেশ বাবা দিলেন আপনি।
আপনার সেই আজ্ঞা ধরি শিরোপরি
প্রয়োজনে ভক্তগণে দীক্ষা দান করি।"
কহিলেন প্রভু—"তোর হবে এতে ক্ষতি
মন্ত্রগ্রহীতাও নাহি পাবে অব্যাহতি।"
মায়ী কহে—'দীক্ষা দিই তব আজ্ঞা বলে
করুন মার্জ্জনা মোরে অপরাধ হলে।"
শুধান অচিরে পুন প্রভু মায়ীটিরে—
"পরিধানে রক্তবস্ত্র—জটাজুট শিরে,
সন্ন্যাসিনী বেশ তবু সংসারেতে স্থিতি
শাস্ত্রাচারবিরোধী মা এ কেমন রীতি!"
শুধালেন স্বল্প পরে প্রভু লীলাময়—

"বল্ তোর কি রকম দর্শনাদি হয় ?"
মায়ী কহে—"হয় মোর স্পষ্ট দরশন
সবারে এখন হেথা দেখছি যেমন।
সেদিন দর্শন দিয়ে জপের সময়
আদেশ দিলেন মোরে ওগো দয়াময়।
বন্দিলাম আমি রাঙা চরণকমল
আপনি তো ভাল মত জানেন সকল।
করিছেন তবু মোরে পরীক্ষা এখন।"
বলিতে বলিতে সুরু করিল ক্রন্দন।
অশ্রুধারা যেন তার নাহি হয় শেষ
প্রভু ক'ন—"এ' দিয়েছে স্বপনে আদেশ ?
স্বপ্নের আদেশ স্বপ্নে করিবি পালন
জাগরণে দীক্ষা আর দিবি না কখন।
দীক্ষা যদি চাস্ তুই দিতে বৈখরীতে
প্রকট মূর্ত্তির হবে অনুমতি নিতে।"
শ্রীচরণে নমি মায়ী লইল বিদায়
সেবকেরা অতঃপর প্রভুরে শুধায়—
"মায়ীটি কি এতক্ষণ করে গেল ঢঙ ?"
প্রভু ক'ন—"ঢঙ করা যায় কতক্ষণ ?
তবে যদি দীক্ষা দান বন্ধ নাহি করে
ও নাহি পারিবে আর উঠিতে উপরে।"

এল মায়ী আর এক প্রভু দরশনে
বেশ তার পীড়া দেয় সজ্জন-নয়নে।
প্রভু পাশে মায়ী এসে করে নিবেদন—
"তব আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী এই অভাজন।"
প্রভু ক'ন—"একবার সম্মুখেতে দাঁড়া
দেখি তুই কে এলি মা কেমন চেহারা।"
আপাদমস্তকে করি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত
কহিলেন লীলাময় প্রভু অচিরাৎ—
"জনমি এ সতী সীতা সাবিত্রীর দেশে

সেজেছিস্ কেন মাগো নর্ত্তকীর বেশে!
ভেঙ্গে যায় বুকখানা তোদের যখন
এরূপ নটীর বেশে করি দরশন।
এ তোদের মাতৃমূর্ত্তি দেখিবারে চায়
যা দেখি লুটায় শির শ্রদ্ধায় ও পায়।
যা আগে কাপড় পরে আয় ভাল করে
আশীর্ব্বাদ করা বেটী হবে তার পরে।"
সত্বর করিল মায়ী আদেশ পালন
মাতৃমূর্ত্তি দরশনে প্রভু প্রীত হন।

ভিড়ের প্রাবল্যে ঘটে বিশ্রামে ব্যাঘাত
শ্রীঅঙ্গের ব্যাধি তাই বাড়ে অকস্মাৎ।
বৈদ্যের নির্দ্দেশে ভিড় হয় নিয়ন্ত্রণ
নিম্নতল হতে সবে করে দরশন।
দ্বিতলেতে আরোহণে বাড়ে কড়াকড়ি
সিঁড়ি 'পরে দ্বারে দ্বারে সতর্ক প্রহরী।
কহেন আনন্দে প্রভু একদিন প্রাতে—
"স্বপ্নে কাল রাতে স্নান করিনু গঙ্গাতে।
ডুমুরদহের গঙ্গা কিবা মনোহর!
উত্তাল তরঙ্গ কভু ওঠে ভয়ঙ্কর!
মা যখন শান্ত মূর্ত্তি করিল ধারণ
করিলাম প্রাণভরে স্নান দীর্ঘক্ষণ।"
নিদ্রাকালে গঙ্গাস্নান স্বপ্নে মহাসুখে
জাগরণে ক্ষণে ক্ষণে 'গঙ্গা' নাম মুখে।
'গঙ্গা গঙ্গা' উচ্চারণ চলে উচ্চস্বরে
হেনকালে গঙ্গামায়ী প্রবেশিল ঘরে।
কহিলেন প্রভু—"তুই এলি কি কারণে?"
গঙ্গামা কহিল—"আসি তব আকর্ষণে।
না এসে যে থাকিতে না পারি দয়াময়
এখানেই পড়ে থাকি হেন সাধ হয়।"
সহাস্য বদনে প্রভু কহেন অচিরে—

"মা থাকিলে আজ তোকে যেতে হত ফিরে।
ডাকিনী-যোগিনী ওই দেখ্ দ্বারদেশে"
দেখালেন শান্তি-মায়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে।
হাসিতে হাসিতে প্রভু ক'ন পুনরায়—
"নীচেতে ত্রিশূল আছে—যা তো নিয়ে আয়।"
অভিমানে শান্তিমায়ী কহিল তখন—
"মোদের না থাকে আর যদি প্রয়োজন,
বল তবে যাই চলে ছাড়ি এই দ্বার
সকলে ঢুকুক ভিড় করুক আবার।"
সস্নেহে কহেন প্রভু—"কোথা যাবি বল্
যাইবার অন্য আর আছে কোন স্থল?"

বৃক্ষ বিনা গতিহীনা লতিকা যেমন
জীবের আশ্রয় তেন্নি শ্রীগুরুচরণ।
রাঙা পায় অসহায় দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই হে গোঁসাই জীবনে মরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০৪

।। শ্রীচরণের 'গয়না'।। চলন লীলা।। মিষ্ট বাক্য।। বিধবা বিবাহ বিধি।।
।। বিবাহ বিচ্ছেদ।। গঙ্গা প্রীতি।। মঠের প্রকাণ্ড চালাঘরের পতন।।
।। দোষদর্শন নয়।। সংসার ত্যাগে লাঠ্যৌষধি।।
।। গুরুপূর্ণিমা ও বাংলা ত্যাগের প্রস্তুতি—১৩৭৩।।

সুখ দুঃখ ভিন্ন অর্থ বহে অভিধানে
এ দু'য়ের নাই ভেদ প্রভু সন্নিধানে।
অসুখেও নাই দুঃখ —নাই ব্যথা জ্বালা
সুখেও উল্লাস নাই—অপরূপ লীলা!
কেদার ভবনে দীর্ঘ চারি মাস ধরে
আছেন আবদ্ধ প্রভু শয্যার উপরে।
তেইশে বৈশাখ এসে বৈদ্য দুই জন
পদ পরীক্ষার পরে করে নিবেদন—
"হাঁটিতে পারেন কিনা স্বচ্ছন্দে এখন
কৃপা হলে স্বচক্ষে তা করি দরশন।"
বৈদ্যে র প্রস্তাবে করি সম্মতি প্রদান
হাঁটিবার তরে ত্বরা হন যত্নবান।
শ্রীঅঙ্গের দুই ধারে বৈদ্যদ্বয় ধরে
শ্রীচরণ সংস্থাপন হল ভূমি 'পরে।
ধীরে ধীরে স্বল্পক্ষণ হাঁটিবার পর
উঠিলেন পুন প্রভু শয্যার উপর।
হাঁটা দেখে খুশীমুখে কহিল ডাক্তার—
"এরূপ চলিতে হবে দিনে তিন বার।
'নী-কেজ' পরেন যদি হাঁটিবার কালে
চলিতে বিশেষ কষ্ট হবে না তাহলে।"
'নী-কেজ' আসিতে বেশী বিলম্ব না হয়
'গয়না' দিলেন নাম প্রভু রসময়।
তিরিশে বৈশাখ বৈদ্য আসি পুনরায়
শ্রীচরণে সযতনে 'গয়না' পরায়।

দুই পাশে দু'জনার কাঁধে রাখি ভর
ধীর পদক্ষেপে প্রভু হন অগ্রসর।
সেই থেকে প্রতিদিন প্রভু লীলাময়
হাঁটেন সকালে আর সন্ধ্যার সময়।
কত না বৈচিত্র্যে ভরা অপরূপ গতি
নিয়মিতভাবে হয় হাঁটার উন্নতি।
ধীরে ধীরে কাটে আরো এক মাস প্রায়
এবার হাঁটার সুরু দীর্ঘ বারান্দায়।
'শ্রীপদ্মলোচন বাবা' আর 'কাকামণি'
প্রভুর চলার পথে যষ্টি দুই খানি।
দু'জনারে ধরে ধরে হাঁটি ক্ষণকাল
একেলা চলেন পরে ধরিয়া দেয়াল।
দু'হাতে দু'খানি যষ্টি করিয়া ধারণ
হাঁটার অভ্যাস চলে কখন কখন।
অবশেষে সুরু হয় বিবিধ ব্যায়াম
প্রভুর ভাষায় তার 'ভ্যারাইটী' নাম।
জানালার সন্নিকটে গিয়ে অতঃপর
দুই হাত ছেড়ে দিয়ে হন স্বয়ংভর।
কভু হস্ত একখানি উত্তোলিত হয়
কখন বা একসাথে ওঠে হস্তদ্বয়।
বালকের মত তালি বাজান কখন
কভু হয় হস্তদ্বয় উরুতে স্থাপন।
ময়ূর আসনে গিয়ে বসি সব শেষে
শয্যায় তোলেন পদ আপন প্রয়াসে।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরা হাঁটার মহড়া
দেখিবারে চারিধারে পড়ে যায় সাড়া।
ভক্তগণ দীর্ঘক্ষণ সানন্দ অন্তরে
দূরে থেকে এই লীলা উপভোগ করে।
হাঁটার সময় কাছে এলে কোন জন
কহেন—"সরে যা ত্বরা হবে 'কলিশন'।"
আবার কহেন প্রভু হাঁটা হলে শেষ—

"এখন কেমন দেখ্ হয়েছে 'প্রগ্রেস'
একদা কহেন প্রভু সহাস্য বদনে—
"চারিবার শিখিলাম হাঁটিতে জীবনে।
প্রথম হাঁটার শিক্ষা হল বাল্যকালে,
অতঃপর তেরশত সাঁইত্রিশ সালে
'সাইনোভাইটিস' রোগ সারিবার পর,
তৃতীয় বারাকপুরে বিগত বৎসর,
আর এবে তেরশত তিয়াত্তর সনে
চলিছে চতুর্থ শিক্ষা কেদার ভবনে।"
শ্রীমুখের কথামৃতে মধু যেন ঝরে
গুরুকন্যা একদিন তাই প্রশ্ন করে —
"ছোট ছোট কথাগুলি তুমি ক্ষণে ক্ষণে
এত মিষ্ট করে নিত্য কহিছ কেমনে?"
সত্বর উত্তর দেন প্রভু রসময়—
"মধু দিয়ে কথা বলি তাই মিষ্ট হয়।
জান তো, যোগেন্দ্ররস কত কাল ধরে
খাই মধু সহযোগে পরিতৃপ্তি করে।"
একথা শ্রবণ করি দয়ামা সহিত
হাসে শিষ্যভক্ত যারা ছিল উপস্থিত।
কহিলেন প্রভু পুন ক্ষণকাল পর—
"বাক্যবাণ-ও আছে জেনো ভাণ্ডারে বিস্তর
যখন প্রয়োগ করি সে ভীষণ বাণ
কেউ যায় জলে ডুবে তেয়াগিতে প্রাণ,
রেলে মাথা দিতে কেউ যায় ছুটে চলে।"
এ কথায় পুনরায় হাসিল সকলে।

একদা শিষ্যেরা করে সখেদে প্রকাশ
"বিধবা-বিবাহ বিধি হয়ে গেল পাশ।"
কহেন সত্বর প্রভু—"নূতন নূতন
হতেছে আইন কত নিত্য প্রণয়ন।
কুমারী রয়েছে দেশে হাজার হাজার

তাদের বিবাহ দেয়া দুরূহ ব্যাপার।
সরকার পাশ করি নূতন বিধান
করুন অচিরে এর সুষ্ঠু সমাধান।"
নির্দ্দেশ দিলেন পুন স্বল্প কাল পর—
"তোরা এর সাধ্যমত প্রতিবাদ কর্।"
বিবাহ-বিচ্ছেদ বিধি বিষয়ে তখন
ভক্ত একজন করে প্রশ্ন উত্থাপন।
উত্তরে কহেন প্রভু—"জন্ম-জন্মান্তরে
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেতে ছেদ নাহি পড়ে।
ঋতু দর্শনান্তে বিয়ে হয় আজকাল
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তাই এত গোলমাল।
অধিক বয়সে বিয়ে অবাধ মিলন
বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ।"
একদিন মায়ী এক কহে সবিনয়ে—
"মেয়ের আমার হল 'রেজেষ্টারী' বিয়ে।
পড়েছি সঙ্কটে দেব করুন উদ্ধার
কৃপা করে দিন মুক্তি কন্যারে আমার।"
অনতিবিলম্বে প্রভু কহেন উত্তরে—
"রেজিষ্ট্রী বিয়েতে মুক্তি ডাইভোর্স করে।"
মায়ী কহে—"মেয়ে এবে ডাইভোর্স চায়
আপনি করুন তার মুক্তির উপায়।"
প্রশ্নের উত্তরে মায়ী কহিল তখন—
"ছেলে মেয়ে উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ।"
প্রভু ক'ন—"বিচ্ছেদেতে কি হবে সুফল ?
ও মেয়েকে নিয়ে তুই কি করিবি বল্ ?"
সকাতরে কহে মায়ী অতীব সত্বর—
"মেয়ে মোর মনস্তাপে জ্বলে নিরন্তর।
ছেলেটি চরিত্রহীন বড়ই অসৎ
ডিভোর্স ব্যতীত আর নাই কোন পথ।"
জানালেন প্রভু ত্বরা দৃঢ় অভিমত—
"হোক্ না চরিত্রহীন হোক্ না অসৎ।

বৃথা শোক করি আর কি হবে এখন
যেমন করম তার ফলও তেমন।”
লোকসঙ্গ কোলাহল ভাল নাহি লাগে
গঙ্গাতীরে অবস্থানে অভিলাষ জাগে।
বার বার গঙ্গামায়ে করেন স্মরণ
তৃষিত নয়ন চাহে গঙ্গার দর্শন।
প্রভুর প্রবল ইচ্ছা পূরণ করিতে
সেবক গঙ্গার চিত্র তুলিল ত্বরিতে।
শয্যা 'পরে সেই ছবি রাখি সযতনে
দেখেন প্রায়শঃ প্রভু পুলকিত মনে।
কখন কহেন শিষ্যে করি আহ্বান—
“এ-র হয়ে আয় বাবা করি গঙ্গাস্নান।'
স্নানযাত্রীগণে কভু কহেন সাদরে—
“দিস্ যেন দু'টো ডুব 'এ'র নাম করে।”

মহামিলন মঠের বড় চালাঘর
হঠাৎ পড়িল ভাঙ্গি ভূমির উপর।
স্বল্পকাল আগে এটি হয়েছে নির্ম্মাণ
ছ' হাজার মুদ্রা প্রায় হল লোকসান।
দুঃখিত অন্তরে চিন্তা করে শিষ্যগণ
তাদের দোষেই বুঝি ঘটিল এমন।
সব শুনে প্রভু ক'ন—“ঘটনা—ঘটনা
দোষ কারো নয় কারো দোষ দেখিবি না।”
কেহ কেহ অভিমত করিল প্রকাশ—
“মিস্ত্রীদের দোষে হল হেন সর্ব্বনাশ।”
কহিলেন শান্তকণ্ঠে প্রভু পুনর্ব্বার—
“ওদের না করা যেন হয় তিরস্কার।
সকল কার্য্যেই বিঘ্ন আছে বেশী কম
বিঘ্ন ভয়ে কার্য্য সুরু না করে অধম।
মধ্যম আরম্ভ করি কর্ম্ম একবার
বাধা পেয়ে মধ্যপথে করে পরিহার।

যষ্টির সাহায্যে সর্পে করিল সংহার।
বিলম্ব না করি আর গুরু-ভগবান
শিষ্যের আত্মাকে নিয়ে করিলা প্রস্থান।
বাসনার ধারা বাবা এমনই কঠিন
বলে-ক'য়ে ত্যাগ নাহি হয় কোনদিন!
হৃদয়ে বৈরাগ্য যার হয়েছে উদয়
মুহূর্ত্ত মাঝেই তার সব ত্যাগ হয়।"
হরনাথ নিবেদিল—"কৃপা হয় যদি
সংসার ছাড়ান দেব দিয়ে লাঠ্যৌষধি।"

গুরুপূর্ণিমার দিন ভক্তমায়ীগণ
সারা দিন রাত করে অখণ্ড কীর্ত্তন।
ফুল সাজ সমারোহে ভরে শ্রীমন্দির
প্রভাত হতেই সুরু ভক্তদের ভিড়
একটি প্রণাম পদে নিবেদন তরে
কী অসীম ব্যাকুলতা ভক্তের অন্তরে!
সারাদিন ধরি ভক্ত দশ হাজার প্রায়
দূর হতে নিবেদিল শ্রদ্ধা রাঙা পায়।
হাজার দু'য়েক ভক্ত মধ্যাহ্ন সময়
প্রসাদ গ্রহণ করি পরিতৃপ্ত হয়।
আলোমালা সুসজ্জিত কেদার ভবন
সন্ধ্যায় অপূর্ব্ব শোভা করিল ধারণ।
দিল্লী হতে বিশ্বানন্দ—বিশিষ্ট সন্তান
এই মহা উৎসবেতে করে যোগদান।
প্রভু তারে ক'ন—"হেথা ভিড় সর্ব্বক্ষণ
নির্জ্জনে বিশ্রাম লাগি ব্যাকুলিত মন।"
সবিনয়ে নিবেদন করে ভক্তবর—
"আদেশ পেলেই হবে ব্যবস্থা সত্বর।"
সঙ্গোপনে আলাপন হল এ বিষয়
তবু বার্ত্তা রটি গেল দ্রুত দেশময়।
প্রিয়তম দূরদেশে যাবেন এবার

ভক্তচিতে বেদনার তীব্র হাহাকার।
দলে দলে ভিড় করে শিষ্যভক্তগণ
মেলাক্ষেত্রে পরিণত কেদার ভবন।
অবশেষে এল সেই তিরিশে আষাঢ়
আনন্দের হাটে যেন নামিছে আঁধার।
যথাকালে শয্যাযুক্ত তৈলযানে চড়ে
পৌঁছিলেন দমদম বিমানবন্দরে।
বিশেষ হাওয়াই যানে করি আরোহণ
নূতন লীলার ক্ষেত্রে করেন গমন।

অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরা তব লীলাকথা
খুঁজে নাহি পাই তার আদি-অন্ত কোথা
ক্ষুদ্র এক কণামাত্র করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০৫

।। কালসীতে চাতুর্ম্মাস্য সুরু—১৩৭৩।। হৃষীকেশে চাতুর্ম্মাস্য লীলা।।
।। ভারতকল্যাণ যজ্ঞ।। প্রভু-দর্শনে নন্দাজী।। গোরক্ষা আন্দোলন।।
।। সাপ-বাঘ কেন সৃষ্টি হল।।

দমদম হতে প্রভু ব্যোমযানে চড়ে
পৌঁছিলেন কালসীতে হিমালয় ক্রোড়ে।
যমুনার তীরে স্থান অতি মনোহর
চাতুর্ম্মাস্য সুরু হল হেথা এ বৎসর।
স্থানীয় ভকতবৃন্দ গাহে সদা নাম—
"শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।"
"হরে কৃষ্ণ" নাম করে কভু সঙ্কীর্ত্তন
শ্রীনামে কম্পিত হয় গগন পবন।

চাতুর্ম্মাস্য সীমা প্রভু করেন নির্দ্দেশ
সারা দেরাদুন জেলা আর হৃষীকেশ।
যমুনার তীরে বসি প্রভু সীতারাম
রচিলেন একদিন অপূর্ব্ব প্রণাম—
"কৃষ্ণপ্রেমপ্রদে দেবি যমুনে পাপনাশিনি।
তপনতনয়ে মাতস্ত্বাং নমামি পুনঃ পুনঃ।।"
নিত্যপাঠ্য ত্রৈকালিক প্রার্থনার শেষে
যুক্ত হল এই মন্ত্র প্রভুর নির্দ্দেশে।
'রামানন্দে'পরিণত ভকত সুজন
প্রভুর সেবায় রত রহে সর্ব্বক্ষণ।
ভোলানাথ 'বিশ্বানন্দে' হ'ল পরিণত
সাধ্যমত সেবা সেও করে অবিরত।
প্রভুর সন্তোষ আর স্বাচ্ছন্দ্য বিধান
এই দুই ভকতের নিত্য ধ্যান-জ্ঞান।
এদের অতুলনীয় ভকতির টানে
বঙ্গদেশ হতে প্রভু এলেন এখানে।

গঙ্গার বিরহে প্রভু বড়ই কাতর
কহিলেন বিশ্বানন্দে স্বল্প কাল পর—
"আজন্ম গঙ্গার প্রতি 'এ'র আকর্ষণ
প্রাণ চায় গঙ্গামায় করিতে দর্শন।"
রামানন্দ বিশ্বানন্দ সানন্দে তখন
গঙ্গাতীরে ত্বরা করে স্থান নির্ব্বাচন।
কালসীতে মাসাধিক মধুলীলা শেষে
এলেন দোসরা ভাদ্র পুণ্য হৃষীকেশে।
অসম্পূর্ণ 'পূর্ণানন্দ মহাবিদ্যালয়'
সাময়িক ভাবে হ'ল প্রভুর আশ্রয়।
অদূরেই হৃষীকেশ আশ্রমের স্থান
যজ্ঞমণ্ডপাদি সেথা চলিছে নির্ম্মাণ।
আশ্রমের ভূমিখণ্ড বৃহৎ আকার
রাস্তা হ'তে গঙ্গাতট অবধি বিস্তার।

ফলভোগাদির পর প্রাতে প্রতিদিন
যান সেথা চৌকি 'পরে হয়ে সমাসীন।
গঙ্গাতীরে চৌকি 'পরে বসি দীর্ঘক্ষণ
প্রাণভরে মা গঙ্গারে করেন দর্শন।
দর্শনার্থী সাধুসন্ত করে আনাগোনা
কেহ করে ভক্তিভরে চরণ বন্দনা।
ভাগ্যবন্ত কোন সন্ত করে নিবেদন—
"বহু পুণ্যফলে তব লভিনু দর্শন।"
কেহ কহে সবিনয়ে—"আপনি সর্ব্বজ্ঞ
দর্শন পেলাম সে তো পরম সৌভাগ্য।"
এক সন্ত কহে—"মোরা দাস আপনার
এসেছেন আমাদের করিতে উদ্ধার।"
অনতিবিলম্বে জোড় করি করদ্বয়
কহেন বিনীত কণ্ঠে প্রভু লীলাময়—
"আপনারা করিছেন দরশন দান
এ'ও তাই নয় কিছু কম ভাগ্যবান।"
প্রভুর ইচ্ছায় হেথা ছয় দিন ধরে
ভারতকল্যাণ যজ্ঞ হল সাড়ম্বরে।
পুণ্যভূমি ভারতের নব অভ্যুত্থান
এই যজ্ঞ প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য প্রধান।
ভাদ্রের আটই সুরু যজ্ঞ অনুষ্ঠান
গুরুপুত্র শ্রীশঙ্কর হন যজমান।
বিশিষ্ট ঋত্বিক প্রায় পঞ্চদশ জন
যজ্ঞ চালনায় করে দায়িত্ব গ্রহণ।
যজ্ঞের ব্যবস্থাপনা সুবিশাল অতি
ছয় দিনে হয় লক্ষ-অধিক আহুতি।
প্রভুর নির্দ্দেশে নিত্য যজ্ঞের সময়
অভিনব গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।
দশ সের দুগ্ধে করি পায়স রন্ধন
গঙ্গার উদ্দেশে হয় নিত্য নিবেদন।
স্তোত্রপাঠ পূজারতি হলে সুসম্পন্ন

বিশ্বানন্দ গঙ্গাগর্ভে ঢালে পরমান্ন।
শেষ দিন পায়সের দুধ এক মণ
গঙ্গার সহস্র নামে হল নিবেদন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারী নন্দ
প্রভুর দর্শনে আসি লভে মহানন্দ।
যজ্ঞের চতুর্থ দিনে মন্ত্রী মহোদয়
হঠাৎ হাজির হন প্রভাত সময়।
প্রভু ক'ন—"একা কেন মা কোথা আমার?"
নিবেদিল মন্ত্রী—"সে তো আসে নি এবার।"
হিন্দী গীতাগ্রন্থ প্রভু দেন মন্ত্রীবরে
নামাবলী পরালেন নিজে হাতে করে।
প্রভুর নির্দ্দেশে জয়শঙ্কর সাধন
বেদমন্ত্র গাহি তারে করে আপ্যায়ন।
স্বহস্তে দিলেন প্রভু ক্ষণকাল পর
গরদের বস্ত্র আর গরদ চাদর।
গৃহিণীর তরে দেন গরদের শাড়ী
"দিবেন সে এলে এটি"—কহে গুলজারী।
প্রভু ক'ন—"মাকে গিয়ে দিবেন আপনি,
মা এলে তখন দিব আর একখানি।"
স্বল্প পরে স্নান সেরে এল মন্ত্রীবর
পরণে গরদ-বস্ত্র গায়েতে চাদর।
তিনবার প্রদক্ষিণ করি যজ্ঞস্থল
স্পর্শিল প্রভুর রাঙা চরণযুগল।
প্রভুর পাশেতে বসি অতি দীর্ঘক্ষণ
মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিল দর্শন
প্রভু সাথে অতঃপর হাঁটি ধীরে ধীরে
গঙ্গাপূজা দেখিবারে গেলা গঙ্গাতীরে।
পূজা ও পায়স ভোগ হলে সমাপন
উপবাসী মন্ত্রী করে প্রসাদ গ্রহণ।
যজ্ঞক্ষেত্রে প্রতিদিন সদাব্রত চলে
সাধু সন্ত কৃপা করি আসে দলে দলে।

প্যাণ্ডেলেতে সাধু আর নরনারায়ণ
দ্বিপ্রহরে আজো করে প্রসাদ গ্রহণ।
সাধুসেবা সন্দর্শনে আসি মন্ত্রীবর
পরিবেশনেতে হল নিরত সত্বর।
অপরাহ্নে হৃষ্টমনে আলোচনা অন্তে
প্রণমিল পুনরায় প্রভু-পদপ্রান্তে।
প্রীতিভরে শিরোপরে করি হস্তার্পণ
শুধালেন প্রভু—"আছে প্রতিজ্ঞা স্মরণ?
মায়ী সহ একদিন আসিবেন হেথা।"
গুলজারী লাল কহে—"ভুলিনি সে কথা।"
বিদায় বেলায় বলে বিনয়ে নন্দাজী—
"একা এসে লাভক্ষতি দুই-ই হল আজি।
তার লাভ—না এসেও পেয়েছে গৃহিণী
বাবার কৃপার দান—বস্ত্র একখানি।
দর্শন না পেয়ে তার ক্ষতি আত্যন্তিক
মোর লাভ—দেখা পুন হবে সপত্নীক।"

একদিন প্রাতে প্রভু ক'ন সঙ্গীগণে—
"অসীমানন্দেরে রাতে দেখিনু স্বপনে।"
সেবক বিনীত কণ্ঠে করে নিবেদন—
"হয়ত শীঘ্রই তার হবে আগমন।"
সত্যই অসীমানন্দ স্বল্প ক্ষণ পর
সশিষ্যে হাজির হল প্রভুর গোচর।
গঙ্গাগর্ভে খাটে বসে নিত্যকার মত
গঙ্গা দরশনে প্রভু ছিলেন নিরত।
অচিরে অসীমানন্দ নামি গঙ্গাজলে
নিবেদিল শ্রদ্ধাঞ্জলি চরণকমলে।
সহাস্য বদনে প্রভু সাধকপ্রবরে
করিলেন অভ্যর্থনা পরম আদরে।
আদেশ দিলেন স্বীয় সেবকেরে ত্বরা
"বাবাদের সযতনে জলযোগ করা।"

সত্বর পালিত হল প্রভুর নির্দ্দেশ
মধ্যাহ্ন ক্রিয়াও হল যথাকালে শেষ।
প্রভু সাথে আলোচনা করি দীর্ঘক্ষণ
শ্রীঅসীমানন্দ করে বিদায় গ্রহণ।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ পত্নীর সহিত
একত্রিশে ভাদ্র পুন হন উপস্থিত।
শ্রদ্ধা নিবেদন করি প্রভুর চরণে
বসেন দু'জনে ত্বরা নির্দ্দিষ্ট আসনে।
সুরু হল আলোচনা বিবিধ বিষয়
কহিলেন প্রারম্ভেই প্রভু লীলাময়—
"শুনেছি দিল্লীতে নাকি গোরক্ষার তরে
অগণিত সাধুসন্ত আন্দোলন করে।
দাবী আদায়ের তরে বহু মহাজন
রয়েছেন রাজপথে করি অনশন।"
সবিনয়ে মন্ত্রীবর কহে অবিলম্বে—
"আদেশ করুন মোরে কী করিতে হবে।
মোর গৃহ সম্মুখেতে দরজার পাশে
বহু সাধুসন্ত- লোক রয়েছেন বসে।
গোহত্যা বন্ধের দাবী যুক্তিযুক্ত অতি
ওখানেও ঢুকে গেছে কূট রাজনীতি।"
কহিলেন প্রভু—"বাবা, গোরক্ষার তরে
চলিতেছে আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে।"
নন্দাজী কহিল—"শীঘ্র হবে 'ইলেক্সন'
তাই ওঁরা করিছেন হেন আচরণ।
মনে হয় তাই এতে আছে রাজনীতি,
গোবধ নিরোধে নাই আমারও আপত্তি।
অত লোক সমাবেশ গৃহ অগ্রভাগে
এ দৃশ্য দেখিতে মোর ভাল নাহি লাগে।"
প্রভু ক'ন—"এসেছিল তারা এ'র কাছে
বলিলাম—গোরক্ষায় সমর্থন আছে।

চেয়েছিল লোক তারা আন্দোলন তরে
বলেছি—এ পঙ্গু হয়ে আছে নিজে পড়ে।
সে কারণ লোক দেয়া হয় নি সম্ভব।"
এত বলি এ প্রসঙ্গে হলেন নীরব।

একদিন ভক্তবর সুরেন্দ্রপ্রকাশ
শুধাইল সবিনয়ে প্রভুর সকাশ—
"সাপ বাঘ সহ এত জন্তু জানোয়ার
সৃজিলেন কেন বিধি এ বিশ্ব মাঝার?"
প্রভু ক'ন—"জেগেছিল ইচ্ছা তাঁর মনে
সেজেছেন বহু তাই লীলার কারণে।"
সুরেন্দ্রপ্রকাশ প্রশ্ন করে পুনরায়—
"সাপ বাঘ হয়ে ওরা কত কষ্ট পায়।
তাই বাবা প্রশ্ন জাগে চিত্তে বার বার
হেন জীব সৃষ্টি করে কিবা লাভ তাঁর?"
প্রভু ক'ন—"করেছিল ওরা মন্দ কাজ
সাপ বাঘ দেহ তাই লভিয়াছে আজ।
নরদেহ ওরা পুন করিবে ধারণ
কর্ম্ম অনুসারে হয় জনম মরণ।
লীলার কারণে বিধি সৃজিলা জগৎ
তুই ব্যাটা কে এলিরে নিতে কৈফিয়ৎ!"
সুরেন্দ্রপ্রকাশ পুন নিবেদন করে—
"তব পাশে এলে দুঃখ রহে না অন্তরে।"
সহাস্যে করেন প্রভু উত্তর প্রদান—
"তবে হেথা চিরকাল কর অবস্থান।...
সুখ দুঃখ ঈশ্বরের দু'খানি চরণ
দু'টিকেই সমভাবে করিবি বরণ।"
কথা প্রসঙ্গেতে কহে সুরেন্দ্রপ্রকাশ—
"উত্তরাখণ্ডেতে বাবা আমার নিবাস।
জীবনে অনেক সাধু করেছি দর্শন
এমনটি আর কোথা দেখিনি কখন।

অনেকেই নাহি করে সাধন ভজন
খুশীমত ইতস্ততঃ করে বিচরণ।"
প্রভু ক'ন—"পরনিন্দা বড় অশোভন
স্বীয় চরকাতে তেল কর বিলেপন।
বল্ তো করিস্ নিত্য জপ কত করে?"
"দশবার করি"—ভক্ত কহিল উত্তরে।
প্রভু ক'ন—"তোর মুখে তাই এত কথা,
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম গেল বয়ে বৃথা।
পশুপক্ষী যোনিতেও আছে বাবা ভোগ
নাই সেথা ভজনের এমন সুযোগ।
আর বৃথা ক্ষণকাল না করি যাপন
মন্ত্রের সাধনে এবে কর প্রাণপণ।"

বাণী তথা লীলাকথা অমৃত সমান
পাদপদ্মদ্বয় সদ্য মুক্তির সোপান।
ও চরণ অভিলাষী দাস জনার্দ্দন
লীলার কণিকা মাত্র করে আস্বাদন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০৬

।। বদ্রীনারায়ণ দর্শন—১৩৭৩।। গুরুভক্ত পদ্মপাদাচার্য্য।।

।। আরোহণ আয়াসসাধ্য—পতনটা সহজ।।

।। রামানুজাচার্য্যের লোকোদ্ধার লীলা।।

ভাদ্রের অন্তিমপর্ব্বে প্রভু কৃপা করি
পাঠালেন বহু শিষ্যে শ্রীধাম বদরী।
ভাগ্যবান শিষ্যগণ পর্য্যটন শেষে
যথাকালে ফিরে আসে পুণ্য হৃষীকেশে।
আশ্রমের ভার দিয়ে তাদের উপর
প্রভু নিজে চলিলেন তীর্থে অতঃপর।
ভক্তবর বিশ্বানন্দ যত্ন সহকারে
তীর্থভ্রমণের সব আয়োজন করে।
অপূর্ব্ব ব্যবস্থাপনা ত্রুটিলেশহীন
শুভযাত্রা ভোগ-অন্তে দোসরা আশ্বিন।
চলিলেন তৈলযানে প্রভু লীলাময়
বিরাট বাহিনী সাথে যেন 'কন্‌ভয়'।
পথে দেবপ্রয়াগেতে করেন দর্শন
অলকানন্দার সাথে গঙ্গার মিলন।
প্রভুরে বাহকবৃন্দ বসিয়ে চেয়ারে
আনিল সত্বর সেই সঙ্গমের ধারে।
পূত বারি স্পর্শ করি পুলকিত হন
কৃপা করে সবা-শিরে করেন সিঞ্চন।
মন্ত্র উচ্চারণ করি সঙ্গী শিষ্যগণ
প্রভুর নির্দ্দেশে করে গঙ্গার পূজন।
স্বল্প পরে যাত্রা করে প্রভু পুনরায়
পৌঁছিলেন শ্রীনগরে সদলে সন্ধ্যায়।
চারিদিকে মনোরম পর্ব্বত শিখর
মধ্যস্থলে শোভে এই সুন্দর শহর।
অলকানন্দার তীরে দ্বিতল ভবনে

হল শুভ অবস্থান হেথায় সগণে।
দুই দিন করি হেথা কৃপা বিতরণ
তৈলযান যোগে পুন বহির্গত হন।
সঙ্গে প্রায় ত্রিশ জন সঙ্গী ও সেবক
তদুপরি একজন যোগ্য চিকিৎসক।
দেখিলেন পথে কত গিরি মনোরম
গঙ্গার বিচিত্র ধারা বিভিন্ন সঙ্গম।
রুদ্রপ্রয়াগেতে পুণ্য মন্দাকিনী ধারা
অলকানন্দার সাথে মিশে আত্মহারা।
কর্ণপ্রয়াগেতে আসি স্বল্পকাল পর
দেখিলেন নন্দাকিনী গঙ্গা মনোহর।
নন্দাকিনী তীরে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ
অট্টালিকা মাঝে রাত্রি করেন যাপন।
ভক্ত দর্শনার্থী আসে প্রভাত সময়
অহৈতুকী কৃপাস্পর্শ লভি ধন্য হয়।
শুধালেন 'দেবভূমি' পত্র সম্পাদক
"কেন সারা দেশ আজি হেন অরাজক?..."
অচিরে করেন প্রভু উত্তর প্রদান—
"যে দেশের পথ শাস্ত্র—লক্ষ্য ভগবান,
শাস্ত্র সদাচার ভুলি সে দেশ এখন
ঐহিক ভোগের পথ করেছে গ্রহণ
অশনে বসনে প্রায় সবে স্বেচ্ছাচারী
পাতিব্রত্য স্বামীসেবা ভুলিয়াছে নারী।
ধর্ম্মহীন নরনারী পশুর সমান
অরাজক তাই আজি এ দেশ মহান।"
সম্পাদক মহাশয় পুলকিত মনে
শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রভুর চরণে।

ভোগ শেষে সুরু হল যাত্রা পুনর্ব্বার
চারিদিকে গিরিরাজি কী বা চমৎকার!
আঁকাবাঁকা সরু পথে চলিছে শকট

অপরাহ্নে উপনীত হন যোশীমঠ।
তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ শোভে চারিধার
শীতে অঙ্গ থরথর কাঁপে সবাকার।
প্রভু আর সঙ্গীগণে অতীব যতনে
সাজাইল বিশ্বানন্দ শীতের বসনে।
হাতে মোজা পায়ে মোজা আবরণ শিরে
বৃহৎ 'ওভার কোট' সারা দেহ ঘিরে।
কম্বলে আবৃত করি আপাদমস্তক
শয়ন করিল রাত্রে সঙ্গী ও সেবক।
জনা দুই কোনমতে রক্ষা করে নাম
অচিরে কহেন তাই প্রভু সীতারাম—
"ভ্রমিলাম চারিধাম নামের কৃপায়
সে নাম না যেন এবে বন্ধ হয়ে যায়।"
সঙ্গীগণ সবিনয়ে করে নিবেদন—
"চলিছে অখণ্ডভাবে নাম সঙ্কীর্ত্তন।"

দর্শনীয় হেথাকার নৃসিংহ মন্দির
পরদিন প্রাতে সেথা হলেন হাজির।
পূজারী বিনয়ে কহে প্রভুর গোচর—
"এ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শঙ্কর।
শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য
করিতেন বিগ্রহের সেবাপূজা কার্য্য।"
পদ্মপাদ প্রসঙ্গেতে প্রভু অতঃপর
কহেন কাহিনী এক অতি মনোহর ঃ—
"পদ্মপাদ আছিলেন গুরুগতপ্রাণ
একদিন গুরু তাঁরে করেন আহ্বান।
নদীর এপারে গুরু শিষ্য পরপারে
নাম ধরি গুরুদেব ডাকে বারে বারে।
নিকটে তরণী নাই—নদী ভয়ঙ্কর
গুরুভক্ত শিষ্য তবু হন অগ্রসর।
যেমনি চরণ তাঁর বাড়ালেন জলে

জল ভেদ করি পদ্ম ওঠে পদতলে।
যতবার পদ তাঁর করে সঞ্চালন
পদতলে শতদল করে বিলোকন!
এ প্রকারে পরপারে আসি অনায়াসে
অচিরে হাজির হন শ্রীগুরু সকাশে।
তদবধি 'পদ্মপাদ' নাম হল তাঁর।"
শ্রোতা যত কহে—"এ তো অদ্ভুত ব্যাপার।"
দরশন করি নরসিংহ ভগবানে
চলিলেন পুনরায় প্রভু তৈলযানে।
স্বল্প পরে পৌঁছিলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রয়াগে
যেথায় ধবলীগঙ্গা বহে ভীমবেগে।
ধবলীর জলরাশি শ্বেতবর্ণপ্রায়
মিলেছে পবিত্র স্বচ্ছ অলকানন্দায়।
গাড়ী চলে ছাড়ি শেষ প্রয়াগ-সঙ্গম
পথ এবে উঁচু শুধু—চড়াই দুর্গম।
দূরবীন চোখে দিয়ে প্রভু লীলাময়
দেখিলেন অতঃপর লাল ধ্বজাদ্বয়।
দেখিলেন স্বর্ণচূড়া মনোরম অতি
করজোড়ে সঙ্গীগণ জানায় প্রণতি।
তুচ্ছ করি ঝঞ্ঝা বারি আর তীব্র শীত
মন্দির প্রাঙ্গণে সবে হন উপস্থিত।
প্রভুর নির্দ্দেশে আজি উপবাসী সবে
বদ্রীনাথ দর্শনান্তে আহারাদি হবে।
মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ—না হয় দর্শন
ভোগান্তে বিশ্রামরত বদ্রীনারায়ণ।
প্রভু তাই যান ত্বরা ধরমশালায়
বিশ্বানন্দ হেন কালে বিনয়ে শুধায়—
"প্রসাদ যা আছে ত'াতে হবে না সবার
বাহির হইতে কিছু আনিব কি আর?"
প্রশ্নের উত্তরে প্রভু কহেন সত্বর—
"যা তোদের অভিরুচি তাই বাবা কর্।

বলেছেন দয়াময় গুরু বার বার—
'তীর্থক্ষেত্রে করিবে না কোনও বিচার।'
এর অর্থ নয় কিন্তু অভক্ষ্য ভোজন
অভক্ষ্য করিতে হবে সদাই বর্জ্জন।"
খুলিল মন্দির দ্বার নির্দ্দিষ্ট সময়
বর্ষণ প্রবল তাই দর্শন না হয়।
সন্ধ্যাকালে মন্দীভূত হলে বরিষণ
সদলে মন্দিরে প্রভু উপনীত হন।
মনোরম মূর্ত্তি সেথা দরশন করি
আনন্দে অন্তর ওঠে সবাকার ভরি।
দর্শন প্রণাম করি বদরীবিশালে
প্রসাদ গ্রহণ সবে করে রাত্রিকালে।

পরদিন প্রাতে নাম কীর্ত্তন সহিত
মন্দিরেতে পুন প্রভু হন উপস্থিত।
আরতি ও অভিষেক হেরি দেবতার
শ্রীমন্দির পরিক্রমা হল তিনবার।
শ্রীনাম কীর্ত্তন সহ প্রভু অতঃপর
বাজারের পথ ধরি হন অগ্রসর।
পথে যেতে দেখি তপ্ত কুণ্ড চতুষ্টয়
সবার অন্তরে জাগে অপার বিস্ময়।
দর্শনীয় স্থান ব্রহ্ম-কপালমোচনে
নাম গান সহ যান সত্বর সগণে।
জল পিণ্ড আদি হেথা করিলে অর্পণ
পিতৃপুরুষেরা যায় বৈকুণ্ঠ ভবন।

প্রসাদ গ্রহণ করি মধ্যাহ্ন সময়
করিলেন পুনর্যাত্রা প্রভু লীলাময়।
সন্ধ্যাকালে যোশীমঠে উপনীত হন
স্বল্প পরে দেখিবারে যান 'তপোবন'।
পতিরূপে মহেশ্বরে লভিতে পার্ব্বতী

করেছেন তপ হেথা সুকঠোর অতি।
যোশীমঠে ফিরে রাত্রি করেন যাপন
পাহাড়িয়া ভক্তগণ শুনায় কীর্ত্তন।
বদরীর পূর্ব্বতন পূজারী ব্রাহ্মণ
ভক্তিভরে বন্দে আসি প্রভুর চরণ।
শুধায় বিবিধ প্রশ্ন নাদের বিষয়
প্রভুর উত্তর শুনি পুলকিত হয়।
বিশ্বানন্দে ডাকি প্রভু কহেন সত্বর—
"হয়েছে কলহ দুই শিষ্যের ভিতর।
পাহাড়ের উঁচুনীচু পথে চলে গাড়ী
ঊর্দ্ধে ওঠে দ্রুত কিম্বা নামে তাড়াতাড়ি?
এই প্রশ্নে দু'জনাতে হল মতান্তর
তুই বাবা শীঘ্র এর সমাধান কর্।"
বিশ্বানন্দ কহে—"নীচে যেতে কষ্ট কম
স্বল্প কালে দীর্ঘপথ হয় অতিক্রম।
কেবল ধরিতে হয় ব্রেক ও গীয়ার
নামিতে কিছুই আর নাই দরকার।"
কহিলেন প্রভু—"দ্যাখ্ যেমন এদিক
সাধন রাজ্যেও কষ্ট উঠিতে অধিক।
দীর্ঘকাল করি বহু সাধন ভজন
সাধক উন্নত স্তরে করে আরোহণ।
পাহাড়েতে নীচে যেতে বাধাবিঘ্ন কম
সাধকের জীবনেও একই নিয়ম।
চরণস্খলন যদি হয় একবার
অধোগমনের গতি হয় দুর্নিবার।"

চন্দ্রাপুরী গুপ্তকাশী ভ্রমি অতঃপর
নয়ই আশ্বিন প্রভু যান শ্রীনগর।
আকর্ষণ তীব্র অতি অলকানন্দার
ধর্ম্মশালা ভাল তাই না লাগে এবার।
তাঁবুর ব্যবস্থা করি অলকার তীরে

সানন্দে রহেন সেই অস্থায়ী শিবিরে।
কৃপা বিতরণ হেথা চলে সাত দিন
টিহ্‌রী উদ্দেশে যাত্রা ষোলই আশ্বিন।
টিহ্‌রীবাসীর চিতে ভক্তি অফুরান
চারিটি তোরণ পথে করেছে নির্ম্মাণ।
শত শত দর্শনার্থী করে আগমন
ভিড় নিয়ন্ত্রণে শান্তিরক্ষী প্রয়োজন।
ফল ফুল মালা কত দেয় তারা আনি
ধন্য হয় শুনি সবে শ্রীমুখের বাণী।
নামগানে যোগদানে ভরে প্রাণ মন।
সমগ্র টিহ্‌রী যেন আনন্দে মগন।

উত্তরকাশীতে যান প্রভু অতঃপর
অতি মনোরম এই পার্ব্বত্য শহর।
উত্তরকাশীর কাছে মাতলী শিবিরে
সানন্দে কাটান রাত্রি ভাগীরথী তীরে।
ভক্ত সমাগমে পূর্ণ প্রভুর শিবির
কৃপার পরশ পেতে সকলে অধীর।
সুরু হয় মধুময় উপদেশ দান
শেষে রামানুজজীর অপূর্ব্ব আখ্যান ঃ—
"...মন্ত্র আশে গুরু পাশে রামানুজ যান
বার বার গোষ্ঠীপূর্ণ করে প্রত্যাখ্যান।
অবশেষে মোক্ষপ্রদ মন্ত্র লাভ করে
অপার আনন্দে যায় প্রাণ মন ভরে।
সবারে এ আনন্দের অংশ দান তরে
রামানুজ কহে উঠি 'গোপুরম্' 'পরে
'মোক্ষপ্রদ মন্ত্র যদি করিবে গ্রহণ
এস ছুটি এস ত্বরা মুক্তিকামীগণ।'
গোষ্ঠীপূর্ণ লোকমুখে শুনি সমাচার
শিষ্য রামানুজে ক'ন করি তিরস্কার—
'তোমায় সতেরো বার করি প্রত্যাখ্যান

মোক্ষপ্রদ গুহ্যমন্ত্র করেছি প্রদান।
গোপুরম্-এ উঠি তুমি ডাকি সবাকারে
কি কারণে সেই মন্ত্র দাও নির্ব্বিচারে!
গুরু আজ্ঞা লঙঘনে যে ফল মারাত্মক
তুমি কি তা অবগত না হও সম্যক্?'
ভগবান রামানুজ জুড়ি দুই কর
সবিনয়ে শান্ত কণ্ঠে কহেন সত্বর—
'জানি দেব গুরু আজ্ঞা লঙঘনের ফলে
অনন্ত নরকে জীব অহরহ জ্বলে।
আর জানি গুরুবাক্য মিথ্যা নয় কভু
বলেছেন শ্রীমুখেতে হে দয়াল প্রভু,
'মুক্তিপ্রদ এই মন্ত্র লভিবে যে জন
অনায়াসে করিবে সে বৈকুণ্ঠে গমন।'
একের নরকভোগ যদি মুক্ত করে
বৈকুণ্ঠপুরীর দ্বার লক্ষ জন তরে,
সহাস্য বদনে তবে এ অধম দাস
করিবে অনন্তকাল সে নরকবাস।'
শিষ্যের এবম্‌বিধ মহত্ত্ব দর্শনে
বিস্ময়ে বিবশ গুরু কহে সেই ক্ষণে—
'এত প্রেম মানবে না সম্ভবে কখন
শিষ্য বেশে কে বা এসে দিলা দরশন!
রামানুজ, নও তুমি সাধারণ নর
তুমি বাবা রঙ্গনাথ জগৎ-ঈশ্বর।
জীবেদ্ধার লাগি দেহ করেছ ধারণ
আমি নই গুরু তুমি—নিলাম শরণ।
এত বল গোষ্ঠীপূর্ণ প্রণমিতে যান
রামানুজ শশব্যস্তে করে বাধা দান।"
কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে বলিতে বলিতে
অবশেষে মগ্ন প্রভু হন সমাধিতে।
স্থানীয় ভক্তের জাগে বিস্ময় অপার
দেখেনি এ দৃশ্য তারা পূর্ব্বে কভু আর।

সবে মিলে উচ্চকণ্ঠে নাম গান করে
ফিরিলেন বাহ্যে প্রভু অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে।
ভগবান বিশ্বনাথে দর্শন করিতে
উত্তর কাশীতে যান পরদিন প্রাতে
শিবলিঙ্গে পূজা করি পুষ্প-গঙ্গাজলে
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করেন সদলে।
শিবের ত্রিশূল দেখি বৃহৎ আকার
বিস্ময়েতে শিহরিত চিত সবাকার।

একদিন পাহাড়েতে চলার সময়
কহিলেন শৈশবের ভাবনা বিষয়—
"ছোটবেলা হতে শুনি হিমালয় নাম
হিমালয় হিমে ভরা মনে ভাবিতাম।
এবে হেরি এ প্রকাণ্ড পর্ব্বতের 'পর
শোভে কত গ্রাম আর সুন্দর শহর।
ভাবিতাম পাহাড়েতে পাথর কেবল
নাই মাটি তরুলতা নাহিক ফসল
দেখিতেছি হেথা এসে বিপরীত সব
কল্পনার সাথে নাহি মিলিছে বাস্তব।"
সপত্নীক রামানন্দে কৃপা বরষিতে
ফিরিবার পথে প্রভু যান কালসীতে।
পাহাড়িয়া ভক্তগণ হেথা অবিরাম
রক্ষা করে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের শ্রীনাম।
নামকারীগণে কৃপা বিতরিয়া হেথা
স্বল্পকাল পরে প্রভু যান চাকরাতা।
হেথাকার ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীগণ
সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
নরনারী শোভাযাত্রা করি দলে দলে
প্রভুর সহিত চলে সম্বর্দ্ধনা স্থলে।
বাজায় নাকাড়া-শিঙ্গা-ঢোল চারিপাশে
মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি ওঠে মহাকাশে।

হৃষীকেশে শারদীয়া মহাপূজা হবে
ফিরে যেতে হবে সেথা অনতিবিলম্বে।
রামানন্দ সীতামায়ী প্রেমের বাঁধনে
বাঁধিল সপ্তাহকাল প্রভুরে যতনে।
চলিল চিকিৎসা আর বিশ্রাম গ্রহণ,
ভবরোগ নিবারণে কৃপা বিতরণ।
শুধান একদা প্রভু কণ্ঠে কৌতূহল—
"কতদূরে অবস্থিত সীমান্ত অঞ্চল?
বল্ দেখি কত দূরে চীনাবাবাগণ?
কৈলাস মানস যাওয়া যায় না এখন?"
বিশ্বানন্দ সবিনয়ে কহিল উত্তরে—
"আগে যাওয়া যেত পাসপোর্ট করে।
মহান তিব্বত ছিল তখন স্বাধীন
নিয়েছে তা কেড়ে এবে বাহুবলে চীন।
শ্রীমানস সরোবর শ্রীধাম কৈলাস
ভারতের ছিল আগে—এ মোর বিশ্বাস।
করুন আশীষ যেন মোরা পুনর্ব্বার
পারি এই মহাতীর্থ করিতে উদ্ধার।"
অচিরে অভয় দেন প্রভু লীলাময়—
"শুভমস্তু—হোক্ সত্যধর্ম্মের বিজয়।"
কখন কহেন—"রোগশয্যায় বালীতে
করিতাম 'গঙ্গা গঙ্গা' ব্যাকুলিত চিতে।
গঙ্গার বাঁধানো ছবি স্পর্শি বারে বারে
কল্পনায় গঙ্গাবারি সিঞ্চিতাম শিরে।
এ দীনের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
"কত রূপে মাতা এবে দিলেন দর্শন।"
আবার কহেন—"রোগে চলিতে অক্ষম
শুয়ে শুয়ে গিরিনদী করি অতিক্রম।
ভগবান বদ্রীনাথে হল দরশন
এ এক অকল্পনীয় মহা অঘটন।"

আবির্ভাব লগ্ন হ'তে তোমার জীবনে
ঘটে কত অঘটন নিত্য ক্ষণে ক্ষণে।
তারই কণিকামাত্র করি আস্বাদন
অভয় চরণ বন্দে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০৭

।। হৃষীকেশে দুর্গাপূজা।। প্রণামী ঃ প্রাপ্তি ও প্রদান।।
।। লিপি-লিখন লীলা।। বর্ণাশ্রম ও পরিবেশন।।
।। চাতুর্ম্মাস্যের সমাপ্তি—১৩৭৩।।

উত্তরাখণ্ডেতে কৃপা বিতরণ শেষে
আবার এলেন প্রভু পুণ্য হৃষীকেশে।
শারদীয়া দুর্গাপূজা হবে অনুষ্ঠান
প্রকাণ্ড মণ্ডপ তাই হয়েছে নির্ম্মাণ।
আশ্রম প্রাঙ্গণময় ঘুরি হেথা হোথা
করেন সম্পূর্ণ যত্নে সকল ব্যবস্থা।
দূর-দূরান্তর হ'তে শিষ্য অগণিত
অভয় চরণপ্রান্তে হয় উপনীত।
আনন্দ প্লাবন যেন বহে চারিদিক
শুভ অধিবাস হল দোসরা কার্ত্তিক।
নয়াদিল্লী অধিবাসী আশ্রিত বিজয়
পূজার দায়িত্বভার বহি ধন্য হয়।
দিল্লী থেকে মূর্ত্তি এল বাষ্পযানে চড়ে
দশভুজা মা'র পূজা হল সাড়ম্বরে।
পূজান্তে প্রতিমা সহ দশমীর দিন
শহরের বহু পথ হল প্রদক্ষিণ।
নাম সহ অতঃপর শিষ্যভক্তগণ
গঙ্গায় মায়ের মূর্ত্তি করে নিরঞ্জন।

ঘোষিলেন রাতে প্রভু শুভ সমাচার
"পায়ের 'কন্ট্রোল আজি হল প্রত্যাহার।"
মহানন্দে প্রথমতঃ শিষ্যভক্তগণ
স্পর্শিল পরমগুরু-মায়ের চরণ।
অতঃপর ভক্তগণ ধুয়ে দুই হাত
প্রভু পদে বিজয়াতে করে প্রণিপাত।

চরণের যন্ত্রণার হল উপশম
পূর্ব্ববৎ হন প্রভু চলিতে সক্ষম।
মাটিতে আসনে বসি ছড়ায়ে চরণ
নবমীর দিনে ভোগ করেন গ্রহণ।
বালীতে আরম্ভ হয় টেবিলে আহার
হৃষীকেশে হল শেষে সমাপ্তি তাহার।
দক্ষিণ হস্তের ব্যথা পূর্ব্ববৎ প্রায়
"ব্যথা বড় ভক্ত, সঙ্গ ছাড়িতে না চায়।"
লেখনীর মাধ্যমেতে সকলের তরে
শারদীয়া বাণী প্রভু দেন কৃপা করে ঃ—

"কায়মনোবাক্যে যদি
চাহ ভগবান।
অকৃতি অধম হয়ে
কর নাম গান।।১
ভাল যদি হতে চাও
হে প্রিয় আমার।
আপনার দোষ তুমি
হের বার বার।।২
বাগ্‌বজ্র তুমি যারে হানিছ সন্তান।
তিনিই তোমার ইষ্ট তিনি ভগবান।।
হবে না তাহার ক্ষতি তুমিই জ্বলিবে।
তব শুভ কর্ম্ম সব ক্ষয় হয়ে যাবে।।"

শারদীয়া পূজা শেষে বিজয়ার পরে
তিন শত পত্র প্রায় নিত্য আসে গড়ে।
প্রণামীও প্রতিদিন আসে শত শত
মুহূর্ত্তের মধ্যে সব হয় বিতরিত।
শ্রীভূপেশ পাল আসি প্রভু বিদ্যমান
প্রণামী সহস্র মুদ্রা করিল প্রদান।
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
"দেখিস্ এ অর্থ যেন খরচ না হয়।
রঘুনাথপুরে মাতা মাধবীর বাস
চারিশত তাকে দিতে করিবি প্রয়াস।
বারাণসী আশ্রমের আশু প্রয়োজন
একশত মুদ্রা সেথা করিবি প্রেরণ।
শ্রীধাম ডুমুরদহে মা যশোদা থাকে
অবশিষ্ট পাঁচশত দিতে হবে তাকে।"
সেবক কহিল—"টাকা যাহা আছে হাতে
কোন মতে দিন দুই চলিবে তাহাতে।"
উত্তরে কহেন প্রভু সহাস্য বদনে—
"ভাবিনি অর্থের জন্য কখন জীবনে।
বল তবে কেন হবে ভাবিতে এখন?
আবার আসিবে তাঁর হলে প্রয়োজন।
করেছিল পত্রে ওরা অভাব জ্ঞাপন
কোষে টান হেতু দেয়া যায় নি তখন।
ওদের জন্যই এই অর্থ এল আজ
ওদের দেয়া-ই হবে সমুচিত কাজ।"

বিজয়ার পত্রাদির উত্তর লিখনে
নিয়োজিত করা হল শিষ্য বহুজনে।
সযতনে সেই সব সেবক সেবিকা
লেখে নিত্য বিজয়ার আশীষ লিপিকা।
প্রভু দেন সেই পত্রে শ্রীহস্তে স্বাক্ষর
প্রাপকের ভরে যায় আনন্দে অন্তর।

ভাগ্যবানগণে কৃপা করিতে বর্ষণ
স্বহস্তে লেখেন প্রভু পত্র অগণন।
অনুপম উপদেশ কাব্যরূপ ধরে
নেমে আসে কখন বা পত্রের উত্তরে ঃ—
"স্বপন সাম্রাজ্য মাঝে করিছ নিবাস।
ইহা তুমি স্থির জেনো এ দেশ প্রবাস।।
সাজরে যাবার সাজে দেরী নাই আর।
নাম বিনা কেহ সাথে যাবে না তোমার।।
জপ তুমি অবিরাম রাম রাম রাম।
তুলিয়া নিবেন বক্ষে সেই প্রাণারাম।।"
লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবে দিতে পথের সন্ধান
শাস্ত্রের মাহাত্ম্য লভে উপদেশে স্থান ঃ—
"ভারতবাসীর লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন।
সে লক্ষ্য ত্যজিয়া সবে জ্বলে অনুখন।।
শাস্ত্র ব্রহ্মা শাস্ত্র বিষ্ণু শাস্ত্র মহেশ্বর।
শাস্ত্রই পরমব্রহ্ম শাস্ত্র চরাচর।।
শাস্ত্রপথ পরিহরি যেও না ধীমান।
শাস্ত্রই আনিয়া দিবে সেই ভগবান।।
ইহ-পরলোক যদি চাহ জিনিবারে।
শাস্ত্ররূপী ইষ্টে তব ধর দৃঢ় করে।।
শাস্ত্র অপমানে আজি জ্বলে দাবানল।
সে আগুন নিভাইতে শাস্ত্রই সম্বল।।
সুশীতল তরু শাস্ত্র জীবন কান্তারে।
সে ছায়া ত্যজিয়া ধরা পূর্ণ হাহাকারে।।
সনাতন শাস্ত্রপথ করি পরিহার।
ভারতের নরনারী কাঁদে অনিবার।।
অনন্য শরণ হও শাস্ত্র ভগবানে।
হবে তুমি চিরজয়ী জীবনে মরণে।।"
পরীক্ষায় ফেল করে অন্তরে যন্ত্রণা
বিদ্যার্থীরে দেন প্রভু পত্রেতে সান্ত্বনা ঃ—

"ভগবান যা করেন সবেতে মঙ্গল।
এ কথা তোদের হোক্ জীবনে সম্বল।।
পাশ থেকে ফেল ভাল জ্ঞান বাড়ে তাতে।
সর্ব্বনাশা 'পাশ' এল ভারত নাশিতে।।"
পত্রযোগে দেন হেন কত উপদেশ
শত মুখে বলিলেও নাহি হয় শেষ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি বর্ণ সমুদয়
পৃথক পংক্তিতে বসে ভোজন সময়।
কিন্তু এক পাত্র হ'তে অন্ন ও ব্যঞ্জন
ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণে হয় বিতরণ।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এতে রক্ষিত না হয়
প্রভুর অন্তরে হল এ চিন্তা উদয়।
পণ্ডিতবর্গেরে দিতে সুযোগ্য সম্মান
জানিতে চাহেন ত্বরা শাস্ত্রীয় বিধান।
ভারতবিখ্যাত বহু স্মৃতির পণ্ডিত
এ বিষয়ে একমত প্রভুর সহিত।
প্রভুর নির্দ্দেশে তাই অবিলম্বে হেথা
পরিবেশনের হল পৃথক ব্যবস্থা।

প্রভুর বিচিত্র লীলা চলে নিরন্তর
নাম পাঠ প্রার্থনায় আশ্রম মুখর।
দয়ামার প্রার্থনায় পাঠে রত হন
'ভক্তলীলা' নামে তাঁর গ্রন্থ অতুলন।
কণ্ঠস্বরে সুধা ঝরে পাঠের সময়
বারে বারে অশ্রুভারে সিক্ত নেত্রদ্বয়।
সৃষ্টি হয় ভাবময় দিব্য পরিবেশ
তিন দিনে 'ভক্তলীলা' পাঠ হয় শেষ।
কালী-কার্ত্তিকেয় পূজা রাস মহোৎসব
একে একে অনুষ্ঠিত হল হেথা সব।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অন্তে তেরই অঘ্রাণ
হৃষীকেশ হতে প্রভু করেন প্রস্থান।

বিদায়ের আগে পুণ্য দরশন আশে
নানাস্থান হতে শিষ্যভক্তগণ আসে।
অপরাহ্নে উঠিলেন বাষ্পীয় শকটে
তখনো ভক্তের ভিড় প্রভুর নিকটে।
শেষ পলটুকু নাহি করে অপচয়
মধুময় সঙ্গ লভি সবে ধন্য হয়।
চালকের বাঁশী বাজে অন্তিম লগনে
একে একে নামে সবে বিষণ্ণ বদনে।
অবশেষে গতিশীল হয়ে ওঠে গাড়ী
একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ভক্ত নরনারী।

অপূর্ব্ব মধুর লীলা কে বুঝিতে পারে
কাহারে হাসাও প্রভু কাঁদাও কাহারে।
একদিকে বিরহের যবে দীর্ঘশ্বাস
একদিকে মিলনের আনন্দ উচ্ছ্বাস।
হৃষীকেশে নেমে আসে ঘোর অমারাতি
কানপুরে মিলনের উৎসবের বাতি।
যাঁরে কেন্দ্র করি এত হাসি-অশ্রুধার
সেই প্রভু অচঞ্চল শান্ত নির্ব্বিকার।
তব পদস্পর্শে সব দ্বন্দ্ব অবসান
দাস জনার্দ্দনে দাও ও চরণে স্থান।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০৮

।। দৈনন্দিন কর্ম্মধারা ।। গোরক্ষা অন্দোলন—১৩৭৩ ।।

হৃষীকেশ হতে প্রভু চড়ি বাষ্পযান
সদলে করেন যাত্রা তেরই অঘ্রাণ।
গুরুমাতা গুরুকন্যা প্রভৃতি সহিত
পরদিন বিঠুরেতে হন উপস্থিত।
অগণিত নরনারী দীর্ঘক্ষণ ধরে
আছে হেথা প্রতীক্ষিয়া ব্যাকুল অন্তরে।
অবশেষে বাঞ্ছিতের লভি দরশন
শিষ্যভক্তগণ মহা আনন্দে মগন।
অনলস কর্ম্মযোগী প্রভু সীতারাম
দিনে রাতে কর্ম্মধারা চলে অবিরাম।
তিন চারি ঘণ্টা মাত্র জোটে অবসর
কখন বিশ্রামকাল হয় স্বল্পতর।
অতি ভোরে উঠে বসে শয্যার উপরে
পত্রাদি লেখেন নিত্য দীর্ঘক্ষণ ধরে।
কোন দিন প্রাতে নিয়ে হারমোনিয়াম
গাহেন প্রভাতী সুরে 'হরে কৃষ্ণ' নাম
প্রাতঃকৃত্য অন্তে বেলা আটটায় প্রায়
সদলে হাজির হন রন্ধনশালায়
সেবক সানন্দে স্পর্শি অভয় চরণ
সুরু করে শুদ্ধাচারে ভোগের রন্ধন।
অনন্তর আশ্রমের ঘুরি চারিধার
কুশল সংবাদ নেন নিত্য সবাকার।
সুরভি নামেতে গাভী আশ্রমেতে আছে
গোগ্রাস প্রদান লাগি যান তার কাছে।
সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দেন শ্রীহস্ত যতনে
সঙ্গীরা প্রণমে তার চারিটি চরণে।
অতঃপর বসি রৌদ্রে ময়ূর-আসনে

হন রত পত্রাদির উত্তর লিখনে।
প্রার্থনায় উচ্চারিত হয় তিন বার—
"...ভারতে সংস্কৃত ভাষা হউক প্রচার।।..."
আপনি অগ্রণী হয়ে সংস্কৃত প্রচারে
করেন উদ্বুদ্ধ প্রভু এ কার্য্যে সবারে।
প্রভুর নির্দ্দেশে তাই অতীব সত্বর
সংস্কৃত শিক্ষার গ্রন্থ আসিল বিস্তর।
রৌদ্রে বসে প্রতিদিন পরম যতনে
শিখান সংস্কৃত ভাষা শিষ্যভক্তগণে।

রন্ধনশালায় কার্য্য চলে দ্রুত গতি
মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সাঙ্গ হয় ভোগারতি।
পাতা করে একপ্রান্তে শিষ্য একজন
সর্ব্বাগ্রে কুকুরকুলে করায় ভোজন।
অতঃপর অভ্যাগত সাধুসন্তগণে
ভোজন করান হয় নিত্য সযতনে।
বর্ণাশ্রম অনুসারে শিষ্যভক্তগণ
যথোচিতভাবে করে আসন গ্রহণ।
সবাকার ভোজনের সুব্যবস্থা করে
প্রসাদ গ্রহণ তরে যান প্রভু ঘরে।
স্বল্প বিশ্রামান্তে অপরাহ্ণের সময়
রামায়ণ সহ নানা গ্রন্থ পাঠ হয়।
অধিকাংশ গ্রন্থ পাঠ করে শিষ্যগণ
প্রভুও করেন পাঠ নিত্য কিছুক্ষণ।
পাঠ শেষে হয়ে আসে দিবা অবসান
আরতিতে যোগ দিতে ত্বরা করি যান।
অতঃপর নামমঞ্চে উপনীত হন
সুরু হয় নৃত্য সহ উদ্দণ্ড কীর্ত্তন।
বহু শিষ্যভক্ত যোগ দেয় অবিলম্বে
নামানন্দে মগ্ন রহে দীর্ঘক্ষণ সবে।

পুণ্য এ ভারতভূমে গো-রক্ষার তরে
শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব অনশন করে।
প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী অনশন রত
অনশন করে আরো সাধুসন্ত কত।
প্রভু সদা অচঞ্চল বিকারবিহীন
আন্দোলন বিষয়েতে চির উদাসীন।
তবু সারা দেশে হেরি তীব্র আন্দোলন
সন্তদের কথা ভাবি বিচলিত হন।
পঁচিশে অঘ্রাণ প্রাতে করেন ঘোষণা ঃ—
"ভগবদ্ আজ্ঞা নয়—আন্তর প্রেরণা—
এক মাস মধ্যে যদি বাংলা সরকার
গোহত্যা বন্ধের নাহি করে অঙ্গীকার,
পৌষের পঁচিশে 'এ'ও নেবে অনশন ;
বাংলাই গোবধ-রোধে কণ্টক এখন।"
কহিলেন পুনরায় স্বল্প কাল পরে—
"প্রভুদত্ত বাবা আর আচার্য্য শঙ্করে
টেলিগ্রাম করে তোরা জানা অবিলম্বে—
ভারতে গোবধ বন্ধ হবে হবে হবে।
কৃপা করি আপনারা ত্যজি অনশন
কাতর প্রার্থনা 'এ'র করুন পূরণ।"
টেলিগ্রাম করেও প্রভু ক্ষান্ত না হন
পাঠান সচ্চিদানন্দে তাই বৃন্দাবন।
গোরক্ষার তরে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী
রত সেথা অনশনে দীর্ঘকাল ধরি।
পুরীধামে গঙ্গানন্দে পাঠালেন পরে
সেথায় জগৎগুরু অনশন করে।
সচ্চিৎ ও গঙ্গানন্দে যাত্রার সময়
নির্দ্দেশ দিলেন প্রভু কর্ত্তব্য বিষয় ঃ—
"দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দু'খানি চরণ
বলিবি—করুন কৃপা ত্যজি অনশন।
অনশন ভঙ্গে রাজী যাবৎ না হবে

চরণ দুখানি ধরে রহিবি নীরবে।”
প্রভুর নির্দ্দেশমত শিষ্য দুইজন
পুরী আর বৃন্দাবনে করিল গমন।
যথাকালে ফিরে এসে কহে শিষ্যদ্বয়—
“অনশন ব্রত ত্যাগে রাজী ওঁরা নয়।”
ধর্ম্মপ্রাণ সন্তদের প্রাণ রক্ষা তরে
প্রভুর উৎসাহে তবু ভাটা নাহি পড়ে।
টেলিগ্রাম-ট্রাঙ্ককল-পত্রের মাধ্যমে
চলে শত চেষ্টা পুন নূতন উদ্যমে।
দলে দলে সাধু সন্ত করে আনাগোনা
গোরক্ষা বিষয়ে কত চলে আলোচনা।
শাস্ত্রপথ বিবর্জ্জিত শাসকের দল
না পারে করিতে কভু দেশের মঙ্গল।
ধর্ম্মবুদ্ধি তাদের না জাগিবে যাবৎ
গোহত্যার গ্লানিমুক্ত না হবে ভারত।
দিন দিন অধর্ম্মের হবে অভ্যুত্থান
কলির তাণ্ডবে হবে ভারত শ্মশান।
পৌষের পাঁচই হ'তে প্রভু সে কারণে
প্রার্থনা করেন নিত্য শ্রীহরি চরণে—
“ভারত শাসকবৃন্দ শাস্ত্র পরিহরি।
ছুটেছেন ধ্বংসপথে রক্ষা কর হরি।।
তাঁহাদের শুভবুদ্ধি করিয়া প্রদান।
এ সঙ্কটে রাজকুলে রাখ ভগবান।।”
অনশনকারীদের প্রাণরক্ষা তরে
প্রার্থনা করেন পুন কাতর অন্তরে ঃ—
“তোমার গোরক্ষা তরে দীর্ঘ অনশনে
সসঙ্গী তাদের প্রাণ রহিবে কেমনে।।
শ্রীশঙ্করাচার্য্য আর প্রভুদত্ত প্রাণ
কৃপা করি কর রক্ষা সর্ব্বশক্তিমান।।”
সারা দেশে নরনারী হাজার হাজার
এ প্রার্থনা পাঠ করে নিত্য বার বার।

পৌষের দ্বিতীয় দিনে প্রভুর নির্দ্দেশে
সভা এক অনুষ্ঠিত হল বঙ্গ দেশে।
মহামিলন মঠেতে বরাহনগরে
হল সে মহতী সভা গোরক্ষার তরে।
সাধু সুধী নরনারী হাজার হাজার
এল সে সভায় নিয়ে আগ্রহ অপার।
উচ্চকণ্ঠে সভাস্থলে ঘোষে বক্তাগণ—
"গোবধ-নিরোধ বঙ্গে আশু প্রয়োজন।
অসংখ্য প্রাণের এটি একান্ত প্রার্থনা
নাই হেথা ধর্ম্মান্ধতা নাই দ্বেষ ঘৃণা।
সারা দেশে যাহা চাহে অধিকাংশ জন
গণতন্ত্রে কেন তাহা হবে না পূরণ!..."
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়
প্রভুর সংকল্প শুনি বিচলিত হয়।
অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন
গোরক্ষণ বিষয়েতে প্রতিশ্রুতি দেন।
নিবেদিল আর বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত—
"ব্রাহ্মণের অনশন অতীব গর্হিত।"
অনশন অভিলাষ করিতে বর্জ্জন
সকাতরে তারা করে প্রার্থনা জ্ঞাপন।
পণ্ডিতমণ্ডলী প্রতি প্রভু চিরদিন
পোষণ করেন শ্রদ্ধা ভক্তি সীমাহীন।
শাস্ত্রীয় বিধান আর মন্ত্রীর আশ্বাসে
অনশন ইচ্ছা তাই ত্যজিলেন শেষে।
উৎকণ্ঠিত শিষ্যভক্ত হাজার হাজার
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি নিশ্চিন্ত এবার।

প্রভুর বিচিত্র লীলা স্মরি মধুময়
দাস জনার্দ্দন বন্দে শ্রীচরণদ্বয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১০৯

।। বিঠুরে বিচিত্র লীলা—১৩৭৩-৭৪ ।। সম অধিকার ।।
।। লক্ষ্ণৌ-এ রাজভবনে ।। যোগীবর সত্যমূর্ত্তি ।।
।। 'সংস্কৃত ভারতী' ।। মা আনন্দময়ীর জন্মোৎসবে ।।

বিঠুরে কৃপার ধারা ঝরে অনুখন
আশ্রমে অখণ্ড নাম চলে সঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীনামমহিমাগীতি হয় বার বার
আনন্দ প্লাবনে যেন ভাসে চারিধার।
চলে নিত্য মন্ত্র দান দীক্ষাপ্রার্থীগণে
ক্ষুধিতেরে অন্নদান চলে সযতনে।
ছোট ছোট ছেলে নিত্য আসে বহু জন
মধ্যাহ্ন সময়ে করে প্রসাদ গ্রহণ।
গেরুয়া বসন আর উত্তরীয় অঙ্গে
সুবৃহৎ শিখা শিরে শোভে সেই সঙ্গে।
দীনবন্ধু দীন প্রতি সদাই সদয়
শুধালেন একদিন প্রভু লীলাময়—
"লেখাপড়া বল্ তোরা শিখিতে কি চাস্?"
বালকেরা করে ত্বরা সম্মতি প্রকাশ।
অচিরে আনীত হল বিস্তর সংখ্যক
নূতন সেলেট আর পেন্সিল পুস্তক।
বিদ্যা-দান অভিযান প্রভুর কৃপায়
আশ্রমে অচিরে অগ্র-অধিকার পায়।

আশ্রমের গাভীটি না করে দুগ্ধ দান
কারো মতে বাড়ে এতে শুধু লোকসান।
পাঁচ ছয় টাকা ব্যয় হয় প্রতিদিন
একে আর রাখা তাই নয় সমীচীন।
প্রভু ক'ন—"তোরা কেন করিস্ আহার?
তোদের যেরূপ হেথা আছে অধিকার,

গাভীটিরও সেইরূপ অধিকার আছে,
কুকুরগুলিও তুচ্ছ নয় 'এ'র কাছে।
যে কেহ আসিবে হেথা তাদের সবার
আহারাদি বিষয়েতে সম অধিকার।"
একদিন প্রাতে আসি গাভীর নিকট
দেখিলেন প্রভু তার গায়ে ছেঁড়া চট।
কহিলেন সেবকেরে ব্যথিত অন্তরে—
"উত্তম কম্বল আসে আমাদের তরে।
ছিন্ন চট এ উৎকট শীতে গোমাতার!
বাবা তোরা কর্ ত্বরা এর প্রতিকার।"
সত্বর তৎপর হল সেবকের দল
চব্বিশ টাকায় এল সুন্দর কম্বল।
বৃহৎ কম্বলখানি হল দুই অংশ
শীত নিবারণ করে গোমাতা ও বৎস।

ধর্ম্মপ্রাণ রাজ্যপাল বিশ্বনাথ দাস
পৌষের আঠাশে এল প্রভুর সকাশ।
শ্রীচরণে শ্রদ্ধাভরে জানিয়ে প্রণতি
করজোড়ে বারে বারে করিল মিনতি—
"এ দীনের বাসস্থান লক্ষ্ণৌ শহরে
একবার পদধূলি দিন কৃপা করে।"
ভক্তিমান রাজ্যপাল দাস মহাশয়
শ্রীমুখের বাণী শোনে সুদীর্ঘ সময়।
যথাযোগ্য মর্য্যাদায় শিষ্যভক্তগণ
শুভ আবির্ভাব তিথি করে উদ্‌যাপন।
ফাল্গুন ষোড়শ দিনে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে
শত শত ভক্ত এল শ্রদ্ধা নিবেদিতে।
রাজ্যপাল মহাশয় হয়ে উপস্থিত
শতায়ু কামনা করে শ্রদ্ধার সহিত।
আটাশে ফাল্গুন প্রাতে সঙ্গীগণে লয়ে
চলিলেন প্রভু রাজ্যপালের আলয়ে।

লক্ষ্ণৌয়েতে পৌঁছিলেন মধ্যাহ্নে যখন
দাস মহাশয় করে স্বাগত জ্ঞাপন।
রাজভবনের মুক্ত প্রাঙ্গণ মাঝার
নির্ম্মিত হয়েছে মঞ্চ অতি চমৎকার।
প্রভু সেই মঞ্চ 'পরে করি আরোহণ
সমাগত শিষ্যভক্তে দেন দরশন।
দর্শন দানের এই শুভ সমাচার
পূর্ব্বেই সংবাদপত্রে হয়েছে প্রচার।
সুরক্ষিত সিংহদ্বার জনতার তরে
রহে আজি অবারিত সারাদিন ধরে।
হাজার হাজার ভক্ত আনন্দিত মনে
শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রভুর চরণে।
পরদিন অপরাহ্নে সংঘের উদ্যোগে
হল এক ধর্ম্মসভা রিসালদার বাগে।
সভায় দিলেন প্রভু অপূর্ব্ব ভাষণ ঃ—
"পুণ্য এ ভারতভূমি বৈকুণ্ঠ প্রাঙ্গণ।
নরনারী ভুলি স্বীয় লক্ষ্য সুমহান
কালবশে ধ্বংসপথে বেগে ধাবমান।
আনন্দের রাজ্যে ফিরে এস এইবার,
ধর শাস্ত্রপথ কর সাত্ত্বিক আহার।
কর কালে উপাসনা শাস্ত্র অধ্যয়ন
সাধুসঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য নাম সঙ্কীর্ত্তন।
গুরুমূর্ত্তি গুরু-আজ্ঞা ধরি সদা শিরে
এস ত্বরা পথহারা এস এস ফিরে।
কর নাম অবিরাম ত্যজি লাজ ভয়
অচিরে পরমানন্দ লভিবে নিশ্চয়।..."
বহু শিষ্যভক্ত গৃহে করি পদার্পণ
বিঠুরে দোসরা চৈত্র পুনরাগমন।

সত্যমূর্ত্তি নামে খ্যাত যোগী মহাজন
লবকুশ আশ্রমেতে উপনীত হন।

ভূগর্ভে গুহার মাঝে হয়ে সমাসীন
রহেন সমাধিমগ্ন প্রায় সাত দিন।
চৈত্রের বাইশে পুত্র প্রভৃতি সহিত
রাজ্যপাল পুনরায় হন উপস্থিত।
পরম শ্রদ্ধায় পূজি প্রভুর চরণ
নানাবিধ আলোচনা করে দীর্ঘক্ষণ।
যোগীর প্রসঙ্গ শুনি রাজ্যপাল দাস
দর্শনের অভিলাষ করিলা প্রকাশ।
প্রভু তারে সঙ্গে করে গেলেন সত্বর
ভূমিতলে সমাহিত যেথা যোগীবর।
দেড় ফুট মাটি চাপা গুহার উপরে
বায়ু নাহি প্রবেশিতে পারে অভ্যন্তরে।
পরিক্রমা অন্তে প্রভু কহেন তখন—
"জীবনে কখন আর দেখিনি এমন।
শুনেছি শ্রীরণজিত সিংহের আমলে
ভূগর্ভে থাকিত এক সাধু যোগবলে।
এতকাল যাহা শুধু শুনিয়াছি কানে
হেরিলাম স্বচক্ষে তা এবার এখানে।"
কহিলেন রাজ্যপাল দাস মহাশয়—
"বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে মস্ত পরাজয়।"
প্রভু সাথে অবস্থান করি দীর্ঘক্ষণ
ভক্ত রাজ্যপাল করে বিদায় গ্রহণ।
পূর্ব্বের সঙ্কল্প মত ছয় দিন পর
উঠিলেন রুদ্ধ গুহা হতে যোগীবর।

ভারতে সংস্কৃত ভাষা প্রচার কারণ
সতত করেন প্রভু কত না যতন!
অসীম উৎসাহে নিত্য নূতন প্রয়াস
মাসিক পত্রিকা হল এবার প্রকাশ।
পত্রিকার শুভ নাম 'সংস্কৃত ভারতী'
আবির্ভাব কাল মহা বিষুব সংক্রান্তি।

পুত্র রঘুনাথে দেন সম্পাদনা ভার
এক টাকা বাৎসরিক উপায়ন হার।
ব্যাকরণ গৌণ করি ভাষা শিক্ষাদান
নূতন এ পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রধান।

চলিছে কালের রথ বিরামবিহীন
দিন যায় রাত আসে রাত যায় দিন।
এরূপে আরেক বর্ষ হল সমাপন
নূতন বৎসর এল চুয়াত্তর সন।
শুভ নব বরষের প্রথম প্রভাতে
প্রভু-পদ পূজে সবে পুলকিত চিতে।
গ্রীষ্মের প্রখর তাপ বাড়ে দিন দিন
লীলাময় প্রভু তবু বিকারবিহীন।
শ্রীঅঙ্গের কষ্ট হয় করি অনুমান
ব্যাকুলিত অতিশয় সেবকের প্রাণ।
বিশ্বানন্দ সহ তাই ভক্ত বহু জন
স্থানান্তর যাত্রা লাগি করে নিবেদন।
সম্মত হলেন শেষে প্রভু ভক্তাধীন
আঠাশে বৈশাখ স্থির হল যাত্রা দিন।
যোগীবর সত্যানন্দ বৈশাখ সাতাশে
হাজির হলেন পুন প্রভুর সকাশে।
বয়সে প্রভুর চেয়ে বড় যোগীবর
প্রভু পদে নতি করি কহিলা সত্বর—
"তুরীয় ভূমিতে নিত্য করি অবস্থান
করিছেন জগতের অশেষ কল্যাণ।"

বিঠুরে সুদীর্ঘ লীলা সমাপ্তির পরে
আঠাশে বৈশাখ যাত্রা সুদূর উত্তরে।
ভোগ অন্তে তৈলযানে করি আরোহণ
প্রথমতঃ কানপুরে উপনীত হন।
শ্রীআনন্দময়ীমার আবির্ভাব তিথি

উদ্‌যাপিত হয় হেথা সমারোহে অতি।
লীলাময় প্রভু লয়ে সঙ্গীশিষ্যদলে
হঠাৎ হাজির হন উৎসবের স্থলে।
উৎসবের দিনে পেয়ে প্রভুর দর্শন
পুলকিতা হন মাতা আর ভক্তগণ।
শুভদিনে এই স্থানে অবস্থান তরে
মাতা আর ভক্ত তাঁর পীড়াপীড়ি করে।
কহিলেন প্রভু—"আজ থাকিতে না পারি
যেতে হবে বহু দূর স্বল্প পরে গাড়ী।"
কহিলা মা—"রাখিবে না বাবা একবার
ছোট এই মেয়েটির কোন আবদার?"
প্রভু ক'ন—"নাই 'এ'র কোন স্বাধীনতা
বিশ্বানন্দ একাধারে 'গার্জেন' ও মাতা।
ওর কথামত আজ যাই হিমালয়
ও যদি থাকিতে বলে থাকিব নিশ্চয়।"
মাতা কহে—"ও তোমার আশ্রিত সন্তান
তব ইচ্ছা পুরাইতে সদা যত্নবান।
তোমার যা ইচ্ছা বাবা ওরও ইচ্ছা তাই
ওর অভিমত জেনে লাভ কিছু নাই।"
গোদুগ্ধ গ্রহণ তরে স্বল্প কাল পরে
মাতা আর ভক্তগণ নিবেদন করে।
প্রভু তা'তে অসম্মতি করিলে প্রকাশ
গঙ্গাজল নিয়ে এল ভক্ত এক গ্লাস।
ভিড়ের ভিতর জল করিলে গ্রহণ
শাস্ত্র আর সদাচার হয় উল্লংঘন।
জলপাত্র ধরি তাই শ্রীহস্তে অচিরে
ভিড় ঠেলে ঠেলে প্রভু এলেন বাহিরে।
অতঃপর করি সেই গঙ্গাজল পান
সদাচার শিক্ষা জীবে করিলেন দান।
গুরুপ্রিয়া নামে এক ভক্ত অতঃপর
শ্রীঅঙ্গে জড়িয়ে দিল সুন্দর চাদর।

স্বল্পকাল পরে করি বিদায় গ্রহণ
কানপুর ষ্টেশনেতে উপনীত হন।
যথাকালে আরোহণ করি বাষ্পযানে
সদলে করেন যাত্রা হিমালয় পানে।

প্রভুর লীলার কথা অমৃত সমান
শ্রবণে মননে দুঃখ জ্বালা অবসান।
সে লীলার কণামাত্র করি আস্বাদন
অভয় চরণ বন্দে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১০

।। রাজপুরে (দেরাদুন) একমাস—১৩৭৪।। কর্ম্মই ধর্ম্ম।।
।। চাওয়া মানা।। সেবার সৌভাগ্যে চিত্তের প্রসারতা (শুদ্ধি)।।
।। দীক্ষার্থী অধ্যাপক।। তোষানন্দ ও বর্ণাশ্রম।। মুসৌরী প্রচার।।

দেরাদুন শহরের অল্পমাত্র দূরে
প্রভুর প্রচার লীলা চলে রাজপুরে।
হিমালয় ক্রোড়ে এই মনোরম স্থান
স্বতঃই আনন্দে ভরে ওঠে মন প্রাণ।
বিঠুরের মত গ্রীষ্ম নয় ভয়ঙ্কর
শীতেও কাঁপে না হেথা অঙ্গ থর-থর্।
প্রভুর স্বাচ্ছন্দ্য তরে শিষ্যভক্তগণ
করেছে সযত্নে এই স্থান নির্ব্বাচন।
যাঁর বিশ্রামের লাগি এত আয়োজন
কর্ম্মই বিশ্রাম তাঁর কর্ম্মই জীবন।
কহিলেন হেথা এসে সঙ্গী শিষ্যগণে—
"কিবা এসে যায় (এই) স্থান পরিবর্ত্তনে।
পূর্ব্বেও করম ছিল যেমন মোদের

এখানে এসেও নাহি হবে হেরফের।”
সাত-পালা হত নাম-মহিমা কীর্ত্তন
আট পালা করে হয় এখানে এখন।
বিঠুরের মত পাঠ দীক্ষা প্রার্থনাদি
অতি ভোর হতে চলে নিশীথ অবধি।
ভ্রান্ত জীবকুলে দিতে পথের সন্ধান
প্রভুর এ অনলস কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
দেখেও মোদের নাহি হয় বোধোদয়
কহিলেন একদিন তাই দয়াময়—
“কর্ম্ম অনুষ্ঠান তোরা কর্ অহরহ
আলস্যের পরিণতি অতি ভয়াবহ।
গল্পে ও আড্ডায় চিত্ত অধোগামী হয়
অন্তর মাঝারে হয় কুচিন্তা উদয়।
ধীরে ধীরে লুপ্ত হয় হিতাহিত জ্ঞান
কুকর্ম্ম অবশভাবে করে অনুষ্ঠান।
তাই বলি, মনেরে না দিবি অবসর
এক কর্ম্ম শেষ হলে অন্য কর্ম্ম কর্।
কর্ সন্ধ্যা পূজা জপ শাস্ত্র অধ্যয়ন
সাধুসঙ্গ লীলাচিন্তা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
করিলে কল্যাণকর কর্ম্ম অনুষ্ঠান
কুচিন্তার অবকাশ নাহি পাবে মন।
অন্তর্ম্মুখী হবে মন সৎকর্ম্ম প্রভাবে
রোগ শোক দুঃখ জ্বালা দূরে চলে যাবে।”

হিমাদ্রি মঠেতে প্রভু রহেন সগণে
সেবা করে ‘রাজাবাবা’ ‘রাণীমা’ যতনে।
তাদের সেবার কোন নাহিক তুলনা
বহুবার মঠে নিত্য করে আনাগোনা।
খোঁজ নেয় সেবা লাগি কিবা প্রয়োজন
মধ্যাহ্নে প্রত্যহ করে প্রসাদ গ্রহণ।
গৃহের গাভীর দুগ্ধ সকাল সন্ধ্যায়

প্রভু লাগি প্রতিদিন মঠেতে পাঠায়।
ফৰ্দ্দ নিয়ে একদিন সঙ্গী শিষ্যগণ
বাজার যাত্রার লাগি করি আয়োজন।
রাণীমা কহিল—"মোরে দিন ফৰ্দ্দখানি
যাহা কিছু প্রয়োজন দিব সব আনি।"
রাজা প্রভৃতিও তারে করে সমর্থন
তবু ইতস্ততঃ করে সঙ্গী শিষ্যগণ।
সব শুনি কহিলেন প্রভু দয়াময়—
"তোরা এনে দিলে দাম নিবিনা নিশ্চয়।
কেন তবে তোদেরকে ফৰ্দ্দ দিব বল্
ওরাই বাজারে গিয়ে আনুকসকল।"
রাণীমা বিনয়ে কহে অনতিবিলম্বে—
"মোদের বলিতে কিবা আছে এই ভবে।
আপনি মোদের আর মোরা আপনার
কৃপা করি দিন দীনে সেবা অধিকার।"
কহিলেন হাসিমুখে প্রভু অতঃপর—
"যা তোদের অভিরুচি তাই তোরা কর্।"
এইবার সঙ্গীগণ প্রভুর ইঙ্গিতে
দ্বিধা নাহি করে আর ফৰ্দ্দ প্রদানিতে।
অতঃপর রাজাবাবা প্রতিদিন প্রায়
ফৰ্দ্দ নিয়ে মালপত্র কিনে দিয়ে যায়।
কহিলেন পুনরায় প্রভু এক দিন—
"রোজ রোজ ফৰ্দ্দ দেয়া নয় সমীচীন।
দরকার হবে আর যা কিছু সম্ভার
তোরাই বাজার গিয়ে আনিবি এবার।
ফৰ্দ্দের মাধ্যমে কেন চেয়ে নিবি নিতি
কারো কাছে কিছু চাওয়া নয় এ'র রীতি।"
প্রভুর নির্দ্দেশ বাক্য করিয়া শ্রবণ
ফৰ্দ্দ আর নাহি দেয় সঙ্গীশিষ্যগণ।
রাজাবাবা আর কোন না দেখি উপায়
ভাঁড়ার ঠাকুর ঘর নিজে দেখে যায়।

খোঁজ নেয় আছে কিনা চাল ডাল ফল
যথাকালে পৌঁছে দেয় মঠেতে সকল।

অখণ্ড কীর্ত্তন চলে প্রভুর নিকটে
মাঝে মাঝে নামে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে।
ক্ষীণকণ্ঠে নামকারী মাত্র একজন
নাম রক্ষা করে বসে কখন কখন।
শ্রীনামের এ দুর্দ্দশা করি দরশন
নামপ্রেমী প্রভু অতি বিচলিত হন।
প্রণবানন্দেরে লয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে
নামকারীদের পালা দেন ভাগ করে।
সুবিধা ও অসুবিধা শুনি সবাকার
সুচিন্তিত বন্দোবস্ত হল এইবার।
কহিলেন অবশেষে প্রভু লীলাময়—
"আজি হতে তিন দিন দিলাম সময়।
কোন দিন চোখে যদি পড়ে তারপরে
এক জনে কোন ক্রমে নাম রক্ষা করে,
অনশন করিবে এ সেদিন তাহলে।"
কঠোর সিদ্ধান্তে হল সতর্ক সকলে।

উপদেশ দান ছলে প্রভু লীলাময়
কহিলেন একদিন সেবার বিষয়—
"তুই বাবা ভোগ নিত্য করিস্ রন্ধন
শত শত লোক করে প্রসাদ গ্রহণ।
কেহ গান গায় আর কেহ নৃত্য করে
বহু জন দেখে শোনে সানন্দ অন্তরে।
এ জগতে কাজ করে জনা দুই চার
শত শত জনে ফল ভোগ করে তার।
সকলেই সব কিছু করিতে না পারে
চিরন্তন এই রীতি এ বিশ্ব সংসারে।
সেবার সুযোগ যদি পেয়েছিস্ আজ

এটিকে সৌভাগ্য মানি কর্ সব কাজ।
কিন্তু যদি চিত্তে কভু তরঙ্গ উথলে—
কোন কিছু নাহি করে অপর সকলে,
আমাকে করিতে হয় করম সকল
মুহূর্ত্তেই নষ্ট হয় তার সেবা-ফল।
এমত চিন্তায় হয় অন্তর মলিন
হৃদয়ের প্রসারতা কমে দিন দিন।
প্রসারতা করে নরে অমরত্ব দান
সঙ্কোচন পক্ষান্তরে মৃত্যুর সমান।"
ভক্ত এক অধ্যাপক বার্ত্তরিয়া নামে
একদা কহিল আসি প্রভু সীতারামে—
"লভিলাম চৌদ্দ বর্ষ পূর্ব্বে নাদ-জ্যোতি
তার পর আর মোর নাই অগ্রগতি।"
প্রভু কহে—"পূর্ব্বার্জ্জিত সাধনার ফলে
নাদ-জ্যোতি অনুভূতি অনায়াসে পেলে।
সদ্গুরু পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ
এখন তোমার বাবা আশু প্রয়োজন।
অবিলম্বে কর তুমি গুরুর সন্ধান
তাঁর দ্বারা সমস্যার হবে সমাধান।
সবিনয়ে নিবেদন করে অধ্যাপক—
"গুরুর সন্ধানে মোর কিবা আবশ্যক।
গুরুরূপী ভগবান সম্মুখে আসীন
স্বীয় গুণে শ্রীচরণে দাসে ঠাঁই দিন।"
সেবক কহিল—"দীক্ষা নিতে যদি হয়
আসুন আগামী কল্য প্রভাত সময়।
যজ্ঞসূত্র-হরিতকী-কম্বল আসন
দীক্ষায় এ তিন দ্রব্য হবে প্রয়োজন।"
অধ্যাপক সবিস্ময়ে শুধায় এবার—
"অন্য আর কোন দ্রব্য নাই দরকার?"
কহিলেন প্রভু—"আর কিছু থাক্ দূরে
হরিতকীটিও যাবে তোমা পাশে ঘুরে।

বলিব তোমায় ঐ হরিতকী দিয়ে—
রাম নাম চারি লক্ষ দিও বিনিময়ে।
কর নাম অবিরাম—নাম ধন বিনা
এ'কে নাহি দিতে হবে অপর দক্ষিণা।
সীতারাম আর কিছু না করে প্রত্যাশা
প্রেমের কাঙ্গাল শুধু চাই ভালবাসা।"
শ্রীহস্ত অর্পণ করি মস্তক উপর
প্রভু তারে 'গুরু' মন্ত্র দেন অতঃপর।
পুলকিত চিতে কহে ভক্ত অধ্যাপক—
"এত দিনে হল মোর জনম সার্থক।
এক সাথে না পেতাম কভু নাদ-জ্যোতি
এ ছিল সমস্যা মোর সুকঠিন অতি।
কত সাধু মহাত্মাকে বলেছি একথা
কেহ করে নাই দূর মোর মনোব্যথা।
যে মাত্র আপনি শিরে রাখিলেন হাত
সমস্যার সমাধান হল অচিরাৎ।
আনন্দে উঠিছে ভরি সমগ্র হৃদয়
দয়াময় কে আপনি দিন পরিচয়।"

তোষানন্দ নামে সঙ্গী শিষ্য এক জন
বর্ণাশ্রম পালনেতে করে প্রাণপণ।
ভোগ অন্তে সাঙ্গ করি প্রসাদ বণ্টন
সকলের শেষে নিত্য করে সে ভোজন।
স্বল্প যদি ব্যতিক্রম ঘটে শুদ্ধাচারে
তবে আর রুচি তার না রহে আহারে।
মাঝে মাঝে দিন তার কাটে উপবাসে
নাহি টলে উপরোধে কিম্বা উপহাসে।
একদিন রাত্রে পাঠ আরতির পর
নিবেদিল সঙ্গীগণ প্রভুর গোচর—
"তোষানন্দ করে নাই প্রসাদ গ্রহণ।"
শুধালেন প্রভু—"কিবা ঘটেছে কারণ?"

সেবকেরা কহে—“আজ দুপুর বেলায়
অনেকে প্রসাদ পেল রন্ধনশালায়।
স্বল্প দূরে ছিল তার প্রসাদী খাবার
সে কারণে তা' গ্রহণে নাই রুচি তার।”
প্রভু ক'ন—“ওর মত নিয়ম পালন
হবে কি তোদের দ্বারা সম্ভব কখন?”
তোষানন্দে ডাকি প্রভু কহেন তখন
“শুনিলাম তোর আজ হয়নি ভোজন।
যদি না করিস্ তুই গ্রহণ এবার
‘এ'ও রাতে কিছু নাহি করিবে আহার।”
প্রভুর এ কথা শুনে অতি তাড়াতাড়ি
তোষানন্দ খেয়ে নিল রুটি তরকারী।

জ্যৈষ্ঠের ছাব্বিশে নাম প্রচারের তরে
করিলেন যাত্রা প্রভু মুসৌরী শহরে।
সুবৃহৎ তৈলযানে উড়িয়ে নিশান
সঙ্গীদল মহোল্লাসে করে নাম গান।
পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঁকা বাঁকা পথ
চলে অতি দ্রুতগতি আধুনিক রথ।
মুসৌরীর ‘সনাতন ধরম মন্দিরে’
নাম-নামী সহ রথ পৌঁছিল অচিরে।
বিশ্বনাথ নামে ভক্ত গুরুগতপ্রাণ
হেথা এই প্রচারেতে উদ্যোগী প্রধান।
সদলে মন্দির দ্বারে ভক্ত বিশ্বনাথ
প্রভুর অভয় পদে করে প্রণিপাত।
মন্দির ভিতরে নিয়ে দেখায় সত্বর
লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি অতি মনোহর।
প্রভুরে বসিয়ে উচ্চ সুন্দর আসনে
শ্রীচরণ প্রক্ষালন করিল যতনে।
সঙ্গীশিষ্যদের দিল সুযোগ্য আসন
সুরু হল মাইকেতে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

ভক্ত নরনারী বহু হয়ে উপস্থিত
প্রভুরে প্রণাম করে শ্রদ্ধার সহিত।
সমবেত প্রার্থনাদি হলে সমাপন
অপর্য্যাপ্ত ফলভোগ হল বিতরণ।
অপরাহ্নে 'গান্ধী হলে' করি পদার্পণ
বহু শিষ্য ভক্তে কৃপা করেন বর্ষণ।
নাম পাঠ প্রার্থনান্তে রাত্রি নয়টায়
বিলাস নগরী হতে নিলেন বিদায়।

রামানন্দ বিশ্বানন্দ আদি ভক্তগণ
শ্রীধাম কেদার চায় করাতে দর্শন।
অচিরে আরম্ভ হল প্রস্তুতি যাত্রার
শ্রীঅঙ্গ পরীক্ষা লাগি আসিল ডাক্তার।
যথাকালে ব্যক্ত করে বৈদ্য অভিমত
'শারীরিক বাধা নাই ভ্রমিতে পর্ব্বত।'
ভ্রমণের বড় বাধা হল এবে দূর
রাজপুরে বেজে ওঠে বেদনার সুর।

কিবা তব প্রয়োজন তীর্থ পর্য্যটনে
সর্ব্ব তীর্থ বিরাজিত ও রাঙা চরণে।
তীর্থ বুঝি পুণ্য পদস্পর্শ পেতে চায়
লীলার এ এক অতি মধুর অধ্যায়।
এ লীলা কাহিনী স্মরি আনন্দিত মনে
দাস জনার্দ্দন নতি করে শ্রীচরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১১

।। কেদারনাথ ধাম দর্শন—১৩৭৪ ।।

জ্যৈষ্ঠের আঠাশে প্রভু অন্নভোগ শেষে
সদলে করেন যাত্রা কেদার উদ্দেশ্যে।
সঙ্গীশিষ্য চলে সাথে পঞ্চবিংশ জন
নেয়া হল চাল ডাল যাহা প্রয়োজন।
নুন তেল হাঁড়ি কড়া বাদ নাহি পড়ে
পালাক্রমে চলে নাম গাড়ীর ভিতরে।
হৃষীকেশ প্রয়াগাদি অতিক্রম করে
রাত্রিকালে উপনীত হন শ্রীনগরে।
পাহাড়ী সুরেতে নাম করি সঙ্কীর্ত্তন
স্থানীয় ভক্তেরা করে প্রভুরে বরণ।
বিশ্রাম অলকাতীরে তাঁবুর ভিতর
পরদিন যাত্রা পুন মধ্যাহ্নের পর।
তৈলযানে দীর্ঘপথ করি পর্য্যটন
অপরাহ্নে গুপ্তকাশী উপনীত হন।
মালপত্র সহ হেথা রহে বড় গাড়ী
সাথে যায় নিতান্তই যাহা দরকারী।
দীর্ঘাকার যান আর সম্মুখে না চলে
জীপযোগে যাত্রা তাই এবার সদলে।
'নালা' অতিক্রম করি এলেন 'ফাটা'য়
কেদার যাত্রীরা রাত্রি ওখানে কাটায়।
হেথা জগদম্বা করি আঘাত প্রচণ্ড
মহিষাসুরের শির করেন দ্বিখণ্ড।
'ফাটা' নামে খ্যাত তাই হল এই স্থান
লোকমুখে প্রচলিত এমত আখ্যান।
মৈখণ্ডা নামক গ্রামে পাহাড়ের 'পর
মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি শোভে মনোহর।
ফাটা হতে সেই স্থান বেশী দূর নয়

সে মূর্ত্তি দর্শনে ভরে আনন্দে হৃদয়।
রুটি ভোগ অন্তে এক শিক্ষা নিকেতনে
বিশ্রাম গ্রহণ প্রভু করেন সগণে।

ফাটা ও কেদারে ক্রোশ দশ ব্যবধান
দুর্গম এ পথে নাহি চলে কোন যান।
সাধারণ যাত্রীগণ পদব্রজে যায়
ডাণ্ডী কাণ্ডী কিম্বা অশ্ব বিকল্প উপায়।
পরদিন প্রাতে প্রায় আট ঘটিকায়
ডাণ্ডীতে প্রভুর হল যাত্রা পুনরায়।
চতুর্দ্দোলারূপী ডাণ্ডী বহে চারি জন
পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেঁটে চলে সঙ্গীগণ।
উৎসাহে উল্লাসে ঊর্দ্ধে উড়িয়ে নিশান
নাম গান করি পথে হয় আগুয়ান।
মালপত্র বহি আনে ছ'টি অশ্বতর
পৌঁছিলেন গৌরীকুণ্ডে মধ্যাহ্নের পর।
কিঙ্কর কেশবানন্দ সঙ্গী পুরাতন
ভোগের অন্নাদি ত্বরা করিল রন্ধন।
প্রসাদ গ্রহণ করি সঙ্গীরা সত্বর
শয্যায় এলিয়ে দেয় ক্লান্ত কলেবর।
হেথাকার তীব্র শীত নিবারণ তরে
প্রতিজন নিল লেপ দুইখানা করে।
পরদিন একত্রিশে জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে
যথারীতি যাত্রা সুরু গৌরীকুণ্ড হতে।
পূর্ব্বদিন দীর্ঘ পথ হাঁটিবার ফলে
অনেকের আজ আর চরণ না চলে।
পদযাত্রী সঙ্গীদের ছয় সাত জন
চলে তাই অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
পুরোভাগে অশ্ব 'পরে ধরি শুক্ল ধ্বজ
চলেন আচার্য্য রঘু প্রভুর আত্মজ।
পিছে তার চলে আর অশ্বারোহীগণ

চলিতে চলিতে নাম করে সঙ্কীর্ত্তন।
নিশান উড়িয়ে নাম গাহি নিরন্তর
অন্য সবে পদব্রজে হয় অগ্রসর।
পথে যেতে যাত্রী সাথে কত দেখা হয়
ঘোষে সবে উচ্চ রবে কেদারের জয়।
শ্রীনামে আকৃষ্ট হয়ে তীর্থযাত্রীগণ
সুরু করে মহানন্দে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নের পর সব সঙ্গীর সহিত
শ্রীধাম কেদারে প্রভু হন উপস্থিত।
প্রভুর ইচ্ছায় পাণ্ডা পুরোহিতগণ
বিশেষ পূজার শীঘ্র করে আয়োজন।
করতাল নিয়ে নিজে প্রভু লীলাময়
করিছেন নাম আজি সকল সময়।
অভিভূত পাণ্ডা আর পুরোহিতগণ
কহিল—"এমন আর দেখিনি কখন।
ভেবেছিনু মনে হেথা আসিবেন আজ
আধুনিক মস্ত এক সাধু মহারাজ।
ভাগ্যগুণে করিলাম দর্শন চাক্ষুষ
এসেছেন দিব্যদেহী পরমপুরুষ।
এইভাবে মাতোয়ারা হয়ে মহানামে
আসে নাই পূর্ব্বে কেহ এই পুণ্যধামে।"
খিচুড়ি রন্ধন হল মাত্র এক লোটা
সকলে প্রসাদ তাই পেল ছিটে ফোঁটা।
দোকানের লুচি ঝোল করিয়া ভোজন
ক্ষুধার নিবৃত্তি করে সঙ্গীশিষ্যগণ।
প্রভু ক'ন—"আছে মোর গুরুর আদেশ—
তীর্থক্ষেত্রে করিবে না বিচার বিশেষ।
ঠাকুরের জন্য ভোগ হয়েছে রন্ধন
এ তাই করেছে সেই প্রসাদ গ্রহণ।
দোকানের খাদ্য এই মহাতীর্থস্থলে
দ্বিধাহীন চিতে তোরা খাইবি সকলে।"

কেদার ধামের দৃশ্য অতি চমৎকার
অসংখ্য পর্ব্বত ঝর্ণা শোভে চারিধার।
অতি উচ্চ গিরিরাজি স্পর্শে নভস্থল
তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ রজতধবল।
ক্ষণে মেঘে দেয় ঢেকে পাহাড় সকল
ক্ষণ পরে রবি-করে করে ঝলমল।
সূর্য্যে মেঘে সারাদিন চলে লুকোচুরি
ক্ষণে রৌদ্রচ্ছটা ক্ষণে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি।
হিমবারি ভূমে পড়ি কখন কখন
পৃথ্বী 'পরে সৃষ্টি করে শুভ্র আস্তরণ।
আজিও দুপুরে সুরু হয়েছে বর্ষণ
ভিজেছেন পথে প্রভু আর সঙ্গীগণ।
সন্ধ্যাতেও ছেদ নাহি পড়িল বর্ষণে
ভিজে ভিজে যান প্রভু আরতি দর্শনে।
পরদিন আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
সদলে দর্শন পুন করেন হরষে।
মন্দিরের ধারে সাধু আছে একজন
শুধু ফল খেয়ে করে জীবন ধারণ।
শীত গ্রীষ্ম বারো মাস কেদারেই থাকে
ফিরিবার পথে যান দেখিবারে তাকে।
আজই কেদার হতে ফিরে যেতে হবে
প্রসাদ পরব সাঙ্গ হল অবিলম্বে।
মালপত্র গোছগাছ করে সঙ্গীদল
হেনকালে সুরু হল বর্ষণ প্রবল।
অনেকেই ভিজে ভিজে যেতে ভয় পায়
কিন্তু আর থাকিবার নাহিক উপায়।
কেদারনাথের জয় ঘোষি উচ্চরবে
যথাকালে যাত্রা সুরু করিলেন সবে।
রাত্রিকালে গৌরীকুণ্ডে শুভ অবস্থান
পরদিন অপরাহ্নে 'ফাটা' পঁহুছান।
প্রয়োজন নাই আর ডাণ্ডী বা ঘোড়ার

ভাড়া দিয়ে দিতে হবে হেথা সবাকার।
কহিলেন প্রভু—"যাহা হবে ন্যায্য ভাড়া
চার টাকা করে দিবি সবারে তা'ছাড়া।
রাত্রিকালে বিশ্বানন্দ ক্রয় করি আনে
লুচি আর তরকারী বহু পরিমাণে।
কহিলেন প্রভু—"এ তো তীর্থক্ষেত্র নয়
কেন বাবা এ সকল করেছিস্ ক্রয় ?
দোকানের খাদ্য হেথা চলিবে না আর
এখানে করিতে হবে আহারে বিচার।"

ফাটা হতে পরদিন তেসরা আষাঢ়
তৈলযান আরোহণে যাত্রা পুনর্ব্বার।
গুপ্তকাশী উপনীত হয়ে স্বল্প পরে
দেখিলেন শিব মূর্ত্তি সানন্দ অন্তরে।
বড় তৈলযানে এবে করি আরোহণ
দ্বিপ্রহরে চন্দ্রাপুরী উপনীত হন।
আজ একাদশী তাই মধ্যাহ্ন সময়
আলু সিদ্ধ ভোগ শুধু নিবেদন হয়।
প্রসাদ গ্রহণ অন্তে তৈলযানে চড়ে
পৌঁছিলেন সন্ধ্যাকালে সদলে গৌচরে।
আহারের প্রশ্ন নাই একাদশী রাত
ক্লান্ত সঙ্গীগণ শুতে গেল অচিরাৎ।
অলকানন্দার তীরে পাঁচ ছয় খানা
সুন্দর বৃহৎ তাঁবু হয়েছে স্থাপনা,
অবস্থিতি হল সেই তাঁবুর ভিতর
পালা অনুসারে নাম চলে নিরন্তর।
পাহাড় বেষ্টিত স্থান অতি মনোরম
রাত্রিকালে তীব্র শীত দিনেতে গরম।
প্রভু লাগি সংগৃহীত হয়েছে এ স্থান
অচিরে আশ্রম হেথা হবে নিরমাণ।
ভক্তদের প্রার্থনায় প্রভু সীতারাম

'নন্দিনী আশ্রম' এর রাখিলেন নাম।
প্রভু ক'ন—'পুষ্করেতে চাতুর্ম্মাস্য শেষে
তাঁর ইচ্ছা হলে মৌন নেব হেথা এসে।"
অখণ্ড শ্রীনাম গান চলে যথারীতি
চলে সাথে ত্রৈকালিক প্রার্থনা প্রভৃতি।
অপরাহ্ণে পাঠ নিত্য চলে দীর্ঘক্ষণ
যোগ দেয় পাহাড়িয়া ভক্ত বহুজন।
ভাষা নাহি বোঝে তবু বসে থাকে তারা
সাধুসঙ্গে মহানন্দে হয় আত্মহারা।

সঙ্গীগণ সহ প্রভু পক্ষকাল প্রায়
করিলেন অবস্থান তাঁবুতে হেথায়।
যাদের হয়নি আগে বদরী দর্শন
সে সুযোগ তাদেরকে দিলেন এখন।
তিন দলে ভাগ করি সঙ্গী শিষ্যগণে
পাঠান পর্য্যায়ক্রমে বদ্রীনারায়ণে।
একদল ঘুরে আসে অন্যদল যায়
তিন বারে গেল সঙ্গী কুড়ি জন প্রায়।
যাতায়াতে কারো যাতে ক্লেশ নাহি হয়
সে দিকে সজাগ সদা প্রভু দয়াময়।
পথের খাবার চাল চিঁড়ে মুড়ি ছাড়া
দেয়া হয় সকলেরে শকটের ভাড়া।
যাত্রার প্রাক্কালে দেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন
চরণের ধূলি আর আশীষ চুম্বন।
শিষ্যগণ আনন্দ ও ব্যথা নিয়ে বুকে
যাত্রা করি অতি ধীরে বদ্রী অভিমুখে।
আশ্রমের কর্ম্মধারা চলে সুষ্ঠুভাবে
না ঘটে ব্যত্যয় কিছু কাহারো অভাবে।
শত কর্ম্ম মাঝে প্রভু করেন স্মরণ
বদ্রী হতে শিষ্যগণ ফিরিবে কখন।
নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাই কহেন সেবকে—

"ওদের ফেরার কথা আজ বদ্রী থেকে।
ওদের সবার জন্য নিস্ যেন চাল
রন্ধন করিস্ ভোগ সকাল সকাল।"
যথাকালে ফিরে আসে তীর্থযাত্রীগণ
পূজে সর্ব্বতীর্থসার শ্রীগুরুচরণ।
প্রভু ক'ন—"প্রক্ষালন করি হস্ত পাদ
তোরা সবে অবিলম্বে পেয়ে নে প্রসাদ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রমে বাবারা কাতর
ভোজন বিশ্রাম আগে—কথা তারপর।"

গুরুভক্ত শিষ্য নয় ব্রহ্মাণ্ডে বিরল
আছে কোথা গুরু হেন ভকতবৎসল!
জননীর মত কভু স্নেহ সীমাহীন
ক্ষণ ব্যবধানে অতি কঠোর কঠিন।
কভু তুমি প্রেমময় কখন নিঠুর
তোমার লীলার কথা বিচিত্র মধুর।
সে লীলা স্মরণ করি পুলকিত মনে
দাস জনার্দ্দন নতি করে শ্রীচরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১২

।। দিল্লীতে প্রচার—১৩৭৪।। উপ-রাষ্ট্রপতি গিরি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন প্রভৃতির শ্রদ্ধা নিবেদন।।

আষাঢ়ের পনেরোই ত্যজি গৌচর
দ্বিপ্রহরে পৌঁছিলেন প্রভু শ্রীনগর।
তথা হতে যাত্রা করি অন্নভোগ শেষে
সন্ধ্যাকালে পৌঁছিলেন পুণ্য হৃষীকেশে।
পরদিন দীর্ঘ পথ করি পর্য্যটন
চাক্রাতা নামক স্থানে উপনীত হন।
রামানন্দ সহ সেথা বীরভক্তগণ
সেবার সুযোগ পেয়ে আনন্দে মগন।
কিঙ্কর কেশবানন্দ আষাঢ়ের বিশে
হেথা হতে যাত্রা করে কাশীর উদ্দেশে।
আর্থিক সংকট তীব্র কাশী রামাশ্রমে
অখণ্ড শ্রীনাম সেথা চলে কোনক্রমে।
কহিলেন প্রভু তারে—“কাশীধামে ফিরে
প্রথমেই যাবি বিশ্বনাথের মন্দিরে।
আকুল অন্তরে সেথা জানাবি প্রার্থনা—
রক্ষা নাহি হয় নাম তব কৃপা বিনা
সংকট না মুক্ত যদি কর অবিলম্বে
অখণ্ড শ্রীনাম তবে ভেঙ্গে দেয়া হবে।”
দিল্লীবাসী ভক্তদের কাতর আহ্বানে
চলিলেন অতঃপর দিল্লী অভিযানে।
পঁচিশে আষাঢ় প্রাতে লয়ে সঙ্গীগণ
উপনীত হন প্রভু দিল্লীর ষ্টেশন।
অগণিত শিষ্যভক্ত ফুল মালা হাতে
এল অতি দ্রুতগতি স্বাগত জানাতে।
প্রভুরে বসিয়ে এক সু-উচ্চ আসনে
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন চলে শ্রীচরণে।

বসন্ত বিহারে যান যান-আরোহণে
ভক্তগণ নিমগন সেথা সঙ্কীর্ত্তনে।
প্রভুরে দেখিয়ে সব সেবা-আয়োজন
বিশ্বানন্দ সবিনয়ে করে নিবেদন—
"গৃহস্বামী গৃহাঙ্গণে হাজির এখন
সব ভার তাঁরোপর হ'ল সমর্পণ।
আদেশ করুন দেব কি করিতে হবে
প্রাণ ভরে সেবা করে ধন্য হই সবে।"
স্মিতাননে প্রভু ভনে—"ঠাকুর মালিক,
তোদের শরণাগতি হোক্ আন্তরিক।
শরণাগতেরে রক্ষা চিরব্রত তাঁর
করিয়ে নেবেন তিনি যা কিছু করার।"

শান্তির সন্ধানে আসে পথহারাগণ
কহেন তাদের কৃপা করি বরিষণ—
"গুরুদত্ত নাম জপ কর দৃঢ়ভাবে
মনস্কাম হবেপূর্ণ জ্বালা দূরে যাবে।"
নয়টায় ভি. ভি. গিরি—উপরাষ্ট্রপতি
এলেন অভয়পদে জানাতে প্রণতি।
গৃহ তার উড়িষ্যার বহরমপুরে
আলোচনা প্রসঙ্গেতে কহিলা প্রভুরে—
"যদি তব সন্নিধানে আসি মন্ত্রীগণ
অলৌকিক মহাশক্তি করে আহরণ
শাসন কার্য্যেতে হবে অধিক সফল।
ভারতেরও হ'বে তাতে প্রকৃত মঙ্গল।....
প্রত্যহ শয়ন কালে ভাবি মনে মনে
কেহ কি পেয়েছে ব্যথা মোর আচরণে।
ভিক্ষু প্রতি করি যদি মন্দ ব্যবহার
পরক্ষণে চাই মনে ক্ষমা বার বার।
দেব-দেবী মন্দিরেতে করি আনাগোনা
শান্তির অধিক কিছু না করি প্রার্থনা।"

কহিলেন প্রভু—"শান্তি রয়েছে অন্তরে
বহির্ম্মুখ হয়ে জীব জ্বালা ভোগ করে।
নাম আর শাস্ত্র পথ করিলে আশ্রয়
অতি শীঘ্র নরনারী অন্তর্ম্মুখ হয়।"
স্বল্প পরে উপমন্ত্রী মিশ্র মহাশয়
সস্ত্রীক পূজিল আসি শ্রীচরণদ্বয়।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চ্যবন
নিবেদিল অতঃপর প্রভুর সদন—
"বহু দিন ধরে ইচ্ছা ছিল দরশনে
সে সাধ পূরণ হল আজি শুভক্ষণে।"
কহিলেন প্রভু—"ইচ্ছা ছিল 'এ'রও মনে
আনন্দ পেলাম বাবা তব আগমনে।"
মন্ত্রী কহে—"ভারতের বড়ই দুর্দ্দিন
চারিদিকে অগণিত সমস্যা কঠিন।
করুন এ আশীর্ব্বাদ ওহে দয়াময়
সমস্যার যেন শীঘ্র সমাধান হয়।"
প্রভু ক'ন—"সে প্রার্থনা নিত্য মোরা করি—
'...এ সংকটে রাজকুলে রক্ষা কর হরি।'
ভগবান পূর্ণ আর অংশ জীবগণ
যেমন তপন আর তাহার কিরণ,
যেমন অনল আর তাহার স্ফুলিঙ্গ
অথবা যেমন জল জলের তরঙ্গ।
অন্তর্ম্মুখ হলে জীব উপলব্ধি করে
ভগবান বিদ্যমান সবার অন্তরে।
শুদ্ধাহার সদাচার জপ ও স্বাধ্যায়
পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পথে পরম সহায়।....
স্ত্রী জাতির সর্ব্বনাশ করিতে সাধন
বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা হল প্রবর্ত্তন।
পশুত্ব নিতেছে কাড়ি দেবত্বের স্থান
জাতিটার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে খান খান।
দুষ্টা নারী কু-পুত্রের করে জন্মদান

মহীয়সী নারী গর্ভে ধরে সুসন্তান।
মহান সন্তান মাত্র দুই-চারি জন
অশেষ কল্যাণ পারে করিতে সাধন।
মায়েদের রক্ষা করা আশু প্রয়োজন
তবেই জাতির হবে দুর্গতি মোচন।...
বিজ্ঞানের প্রতি 'এ'র নাহিক বিদ্বেষ
কত তার অবদান নাই কোন শেষ।
দুর্গম পথেরে কত করিল সুগম
মরুভূমে ফুটাইল পুষ্প মনোরম।
ভোগের সামগ্রী কত করিল প্রদান
কিন্তু চিতে শান্তি দিতে পারে নি বিজ্ঞান।
শান্তি তো বাহিরে নাই—রয়েছে অন্তরে
শাস্ত্রপথে চলি জীব শান্তি লাভ করে।"
প্রভুরে প্রণাম করি সস্ত্রীক চ্যবন
পুলকিত মনে করে বিদায় গ্রহণ।

পাঠশেষে অকস্মাৎ সন্ধ্যার সময়
জ্বরেতে আক্রান্ত হন প্রভু লীলাময়।
বৈদ্যেরে করিতে কৃপা এই রোগলীলা
সত্বর আসিল বৈদ্য সেন ও খোসলা।
পরদিন প্রাতে হল ব্যাধির আরাম
তবুও রহিল বন্ধ দর্শন প্রণাম।
একদিন বিশ্রামান্তে সাতাশে আষাঢ়
কৃপা বিতরণ সুরু হল পুনর্ব্বার।
মন্ত্রী জয়সুখলাল জানায় প্রণাম
অতঃপর এল মন্ত্রী জগ্‌জীবন রাম।
ভারত কল্যাণকামী মন্ত্রী দুই জনা
বহুক্ষণ বসি করে ধর্ম্ম আলোচনা।
অমাত্য ত্রিগুণা সেন বঙ্গের সন্তান
রাত্রে আসি নিবেদিল প্রভু বিদ্যমান—
"ধর্ম্মনিরপেক্ষ এই স্বাধীন ভারত

হারাতে বসেছে তার ঐতিহ্য মহৎ।
নীতি-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত শিক্ষা বিষময়
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাই হেন বিপর্য্যয়।
সকল ধর্ম্মেই আছে ভাল উপদেশ
ছাত্রদের প্রয়োজন আজ তা বিশেষ।
সেইগুলি সংকলন করি সযতনে
পারি না কি উপহার দিতে ছাত্রগণে?
শিক্ষা ব্যবস্থার চাই করিতে সংস্কার
দিন শক্তি কৃপাপ্রার্থী আমি আপনার।"
কহিলেন প্রভু—"এ তো সুন্দর প্রার্থনা
ঠাকুর করুন পূর্ণ তোমার বাসনা।
কিন্তু সদা এ কথাটি রাখিও স্মরণ
নিজেরে তৈয়ারী করা আগে প্রয়োজন।
তা যদি না পার বাবা পরিণামে তবে
এ পরিকল্পনা তবে বিড়ম্বনা হবে।"
প্রভু পদে প্রণিপাত করি পুনরায়
অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী লইল বিদায়।

ছয়দিন বাস করি দিল্লী নগরীতে
বর্ষিলেন কৃপা প্রভু অকুণ্ঠিত চিতে।
এল মন্ত্রী উপমন্ত্রী রাজকর্ম্মচারী
সর্ব্বস্তর হতে এল বহু নরনারী।
ভক্তিভরে তারা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান
উপদেশামৃতে পায় পথের সন্ধান।
নাম গানে মেতে ওঠে ভক্ত বহু জন
কেহ আসে মন্ত্রদীক্ষা করিতে গ্রহণ।
শতাধিক জনে হেথা প্রভু দয়াময়
কৃপা করি শ্রীচরণে দিলেন আশ্রয়।

সীমাহীন প্রেম তব করুণা অপার
অহরহ জীবকুলে করিছ উদ্ধার।

সবাকার পাপভার নিয়ে নিজ স্কন্ধে
নব-নীলকণ্ঠ নিতি ভ্রমিছ আনন্দে।
এ বিষম বিষে অঙ্গ জ্বলে অনুখন
মাঝে মাঝে ব্যাধি তাই করে আক্রমণ।
তবু তুমি অবিচল শান্ত নির্ব্বিকার
অপূর্ব্ব তোমার লীলা অতি চমৎকার।
এ লীলার এক বিন্দু করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১৩

।। পুষ্কর চাতুর্ম্মাস্য—১৩৭৪।। ধর্ম্মানুষ্ঠান বনাম সমাজকল্যাণ।।
।। জয়পুরে প্রচার।। পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।।

দিল্লীতে সমাপ্ত হলে শ্রীনামপ্রচার
বাষ্পযানে যাত্রা পুন তিরিশে আষাঢ়।
এবার গন্তব্যস্থল পবিত্র পুষ্কর
চাতুর্ম্মাস্য হবে সুরু সেথায় সত্বর।
পরদিন প্রাতে যান জয়পুর হয়ে
আজমীঢ়ে এল প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে।
অতঃপর তৈলযানে করি আরোহণ
পবিত্র পুষ্কর তীর্থে উপনীত হন।
গৌঘাটে ভরতপুর কুঞ্জেতে হেথায়
সুরু হল চাতুর্ম্মাস্য গুরুপূর্ণিমায়।
শ্রীনাম কীর্ত্তন পাঠ নিয়মিত চলে
শিষ্যভক্ত দর্শনার্থী আসে দলে দলে।
সবাকার তরে দ্বার হেথা অবারিত
অন্ন ও আশ্রয় দান হয় যথোচিত।
চাতুর্ম্মাস্যে তাই বহু অর্থ প্রয়োজন

অযাচিতভাবে অর্থ দেয় ভক্তগণ।
রাজা মানসিংহজীর সোদর গুমান
স্বেচ্ছায় সহস্রমুদ্রা করিল প্রদান।
ঝালা দিল চাল এক হাজার টাকার
বহু ভক্ত করে সেবা বিবিধ প্রকার।
পূর্ব্বেই হয়েছে হেথা সংগৃহীত স্থান
অচিরে আরম্ভ হবে আশ্রম নির্ম্মাণ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন সহ বারই শ্রাবণ
সেথা গিয়ে প্রভু ভিত্তি করেন স্থাপন।
পূজনীয়া গুরুমাতা পঁচিশে শ্রাবণ
কন্যা সহ পুষ্করেতে উপনীত হন।
আগমন বার্ত্তা শুনি প্রভু অচিরাৎ
চলিলেন পথপানে জুড়ি দুই হাত।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে শিষ্যভক্তগণ
ভক্তিভরে স্পর্শ করে মায়ের চরণ।
আশ্রম মাঝারে তাঁরে সযতনে আনি
ধৌত করি দেয়া হল চরণ দু'খানি।
প্রভু সহ উপস্থিত শিষ্যভক্তগণ
সাদরে সে পাদোদক করিল গ্রহণ।

ভক্তবর বিশ্বানন্দ শ্রাবণ ছাব্বিশে
সন্ধ্যায় হাজির হল প্রভুর সকাশে।
সঙ্গে তার কতিপয় সম্ভ্রান্ত সজ্জন
অচিরে স্পর্শিল সবে অভয় চরণ।
বিশ্বানন্দ কহে সঙ্গী দর্শনার্থীগণে—
"প্রশ্ন যদি থাকে কারো শুধান এক্ষণে।"
উকিল সাহেব এল জুড়ি করদ্বয়
শুধালেন প্রভু তার জাতি পরিচয়।
উকিল সাহেব কহে শ্রদ্ধার সহিত—
"জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি—নাই উপবীত।
নিয়মিতভাবে করি শিবের অর্চ্চন

গায়ত্রী মন্ত্রও জপি কখন কখন।”
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
“চলিছে করম ঠিক নাহিক সংশয়,
ব্রাহ্মণের মত নয় শূদ্রের রীতিতে,
এবার তোমায় হবে স্বধর্ম্মে ফিরিতে।
উপাসনা বিধি ভিন্ন বর্ণভেদে হয়
ব্রাহ্মণের যে পদ্ধতি শূদ্রের তা নয়।
শাস্ত্রমতে অবিলম্বে নিয়ে উপবীত
সুরু কর ত্রিসন্ধ্যাদি নিষ্ঠার সহিত।
সদগুরু পাদপদ্মে আত্মনিবেদন
এখন তেমার বাবা আশু প্রয়োজন।
গুরুপ্রদর্শিত পথে হলে অগ্রসর
বাঞ্ছিত আনন্দলাভ করিবে সত্বর।”
উকিল সাহেব কহে আনন্দিত মনে—
“গুরু মোর সম্মুখেতে আছেন এক্ষণে।”
প্রভু কন—“তাড়াহুড়া সমীচীন নয়
দেখে শুনে গুরুপদে লইবে আশ্রয়।”
উকিল সাহেব কহে অতীব সত্বর—
“গিয়েছি অনেক সাধু সন্তের গোচর।
মন মোর কোথাও তো ভরে নি এমন
গুরুরূপে কাহাকেও করে নি বরণ।
কিন্তু চিত্ত আজি ব্যস্ত আত্মসমর্পণে
সানন্দে লুটাতে চায় ও রাঙা চরণে।”
আহার বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে
উকিল সাহেব কহে স্বল্পকাল'পরে—
“পেঁয়াজ রসুন মাছ মাংসাদি কখন
জ্ঞানতঃ করিনি সারা জীবনে ভোজন।”
খুশী হয়ে প্রভু তারে কহেন তখন—
“এক মাস গুরু গুরু জপ অনুখন।
এই মন্ত্র এনে দিবে তব গুরুদেবে
তোমায় কিছুই আর ভাবিতে না হবে।”

এত বলি কৃপা করি প্রভু অচিরাৎ
ললাট উপরে তার রাখিলেন হাত।

একদা জনৈক শিষ্য করে নিবেদন—
"শাস্ত্র ধর্ম্ম নাহি মানে মোর বন্ধুগণ।
তারা বলে—খালি পেটে না হয় কখন
ধর্ম্ম-আচরণ তথা সাধন ভজন।
নিদারুণ অন্নাভাব দেশে বর্ত্তমানে
হবে কি তা সমাধান ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে?
হেন প্রশ্ন তুলে তারা প্রচণ্ড উৎসাহে
ধরমের অসারতা প্রমাণিতে চাহে।
বিদ্যালয় হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন
বলে তারা, ধর্ম্ম হতে বেশী প্রায়োজন।
'ধূলা মন্দির' আদি অস্ত্র করি মূলধন
শাস্ত্র উল্লঙঘনে যুক্তি করে প্রদর্শন।
এ প্রকার সমস্যার করি সমাধান
দিন দেব কৃপা করি পথের সন্ধান।"
কহিলেন প্রত্যুত্তরে প্রভু অচিরাৎ—
"অসংযমে আপদের হয় সূত্রপাত।
সারা দেশে জ্বলিছে যে অনল এখন
হুতাশন দ্বারা তা কি হবে নির্ব্বাপণ!
ধর্ম্মমেঘ হতে যদি অজস্র ধারায়
সংযম-সলিল হয় বর্ষিত ধরায়
এ অগ্নি নিভিতে পারে তাহলে কেবল,
ধর্ম্ম ছাড়া আর কোথা আছে শান্তিজল!
স্কুল আর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদল
ভবিষ্যৎ ভারতের ভরসার স্থল।
তাদের যা অসংযত আচরণ আজ
তা' দেখি মনুষ্যেতর প্রাণী পায় লাজ।
আর বাবা এও ভেবে দেখার বিষয়
কেন এত হাসপাতাল প্রায়োজন হয়?

রোগ নিরাময় তরে চাই হাসপাতাল,
ঘরে ঘরে কেন এত ব্যাধি আজকাল?
কলিজীব ধর্ম্মপথ করেছে বর্জ্জন
অধর্ম্ম ও অসংযম ব্যাধির কারণ।
যত যত ব্যভিচার বাড়ে এ জগতে
ব্যাধি তত ঘিরে ধরে চারিধার হতে।
ব্যাধিতে ব্যাহত হয় ভোগের তাণ্ডব
চিকিৎসার প্রয়োজন হয় অনুভব।
তাই এত হাসপাতাল হতেছে নির্ম্মাণ,
এই হল আধুনিক সমাজকল্যাণ!
বিদ্যালয় হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন
লোক হিত সাথে আত্মহিতে প্রয়োজন।
ধর্ম্ম যদি নাহি থাকে না থাকে সংযম
ব্যর্থ হয় মানবের সকল করম।
অর্থ যশ প্রতিষ্ঠার লোভে দিন দিন
লোকহিতকামী হয় মনুষ্যত্বহীন।
ঈর্ষ্যা দ্বেষ অশান্তির অগ্নি ওঠে জ্বলে
'ধর্ম্ম কিছু নয়'—তারা অবশেষে বলে।
বৈশ্য আজি ধর্ম্মচ্যুত কলির প্রভাবে
কষ্ট পাই সবে তাই খাদ্যের অভাবে।
অর্থের পিশাচ দল ব্যবসায়ী বেশে
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে সারা দেশে।
চার পাঁচ টাকা মূল্য কেজি প্রতি দিলে
যত চাও তত চাল ঘরে বসে মিলে।
রামানুজ রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
ধর্ম্মপথে চলে আজো জগৎবরেণ্য।
স্বামিজী গোঁসাইজী ও ঋষি অরবিন্দ
পেয়েছেন ধর্ম্মাশ্রয়ে পরম আনন্দ।
সুউচ্চ শিক্ষিত এঁরা অতি বিচক্ষণ
করেছেন ধর্ম্মরাজ্যে কেন বিচরণ!
যুগে যুগে আরো কত শত মহাপ্রাণ

গেয়েছেন ধর্ম্মপথে শান্তির সন্ধান।
কিন্তু কেহ ত্যাগ করি ধর্ম্ম ও সংযম
শান্তিলাভে কখন কি হয়েছে সক্ষম! ...."

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়া
শ্রদ্ধা নিবেদন করে সস্ত্রীক আসিয়া।
আশীষ প্রার্থনা করে মন্ত্রী মহোদয়
প্রসাদ প্রাপ্তিতে পরে পরিতৃপ্ত হয়।
রাজ্যপাল হুকুম সিং দুই দিন পর
ধর্ম্মপত্নী সহ এল প্রভুর গোচর।
শ্রীচরণে প্রণিপাত করি রাজ্যপাল
করে নানা আলোচনা অতি দীর্ঘকাল।
প্রভুর নির্দ্দেশমত সঙ্গী শিষ্যগণ
'সনাতন শাস্ত্রম্' আদি করিল অর্পণ।
মহানন্দে রাজ্যপাল কহিল তখন—
"এ কৃপার দান শিরে করিনু ধারণ।
দিল্লী অবস্থান কালে আবাসে আমার
আসিত ইংরাজী পত্র মাসিক 'মাদার'।
পড়িতাম নিয়মিত আমি তা যতনে
কৃতার্থ হলাম আজি তব দরশনে।"
প্রসাদ গ্রহণ করি পরম শ্রদ্ধায়
রাজ্যপাল মহাশয় লইল বিদায়।

রাজস্থানবাসী বহু ভক্তের আহ্বানে
বাহির হলেন প্রভু প্রচারাভিযানে।
ভাদ্রের তেইশে লয়ে শিষ্যভক্তগণ
অপরাহ্ণে জয়পুরে উপনীত হন।
হেথা রহে শিষ্য ঝালা গুরুগতপ্রাণ
তার গৃহে এইবার শুভ অবস্থান।
নাম ও নামীরে পেয়ে আপনার ঘরে
আনন্দ ধরে না যেন ঝালার অন্তরে।

বারে বারে সকাতরে কহে সঙ্গীগণে—
"না জানি সেবিতে হয় প্রভুরে কেমনে।
সেবা লাগি যখন যা হবে প্রয়োজন
অসংকোচে করিবেন অধমে জ্ঞাপন।"
রাজপথ মুখরিত করি সঙ্কীর্ত্তনে
সন্ধ্যায় গেলেন প্রভু গোবিন্দ দর্শনে।
দীর্ঘক্ষণ সঙ্গীগণ দেখিল আরতি
শ্রদ্ধাভরে গোবিন্দেরে জানাল প্রণতি।
পূজারী ব্রাহ্মণগণ পুলকিত মনে
মালা দিয়ে প্রণমিল প্রভুর চরণে।
হেথাকার সুবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী
নিবেদিল পরদিন প্রাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
বেদমন্ত্র পাঠ করি শ্রদ্ধার সহিত
স্বাগত জানাল এক বিখ্যাত পণ্ডিত।
গীতা হতে শ্লোক পাঠ করি অতঃপর
ব্যাখ্যা করি শুনালেন পণ্ডিত অপর।
অতঃপর নিবেদিল আরেক পণ্ডিত—
"পশ্চিমের শিক্ষা করে দেশের অহিত।
জাতীয় সংস্কৃতি কৃষ্টি আজি লুপ্তপ্রায়
কৃপা করি উদ্ধারের বলুন উপায়।"
অনতিবিলম্বে প্রভু দেন উপদেশ—
"ও দেশেও নাই বাবা অশান্তির শেষ।
ওষুধের বড়ি খায় ঘুমাবার তরে
পাঁচজনে একজন আত্মহত্যা করে।
এদেশেও রাজশক্তি কলি-কবলিত
ভারতীয় ভাবধারা তাই অনাদৃত।
ভয় নাই শোন তাঁর শ্রীমুখের বাণী—
'যখন যখন হয় ধরমের গ্লানি ...
ধর্ম্ম আর সাধুদের রক্ষণের তরে
নরদেহ ধরে আমি আসি ধরা পরে।'
শাস্ত্রপথ রাজপথ করিলে আশ্রয়

কলির তাণ্ডব হ্রাস পাবে সুনিশ্চয়।
আপনারা শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত সজ্জন
প্রাণপণে শাস্ত্রপথ করুন গ্রহণ
ছাত্রগণে শাস্ত্রপথে করুন চালিত
জাতীয় সংস্কৃতি পুন হবে উজ্জীবিত।
ইতিমধ্যে 'সনাতন শাস্ত্রম্' মাধ্যমে
কাজ সুরু হয়ে গেছে নূতন উদ্যমে।
আসুন এগিয়ে শীঘ্র বাবারা আমার
সবে মিলি করি শাস্ত্র রক্ষা ও প্রচার।"
পণ্ডিতেরা এক বাক্যে করিলা স্বীকার—
"যথাসাধ্য শাস্ত্র মোরা করিব প্রচার।
সর্ব্বোপরি চাই কৃপা আশীর্ব্বাদ তব
তা'হলে সফলকাম অবশ্যই হব।"
প্রভু ক'ন—"হয় যদি উদ্দেশ্য মহৎ
সেবা বোধ চিত্তে সদা থাকে বলবৎ,
হবেন সহায় সেই সর্ব্বশক্তিমান
আসিবে উপর থেকে কৃপা অফুরান।
পণ্ডিতেরা কহে—"বাবা আপনিই সেই
উপর বলে তো আর অন্য কিছু নেই।"
প্রভু ক'ন—"সর্ব্বত্রই পণ্ডিত বাবারা
দিয়ে থাকে অপবাদ 'এ'কে এই ধারা।
'এ' জানে 'এ' যন্ত্র বই নয় কিছু আর
চালক শ্রীভগবান বিশ্বমূলাধার।"
প্রভুর নির্দ্দেশমত সঙ্গীশিষ্যগণ
সযত্নে পণ্ডিতগণে করায় ভোজন।
সবারে প্রণামী দিল দশ টাকা করে
বিদায় লইল তারা সানন্দ অন্তরে।
মুখ্যমন্ত্রী সুখাড়িয়া সহ বহু জন
রাত্রিকালে আসি করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
তিন দিন জয়পুরে প্রচারের পরে
সদলে আবার প্রভু এলেন পুষ্করে।

আশ্বিন পহেলা এক জার্ম্মান দম্পতি
প্রভুর অভয়পদে জানায় প্রণতি।
সু-উচ্চ শিক্ষিত এই জার্ম্মান-নন্দন
পেয়েছিল জয়পুরে প্রথম দর্শন।
পেয়েছিল মধুসঙ্গে আনন্দ অপার
সস্ত্রীক পুষ্করে তাই এসেছে আবার।
শ্বেতকায় অধ্যাপক প্রভুর সদন
একে একে বহু প্রশ্ন করে নিবেদন।
নিকটে বসিয়ে প্রভু পরম আদরে
দেন সব সমস্যার সমাধান করে।
কৃপানন্দ নামে সঙ্গী শিষ্য একজন
দোভাষীর কার্য্যভার করে সম্পাদন।
পুষ্প ও পুস্তক প্রভু দেন উপহার
করালেন সযতনে প্রসাদ আহার।
প্রভুপদে প্রণিপাত করি পুনরায়
সপত্নীক শ্বেতকায় লইল বিদায়।
সত্যমূর্ত্তি নামে যোগী মহাশক্তিধর
আশ্বিনের শেষে এল প্রভুর গোচর।
ভক্তিভরে স্পর্শে যোগী অভয় চরণ
প্রভুও পরম স্নেহে দেন আলিঙ্গন।
এখানেও যোগীরাজ সাত দিন প্রায়
রহেন সমাধিমগ্ন ভূগর্ভ গুহায়।
সুরু হল রুদ্র যজ্ঞ সাতই কার্ত্তিক
অংশ নিল ষোলজন সুযোগ্য ঋত্বিক।
ছয় দিনে দুটি যজ্ঞ হল অনুষ্ঠান
যজমান শ্রীরবীন্দ্র আর বৃষভান।
যজ্ঞ আর যজ্ঞেশ্বরে করিতে দর্শন
হাজার হাজার ভক্ত করে আগমন।
বাঙলা থেকেও ভক্ত আসে দলে দলে
আনন্দের মহামেলা পুষ্করেতে চলে।

বায়ুর প্রকোপ বাড়ে কখন কখন
শ্রীঅঙ্গ অচল প্রায় হয় সে কারণ।
দেহের বিষয় প্রভু চির নির্ব্বিকার
শত কর্ম্ম যথারীতি চলি নিত্য তাঁর।
কহেন সেবকে কভু প্রভু সীতারাম
"কোষ্ঠীতে পূর্ব্বেই হয়ে রয়েছে 'প্রোগ্রাম'।
আগাম প্রোগ্রাম হয় জীবনে সবার
কার সাধ্য আছে সেই ভোগ এড়াবার!"

ভোগ পারে এড়াবারে শুধু সেই জন
দৃঢ়চিতে যে ধরিতে চায় ও চরণ।
উপায় জেনেও আমি বড় নিরুপায়
বিষয়ের বিষে মোর মন সদা ধায়।
ভক্তিহীন শক্তিহীন দাস জনার্দ্দনে
লও টেনে নিজগুণে ও রাঙা চরণে।

***

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১৪

।। মনের আহার।। বাংলায় ভক্তগণে কৃপা—১৩৭৪।।
।। ডাঃ নলিনীরঞ্জনের বর প্রার্থনা।।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত শেষে কার্ত্তিক পঁচিশে
রাজস্থান হতে যাত্রা বাংলার উদ্দেশে।
পথিমধ্যে শিষ্যভক্তে কৃপা বিতরিতে
দুই দিন রহিলেন দিল্লী নগরীতে।
নন্দাজী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সজ্জন
ষ্টেশনে প্রভুরে করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
স্থানীয় সন্তানবৃন্দ প্রভুরে অচিরে
নিয়ে এল সযতনে বিড়লা মন্দিরে।
মন্দিরের 'ম্যানেজার' সদা করজোড়ে

সর্ব্ববিধ সুবিধার সুব্যবস্থা করে।
স্ত্রী-পুরুষ শিষ্যভক্ত আসি দলে দলে
শ্রদ্ধা নিবেদেন করে চরণ কমলে।
মাইকেতে চলে উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন
অপরাহ্নে পাঠে যোগ দেয় বহু জন।
ভাগ্যবান দীক্ষাপ্রার্থী এই অবসরে
ধন্য হয় শ্রীচরণে স্থান লাভ করে।
শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন মহাশয়
পরদিন প্রভু পাশে উপনীত হয়।
মন্ত্রীবর কহে—"জোর নাহি পাই মনে
আপনার কৃপা ভিক্ষা করি সে কারণে।"
উত্তর দিলেন প্রভু অতি চমৎকার—
"মনেরে কি দাও বাবা প্রকৃত আহার!
রজঃ-তমোগুণদ্বয় প্রভাবে নিয়ত
ঘুরিয়া বেড়ায় মন মর্কটের মত।
বিক্ষিপ্ত চিত্তের এই অসংযত গতি
কালে কালে নাশে তার সকল শকতি।
প্রতিকার শুদ্ধাহার নাম সঙ্কীর্ত্তন
উপাসনা ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্র অধ্যয়ন।
ধরে থাক যদি এই পাঁচটি কেবল
আপনা থেকেই সব হবে সুশৃঙ্খল।"
এইরূপ আলোচনা করি দীর্ঘক্ষণ
মন্ত্রী মহোদয় করে বিদায় গ্রহণ।
দিল্লী হতে যাত্রা করি নির্দ্দিষ্ট সময়
পৌঁছিলেন বঙ্গদেশে প্রভু লীলাময়।
কানপুর প্রয়াগাদি বিভিন্ন ষ্টেশনে
বহু শিষ্যভক্ত এল প্রভুর দর্শনে।
ব্যান্‌ডেল হতে রাত্রি দশটার পর
গুরুধাম দিগসুয়ে গেলেন সত্বর।
গুরুমার পদে করি শ্রদ্ধা নিবেদন
রাতে সেথা অন্নভোগ করেন গ্রহণ।

রাত্রিতেও বিশ্রামের নাই অবসর
ত্যজিলেন দিগসুই দুইটার পর।
রোগগ্রস্ত নারায়ণে দরশন দিতে
প্রত্যুষ কালেতে হন হাজির বালীতে।
কেদার ভবন হতে স্বল্পকাল পর
উপনীত হন প্রভু বরাহনগর।
মহামিলন মঠেতে প্রভুর নিমিত্ত
মনোরম শ্রীমন্দির হয়েছে নির্ম্মিত।
সেথা উচ্চ মঞ্চোপরি হয়ে সমাসীন
দরশন দান চলে প্রায় সারাদিন।
অগণিত জনতার অবিশ্রান্ত ভিড়ে
দেখা দিল গোলযোগ শ্রীঅঙ্গে অচিরে।
পরীক্ষান্তে নিবেদন করে বৈদ্যদল—
"রক্তচাপ নিম্ন অতি শরীর দুর্ব্বল।
এত ভিড়ে থাকা এবে নয় সমীচীন
নির্জ্জনে বিশ্রাম নিতে হবে কিছুদিন।"
পহেলা অঘ্রাণ মঠ ত্যজি সে কারণ
জাহ্নবীকুঞ্জেতে প্রভু করেন গমন।
হেথায় নির্জ্জনে বসি প্রায় সর্ব্বক্ষণ
প্রাণভরে গঙ্গামায়ে করেন দর্শন।
শ্রবণ করেন সাথে সুধামাখা নাম
বিশ্রামে ব্যাধির হল কিঞ্চিৎ আরাম।
মাঝে মাঝে বৈদ্য আর সঙ্গী শিষ্যগণ
জিজ্ঞাসে প্রভুরে—"বাবা আছেন কেমন?"
হাসি হাসি মুখে প্রভু কহেন অচিরে—
"বড় ভাল আছি হেথা মা গঙ্গার তীরে।
গঙ্গা ভাল ভাল এই তুলসীকানন
আর ভাল অবিরাম নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দেহটা ভাল কি মন্দ বলিতে না পারি
শরীরটা সর্ব্বদাই লাগে ভারী ভারী।"
দূর গঙ্গাগর্ভ হতে প্রভুরে কখন

অত্যুৎসাহী ভক্তগণ করে দরশন।
উচ্চাসন হতে প্রভু বসেন ভূতলে।
প্রভু কন—"কেউ 'এ'কে করুক দর্শন
তা আর আদৌ ভাল লাগে না এখন।"
স্বল্পকাল পরে প্রভু কহেন আবার—
"ফিরে গেছে দর্শনার্থী হাজার হাজার।
দেহের অবস্থা যদি না হত এমন
অবিলম্বে গিয়ে সবে দিতাম দর্শন।"
মহামিলন মঠেতে সাতাশে অগ্রাণ
করিলেন লীলাময় পদধূলি দান।
মন্দির ও ছাপাখানা হবে নিরমাণ
আজি তাই ভিতপূজা শুভ অনুষ্ঠান।
ভিত্তি স্থাপনের কাজ হলে সমাপন
প্রভু সহ করে সবে প্রসাদ গ্রহণ।
দর্শনার্থী উপস্থিত মঠে বহু জন
অতঃপর দেন প্রভু সবারে দর্শন।
অবশেষে বেলা প্রায় এক ঘটিকায়
অজ্ঞাতবাসেতে ফিরে যান পুনরায়।
পৌষের চতুর্থ দিনে ত্যজি গঙ্গাতীর
গুরুধাম দিগসুয়ে হলেন হাজির।
পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করি দীর্ঘক্ষণ
দ্বিপ্রহরে অন্নভোগ করেন গ্রহণ।
অপরাহ্নে বহু স্থানে করি পদার্পণ
শ্রীধাম ডুমুরদহে উপনীত হন।
বাল্যবন্ধু শ্রীবিজ্ঞান কাতর ব্যাধিতে
প্রথমে গেলেন তারে দরশন দিতে।
অতঃপর কালীমায়ে করি দরশন
ব্রজনাথ নিকেতনে উপনীত হন।
গ্রামবাসী করে আসি দলে দলে ভিড়
অচিরে দর্শনে যান মহাবীরজীর।
এ বাটীতে অবস্থান হল স্বল্পক্ষণ

এইবার লক্ষ্য তাঁর শ্রীরাধারমণ।
প্রসাদ গ্রহণ করি সেথায় কিঞ্চিৎ
অবশেষে রামাশ্রমে হন উপস্থিত।
বিশ্রামান্তে ফলভোগ করিয়া গ্রহণ
যাত্রা লাগি তৈলযানে পুন আরোহণ।
অচিরে মিলন মঠে পঁহুছিল যান
মঠেতেই হল সেই রাতে অবস্থান।
অতঃপর দুই দিন প্রায় সর্ব্বক্ষণ
সুসজ্জিত মঞ্চে বসি দিলেন দর্শন।
দিনে রাতে নরনারী হাজার হাজার
বাঞ্ছিত দর্শনে লভে আনন্দ অপার।
উল্লসিত হয় যত শিষ্যভক্তদল
শ্রীমুখমণ্ডল তত আনন্দে উজ্জ্বল।
পৌষ সাতে করি প্রাতে দরশন দান
নির্জ্জনে অজ্ঞাতবাসে করেন প্রস্থান।
পর দিন অপরাহ্ণে 'সঙেঘর'* সভায়
মঠেতে হাজির প্রভু হন পুনরায়।
অভাবিত ভাবে পেয়ে প্রভুর দর্শন
সমবেত ভক্তগণ আনন্দে মগন।

দর্শনপ্রার্থীর চিত্তে যত ব্যাকুলতা
ততোধিক ব্যাকুলিত দরশনদাতা।
স্বল্পমাত্র সুস্থ হয় যখনই শরীর
দরশন দানে হন প্রভুও অধীর।
মধ্যাহ্নের ভোগ শেষে পৌষের বারই
হঠাৎ হাজির হন পুণ্য দিগসুই।
বর্দ্ধমানে করি সেই রজনী যাপন
পরদিন রাণীগঞ্জে উপনীত হন।
পৌষের চোদ্দই রাত্রি দেড় ঘটিকায়
এলেন অজ্ঞাতবাসে প্রভু পুনরায়।

---

* শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচার সঙেঘর বাৎসরিক সভা।

পৌষের ষোলই মঠে করি পদার্পণ
একটানা ছয় দিন দেন দরশন।
প্রতিদিন দর্শনার্থী আসে অগণন
রান্না হয় চালে ডালে সাত আট মণ।
বিশে পৌষ বৈদ্যবর নলিনীরঞ্জন
প্রভু সন্নিধানে আসি করে নিবেদন—
"দেখিনু দৈনিক পত্রে বিচিত্র খবর
ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত কয়না নগর।
ধ্বংসস্তূপে অগণিত গৃহ পরিণত
কেবল মন্দির এক রয়েছে অক্ষত।
নেপালেও ভূমিকম্পে সব ধ্বংস হয়
অবিকৃত রহে শুধু যত দেবালয়।
মন্দিরে দেবতা নাই......বলেছেন কবি
বাস্তবেতে দেখি তার বিপরীত ছবি!
সকাতরে আমি আজ চাই দুটি বর
প্রথমতঃ ব্যাধিমুক্ত হউন সত্বর।
দ্বিতীয়তঃ সুস্থ দেহে বহুবর্ষ ধরে
করুন বিরাজ এই ধরণী উপরে।
অতিথি সৎকারে তব নিষ্ঠা সীমাহীন
আমি অভ্যাগত প্রার্থী মোরে বর দিন।"
"বর দিন" বলি বৈদ্য পীড়াপীড়ি করে
অবশেষে প্রভু হেসে কহেন উত্তরে—
"অশেষ মঙ্গলময় শ্রীভগবান
করিবেন যাহা তিনি তাতেই কল্যাণ।"

ছ'দিন প্রকাশ্যে করি দরশন দান
অজ্ঞাত-আবাসে প্রভু করেন প্রস্থান।
এ ক'দিন মাত্রাহীন ভিড়ের কারণ
বিশ্রামাদি ঠিকমত হয়নি গ্রহণ।
পক্ষান্তরে পরিশ্রম হয়েছে অধিক
তাই এবে দেহ তাঁর নয় স্বাভাবিক।

পরদিন পউষের বাইশ তারিখ
জাহ্নবী কুঞ্জেও ভিড় হল অত্যধিক।
জনতার ভিড় আর ভাল নাহি লাগে
স্থানান্তরে যাত্রা তরে অভিলাষ জাগে।
অচিরে হাজির হন কেদার ভবনে
একদিন অবস্থান সেথা নিরজনে।
অনন্তর রামেশ্বর দাগা-গৃহে যান
ছ'দিন অজ্ঞাতবাসে সেথা অবস্থান।
সপ্তম দিবসে ত্যজি দাগার ভবন
গুপ্তভাবে গুপ্তিপাড়া উপনীত হন।
শ্রীপাঁচুগোপাল হেথা মহাভাগ্যবান
তার গৃহে চারি দিন শুভ অবস্থান।
বাংলায় অজ্ঞাতবাস দুরূহ ব্যাপার
ভক্তির আধিক্য হয়ে ওঠে অত্যাচার।
মাঘের দোসরা বাংলা ছাড়ি সে কারণ
নীলাচল অভিমুখে করেন গমন।

আত্মস্বার্থে বার বার চাই তব সঙ্গ
নিভৃত নিবাসে করি নির্জ্জনতা ভঙ্গ।
কবে সব স্বার্থবুদ্ধি দিয়া বিসর্জ্জন
তব প্রীতি সম্পাদনে সঁপিব জীবন।
তব কৃপা বিনা আর নাই মোর গতি
দাস জনার্দ্দন করে শ্রীচরণে নতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১৫

।। ওঙ্কার পঞ্চমী-১৩৭৪ ।। গঙ্গাসাগরে বিচিত্র লীলা ।।

।। দিগসুয়ে অখণ্ড নাম ।। মালদহ প্রচার ।।

লীলাময় সীতারাম পুণ্য নীলাচলে
করেন অজ্ঞাতবাস বিশ্রামের ছলে।
পরিবেশ চিকিৎসা ও বিশ্রামের গুণে
শ্রীঅঙ্গের রোগমুক্তি ঘটে দিনে দিনে।
পূর্ণ রূপে ব্যাধি নাহি হয় নিরাময়
থেকে থেকে দেহটাকে ভারী বোধ হয়।
প্রথমতঃ হেথা হত ভিড় খুব কম
দিন দিন বাড়ে শিষ্যভক্ত সমাগম।
মধুঋতু সমাগমে মনে পড়ে যায়
শুভ আবির্ভাব তিথি সমাগত প্রায়।
ফাল্গুন দোসরা তাই পুরী ত্যাগ করে
এলেন মিলন মঠে বরাহনগরে।
উৎসবের আয়োজনে কোন ত্রুটি নাই
প্রভাতে মধুর সুরে বাজিল সানাই।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদপাঠ করে
অখণ্ড শ্রীনামগান চলে উচ্চস্বরে।
আটটা একেতে শুভ জনম লগনে
বসিলেন মঞ্চে প্রভু সুন্দর আসনে।
অগণিত নরনারী সানন্দ অন্তরে
হুলুধ্বনি জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে।
উৎকট পটকায় কাঁপিয়ে গগন
কেহ ঘোষে মহোল্লাসে শুভ জন্মক্ষণ।
অগণিত জনতায় পূর্ণ চারি দিক
ভক্ত সমাগম দশ সহস্র অধিক।
বহু জ্ঞানী গুণী আর পণ্ডিত সজ্জন
প্রভুর চরণে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।

সন্ধ্যাকালে সভাস্থলে পণ্ডিতমণ্ডলী
পুনরায় নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
কালীপদ তর্কাচার্য্য মহান পণ্ডিত*
ঘোষিলেন উচ্চকণ্ঠে শ্রদ্ধার সহিত—
"অধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার তরে
যুগে যুগে ভগবান আসে ধরা 'পরে।
তাঁর সেই শুভকর আবির্ভাব ক্ষণ
শ্রদ্ধাভরে নিত্য স্মরে মর্ত্ত্যবাসীগণ।
জন্মাষ্টমী বলিলেই বুঝায় যেমন
শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি—পরম লগন।
ঠাকুরের জন্মতিথি হউক তেমন
'ওঙ্কার পঞ্চমী'রূপে চিহ্নিত করণ।"
কেহ "জয়গুরু" কেহ "সাধু সাধু" রবে
অকুণ্ঠিত চিত্তে করে সমর্থন সবে।
আরো দুই দিন মঠে করি অবস্থান
বার শত ভক্তে দীক্ষা করিলেন দান।

অতঃপর বহু স্থানে করি পর্য্যটন
গঙ্গাসাগরেতে প্রভু উপনীত হন।
ফাল্গুন সতেরো হতে দশ দিন প্রায়
নিরজনে অবস্থান করেন হেথায়।
অতি মনোরম স্থান—নাই বেশী ভিড়
দুই চারি জন হয় কখন হাজির।
অশোক জয়ন্ত আর শুভ্রাংশু ললিত
এক দিন প্রভু পাশে হল উপস্থিত।
হেথায় মন্দির-আদি নির্ম্মাণ বিষয়
করিলেন আলোচনা প্রভু লীলাময়।
ফাল্গুনের একুশেতে নবাগতগণ
গৃহে ফিরিবার লাগি করে আয়োজন।
ভোগের বিলম্ব দেখি বলে তারা সবে—

---

* মহামহোপাধ্যায়

"প্রসাদ পর্ব্বের পূর্ব্বে চলে যেতে হবে।"
এ প্রস্তাবে প্রভু নাহি দিলেন সম্মতি,
সারথীর (ড্রাইভার) কাছে সবে গেল দ্রুতগতি।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে বাস ছাড়িবার তরে
শিষ্যগণ সবিনয়ে অনুরোধ করে।
সারথীর অক্ষমতা করিলে জ্ঞাপন
প্রভু পাশে সবে এসে কহে বিবরণ।
উত্তরে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
"প্রসাদ না পেয়ে কারো যাওয়া নাহি হবে।
আজই যদি তোরা সবে চলে যেতে চাস্
তোদের নিমিত্ত রবে অপেক্ষিয়া বাস।"
প্রসাদ গ্রহণ অন্তে সেই শিষ্যগণ
দুইটার পরে বাসে করে আরোহণ।
বেলা একটায় বাস ছাড়িবার কথা
যান্ত্রিক বৈকল্যে আজি হয়েছে অন্যথা।
স্বল্পকাল মধ্যে যান হল চলমান
ঘটনা সামান্য তবু লীলাটি মহান।

ফাল্গুন ছাব্বিশে প্রভু ত্যজিয়া সাগর
পৌঁছিলেন অপরাহ্নে বরাহনগর।
মঠে শিষ্যভক্তগণে দিয়ে দরশন
রাত্রিকালে দিগসুয়ে উপনীত হন।
ভক্তিভরে গুরুমায়ে করি প্রণিপাত
কাটালেন দিগসুয়ে প্রভু সেই রাত।
পরদিন গিয়ে বালী কেদার ভবনে
দর্শন দিলেন ভক্ত শ্রীপদ্মলোচনে।
বালী হতে যাত্রা হল মধ্যাহ্ন সময়ে
ভোগের ব্যবস্থা আজি বেদবিদ্যালয়ে।
আটাশে ফাল্গুন প্রাতে গায়ে এল জ্বর
ভিড় এড়াইতে প্রভু যান স্থানান্তর।
শ্যামনগরের বহু তন্নিষ্ঠ সেবক

অভিনয় করে মঠে প্রভুর নাটক।
'গুরুপূজা' অভিনয় করিতে দর্শন
প্রভুও করেন রাতে মঠে পদার্পণ।
অতঃপর বহু স্থানে বর্ষি কৃপাধারা
দিগসুই যান পুন চৈত্রের তেসরা।
অখণ্ড শ্রীনাম হেথা প্রতিষ্ঠার তরে
বিশিষ্ট সেবকবৃন্দ নিবেদন করে।
আনুকূল্য করিবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে
স্থানীয় যুবকগণ আসিল এগিয়ে।
শ্রীচন্দ্রশেখর নামে প্রবীণ সন্তান
শ্রীনাম-প্রতিষ্ঠা কার্য্যে উদ্যোগী প্রধান।
এ প্রস্তাব শুনি প্রভু হরষিত মনে
কহিলেন অবিলম্বে শিষ্যভক্তগণে—
"শ্রীনামের উৎসস্থল সাধন সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা ভগবান গুরু দাশরথি।
অখণ্ড কীর্ত্তন যদি হেথায় না চলে
কোথা আর হবে নাম জগতে তা'হলে।"
অখণ্ড কীর্ত্তন সুরু হল গুরুধামে
দশদিক মুখরিত হল মহানামে।
শ্রীনামের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ কারণ
অনতিবিলম্বে হল ব্যবস্থা গ্রহণ।
স্বর্গত চিহ্নিত শিষ্য দীনবন্ধু ঘোষ
তার নামে সৃষ্টি হল 'দীনবন্ধু কোষ'।

অতঃপর ভক্তদের একান্ত আগ্রহে
বাষ্পযান আরোহণে যান মালদহে।
চৈত্রের সাতই গঙ্গা অতিক্রম করে
সদলে চলেন প্রভু তৈলযানে চড়ে।
পতাকায় সুশোভিত এগারোটি যান
শোভাযাত্রা করি পথে হয় আগুয়ান।
পায়ে হেঁটে চলে সাথে ভক্ত অগণন

শ্রীনামে মুখর হয় গগন পবন।
চার পাঁচ মাইল দূরে এল যবে যান
গতিরোধ করে ভক্ত শ্রীচণ্ডী খৈতান।
স্থানীয় দর্শনপ্রার্থী ভক্ত শত শত
অতি দীর্ঘক্ষণ হেথা প্রতীক্ষায় রত।
পথিপার্শ্বে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ তলে
মাইকেতে মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন চলে।
ভক্তগণ সবিনয়ে করে নিবেদন—
"কৃপা করে সকলেরে দিন দরশন।"
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
"দরশন দেয়া হবে ফেরার সময়।"
প্রভুর উত্তর শুনি বেদনা ও দুঃখে
খৈতান লুটিয়ে পড়ে গাড়ীর সম্মুখে।
ভক্তের ব্যথায় কাঁদে প্রভুর অন্তর
গাড়ী থেকে নেমে তাই এলেন সত্বর।
চন্দ্রাতপ তলে বসি সুন্দর আসনে
করিলেন কৃপা সব দর্শনার্থীগণে।
তৈলযান আরোহণে স্বল্প কাল পর
শোভাযাত্রা করি পুন হন অগ্রসর।
কুড়ি মাইল পথ প্রায় করি পর্য্যটন
শহরের উপকণ্ঠে উপনীত হন।
প্রচণ্ড ভিড়েতে পথ দেখা নাহি যায়
শকটের গতি রুদ্ধ হল পুনরায়।
অসংখ্য নিশানধারী মালদহবাসী
যোগ দেয় সঙ্কীর্ত্তনে দলে দলে আসি।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ হাজারে হাজারে
স্বাগত জ্ঞাপন করে নগরের দ্বারে।
তৈলযান কোনক্রমে অতি ধীরে চলে
অবশেষে পৌঁছিলেন উৎসবের স্থলে।
হেথায় ব্যবস্থাপনা অতি চমৎকার
নির্ম্মিত হয়েছে মঞ্চ বৃহৎ আকার।

বিশাল প্রাঙ্গণে নাই তিলমাত্র ঠাঁই
ব্যাকুলতা আছে হেথা—বিশৃঙ্খলা নাই।
অবিলম্বে প্রভু মঞ্চে করি আরোহণ
উপস্থিত ভক্তগণে দেন দরশন।
জেলা-জজ শ্রীসুনীল আশ্রিত সন্তান
কর্ম্ম উপলক্ষ্যে হেথা করে অবস্থান।
তার গৃহে ভোগাদির হয়েছে ব্যবস্থা
উৎসব প্রাঙ্গণ হতে যান প্রভু সেথা।
মালদহে চারিদিন হল অবস্থান
অপরাহ্ণে ধর্ম্মসভা প্রাতে দীক্ষাদান।
হেথাকার অগণিত জ্ঞানী-গুণী জন
সভায় প্রভুরে করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
একদিন শোভাযাত্রা করি অতুলন
রাজপথে বাহিরিল নগরকীর্ত্তন।
পুরোভাগে হেলে দুলে চলে দুই গজ
নামকারীদের হাতে অগণিত ধ্বজ।
বাজে খোল করতাল হারমোনিয়াম
বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মধু নাম।
নাম ও নামীর কৃপাধারা বরিষণে
মালদহ ভাসে যেন আনন্দ প্লাবনে।
প্রকাশ্য সভায় কহে উচ্চকণ্ঠে কেহ—
"মহাতীর্থে পরিণত আজি মালদহ।
পাঁচশ' বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
পুণ্য পাদস্পর্শে একে করেছেন ধন্য।
হেথা এক আম্রবৃক্ষ অতি পুরাতন
সেই আগমন-স্মৃতি করিছে বহন।
কৃপা করি আমাদের করিতে উদ্ধার
এসেছেন নবরূপে তিনি পুনর্ব্বার।"
মালদহ শুধু নাহি হল তীর্থভূমি
ধরিত্রী পবিত্র হল তব পদ চুমি।

আমি অতি মূঢ়মতি অজ্ঞ অভাজন
ও পদে না করি তাই আত্ম-নিবেদন।
কৃপাবশে ত্বরা এসে ধর দেব হাত
দীন দাস জনার্দ্দনে কর আত্মসাৎ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১৬

।। কাশীধামে গঙ্গাবক্ষে-১৩৭৪-৭৫।। শ্রীদিলীপ রায়-শ্রীমোহনানন্দজী-শ্রীরবিশঙ্কর-শ্রীযতীন ভট্টাচার্য্য-শ্রীআনন্দময়ী মাতা-শ্রীঅসীমানন্দ প্রভৃতি সাথে মিলন।।

নিভৃতে বিশ্রাম লাগি ব্যাকুলিত মন
বারাণসী ধামে স্থান হল নির্ব্বাচন।
চৈত্রের ষোলই রাতে চড়ি বাষ্পযান
বঙ্গদেশ হতে প্রভু করেন প্রস্থান।
পরদিন ষ্টেশনেতে মধ্যাহ্ন সময়
স্বাগত জানায় গৌরী শাস্ত্রী মহাশয়।
যথাকালে রামাশ্রমে করি পদার্পণ
ভক্তহৃদে কৃপাবারি করেন সিঞ্চন।
দুই দিন পর প্রভু গেলেন সদলে
তারিঘাটে শ্রীগুরুর প্রয়াণের স্থলে।
সেথা প্রায় চারি দিন করি অবস্থান
কতিপয় ভক্তে দীক্ষা করিলেন দান।
কাশীধামে ফিরে এসে প্রভু লীলাময়
রহিলেন রামাশ্রমে দিবা চতুষ্টয়।
গঙ্গাবক্ষে জলযানে অবস্থান তরে
অভিনব অভিলাষ জাগিল অন্তরে!
চৈত্রের চব্বিশে প্রাতে প্রভু লীলাময়
নিলেন 'জাহ্নবী জলযানেতে' আশ্রয়।

প্রভু সাথে বজরাতে ওঠে সঙ্গীগণ
রাজঘাটে ভক্তগণ বিষাদে মগন।
তীর ছেড়ে তরী ধীরে হয় অগ্রসর
গঙ্গার গভীর গর্ভে ফেলিল নোঙর।
অখণ্ড শ্রীনামগানে ছেদ নাহি পড়ে
সঙ্গীগণ পালাক্রমে সঙ্কীর্ত্তন করে।
অপরাহ্ন কালে নিত্য নিষ্ঠার সহিত
পাঠ করে পুরাণাদি কিঙ্কর সচ্চিৎ।
রামাশ্রম হতে ভোগ আসে তিন বার
বজরাতে বসি প্রভু করেন আহার।
প্রাতঃকালে ফল ভোগ অন্নাদি দুপুরে
রাত্রিকালে ক্ষুন্নিবৃত্তি ছাতু আর গুড়ে।
স্নানের ব্যবস্থা হেথা অতি চমৎকার
চৌবাচ্চার মত এক আছে জলাধার।
তার মধ্যে নেমে গিয়ে মধ্যাহ্ন সময়
আনন্দে করেন স্নান প্রভু লীলাময়।
জলযান অভ্যন্তরে আছে শৌচাগার
প্রভু না করেন কভু তার ব্যবহার।
গঙ্গাগর্ভে শৌচাদি না করেন যেমন
শৌচকার্য্যে গঙ্গাজল তেমনি বর্জ্জন।
বজরার ছাদে বসি কখন কখন
একদৃষ্টে গঙ্গামায়ে করেন দর্শন।
ছোট বড় জলযানে করি আরোহণ
বজরার পাশে ভিড় করে ভক্তগণ।
দরশনে লভে মনে আনন্দ অতুল
কেহ কেহ দিতে আসে ফুল ফলমূল।
সেবকগণেরে প্রভু কহেন সত্বর—
"প্রতিগ্রহ অনুচিত গঙ্গার উপর।
কোন কিছু হেথা নাহি করিবি গ্রহণ।"
প্রভুর নির্দ্দেশ করে সঙ্গীরা পালন।

নববর্ষ সমাগমে বৈশাখ পহেলা
গঙ্গাবক্ষে হল এক অভিনব মেলা।
দলে দলে ভক্ত করে শ্রদ্ধা নিবেদন
প্রভুও করুণাধারা করেন বর্ষণ
গঙ্গাগর্ভে আরো কত ঘটে সম্মেলন
আসে শিল্পী জ্ঞানী গুণী সাধক সজ্জন।
মাঝে মাঝে উপাচার্য্য শাস্ত্রী গৌরীনাথ
শ্রীচরণে শ্রদ্ধাভরে করে প্রণিপাত।
বৈশাখ চতুর্থ দিনে দিবা অবসানে
এল শ্রীদিলীপ রায় প্রভু সন্নিধানে।
সাথে তার এল গৌরী শাস্ত্রী মহাশয়
আর পীতবাসধারী সাধু কতিপয়।
তাদের তরণী এল নিকটে যখন
শুধালেন প্রভু হেসে—"তোমরা ক' জন?"
শ্রীরায় জবাব দেয় হাস্যরস সহ
"এসেছি ন'জন মোরা—নয়ে নবগ্রহ।"
পরম শ্রদ্ধায় রায় স্পর্শে শ্রীচরণ
প্রভু তারে বক্ষে ধরে দেন আলিঙ্গন।
স্বল্পকাল পরে কহে দিলীপ কুমার—
"পুণাতে দেখিনু রাতে স্বপ্ন চমৎকার ঃ—
জড়িয়ে ধরেছি তব চরণ যুগল
দু' নয়ন হতে অশ্রু ঝরে অবিরল।
'কিবা চাই?'—শুধালেন মোরে কৃপা করে
'দিন ভক্তি এ অধমে'—কহিনু উত্তরে।"
নিবেদিল গৌরীনাথ শাস্ত্রী সবিনয়ে—
"কাল এক সভা হবে দীনের আলয়ে।
মা আনন্দময়ী সহ বহু মহাজন
করিবেন কৃপা করি সেথা পদার্পণ।
আপনার পদধূলি পড়ে সেথা যদি
তবে আর আনন্দের না রবে অবধি।"
প্রভু ক'ন—"গঙ্গাবক্ষে করি অবস্থান

দেখি গঙ্গা শুনি পাঠ আর নামগান।
যাব কি যাব না তাই বলিতে না পারি।
সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ যদি পাই উপরের
তবে আর যেতে বাধা না রহিবে 'এ'র।"
দুই দিন পর প্রাতে সদলে আবার
প্রভু সন্নিধানে এল দিলীপ কুমার।
প্রভুরে আনন্দ দিতে আবেগের সঙ্গে
গাহে ত্বরা—"পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ..."
স্বরচিত গঙ্গাস্তুতি প্রভুর নির্দ্দেশে
পরম আনন্দে গাহে ভক্তবর শেষে।
ভক্তিগদগদ কণ্ঠে পরে মা ইন্দিরা
গাহে—"বোল হরিবোল ....." হয়ে আত্মহারা।
প্রভুর চরণে নতি করি পুনরায়
শ্রীরায় বিনীত কণ্ঠে চাহিল বিদায়।
কহিলেন লীলাময় প্রভু অবিলম্বে—
"যেতে যদি নাহি দিই তাহলে কি হবে?"
দিলীপ কুমার রায় কহে ত্বরা করি—
"আনন্দ দিলেন কত গেল প্রাণ ভরি।"
প্রভু কন—"পাও নাই তুমিই কেবল
দিয়ে গেলে আমাদেরও আনন্দ নির্ম্মল।"
প্রভুর নির্দ্দেশ মত জনৈক কিঙ্কর
নিয়ে এল পাত্রে করি প্রসাদ সত্বর।
ভক্তিমতী ইন্দিরার নম্র প্রার্থনাতে
প্রসাদ দিলেন তুলি প্রভু নিজ হাতে।
প্রসাদ গ্রহণ করি সবে তৃপ্ত হয়
আর বার যাজ্ঞা করে শাস্ত্রী মহাশয়।
রঙ্গময় প্রভু এবে পরম আদরে
দিলেন প্রসাদ তার বদন বিবরে।
আনন্দ ধরে না আর শাস্ত্রীজীর মনে
পুলকিত হয় সবে লীলা দরশনে।

বৈশাখ বারই বহু ভক্তের সহিত
সন্ধ্যায় মোহনানন্দ হন উপস্থিত।
বজরাতে বসে বসে নিত্যকার মত
গঙ্গা দরশনে প্রভু ছিলেন নিরত।
করদ্বয় যুক্ত করি দাঁড়িয়ে অচিরে
করিলেন অভ্যর্থনা ব্রহ্মচারীজীরে।
প্রভুর নির্দ্দেশে মাঝি খুলিল বজরা
দু'জনার সম্মিলন হল তাই ত্বরা।
করজোড়ে শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী
এলেন প্রভুর যানে উঠে তাড়াতাড়ি।
প্রভুও সাদরে তারে করেন গ্রহণ
বক্ষমাঝে টেনে নিয়ে দেন আলিঙ্গন।
হাত ধরাধরি করে দু'জনে সত্বর
বসিলেন মুখোমুখি ছাদের উপর।
মধুর মিলনে সবে আনন্দে মগন
কহেন মোহনানন্দ প্রভুরে তখন—
"বহু পূর্ব্বে হয়েছিল দেখা বর্দ্ধমানে
তার পর হল আজি এই পুণ্যস্থানে।
অসুস্থ শরীরে যবে ছিলেন বালীতে
দরশনে অভিলাষ জেগেছিল চিতে।
শুনেছি নিষিদ্ধ ছিল সেথায় গমন
তাই আর সেই কালে হয় নি দর্শন।"
সহাস্য বদনে প্রভু কহেন ত্বরিত—
"আপনার লাগি দ্বার সদা অবারিত।"
শ্রীমোহনানন্দ দীর্ঘ আলাপন শেষে
পরালেন ফুলমালা প্রভু-গলদেশে।
ফলমূল আদি দিল বিবিধ প্রকার
সাদরে নিলেন প্রভু প্রীতি উপহার।
ব্রহ্মচারী কহিলেন বিদায়ের ক্ষণে—
"কৃতার্থ হলাম আজি তব দরশনে।"
আনন্দে জমাট প্রভু—বাক্য নাহি সরে

কহিলেন সঙ্গীগণে এ প্রসঙ্গে পরে—
"কৃতার্থ না হল একা মোহন বাবা-ই
হলাম কৃতার্থ আজি আমরা সবাই।"
পর দিন কেশবেরে প্রতিনিধি করে
পাঠালেন রেশমের কাপড় চাদর
ফুলমালা ফল আর মিষ্ট বহুতর।
বিখ্যাত সেতার শিল্পী শ্রীরবিশঙ্কর
একদিন রাতে এল প্রভুর গোচর।
হল নানা আলোচনা সুদীর্ঘ সময়
আনন্দে উঠিল ভরি শিল্পীর হৃদয়।
বিদায়ের আগে নিল কৃপা আশীর্ব্বাদ
আর নিল শ্রদ্ধাভরে প্রভুর প্রসাদ।
সরোদিয়া ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন
শ্রদ্ধা নিবেদিতে এল আর এক দিন।
আলাউদ্দীনের ছাত্র এই সুরকার
গীতি-অর্ঘ্য প্রভুপদে দেয় উপহার।
স্নিগ্ধ পরিবেশে পুণ্য গঙ্গার উপর
চলে যন্ত্রসঙ্গীতের সুরম্য আসর।
সুরের পরশে ফুল্ল সবার হৃদয়
প্রভুর জমাট ভাব—আনন্দে তন্ময়।
বহু চেষ্টাতেও নীচে নাহি নামে মন
রাতে ভোগ নিতে তাই অসমর্থ হন।
অবশেষে রাত্রি প্রায় বার ঘটিকায়
সানন্দ অন্তরে শিল্পী লইল বিদায়।
পরদিন বৈশাখের আঠারোই প্রাতে
সুরকার পুনর্ব্বার এল বজরাতে।
ধূপ মাল্য দিয়ে পূজি প্রভুর চরণ
সবিনয়ে সরোদিয়া করে নিবেদন—
"যার 'পর মহতের থাকে আশীর্ব্বাদ
সেই শুধু হতে পারে প্রকৃত ওস্তাদ।
ওস্তাদ হবার সাধ নাহিক অন্তরে

লালায়িত নহে চিত যশ অর্থ তরে।
শুধু এই আশীর্ব্বাদ করুন আমারে
পারি যেন ডুবে যেতে সুর-পারাবারে।"

শ্রীআনন্দময়ীমার অনুরোধক্রমে
সদলে গেলেন প্রভু মায়ের আশ্রমে।
দু'খানি তরণী 'পরে করি আরোহণ
সাথে চলে নাম সহ শিষ্য বহু জন।
সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে এলেন উপরে
অভ্যর্থনা করে মাতা পরম আদরে।
গোপাল প্রতিষ্ঠা হবে আশ্রমেতে আজ
তাই হেথা চারি দিকে উৎসবের সাজ।
মা আনন্দময়ী সঙ্গে লইয়া প্রভুরে
যজ্ঞমণ্ডপাদি সব দেখালেন ঘুরে।
বারান্দায় একদিকে চলে নামগান
সেথায় প্রভুর হল বসিবার স্থান।
দুই দল সমকালে করে সঙ্কীর্ত্তন
নামের ধ্বনিতে কাঁপে গগন পবন।
আলাপন অন্তে মাতা ভোজনের তরে
বারে বারে সকাতরে অনুরোধ করে।
উত্তরে সত্বর প্রভু মায়েরে বুঝান—
"দুপুর হয়েছে মাগো হয় নাই স্নান।
হয় নাই ঠাকুরের ভোগ নিবেদন
কেমনে হেথায় করি আহার্য্য গ্রহণ।"
বিদায় নিলেন প্রভু স্বল্প কাল পর
মধ্যাহ্নের রবিকর অতীব প্রখর।
সেবকগণেরে ডাকি কহিলেন মাতা—
"বাবার মাথার 'পর ধর শীঘ্র ছাতা।"
সঙ্গীগণ নিবেদন করিল এবার
"বাবা কভু না করেন ছাতা ব্যবহার।"
একথা শুনিয়া মাতা ভাবিয়া না পান

কি উপায়ে সমস্যার হবে সমাধান।
নিজ মাথা থেকে নিয়ে তোয়ালে সত্বর
দিলেন প্রভুর জটা-জালের উপর।
"তোমার আমার মাথা পৃথক তো নহে
তুমি পিতা আমি কন্যা"—মাতা হেসে কহে।
বৈশাখ পঁচিশে বেলা দশ ঘটিকায়
শ্রীমৎ অসীমানন্দ এল বজরায়।
ভক্ত আর ভগবানে অপূর্ব্ব মিলন
দোঁহে দোঁহাকারে পেয়ে আনন্দে মগন
শ্রীমৎ গোঁসাইজীর লীলা আস্বাদনে
রত হন দুই জন আনন্দিত মনে।
প্রেমে মাতি শ্রীঅসীমানন্দ বার বার
প্রভুরে জড়িয়ে ধরে বক্ষের মাঝার।
প্রভুও ভকতবরে করি আকর্ষণ
স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ দেন আলিঙ্গন।
শ্রীঅসীমানন্দ পুন বিদায় লগনে
প্রণমিল ভক্তিভরে প্রভুর চরণে।
এই মত প্রতিদিন প্রভুর সকাশে
আসে কত নরনারী দরশন আশে।
দলে দলে আসি কভু বিদেশীয়গণ
শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি করে নিবেদন।

বৈশাখ ছাব্বিশে বিশ্বানন্দের সহিত
চাক্রাতার 'ঝা' ডাক্তার হল উপস্থিত।
বিশ্রামান্তে বিশ্বানন্দ করে নিবেদন—
"গ্রীষ্মের দহন তীব্র এখানে এখন।
হেথা অবস্থান তাই সমীচীন নয়
চলুন মোদের সাথে শীঘ্র হিমালয়।"
বারাণসীধাম আর গঙ্গাবক্ষ ত্যজি
অন্যত্র গমনে প্রভু নাহি হন রাজী।
প্রভু যত অসম্মত এ প্রসঙ্গে হন

বিশ্বানন্দ যুক্তি তত করে প্রদর্শন।
সুরু হল বাক্‌যুদ্ধ ভক্ত ভগবানে
কোন পক্ষ সহজে না পরাজয় মানে।
ভক্তের প্রেমের ডোরে বাঁধা ভগবান
ভক্তের বিজয়ে বাড়ে তাঁরই সম্মান।
দীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল আলোচনা শেষে
প্রভুর আপত্তি গেল তৃণসম ভেসে।
স্থানান্তরে যেতে তবু নাহি চান ত্বরা
যাত্রার লগন হল জ্যৈষ্ঠের দোসরা।
বালী আর কার্শিয়াং হতে অতঃপর
তার যোগে পঁহুছিল বিষম খবর—
"দুই দিন সংজ্ঞাহীন শ্রীপদ্মলোচন
জীবনের আশা ক্ষীণ —বলে বৈদ্যগণ।"
শরণাগতের এই গভীর সঙ্কট
করে দিল সব কিছু ওলট-পালট।
সেবানন্দ সহ প্রভু চড়ি ব্যোম যানে
অচিরে করেন যাত্রা বঙ্গদেশ পানে।

কাশীধামে গঙ্গাবক্ষে বজরা-বিলাস
মধুর লীলার এক বিচিত্র বিকাশ।
এ লীলার কণামাত্র করি আস্বাদন
রাঙা পায় ঠাঁই চায় দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১৭

।। ভক্ত নারায়ণের অভিনব অভিজ্ঞতা।।
।। হাসপাতালে সকল রোগীকে কৃপা।। মঠে রথযাত্রা সুরু।।
।। গুরুপূর্ণিমা-১৩৭৫।। সদানন্দ মঠ গ্রহণ- অখণ্ড নাম প্রতিষ্ঠা।।
।। মহাদেবানন্দ কলেজের উদ্বোধন।। সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন।।
।। কিঙ্কর নারায়ণের দেহত্যাগ।। গুর-মন্ত্র-ইষ্ট এক।।
।। শোকমুক্ত পতিহারা।।

ধন্য ধন্য ভক্তবর শ্রীপদ্মলোচন
ধন্য তার অনুপম আত্মনিবেদন।
অতুল ঐশ্বর্য্য আর প্রতিষ্ঠা সম্মান
আন্তর সম্পদে তার হয়ে যায় ম্লান।
ভোগসুখ ত্যজি যেন রাজার নন্দন
সানন্দে সন্ন্যাস ব্রত করেছে গ্রহণ।
সত্য বটে গৃহ ছাড়ি যায় নি সে বনে
আবৃত করে নি অঙ্গ গেরুয়া বসনে।
ত্যাগের গৈরিকে তার রঞ্জিত অন্তর
গুরুসেবা মহাব্রতে রত নিরন্তর।
বাসগৃহ হল যেন স্নিগ্ধ তপোবন
নিত্য সেথা পূজা পাঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রভুর কৃপার স্পর্শে শ্রীপদ্মলোচন
হয়ে ওঠে মহাভক্ত দাস নারায়ণ।
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় দেহ বার বার
চলে তবু অনিবার গুরু সেবা তার।
পরীক্ষায় দেখা যায় যকৃৎ বিকল
কঠিন উদরী পীড়া—পেটে জমে জল।
হাসিমুখে সব কষ্ট সহে ভক্তবর
আত্মীয় স্বজনগণ শঙ্কায় কাতর।
কার্শিয়াং-এ অবস্থান কালে একদিন

হঠাৎ অবস্থা হল অতীব সঙ্গীন।
সংজ্ঞাহীন ভক্তবরে ব্যোমযানে করে
কলিকাতা আনা হল চিকিৎসার তরে।
মেডিকেল কলেজেতে শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ
চিকিৎসার করে ভার সযত্নে গ্রহণ।
ব্যর্থ করি সবাকার সকল প্রয়াস
ভক্তবর তেয়াগিল অন্তিম নিঃশ্বাস।
আত্মীয়স্বজন সব শোকেতে আকুল
কাঁদে ভ্রাতা কাঁদে পুত্র কাঁদিছে মাতুল।
আশ্রিতের রক্ষাকর্ত্তা প্রভু হেনকালে
ব্যস্তভাবে উপস্থিত হন হাসপাতালে।
সদ্যোমৃত রোগীপার্শ্বে গিয়ে অচিরাৎ
স্নেহভরে বক্ষোপরে রাখিলেন হাত।
শ্রীহস্ত বুলিয়ে দেন সর্ব্বাঙ্গে সত্বর
মৃতসঞ্জীবনী নাম চলে নিরন্তর।
সংজ্ঞাহীন ভক্তবর পূর্ব্ববৎ রহে
বোঝা দায় প্রাণবায়ু বহে কি না বহে।
বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্ নলিনীরঞ্জন
ত্বরা এসে প্রভু পাশে করে নিবেদন—
"বৈদ্যের অসাধ্য এই ব্যাধি সুকঠিন
কৃপা করে ভক্তবরে ভাল করে দিন।"

অভয় হস্তের পুণ্য পরশ প্রভাবে
মৃতদেহে এল প্রাণ অলৌকিকভাবে।
একে একে দিন আর রাত্রি হয় গত
রোগীর উন্নতি ধারা রহে অব্যাহত।
আহার বিশ্রাম ছাড়া প্রায় সারাদিন
রোগীর শিয়রে প্রভু সদা সমাসীন।
দিন দুই পর রোগী লভিল চৈতন্য
পাঁচ দিন পর পথ্য দেয়া হল অন্ন।
একের পরেতে এক ঘটে অঘটন

সারাদেশে বিস্ময়ের উত্তাল তরঙ্গ
সংবাদপত্রেও স্থান পায় এ প্রসঙ্গ।
বিভ্রান্ত বিজ্ঞান যেথা মানে পরাভব
গুরুশক্তি অসম্ভবে করিছে সম্ভব!
একদিন কহে ভক্ত প্রভু বিদ্যমান—
"আমার তো হয়েছিল জীবনাবসান
চলেছিনু শূন্যে কোথা নাই এর হুঁস
আগে আগে চলে এক সুন্দর পুরুষ।"
"কেমন দেখিতে তারে?"—প্রভু প্রশ্ন করে
"যমদূত মত"—ভক্ত কহিল উত্তরে।
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
"আর যেই হোক্ সে তো যমদূত নয়।
যমদূত নাহি যাবে তোমা বিদ্যমান
বিষ্ণুদূত তিনি—মোর হেন অনুমান।
সুরু করে ভক্ত পুন কাহিনী অদ্ভুত—
চলিছেন নিয়ে মোরে যবে সেই দূত,
আবির্ভূত হয়ে তুমি সহসা সেথায়
জিজ্ঞাসিলে—'কৌন্ হ্যায়? কাঁহা লেতা হ্যায়?'
জলদগম্ভীর তব কণ্ঠস্বর শুনি
অবিলম্বে অন্তর্দ্ধান করিলেন তিনি।
অতঃপর স্নেহভরে ধরি মোর হাত
দেখালে বিচিত্র দৃশ্য ওহে প্রাণনাথ।
দেখালে এ পৃথিবীটা সরিষা সমান
তব করতল 'পর করে অবস্থান।
কেবা তুমি কেবা আমি দেখালে তা মোরে
দেখালে আবদ্ধ মোরা কি সম্বন্ধ ডোরে।"

প্রভু দরশনে নিত্য আসে বহুজন
হাসপাতাল মাঝে ভিড় বাড়ে সে কারণ।
ভিড়েতে বিরক্তিবোধ করে কর্ত্তৃপক্ষ
অচিরে আদেশ তাই দিলেন অধ্যক্ষ—

"বৈদ্য ব্যতিরেকে হেথা অন্য কোন জন
করিবে না আনাগোনা যখন তখন।"
একজন প্রশ্ন করে অনতিবিলম্বে—
"প্রভুরও কি বন্ধ হবে যাতায়াত তবে?"
অধ্যক্ষ সর্ব্বাধিকারী কহিলা উত্তরে—
"এ আদেশ বলবৎ সবাকার তরে।"
প্রশ্নকর্ত্তা সবিনয়ে কহে এইবার—
"ইনিও তো একজন বিশিষ্ট ডাক্তার।"
অধ্যক্ষ কহয়ে ত্বরা এ মন্তব্য শুনি—
"যথারীতি তবে নিতি আসিবেন তিনি।"
একদা প্রভু পাশে কহে সবিনয়ে—
"রয়েছেন ব্যস্ত শুধু এক রোগী নিয়ে।
আমার রয়েছে রোগী দু'হাজার প্রায়
তারা কি বঞ্চিত রবে তব করুণায়।"
উত্তরে কহেন প্রভু সানন্দে তখন—
"ঠাকুর করুন তব প্রার্থনা পূরণ।"
বহুলাংশে সুস্থ হয়ে ভক্ত নারায়ণ
জ্যৈষ্ঠের পঁচিশে গৃহে করিল গমন।
অতঃপর একদিন বৈদ্যের সহিত
রোগী মহলেতে প্রভু হন উপস্থিত।
কক্ষ হতে কক্ষান্তরে করি পদার্পণ
রোগীদের প্রতি কৃপা করেন বর্ষণ।
ঠাকুরের কষ্ট হবে ভাবিয়া অধ্যক্ষ
বাদ দেয় রোগীদের কতিপয় কক্ষ।
প্রভু কন—"বাদ গেল ওই সব ঘর।"
"পায়ে ব্যথা হবে বাবা"—কহে বৈদ্যবর।
প্রভু কন—"ব্যথা নাহি হবে মোর পায়
ব্যথা পাব প্রাণে যদি ওরা বাদ যায়।"
এবারের আগমন নারায়ণ তরে
মনোযোগ তাই নাহি দেন কর্ম্মান্তরে।
মৃত্যুঞ্জয়ী ভক্তবর জিনিয়া শমনে

প্রভুর কৃপায় এল আপন ভবনে।
সবাকার উৎকণ্ঠার হল অবসান
ঘোষে সবে—"জয় গুরু—জয় ভগবান।"
এত দিন পর প্রভু পেয়ে অবসর
দিগসুই অভিমুখে হন অগ্রসর।
যতবার বঙ্গে তাঁর হয় পদার্পণ
গুরুগৃহে যথাশীঘ্র উপনীত হন।
কী অসীম আকর্ষণ গুরুগৃহ প্রতি!
গুরুমা প্রভৃতি পদে তেমনই ভকতি!

মহামিলন মঠেতে মহা আড়ম্বরে
রথের উৎসব সুরু হল এ বৎসরে।
পুণ্য রথযাত্রা দিনে তেরই আষাঢ়
সমবেত হল ভক্ত হাজার হাজার
শ্রীহস্তে রথের রজ্জু করি আকর্ষণ
যাত্রার করেন প্রভু শুভ উদ্বোধন।
আগে চলে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহ
অতঃপর রথে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ।
রাজপথ করি নাম কীর্ত্তনে মুখর
চলিছে আরেকদল বিগ্রহের পর।
পশ্চাতে চলেন প্রভু তৈলযানে চড়ি
শত শত চলে ভক্ত তাঁকে কেন্দ্র করি।
তাঁতীপাড়া আদি নানা পল্লী পার হয়ে
যাত্রার সমাপ্তি হল বেদ বিদ্যালয়ে।

কাশীতে ফেরার লাগি চলিছে প্রস্তুতি
যথাকালে কেনা হল টিকিট প্রভৃতি
অকস্মাৎ নিবেদিল ভক্ত নারায়ণ—
"মোরে ফেলে যাও চলে কোথায় এখন?"
ভক্তের মনের ভাব হয়ে অবগত
স্থগিত রাখেন প্রভু যাত্রা আপাততঃ।

আবার হঠাৎ রোগ বৃদ্ধির কারণ
হাসপাতালে ভর্ত্তি হন ভক্ত নারায়ণ।
গুরুপূর্ণিমার দিন ছাব্বিশে আষাঢ়
দুর্য্যোগের ঘনঘটা দেশে চারিধার।
তথাপি অজ্ঞাতবাস ত্যজি প্রাতঃকালে
নিত্যকার মত প্রভু যান হাসপাতালে।
শয্যার উপর বসি ভক্ত নারায়ণ
পূজা করে ভক্তিভরে প্রভুর চরণ।
হঠাৎ উঠিল হাসি অত্যুৎকট রবে
চকিতে চমকি ওঠে উপস্থিত সবে।
শুধালেন প্রভু—"তোর কি হয়েছে বাবা
একি তোর হাস্যধ্বনি—ক্রন্দন অথবা?"
ভকতের দুনয়নে ঝরে অশ্রুধারা
কহে ত্বরা—"আনন্দেতে আজি আত্মহারা।
এভাবে আবার আমি করিব অর্চ্চনা
পারি নাই মনেতেও করিতে কল্পনা।"

হাসপাতাল হতে যাত্রা করি অতঃপর
উপনীত হন প্রভু বরাহনগর।
মঠেতে অপেক্ষমান শিষ্যভক্তগণ
ধন্য হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি করি নিবেদন।
মধ্যাহ্নে কহেন প্রভু সঙ্গীগণে ডেকে—
"তোরা তো পূজিলি আজি পুণ্য দিনে 'এ'কে
'এ'র কিন্তু হয় নাই গুরুপূজা করা।"
গুরুধাম দিগসুয়ে চলিলেন ত্বরা।
সন্ধ্যাকালে উপনীত হয়ে গুরুধাম
গুরুমার শ্রীচরণে করেন প্রণাম।
কহিলেন গুরুমাতা স্নেহভরা স্বরে—
"কেন আজ এলে তুমি এই জল ঝড়ে!
দেহ 'পরে চলে যদি এত অত্যাচার
কেমনে থাকিবে ভাল শরীর তোমার!"

সদানন্দ মঠ আছে বালটিকুরীতে
অছিরা প্রভুরে তার ভার চায় দিতে।
বার বার করে তারা প্রার্থনা জ্ঞাপন
অবশেষে প্রভু তাহা করেন গ্রহণ।
প্রভুর নির্দ্দেশে সেথা পহেলা শ্রাবণ
সুরু হল সাড়ম্বরে অখণ্ড কীর্ত্তন।
পূর্ব্ব দিন মঠে প্রভু থাকি উপস্থিত
করালেন অধিবাস নিষ্ঠার সহিত।
সদানন্দ ব্রহ্মচারী সাধক মহান
সুবৃহৎ এই মঠ করেন নির্ম্মাণ।
ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরে হেথায়
শিব কালী হর-গৌরী মূর্ত্তি শোভা পায়।
মহানাম প্রতিষ্ঠার স্বল্প কাল পর
হঠাৎ শ্রীঅঙ্গ হল ব্যাধিতে কাতর।
নিভৃত নিবাসে তাই প্রভু সীতারাম
অতঃপর সাতদিন করেন বিশ্রাম।
সুস্থ হয়ে সদানন্দ মঠে পুনরায়
করিলেন অবস্থান ছয় দিন প্রায়।
নাম পাঠ প্রার্থনাদি নিয়মিত চলে
আনন্দের বন্যা বয় এতদ্ অঞ্চলে।
হাসপাতালে ছাড়া পেয়ে ভক্ত নারায়ণ
ফিরিল শ্রাবণ বিশে আপন ভবন।
অতঃপর নিত্য সেথা পদার্পণ করে
দরশন দিতে যান প্রিয় ভক্তবরে।

পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথি তিরিশে শ্রাবণ
ভোলানন্দ মঠে প্রভু আপ্যায়িত হন।
সেথা মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়
তাঁর পুণ্য পৌরোহিত্যে উদ্বোধন হয়।
আশ্রমের সন্নিহিত বিদ্যা নিকেতনে
পদধূলি দেন প্রভু আজি শুভ ক্ষণে।

অপরাহ্নে নারায়ণে দিয়ে দরশন
মহামিলন মঠেতে উপনীত হন।
নাম মঞ্চ বিগ্রহাদি প্রদক্ষিণ করে
নাটমন্দিরেতে প্রভু বসিলেন পরে।
ভক্তেরা কৃতার্থ হয় লভি দরশন
পাঠ আর ভাষণাদি চলে দীর্ঘক্ষণ
ভোগ গ্রহণের পর প্রভু লীলাময়
সদানন্দ মঠে যান নিশীথ সময়।
শিষ্যভক্তে সিক্ত করি করুণাধারায়
শয়ন করেন রাত্রি তিনটায় প্রায়।
তিনটি মন্দির এই মঠের ভিতর
বালগৌরী-শিব-কালী শোভে মনোহর।
এই সব দেব দেবী দীর্ঘকাল ধরে
অপূজিত অবস্থায় আছে অনাদরে।
পরদিন মঠে প্রভু করি অবস্থান
করালেন যথাশাস্ত্র বিগ্রহের স্নান।
হল প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি হল চক্ষুদান
সমারোহে পূজা হোম হল অনুষ্ঠান।
প্রভুর সাক্ষাতে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত
অভিষেক সাঙ্গ করে নিষ্ঠার সহিত।
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে বিগ্রহ সকল
মঠ ও মন্দির যেন করে ঝলমল।

পনেরোই ভাদ্র প্রভু সঙ্গীগণে লয়ে
অপরাহ্নে যান আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়ে।
বিধান সরণী 'পরে জিতেন নামক
বাস করে খ্যাতনামা চক্ষু চিকিৎসক।
প্রভুর সেবায় তার অপার আগ্রহ
শাস্ত্রকেন্দ্রে পরিণত তার বাসগৃহ।
সহজে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানের তরে
শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল তার ঘরে।

শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ পণ্ডিত সজ্জন
সানন্দে শিক্ষক পদ করিল গ্রহণ।
শ্রীযুক্ত শ্রীজীব আদি বিশিষ্ট পণ্ডিত
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রহে উপস্থিত।
তারা সবে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষিল ভাষণে—
"সংস্কৃত সমান ভাষা নাই ত্রিভুবনে।
ভারতের দুর্গতির করি অবসান
এ ভাষা আনিবে বিশ্বে প্রকৃত কল্যাণ।..."
অতঃপর প্রভু বিশে ভাদ্রের সন্ধ্যায়
বালটিকুরীতে মঠে যান পুনরায়।
ভক্ত পদ্মলোচনের দেহ সুস্থ নয়
অকস্মাৎ রোগবৃদ্ধি পেল অতিশয়।
সংবাদ পেয়েই প্রভু মঠ ত্যাগ করে
হাজির হলেন ত্বরা ভক্তের শিয়রে।
অতঃপর দিনে রাতে প্রায় সর্ব্বক্ষণ
প্রভুর ঠিকানা হল কেদার ভবন।

প্রভুর পরম পূজ্য গুরু দাশরথি
ভাদ্রের চব্বিশে তাঁর তিরোধান তিথি।
মহামিলন মঠেতে তিথি উদ্‌যাপন,
করিলেন প্রভু প্রাতে সেথা পদার্পণ।
হঠাৎ সংবাদ এল মধ্যাহ্ন সময়
ভক্ত পদ্মলোচনের জীবন সংশয়।
অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে ত্যজি উৎসব প্রাঙ্গণ
উপনীত হন প্রভু কেদার ভবন।
অচিরে বিপন্মুক্ত হল ভক্তবর
গুরুধাম দিগসুয়ে যান অতঃপর।
গুরুমা'র পদে শ্রদ্ধা নিবেদন করে
ফিরিলেন মঠে পুন সায়াহ্নের পরে।
সেথা এক ধর্ম্মসভা হয় অনুষ্ঠান
অগণিত শিষ্যভক্ত করে যোগদান।

রক্তমল নিঃসরণ ফলে নারায়ণ
মৃতপ্রায় অবস্থায় রহে সর্ব্বক্ষণ।
বার বার কহে ভক্ত বিকারের ঘোরে—
"ছেড়ে দাও তুমি আর রাখিও না ধরে।
অহরহ এ দুঃসহ যন্ত্রণা না সয়
দাও ছেড়ে শীঘ্র মোরে ওগো দয়াময়।"
আত্মীয়স্বজনগণ কাতর অন্তরে
"বাঁচাও বাঁচাও বাবা"—নিবেদন করে।
প্রভু কন—"করিতে না পারি আয়ু দান
নাহি পারি খণ্ডাইতে বিধির বিধান।"
ভাদ্রের তিরিশে বেলা পাঁচটায় প্রায়
ভক্তবর ধরা হতে লইল বিদায়।
মৃত্যুকালে নামগান চলে অবিরাম
শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট প্রভু সীতারাম।
পুত্র পরিজন বসি শ্রীচরণ তলে
ভুলেছে ক্রন্দন কোন জাদুমন্ত্র বলে!
নির্ব্বাক নিশ্চল সবে পুত্তলিকা মত
ধীরে ধীরে তিন চারি ঘণ্টা হয় গত।
অতঃপর সৎকারের করি আয়োজন
সদলে করেন প্রভু শবানুগমন।
মরদেহ ভস্মীভূত হল গঙ্গাতটে
বহুজন সঙ্কীর্ত্তন করে সন্নিকটে।
দাহ শেষে ফিরে এসে কেদার ভবনে
প্রভু সব দেখাশুনা করেন যতনে।
নাম নামী লীলা করে গৃহে নিরন্তর
শোক প্রকাশের কারো নাই অবসর।
প্রভু কন—"যায় নাই সে তো চিরতরে
সাজ বদলের তরে গেছে সাজঘরে।
জাতিস্মর হয়ে পুন আসিবে ধরায়
এত নাম হোম যজ্ঞ বিফলে কি যায়?"

শ্রাদ্ধেতে পণ্ডিতগণে আহ্বান জানাতে
ভাটপাড়া যান প্রভু একদিন প্রাতে।
শ্রীজীব পণ্ডিত গৃহে হলেন হাজির
স্বল্পকাল মধ্যে সেথা জমে ওঠে ভিড়।
পণ্ডিতেরে আলিঙ্গন দিয়ে প্রেমভরে
জানালেন নিমন্ত্রণ শ্রাদ্ধের বাসরে।
দীর্ঘক্ষণ আলাপন চলে দু'জনায়
অবশেষে তথা হতে নিলেন বিদায়।
কহিলেন সঙ্গীগণে প্রভু অতঃপর—
"শাস্ত্রমূর্ত্তি নারায়ণ পণ্ডিত প্রবর।
বার্দ্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ চলিতে না পারে
চল্ এবে দরশন করে যাই তাঁরে।"
মহানন্দ লভে বৃদ্ধ প্রভুর দর্শনে
উভয়ে আবদ্ধ হন প্রেম আলিঙ্গনে।
শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ এই পণ্ডিত প্রবর
শুধালেন অসঙ্কোচে প্রভুর গোচর—
"কৃপা করি আজি মোরে উপদেশ দিন
কি ভাবে তিনেতে এক—একে হয় তিন?"
বলুন আমায় ধ্যান করিলে কিভাবে
গুরু-মন্ত্র-ইষ্ট তিন এক হয়ে যাবে?"
কহিলেন প্রভু—"তব অপার করুণা
শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সবই তব জানা।
কেবল এদের কৃপা করিতে বর্ষণ
করেছেন আপনি এ প্রশ্ন উত্থাপন।
শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি ধ্যানের সময়
গুরুতে করিতে হয় মন্ত্র ইষ্ট লয়।
সেরূপ ইষ্টের ধ্যান হবে যবে সুরু
ইষ্টেতে করিতে লয় হবে মন্ত্র গুরু।"
এত বলি পণ্ডিতেরে দিয়ে আলিঙ্গন
কহিলেন পুন প্রভু বিনয় বচন—
"জনগণে শাস্ত্রপথে করিয়া চালিত

সাধিছেন জগতের কল্যাণ নিয়ত।
সবার মঙ্গল তরে আজিও তেমনি
করেছেন অতি গুহ্য এ প্রশ্ন আপনি।"
পণ্ডিত প্রবর কহে অকুণ্ঠিত চিতে—
"বুঝিতে পারি না তাই চেয়েছি জানিতে।"
প্রবীণ পণ্ডিতে কৃপা করি বরিষণ
অচিরে করেন প্রভু বিদায় গ্রহণ।

প্রভুর তত্ত্বাবধানে আটই আশ্বিন
নারায়ণজীর শ্রাদ্ধ হল ত্রুটিহীন।
শ্বেতবর্ণ সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ তলে
শ্রাদ্ধকর্ম্ম অনুষ্ঠান এক দিকে চলে।
অন্যদিকে ভাগবত গীতা ও বিরাট
উপনিষদাদি নানা গ্রন্থ চলে পাঠ।
আর দিকে নাম গান চলে নিরন্তর
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ শ্রাদ্ধীয় বাসর।
ভোজন পরব সুরু মধ্যাহ্ন সময়
মধ্যরাত্রি কালে ভোজ সমাপন হয়।
নরনারায়ণ প্রায় আড়াই হাজার
পরদিন তৃপ্তি সহ করিল আহার।
শারদীয়া মহাপূজা সমাগত প্রায়
কেদার ভবন হতে এবার বিদায়।
লক্ষ্মীমাতা শুধাইল বিদায়ের কালে—
"গোপাল কি নিয়ে তুমি কিবা দিয়ে গেলে?"
পরদিন অগণিত করমের ফাঁকে
বালীতে এলেন দিতে দরশন মা'কে।
কাল দেয়া হয় নাই প্রশ্নের উত্তর
আজ তাই জননীরে কহেন সত্বর—
"নিয়েছি তোদের প্রেম প্রীতি ভালবাসা
দিয়েছি মা দুঃখ রোগ শোক সর্ব্বনাশা।"
মাতা কহে—"দুঃখ শোক দাও নি কখন

পক্ষান্তরে রোগ শোক করেছ হরণ।"
পতিহারা সতীনারী প্রভুর কৃপায়
শোকে দুঃখে অবিচল—ব্যথা ভুলে যায়!

প্রভুর পরশে ঘটে মহা অঘটন
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার ভক্ত 'নারায়ণ'।
অবহেলে রাজৈশ্বর্য্য করি পরিহার
গুরুসেবা মহাব্রত করেছে সে সার।
মরণের সাথে যবে চলেছে লড়াই
তখনো এ সেবাকার্য্যে ছেদ পড়ে নাই।
বিকারের ঘোরেতেও অনেক সময়
বলেছে আশ্রম মঠ সেবার বিষয়।
শয়নে স্বপনে আর জাগরণে নিত্য
গুরুসেবা ভাবনায় ভরপুর চিত্ত।

ফল দেয় পরিচয় বৃক্ষের যেমন
পিতৃ-পরিচয় বহে বংশধরগণ,
তেমনি শিষ্যের ত্যাগ সেবার সৌরভ
নীরবে ঘোষণা করে গুরুর গৌরব।
অনন্ত লীলার কণা করি আস্বাদন
নতি করে ভক্তিভরে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১৮

।। মহামিলন মঠে মন্দির নির্ম্মাণ—১৩৭৫।।

।। গুরুকুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।।

।। অভক্ষ্য ভোজনে প্রায়শ্চিত্ত।।

পূজা উপলক্ষ্যে নব বস্ত্র বিতরণে
নারায়ণজীর ছিল অভিলাষ মনে।
মৃত্যু সম সত্য কিছু নাই মর্ত্ত্য 'পরে
মৃত্যু কভু কারো লাগি প্রতীক্ষা না করে।
মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভক্তবর
অপূর্ণ বাসনা নিয়ে গেল লোকান্তর।
ভক্তের অন্তিম ইচ্ছা করিতে পূরণ
প্রভু নিজে করিলেন দায়িত্ব গ্রহণ।
শিষ্য ও সেবকগণে প্রভু লীলাময়
দিলেন নূতন বস্ত্র পূজার সময়।
দশই আশ্বিন ত্যজি কেদার ভবন
শ্রীমহামিলন মঠে উপনীত হন।
প্রভুর দর্শনে বাড়ে ভক্তের উল্লাস
সন্ধ্যাকালে শুদ্ধাচারে হল অধিবাস।
পূজার ক'দিন প্রভু প্রায় সর্ব্বক্ষণ
মঠে বহু শিষ্যভক্তে দেন দরশন।
যথাকালে মহাপূজা হলে সমাপন
আলমবাজার ঘাটে হল বিসর্জ্জন।
সবাকার মনোগত প্রার্থনা পূরাতে
প্রণাম নিলেন শুভ বিজয়ার রাতে।
গুরুমায়ে বিজয়াতে জানাতে প্রণাম
ষোলই আশ্বিন প্রভু যান গুরুধাম।
খালিহাতে যাওয়া নয় সমীচীন আজ
সংগৃহীত হল পথে বিবিধ আনাজ।
সমিতি প্রাঙ্গণে হল ক্ষণিক বিরতি

অখণ্ড শ্রীনাম সেথা বসেছে সম্প্রতি।
প্রদক্ষিণ করি নামমঞ্চ ও মন্দির
গুরুগৃহে প্রভু ত্বরা হলেন হাজির।
গুরুমা'র পদধূলি নিয়ে বার বার
রাখিলেন শিরোপরে আগ্রহে অপার।
অন্নভোগ অন্তে বেলা সাড়ে চারিটায়
দিগসুই ধাম হতে নিলেন বিদায়।
পথিমধ্যে মগরাতে 'আনন্দ কানন'
সেথায় আনন্দধারা হল বরিষণ।

মহামিলন মঠেতে আশ্বিন উনিশে
মন্দির নির্ম্মাণ সুরু হল অবশেষে।
বহুপূর্ব্বে ভিতপূজা হয়েছে হেথায়
পুনরায় হল পূজা প্রভুর ইচ্ছায়।
আরম্ভ করিয়ে হেথা মন্দির নির্ম্মাণ
হাওড়ায় পদধূলি করিলেন দান।
সনাতন গুরুকুল প্রতিষ্ঠার তরে-
জেগেছে সংকল্প শুভ প্রভুর অন্তরে।
রূপদান করিতে এ সংকল্প মহান
সদানন্দ মঠে হল নির্ব্বাচিত স্থান।
একদিকে নামমঞ্চ সেথা মনোরম
প্রতিষ্ঠিত হবে পার্শ্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।
শুভক্ষণে ভিতপূজা হলে সমাপন
অচিরে শ্রীহস্তে ভিত্তি করেন স্থাপন।
নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভূত বৈষ্ণব মহান
শ্রীপ্রাণকিশোর এল প্রভু বিদ্যমান।
অভ্যর্থনা করি তারে অতীব যতনে
বাঁধিলেন বক্ষ মাঝে প্রেম আলিঙ্গনে।
অতঃপর মঞ্চোপরি করি আরোহণ
উপস্থিত ভক্তগণে দেন দরশন।
পরশ প্রণাম করি গ্রহণ সবার

আশ্রমের কার্য্যে লিপ্ত হন পুনর্ব্বার।
কোথা হবে যজ্ঞবেদী কোথা কোন্ গৃহ
চিহ্নিত করেন শিষ্য-ভক্তগণ সহ।
দীর্ঘ তিন চারি ঘণ্টা রৌদ্রের ভিতরে
করিলেন মাপজোখ দড়ি ধরে ধরে।
কার্য্যশেষে বেলা দুই ঘটিকার পর
অন্নভোগ গ্রহণের হল অবসর।

সদানন্দ মঠ ত্যজি আশ্বিনের বিশে
পৌঁছিলেন বর্দ্ধমানে শ্রীগুরু নিবাসে।
মধ্যাহ্নের ভোগ হল তথায় গ্রহণ
সন্ধ্যাকালে রাণীগঞ্জে উপনীত হন।
দর্শনার্থী দীক্ষাপ্রার্থী ব্যাকুল অন্তরে
পরদিন প্রাতঃকাল হতে ভিড় করে।
কৃপা বিতরণ অন্তে ভোগাদির পর
সোঁয়াই গ্রামের দিকে হন অগ্রসর।
আসানসোলের এক বিশিষ্ট সন্তান
বাড়ী সহ জমি চায় করিবারে দান।
সদলে সে ভূ-সম্পত্তি করি দরশন
ভানোরা খনিতে রাতে উপনীত হন।
পথিমধ্যে দলে দলে শিষ্যভক্তগণ
সঙ্কীর্ত্তন সহ করে স্বাগত জ্ঞাপন।
নির্দ্দিষ্ট স্থানেতে যান পঁহুছিল যবে
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি হয় উচ্চরবে।
সত্বর সবারে দিয়ে পরশ প্রণাম
রাত্রি বারটায় প্রভু করেন বিশ্রাম।
হেথাকার ভক্তদের উৎসাহ অপার
পরদিন এল তারা হাজার হাজার
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ
ধন্য হয় দীক্ষাপ্রার্থী প্রায় ষাট জন।
এবারের প্রচারের বৈশিষ্ট্য প্রধান

অভক্ষ্যভোজীরে দীক্ষা না করেন দান।
জীবের দুর্গতি জ্বালা করি বিলোকন
প্রেমময় অতিশয় বিচলিত হন।
সিদ্ধমন্ত্র অকাতরে করিছেন দান
দুঃখ জ্বালা তবু নাহি হয় অবসান।
কারণ সন্ধান করি হন অবগত
অধিকাংশ নরনারী কদাহারে রত।
চিত্তের চাঞ্চল্য বাড়ে অভক্ষ্য ভোজনে
স্থির হয়ে বসিতে না পারে সে কারণে।
তাঁর ব্যথা—"মন্ত্র দিই সাড়া নাহি পাই,"
সম্প্রতি সঙ্কল্প জাগে অন্তরেতে তাই—
'কদাহারী নরনারী যদি বিধিমত
মস্তক মুণ্ডন অন্তে করে প্রায়শ্চিত্ত,
নির্ব্বিচারে শাস্ত্রাচারে করে সম্মাননা
তবেই দীক্ষার প্রশ্ন হবে বিবেচনা।'

'পেঁয়াজ গোমাংসতুল্য' শাস্ত্রের বচন
সদ্যই পতিত হয় যে করে ভোজন।
পেঁয়াজ ভোজনকারী অধম দ্বিজাতি
শুধু নাহি প্রায়শ্চিত্তে পায় অব্যাহতি।
যথাবিধি হোম করি নিষ্ঠার সহিত
গ্রহণ করিবে পুন নব উপবীত।
অনেক অভক্ষ্যভোজী করি চান্দ্রায়ণ
আসে তবু মন্ত্রদীক্ষা করিতে গ্রহণ।
পুরাতন শিষ্য যারা পেঁয়াজাদি খায়
প্রায়শ্চিত্ত কেহ্ কেহ্ করে নির্দ্বিধায়।
জনৈক শিষ্যের গৃহে যাবার সময়
শুধালেন একদিন প্রভু লীলাময়—
"তোরা কি পেঁয়াজ ডিম করিস্ ভোজন?"
শিষ্য কহে—"খাই বাবা কখন কখন।"
সত্বর কহেন প্রভু ব্যথিত অন্তরে—

"যাবে না কখন আর এ তোদের ঘরে।
দিয়েছি যখন কথা এইবার চল্।"
শিষ্য কহে—"ছেড়ে দিব শীঘ্র ও সকল।"
শিষ্যের গৃহের দ্বারে পঁহুছিল যান
গৃহ অভ্যন্তরে প্রভু যেতে নাহি চান।
শিষ্যের গৃহিণী আসি নিবেদন করে—
"কৃপা করি একবার চলুন ভিতরে।"
কহিলেন প্রভু ত্বরা মায়ীটিরে ডাকি—
"তোর ঘরে নিত্য আমি উপবাসী থাকি।
পেঁয়াজ ডিম্বাদি তোরা করিস্ ভোজন
তাই তো তোদের আজি দুর্দ্দশা এমন।
তোরাই তোদের দফা করেছিস্ শেষ
সর্ব্বনাশ হতে নাই বিলম্ব বিশেষ।
শুনে রাখ্ শেষ কথা—'এ'কে পেতে হলে
প্রায়শ্চিত্ত কর্ মাথা মুড়িয়ে সকলে।"
প্রায়শ্চিত্ত করিবার দিয়ে প্রতিশ্রুতি
অঝোরে কাঁদিতে থাকে আশ্রিত দম্পতি।
তবুও তাদের সব প্রণামী ও দান
করিলেন অবিচল প্রভু প্রত্যাখ্যান।
কখনও আবার কন শিষ্যভক্তগণে—
"দেহ মন নষ্ট হয় অভক্ষ্য ভোজনে।
পেঁয়াজ ডিম্বাদি ত্যাগ কর্ তোরা ত্বরা
অন্যথায় ত্যক্ত হবে 'এ' তোদের দ্বারা।
যে গৃহেতে নরনারী পেঁয়াজাদি খায়
গুরু-দেব-পিতৃগণ সে গৃহে না যায়।"

মোদের কল্যাণ তব লক্ষ্য সর্ব্বক্ষণ
অজ্ঞ মোরা তবু নাহি হই সচেতন।
ভোগের পশ্চাতে ধাই পাগলের প্রায়
'নিঠুর-কঠোর' বলি বৃথাই তোমায়।
সন্তানের প্রতি যদি রহি উদাসীন

প্রয়োজন ক্ষণে পিতা না হয় কঠিন,
সে পিতার সর্ব্বনাশা স্নেহ ভালবাসা
পরিণামে সন্তানের বাড়ায় দুর্দ্দশা।
তাই কি কঠোর হয়ে ওগো দয়াময়
মোদের চৈতন্য চাও করিতে উদয়!
তব কৃপাকণাভিক্ষু দাস জনার্দ্দন
শিরে ধরে ভক্তিভরে ও রাঙা চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১১৯

।। ডুমুরদহে কল্পতরুলীলা।। তারকেশ্বরে অন্নকূটে।।
।। বহরমপুর প্রচার।। সতীসংঘের সমুদ্ভব-১৩৭৫।।

তৈলযান আরোহণে আশ্বিন সাতাশে
চলিলেন ব্রজনাথ দর্শন মানসে।
কহিলেন পথে—"আগে চল্ গুরুধাম
গুরুমায়ে করি গিয়ে সেথায় প্রণাম।"
প্রভুর নির্দ্দেশে যান এল দিগসুই
সেথা শুভ অবস্থান প্রায় ঘণ্টা দুই।
অতঃপর পথিমধ্যে আনন্দ কাননে
দিলেন মধুর সঙ্গ শিষ্য ভক্তগণে।
সেথা হতে যাত্রা করি স্বল্প কাল পরে
লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন দ্বিপ্রহরে।
সবার আপন প্রভু সর্ব্ব ব্যথাহারী
মুহূর্ত্তে করিল ভিড় বহু নরনারী।
কাতর অন্তরে দুঃস্থ গ্রামবাসীদ্বয়
নিবেদিল জীর্ণ বাসগৃহের বিষয়।
কহিলেন দয়াময় প্রভু তাড়াতাড়ি—
"চল্ যাই দেখি গিয়ে কি করিতে পারি।"

শিষ্যভক্তগণ সহ হয়ে অগ্রসর
দেখিলেন অবনীর ভগ্নপ্রায় ঘর।
জানালেন দয়াময় স্বীয় অভিমত—
"এদের এ ঘর শীঘ্র হবে মেরামত।
কত মুদ্রা এ বাবদে প্রয়োজন হবে
জানাবি হিসাব করে অনতিবিলম্বে।"
স্বল্প কাল পরে সুরু করেন বলিতে—
"বিরাট দালান ছিল এদের অতীতে।
দশ হাজার মুদ্রার গহনা ডাকাতে
লুট করে নিয়ে গেল একদিন রাতে।
অগাধ ঐশ্বর্য্য ছিল এককালে যার
আজ নাই তার ঠাঁই মাথা গুঁজিবার।
এ ভাবেই ভগবান যুগ যুগ ধরে
সকল জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।
সুখ দুঃখ চক্রবৎ আসে আর যায়
কোনটাই চিরস্থায়ী নয় এ ধরায়।"
গোবিন্দ সাধুখাঁ নামে আর এক জন
আপন অভাব ত্বরা করে নিবেদন।
গোবিন্দেরে লক্ষ্য করি কহিলেন প্রভু—
"ওর ঋণ শোধিতে 'এ' না পারিবে কভু।
দারুণ অভাব 'এ'-র ছিল একদিন
দোকানে কোথাও কেহ নাহি দিত ঋণ
ওদের দোকান থেকে পেয়েছি কেবল
চাল ডাল নুন তেল ধারেতে সকল
এই ঋণ কখন কি শোধ করা যায়,
ও দ্যাখ্ জ্বলিছে আজ দারিদ্র্য জ্বালায়!
দে সারিয়ে ঘর ওর অতীব সত্বর
নগদ মুদ্রাও কিছু ওকে দান কর্।"
এই মত আসে কত দীন দুঃখী জন
সবার প্রার্থনা প্রভু করেন পূরণ।
মহাবীর-গৃহে কৃপা বিতরণ করে

ব্রজনাথ ধামে যান একটার পরে।
মধ্যাহ্নের অন্নভোগ হবে চুঁচুড়ায়
ফলভোগ অন্তে তাই যাত্রা পুনরায়।

বাঁকুড়া প্রচারসূচী হয়ে আছে স্থির
হঠাৎ অসুস্থ হল প্রভুর শরীর।
বিশ্রামের তরে সবে করে নিবেদন
সত্যসন্ধ প্রভু তায় সম্মত না হন।
বাঁকুড়া প্রচার পর্ব্ব করি সমাপন
নিরালায় স্বল্পকাল বিশ্রাম গ্রহণ।
কালীপূজা সমাগত হল অতঃপর
বিশ্রামেতে নাহি জোটে দীর্ঘ অবসর।
মহামিলন মঠেতে করি পদার্পণ
অগণিত শিষ্যভক্তে দিলেন দর্শন।
পরদিন অন্নভোগ গ্রহণের পর
অপরাহ্ন কালে যান তারকেশ্বর।
হরিনাম প্রদায়িনী সভার আহ্বানে
আজিকার আগমন পুণ্য তীর্থস্থানে।
অন্নকূট উপলক্ষ্যে এই আমন্ত্রণ
মোহন্ত সাদরে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
উৎসব মণ্ডপে প্রভু পৌঁছিলেন যবে
ভক্তগণ জয়ধ্বনি করে উচ্চ রবে।
সবারে সিঞ্চিত করি আনন্দধারায়
সন্ধ্যার সময় প্রভু নিলেন বিদায়।

অতঃপর সাত দিন নিভৃতে বিশ্রাম
কার্ত্তিক তেরই যাত্রা প্রচারে গঞ্জাম।
পরদিন এল যান ভুবনেশ্বরে
ভক্তগণ মহোল্লাসে অভ্যর্থনা করে।
হেথা সপ্ত তৈলযানে করি আরোহণ
সদলে গঞ্জাম পানে অগ্রসর হন।

'অবিরাম চলে নাম গাড়ীর ভিতর
সম্মুখেতে ওড়ে শুক্ল নিশান সুন্দর।
পৌঁছিলেন বহরমপুরের নিকট
যোগ দিল নাম সহ আরেক শকট।
অষ্টম যানের নামে চলিছে মাইক
মহামন্ত্রে মুখরিত হয় দশ দিক।
শত শত নরনারী দাঁড়িয়ে অদূরে
নাম গাহি অভ্যর্থনা করিল প্রভুরে।
তালে তালে বাজে 'ব্যাণ্ড' মনোরম অতি
বাজে ঝাঁজ করতাল কাঁসর প্রভৃতি।
দর্শনার্থী নর-নারী হাজারে হাজারে
উৎসুক নয়নে চেয়ে পথের দু'ধারে।
ধীরে ধীরে এল যান উৎসবের স্থলে
সুসজ্জিত চারিদিক পত্রপুষ্পদলে।
ভক্ত জনতায় পূর্ণ বিশাল প্রাঙ্গণ
সবাকার এক লক্ষ্য —প্রভুর চরণ।
মন্দিরের দ্বারদেশে এলেন যেমনি
বেজে ওঠে বহু শঙ্খ—ওঠে জয়ধ্বনি।
বেদগানে হরিনামে চৌদিক মুখর
আকাশ বাতাস যেন কাঁপে থর্‌থর্‌।
অতঃপর ভক্তবর চৌধুরী গোবিন্দ
পূজিল প্রভুর রাঙা চরণারবিন্দ।
মন্দিরে বিগ্রহ সব করি দরশন
শ্রীনামের মঞ্চে প্রভু উপনীত হন।
চলিছে অখণ্ড নাম দীর্ঘকাল ধরি
উদ্যোগী প্রধান হেথা গোবিন্দ চৌধুরী।
নামের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ত্তির উৎসবে
এসেছেন যোগ দিতে প্রভু হেথা এবে।
নামের উৎসবে পেয়ে সান্নিধ্য নামীর
এতদ্‌ অঞ্চলবাসী আনন্দে অধীর।
উৎসবান্তে পুন প্রভু লয়ে সঙ্গীদলে

তৈলযান আরোহণে যান নীলাচলে।
নাগার্জ্জুন বেশধারী দেব জগন্নাথে
সদলে দর্শন সেথা করিলেন রাতে।
দুই দিন পুরীধামে করি অবস্থান
বাংলার উদ্দেশে পুন করেন প্রস্থান।

ছেষট্টির চৈত্র মাসে মৌনের সময়
ধ্যানেতে উদয় সতীসংঘের বিষয়।
ব্যর্থ নাহি হয় শুদ্ধ চিত্তের ভাবনা
বহু স্থানে সতীসংঘ হইল স্থাপনা।
মাসে দুই এক বার সতী মায়ীগণ
সমবেত হয়ে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
পুরাণাদি পাঠ আর সতীর চরিত
করে পাঠ আলোচনা নিষ্ঠার সহিত।
দিন দিন সতীসংঘ বাড়িছে সংখ্যায়
বিভিন্ন অঞ্চলে মোট অর্দ্ধ শত প্রায়।
সতীসংঘ সমূহের মহাসম্মেলনে
এল সতী মায়ীগণ প্রভুর আহ্বানে।
শ্রীমহামিলন মঠে চব্বিশে কার্ত্তিক
মুখরিত মায়েদের নামে দশ দিক।
সম্মেলন স্থলে মঞ্চে করি আরোহণ
মায়ীগণে প্রভু কৃপা করেন বর্ষণ।
উলুধ্বনি জয়ধ্বনি করি উচ্চ রবে
প্রভুরে বরণ করে মায়ীগণ সবে।
প্রভুর নির্দ্দেশে বহু সংঘের সেবিকা
পড়ে সতী রমণীর রম্য আখ্যায়িকা।
পড়ে প্রভু-সঙ্কলিত উপদেশ নানা
যা দেয় চলার পথে নূতন প্রেরণা।
শ্রীমুখের উপদেশ শুনি মধুময়
কর্ত্তব্য বিষয় সবে অবহিত হয়।

কলির তাণ্ডবে যবে আর্য্যনারীগণ
সতীত্ব ও সদাচার দিয়ে বিসর্জ্জন
ছুটিছে ভোগের দিকে দুর্ব্বার গতিতে
অনলে পতঙ্গ সম আত্মাহুতি দিতে,
সেইকালে যিনি ধর্ম্মরক্ষা প্রয়োজনে
"আয় ফিরে আয় মাগো" বলি নারীগণে
উদাত্ত মধুর কণ্ঠে করি আহ্বান
দিলেন শাশ্বত সত্য পথের সন্ধান,
যুগে যুগে তিনি মর্ত্ত্যে করি আগমন
করেন অধর্ম্ম নাশ—ধর্ম্মসংস্থাপন;
তিনি এ দীনের নাথ প্রভু সীতারাম
দাস জনার্দ্দন করে অসংখ্য প্রণাম।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২০

।। চোখে অস্ত্রচিকিৎসা—১৩৭৫।। পুরীতে শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রতিষ্ঠা।। বার দিন ব্যাপী জন্মোৎসব।। সদানন্দ মঠে গুরুকুল।। ।। সোঁয়াই মঠে অখণ্ড নাম।। হৃষীকেশ আশ্রমের দ্বারোদ্‌ঘাটন—১৩৭৬।। ।সুজন সিং-এর সেবা।। নামাশ্রয়ে সমাধি।। বিদেশিনী সন্ন্যাসিনীকে কৃপা।

পঁচিশে কার্ত্তিক হতে দশই অগ্রাণ
সদানন্দ মঠে চলে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
যজ্ঞস্থলে যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং হাজির
মঠে তাই অগণিত জনতার ভিড়।
অনিয়মে অতি শ্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি পায়
সেবকেরা ডাকে বৈদ্যে না দেখি উপায়।
চক্ষু বিশেষজ্ঞ সহ চিকিৎসকগণ
শ্রীঅঙ্গ পরীক্ষা অন্তে করে নিবেদন—
"চোখে অস্ত্র চিকিৎসার আশু প্রয়োজন

সর্ব্বোপরি প্রয়োজন বিশ্রাম গ্রহণ।”
সদানন্দ মঠ হতে তাই যজ্ঞ শেষে
এলেন আবার প্রভু নিভৃত নিবাসে।
ডাক্তার নীহার মুন্সী অতীব যতনে
কাটিল প্রভুর ছানি দক্ষিণ নয়নে।
নলিনীরঞ্জন নামে ভক্ত বৈদ্যবর
একদিন কহে আসি প্রভুর গোচর—
“দেহটি হয়েছে এবে অতিশয় ক্ষীণ।”
প্রভু কন—“স্থূল ‘এ’ না ছিল কোনদিন।”
বৈদ্যবর সবিনয়ে কহে পুনর্ব্বার—
“দুগ্ধ সম শ্রেষ্ঠ পথ্য নাহি কিছু আর।
কৃপা করে দেহটিরে রক্ষার কারণ
কিঞ্চিৎ অধিক দুগ্ধ করুন গ্রহণ।”
অনতিবিলম্বে প্রভু দিলেন উত্তর—
“সাধনা নির্ভর করে খাদ্যের উপর।
চিরদিন-ই আহারের রয়েছে সংযম
মৌনকালে পরিমাণ হত আরো কম।
ছোট হয়ে গেছে তাই উদর আকারে
এখন অধিক আর নিতে নাহি পারে।”
বৈদ্য কহে—“পুরাকালে মুনি ঋষিগণ
বাঁচিতেন শুধু বায়ু করিয়া ভক্ষণ।
তাঁরা চোখ কাটাতেন—শুনিনি এ কথা
আপনার ক্ষেত্রে দেব হয়েছে অন্যথা।
আহারের প্রয়োজন তাই আপনার
দুগ্ধে হবে ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্বর উদ্ধার।”
অতঃপর বৈদ্যবর আলাপন অন্তে
প্রণমিল পুনরায় প্রভু-পদপ্রান্তে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কারণ
নীলাচল ধামে প্রভু করেন গমন।
মাঘের তেরই যাত্রা চড়ি বাষ্পযান

সঙ্গী প্রায় আশীজন মহাভাগ্যবান।
চলেছেন গুরুমাতা দেবী হেমাঙ্গিনী
গুরুকন্যা প্রভৃতিও হয়েছে সঙ্গিনী।
সতেরোই মাঘ অতি প্রাতঃকাল হতে
উৎসবের মহাধুম চটক পর্ব্বতে।
নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত
পূজা হোম কার্য্যে রত নিষ্ঠার সহিত।
নিমন্ত্রিত প্রায় শত মোহন্ত সন্ন্যাসী
সানন্দে এ অনুষ্ঠানে যোগ দিল আসি।
আর চারি শতাধিক বৈষ্ণব সজ্জন
প্রতিষ্ঠা উৎসবে করে আনন্দ বর্দ্ধন।
পরদিন অপরাহ্নে আশ্রমে সভায়
সন্তগণ পদার্পণ করে পুনরায়।
ধর্ম্মকথা আলোচনা হলে সমাপন
মহাপ্রসাদেতে সবে আপ্যায়িত হন।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত নূতন বসন
নিমন্ত্রিত সন্তগণে হল বিতরণ।
মাঘের উনিশে প্রভু কটকেতে যান
শতাধিক ভক্তে সেথা হল দীক্ষা দান।

শুভ আবির্ভাব তিথি সমাগত প্রায়
ফিরিলেন প্রভু তাই অচিরে বাংলায়।
মাঘের চব্বিশ থেকে বার দিন ধরে
জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হল সাড়ম্বরে।
মহামিলন মঠেতে উৎসবের স্থলে
শত শত ভক্ত নিত্য আসে দলে দলে।
কিশোর যুবক ছাত্র পণ্ডিতমণ্ডলী
নিবেদিল নির্দ্ধারিত দিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
সতীসংঘ সম্মেলনে হেথা তিন দিন
মায়ীগণ নিবেদিল শ্রদ্ধা সীমাহীন।
ছায়াছবি, অভিনয় বাউলাদি গান

রাত্রিকালে নিত্য মঠে হয় অনুষ্ঠান।
ফাল্গুনের ষষ্ঠ দিনে সদানন্দ মঠে
আবির্ভাব উৎসবের সমাপন ঘটে।
আড়ম্বর ভক্তি আর শ্রদ্ধা সমন্বয়ে
সমাপ্তি উৎসব ওঠে প্রাণবন্ত হয়ে।
ফাল্গুন নবম দিনে পূর্ব্বসূচীমত
এ মঠেই 'গুরুকুল' হল প্রতিষ্ঠিত।
দশজন ছোট ছোট ব্রাহ্মণ তনয়
শাস্ত্রমতে এইদিন উপনীত হয়।
সদ্য উপনীত এই ব্রহ্মচারীগণ
করিবে হেথায় বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন।
প্রাচীন কালের মুনি বালকের মত
করিবে প্রত্যহ হোম পড়িবে সংস্কৃত।
অতঃপর দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস ধরে
চলিল প্রচার বঙ্গে গ্রামে ও নগরে।
সোঁয়াই গ্রামেতে এক আশ্রিত সন্তান
প্রভুরে করেছে জমি আশী বিঘা দান।
স্বল্পকাল মধ্যে সেই জমির উপর
নির্ম্মিত হয়েছে মঠ অতীব সুন্দর।
তিরিশে ফাল্গুন প্রাতে প্রভু সীতারাম
প্রতিষ্ঠা করেন সেথা অখণ্ড শ্রীনাম।

চৈত্রের বাইশে রাতে চড়ি বাষ্পযান
বঙ্গদেশ হতে প্রভু করেন প্রস্থান।
যাত্রার বিরতি হল কাশীতে প্রথমে
কৃপা বিতরণ হেথা চলে পূর্ণোদ্যমে।
কহিলেন সঙ্গীগণে প্রভু একদিন—
"চলিছে প্রচার কার্য্য বিরামবিহীন।
কখন দেহটা হয় ব্যাধিতে বিকল
বিশ্রাম অন্তেই পুন সচল সবল।
মনে হয় কোন ব্যাধি নাহিক এখন

এসেছে আবার যেন নূতন যৌবন।
জীর্ণ এ যন্ত্রটা নিয়ে উপরওয়ালা
করিছেন কত কাজ কত লীলাখেলা!"
কাশী হতে যাত্রা করি চারি দিন পর
দিল্লী অভিমুখে প্রভু হন অগ্রসর।
বিশ্বানন্দ সুজনাদি সহ বহু জন
ষ্টেশনে প্রভুরে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
বিড়লার মন্দিরেতে করি অবস্থান
চলিল এবার হেথা প্রচারাভিযান।
শত শত ভক্ত শিরে বর্ষি কৃপাধারা
ত্যজিলেন রাজধানী বৈশাখ দোসরা।
অনন্তর বৃন্দাবন-লক্ষ্ণৌ শহরে
কৃপা বিতরণ চলে দুই দিন করে।
এই মত নানাস্থানে প্রচারের শেষে
সাতই বৈশাখ যাত্রা পুণ্য হৃষীকেশে।
সেবক সুজন সিং প্রভুগত প্রাণ
করেছে হেথায় এক আশ্রম নির্ম্মাণ।
মনোরম এ আশ্রম শান্ত পরিবেশে
গঙ্গামাতা বহে যেথা উদ্দাম উল্লাসে।
ওপারে অনতিদূরে রাজে হিমালয়
উচ্চশির চিরস্থির প্রশান্তি-নিলয়।
সম্মুখে দক্ষিণে বামে শুধুই পাহাড়
কী অপূর্ব্ব শোভা নাই তুলনা তাহার!
নূতন আশ্রম দ্বার করি উদ্‌ঘাটন
ঘুরে ঘুরে প্রভু সব করেন দর্শন।
সুজনেরে কহিলেন স্বল্প কাল পরে—
"এ তপোভূমিতে এসে প্রাণ গেল ভরে।"
ফলভোগ অন্তে কাটে অতি অল্প কাল
হঠাৎ হাজির নন্দা গুলজারীলাল।
শ্রীচরণে প্রণামান্তে কহিলা নন্দাজী—
"কিছু নিয়ে যাব বলে আসিয়াছি আজি।"

প্রভু কন—“নিতে মন যদিও না থাকে
জোর করে তবু কিছু দিব আপনাকে।”
অতঃপর সদাচার প্রভৃতি বিষয়
দেন নানা উপদেশ সুদীর্ঘ সময়।
অবশেষে মন্ত্রীবর পুলকিত মনে
পুনরায় প্রণমিল বিদায়ের ক্ষণে।

দশ-ই সুজন সিং-এ কৃপা বরষিতে
মধ্যাহ্নের ভোগ অন্তে যান কালসীতে।
আজ্ঞাবহ ভৃত্যসম জুড়ি দুই কর
সেবায় নিরত এই ভক্ত নিরন্তর।
কিবা অতুলন তার সেবা অভিলাষ!
বাহ্যিক প্রয়াস দেয় আংশিক আভাস।
শৌচের মৃত্তিকা যত্নে করি আহরণ
গুঁড়ো করে বস্ত্রে ছেঁকে রেখেছে সুজন।
শ্রীহস্তে না লাগে যাতে কাঁকর-আঁচড়
তাই হেন আয়োজন করে ভক্তবর।
এ প্রকার শ্রদ্ধা তার করি বিলোকন
শিষ্যগণে হাস্যাননে কহেন তখন—
“তোরা তো করিস্ জপ গুরুদত্ত নাম
গুরুমূর্ত্তি ধ্যান ওর চলে অবিরাম।
‘এ’র কোন অসুবিধা নাহি হয় যাতে
ও মগন সর্ব্বক্ষণ সেই ভাবনাতে।”
কৃপা বিতরণ শেষে দিবা অবসানে
হৃষীকেশ পানে পুন যাত্রা তৈলযানে।
লছমন সিং নামে আশ্রিত সন্তান
দেরাদুন শহরেতে করে অবস্থান।
ফিরিবার পথে প্রভু স্বল্পকাল তরে
পদধূলি দেন তার গৃহে কৃপা করে।
সস্ত্রীক লছমন সিং ভক্তিভরে অতি
দ্বারদেশে ত্বরা এসে করিল আরতি।

অতঃপর গৃহ মধ্যে বসিয়ে আসনে
পূজে পূত পাদপদ্ম পুলকিত মনে।
দর্শনার্থী নরনারী আসি দলে দলে
প্রণতি জানায় রাঙা চরণ কমলে।
হেনকালে সাধু এক বিনয়ে শুধায়—
"কি করে সমাধি হবে বলুন উপায়।"
কহিলেন প্রভু—"নিলে নামের আশ্রয়
আপনা-আপনি হবে সমাধি নিশ্চয়।
হৃষীকেশে কোন কিছু ফেলিলে গঙ্গায়
প্রবল স্রোতের বেগে হরিদ্বারে যায়।
তেমনি নামের স্রোতে নামকারী ভেসে
অনায়াসে পৌঁছে শেষে সমাধির দেশে।
এ নহে কল্পনা বাবা অতি সত্য কথা
কোন মতে কভু এর না হবে অন্যথা।"
হেথা অহৈতুকী কৃপা বিতরণ শেষে
রাত্রি প্রায় দশটায় যান হৃষীকেশে।

সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসিনী আমেরিকাবাসী
প্রণমিল প্রভু-পদে পরদিন আসি।
স্বীয় পরিচয় দিয়ে সন্ন্যাসিনী বলে—
"দেখেছিনু আপনাকে পূর্ব্বে নীলাচলে।"
প্রভু সাথে অতঃপর সুদীর্ঘ সময়
করে নানা আলোচনা সাধন বিষয়।
অবশেষে নিবেদন করি বিদেশিনী—
"এবার করুন কৃপা আমায় আপনি।"
কহিলেন প্রভু—"এসো স্নান করে কাল
কিছু না খেয়েই এসো সকাল সকাল।"
পরদিন বৈশাখের দ্বাদশ দিবসে
সন্ন্যাসিনী এল প্রাতে প্রভুর সকাশে।
আসনে বসিয়ে দীক্ষা দেন কৃপা করি
রাখিলেন সেইসাথে নাম 'যোগেশ্বরী'।

আশীর্ব্বাদ করি তারে কহেন সত্বর—
"আনন্দ রাজ্যের পথে হও অগ্রসর।"

অবিরাম চলে তব কৃপা বিতরণ
ধন্য হয় ভাগ্যবান বিদেশীয়গণ।
স্বদেশীয় মূঢ় মোরা দূরে দূরে থাকি
আঁখি বন্ধ করে দিই নিজেরেই ফাঁকি।
তুমি তাই দ্বারে দ্বারে ভ্রমি দিবানিশি
যেচে যেচে বিতরিছ কৃপা দিশি দিশি।
সে কৃপার কণাপ্রার্থী দাস জনার্দ্দন
শিরে ধরে ভক্তিভরে ও রাঙা চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২১

।। উজ্জয়িনী পূর্ণকুম্ভে—১৩৭৬।।

পুণ্যক্ষেত্র উজ্জয়িনী ভারত বিখ্যাত
পূর্ণকুম্ভ মেলা সেথা হবে অনুষ্ঠিত।
বৈশাখ পহেলা দিল্লী প্রচার সময়
স্থির হয় উজ্জয়িনী যাত্রার বিষয়।
আব্দারের সুরে ভক্ত বিশ্বানন্দ কহে—
"এই গ্রীষ্মে কুম্ভে যাওয়া সমীচীন নহে।"
স্নেহভরা কণ্ঠে প্রভু কহেন সত্বর—
"পূর্ণকুম্ভ হয় বার বৎসর অন্তর
গেলবার ছিনু মগ্ন মৌন সাধনেতে
কুম্ভস্নানে সে কারণে পারি নাই যেতে।
গোবিন্দ প্রভৃতি বহু সন্তান সেবার
গিয়েছিল কুম্ভে নাম করিতে প্রচার।
পুনরায় হবে কুম্ভ বার বর্ষ পর

বয়সের ভারে জীর্ণ এই কলেবর।
কেবা জানে অতদিন বাঁচি কি না বাঁচি
গোপাল মাণিক মোর দিও না ভাঙচি।"
বিশ্বানন্দ পুনরায় করে নিবেদন—
"অসহ্য গরম বাবা সেথায় এখন।
তাই এ প্রার্থনা মোর—পুণ্য স্নান শেষে
আসুন আবার ফিরে শীঘ্র হৃষীকেশে।"
কহিলেন প্রত্যুত্তরে প্রভু তাড়াতাড়ি—
"আসিবে সেথায় বহু লক্ষ নরনারী,
ত্রিতাপ জ্বালায় তারা জ্বলে দিন রাত
করে কত হাহাকার আর অশ্রুপাত।
তাদের শুনিয়ে নাম করি সঙ্গ দান
দিতে হবে আনন্দের রাজ্যের সন্ধান।
আপনার সুবিধার কথা ভাবি মনে
দুঃখী জনে ত্যজি ত্বরা ফিরিব কেমনে!"

হৃষীকেশ হতে প্রভু বৈশাখ দ্বাদশে
চলিলেন উজ্জয়িনী কুম্ভের উদ্দেশে।
দেরাদুনে বাষ্পযানে হল আরোহণ
পালাক্রমে রত নামে সঙ্গীশিষ্যগণ।
দিল্লীতে শ্রীবিশ্বানন্দ আসি অচিরাৎ
শ্রীচরণে ভক্তিভরে করে প্রণিপাত।
ষ্টেশন প্রাঙ্গণে এক কক্ষমাঝে হেথা
রেখেছে সযত্নে করি ভোগের ব্যবস্থা।
ভক্তবর সবিনয়ে করে নিবেদন—
"কৃপা করি ভোগ হেথা করুন গ্রহণ।"
সত্বর কহেন প্রভু সহাস্য বদনে—
"অত কি বলিতে হয় ব্রাহ্মণ-নন্দনে!"
ব্যবস্থা হয়েছে চিঁড়ে দুধ মিষ্টি ফল
পান লাগি গঙ্গাজল শুদ্ধ সুশীতল।
আহারান্তে এল সবে স্ব-স্ব স্থানে ফিরে

বাষ্পযান যাত্রা সুরু করিল অচিরে।
পরদিন বেলা যবে বাড়িল কিঞ্চিৎ
কোটা ষ্টেশনেতে প্রভু হন উপস্থিত।
বহু নরনারী উঠি গাড়ীতে হঠাৎ
শ্রীচরণে ভক্তিভরে করে প্রণিপাত।
মুহূর্ত্তেই ফল মিষ্টি হল স্তূপাকার
সহযাত্রীদের চিত্তে বিস্ময় অপার।
নিজ হাতে দয়াময় প্রভু সযতনে
দিলেন প্রসাদ সব দর্শনার্থীগণে।
'মিটার গেজে'র যানে চড়ি নাগদায়
উজ্জয়িনী পৌঁছিলেন চারিটায় প্রায়।
সঙ্গীদের শঙ্কা মনে জাগে বার বার
ইঞ্জেক্‌শন ছাড়া বুঝি মিলিবে না ছাড়।
প্রভু কন—"এত ভয় কিসের কারণ?
নিতে হলে সবে মিলে নিব ইঞ্জেক্‌শন।"
ষ্টেশন চত্বরে শিষ্যভক্ত বহু জন
অচিরে প্রভুরে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
নাম সহ প্রভু অগ্রে করেন গমন
সসম্মানে দ্বার ছেড়ে দেয় রক্ষীগণ।
তৈলযান আরোহণে সদলে সত্বর
পৌঁছিলেন নাম সহ মহাকালেশ্বর।
'ব্যাণ্ড' বাদ্য সহযোগে করি সঙ্কীর্ত্তন
হেথা হতে চলে সাথে ভক্ত অগণন।
দরশন করি পথে গণেশ বিরাট
শোভাযাত্রা সহ প্রভু যান রামঘাট।
মদনমোহনজীর মন্দিরেতে হেথা
প্রভুর থাকার লাগি হয়েছে ব্যবস্থা।
গিরিরাজ, তানোড়িয়া আশ্রিত সন্তান
প্রভুর সেবায় হেথা উদ্যোগী প্রধান।
সেবার সুযোগ এরা কদাচিৎ পায়
হারাতে না চায় তাই এবার হেলায়।

সানন্দ অন্তরে এই শিষ্য দুই জন
সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার করিছে বহন।
সাধু-সন্ত জনতার ভিড় জমে ক্রমে
প্রভুর প্রচার পর্ব্ব চলে পূর্ণোদ্যমে।
নিয়মিতভাবে চলে নাম বিতরণ
অন্নদান দীক্ষাদান পাঠ ও ভাষণ।
প্রভুর নির্দ্দেশে কভু সঙ্গীশিষ্যগণ
মেলা অভ্যন্তরে যায় প্রচার কারণ।

ভক্তিযুতা রাণীমাতা গোয়ালিয়র হতে
প্রভু পদপ্রান্তে এল শ্রদ্ধা নিবেদিতে।
রাণীমায়ে ক'ন প্রভু সহাস্য বদনে—
"তোমার মন্দিরে মোরা অতিথি এক্ষণে।"
জুড়ি হাত অচিরাৎ রাজমাতা কহে—
"এ বৈভব তব সব মোর কিছু নহে।"
অতঃপর আলোচনা চলে দীর্ঘ অতি
প্রসঙ্গ—ধর্ম্মের গ্লানি জীবের দুর্গতি।
রাজমাতা অবশেষে করে নিবেদন—
"আশা ভরসার স্থল আপনি এখন।
আপনার আশীর্ব্বাদে কৃপায় আবার
হোক্ ধর্ম্ম সংস্থাপন ধরণী মাঝার।"
অতঃপর রাণীমায়ে করি আশীর্ব্বাদ
সযতনে সকলেরে দিলেন প্রসাদ।
উপদেশ শ্রবণের হয়ে অভিলাষী
দেবাসের রাজরাণী প্রণমিল আসি।
প্রভুকহে—"রহি গৃহে কর কর্ম্মরাশি
রেখো মনে সযতনে মোরা দাস দাসী।
কর্ত্তা শুধু ভগবান এ বিশ্ব সংসারে
ক্ষণিকের তরে যেন ভুলিও না তাঁরে।
উঠিতে বসিতে খেতে শুতে সর্ব্বক্ষণ
কর তাঁর নাম সদা স্মরণ মনন।

কলিযুগে নাম সম নাহিক উপায়
তরে যায় পাপী তাপী নামের কৃপায়।"

ঊনিশে বৈশাখ পুণ্য পূর্ণিমার প্রাতে
বসিলেন প্রভু উঠি মন্দিরের ছাতে।
বেলা আটে শিপ্রাতে সুরু কুম্ভ স্নান
রাজপথে নাই তিল ধারণের স্থান।
বৃক্ষশাখে দর্শনার্থী ছাতে ছাতে ভিড়
লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীতে পূর্ণ শিপ্রাতীর।
লীলাময় প্রভু চোখে দিয়ে দূরবীন
দেখিছেন এই দৃশ্য তুলনাবিহীন।
নাগা দশনামী আদি নানা সম্প্রদায়
আরম্ভ করিবে স্নান বেলা আটটায়।
অন্য কেহ সেই কালে করিবে না স্নান
শান্তি রক্ষীদের এই সুস্পষ্ট বিধান।
সঙ্গীদের চিত্তে তাই জাগে দুর্ভাবনা
শুভক্ষণে বুঝি স্নান সম্ভব হবে না।
সব শুনি কহিলেন প্রভু লীলাময়—
"ত্বরা করি দেখ ঘড়ি হল কি সময়।"
"আটটা বাজিছে প্রায়"—জানাল সেবক,
প্রভু কন—"বিলম্বের কিবা আবশ্যক।"
অচিরে সদলবলে মাতি নাম গানে
চলিলেন দ্রুতগতি পুণ্য কুম্ভ স্নানে।
পুলিশের লোকজন সানন্দ অন্তরে
চলার পথের ভিড় দেয় মুক্ত করে।
পবিত্র শিপ্রাতে পুণ্য যোগের সময়
নামিলেন অনায়াসে প্রভু লীলাময়।
ডুবের পরেতে ডুব দেন বার বার
তবু না স্নানের আশ মিটে যেন তাঁর।
স্নানান্তে এলেন ফিরে মন্দিরেতে যবে
চারিদিক মুখরিত তুরী-ভেরী রবে।

সাধুগণ শোভাযাত্রা করি দলে দলে
রাজপথ ধরি শিপ্রা অভিমুখে চলে।
সারি সারি নাগা সাধু চলে অগণন
মস্তক মুণ্ডিত দেহে নাই আবরণ।
কোনও মোহন্ত যায় পালকীতে চড়ে
কেহ চলে সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠ 'পরে।
দূরবীন চোখে দিয়ে প্রভু বার বার
দেখিছেন এইসব দৃশ্য চমৎকার।
মন্দিরেও দর্শনার্থী আসে অগণন
ভক্তিভরে স্পর্শ করে প্রভুর চরণ।
সন্ত পাঁচ শতাধিক মধ্যাহ্ন সময়
মন্দিরে প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়।
মন্ত্রদীক্ষা লভি ধন্য হয় বহু জন
অপরাহ্নে দেন প্রভু হিন্দীতে ভাষণ।
করিবারে রামনাম মহিমা খ্যাপন
রত্নাকর উপাখ্যান করেন বর্ণন।

উদ্ধারিতে কলিহত নরনারীগণে
প্রভুর না পড়ে ছেদ কৃপা বিতরণে।
নগরের পথে নাম প্রচার কারণ
কভু শিষ্যভক্তগণে করেন প্রেরণ।
শ্রীনামে মুখর হয় কখন মন্দির
কভু কুম্ভমেলা ক্ষেত্র শিপ্রা নদীতীর।
কভু দেন দীক্ষা প্রভু কখন ভাষণ
কৃপাবারি স্পর্শ করি ধন্য ভক্তগণ।
দাস জনার্দ্দন কৃপা লাভের আশায়
ও রাঙা চরণযুগে প্রণতি জানায়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২২

।। কুম্ভমেলা শেষে নানা স্থানে প্রচার—১৩৭৬।।

উজ্জয়িনী ত্যাগ করি কুম্ভ মেলা শেষে
তানোড়িয়া যান প্রভু বৈশাখ একুশে।
উদ্যোগী সজ্জন সিং গ্রামের নিকট
রেখেছে প্রভুর লাগি সজ্জিত শকট।
প্রভুরে বসিয়ে সেই যানের উপরে
ভক্তগণ নাম সহ শোভাযাত্রা করে।
সারা গ্রামে মহানাম করি বিতরণ
সজ্জন সিং-এর গৃহে উপনীত হন।
প্রভুর নির্দ্দেশে নাম গাহি পরদিন
শিষ্যভক্তগণ করে গ্রাম প্রদক্ষিণ।
দীক্ষা অন্নভোগ হলে যথাকালে সারা
অপরাহ্ন কালে যাত্রা—লক্ষ্য ভাটখেরা।
চাকা ফেটে পথিমধ্যে শকট বিকল
দাঁড়ালেন নেমে প্রভু আর সঙ্গীদল।
অচিরে স্থানীয় এক ভদ্রমহোদয়
কৌতূহল বশে সেথা উপস্থিত হয়।
শ্রদ্ধা উপজিল তার প্রভুর চরণে
প্রার্থনা জানাল স্বীয় গৃহে পদার্পণে।
ভকতির পরিচয় পেয়ে সবিশেষ
যান প্রভু গৃহে তার দেন উপদেশ।
মেরামত হল যান এই অবসরে
যাত্রা সুরু পুনরায় বনপথ ধরে।
আবার ফাটিল চাকা স্বল্প কাল পর
বসিলেন নেমে প্রভু পথের উপর।
সঙ্গী এক সবিনয়ে করে নিবেদন—
"ওখানে পেয়েছে কৃপা তবু একজন
জনহীন বনমাঝে হেথা কি কারণে

শকট বিকল হল পুন এই ক্ষণে?”
সত্বর করেন প্রভু উত্তর প্রদান—
“বৃক্ষেরা শুনিতে চায় হেথা নামগান।
পাপ কর্ম্মফলে এরা ধরি বৃক্ষ-কায়া
শ্রীনাম শ্রবণ আশে আছে অপেক্ষিয়া।
নামের কৃপায় হবে ওদের কল্যাণ
লাভবান হবি তোরা করি নাম দান।”
সঙ্গীগণ পথে বসি নামগান করে
যাত্রা সুরু হল প্রায় তিন ঘণ্টা পরে।
চলমান যানে নিশা অবসান হয়
পৌঁছিলেন ভাটখেরা প্রভাত সময়।
দরশন আশে ভক্ত আসে বহু জন
অপরাহ্নে পাঠ অন্তে দিলেন ভাষণ।
পরদিন গ্রামে নাম প্রচার কারণে
পাঠালেন প্রাতে সব সঙ্গী শিষ্যগণে।
বহু বাদ্যযন্ত্র সহ গ্রামবাসীগণ
শ্রীনামপ্রচারে অংশ করিল গ্রহণ।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সঙ্গী একজন
সকাল সকাল ভোগ করিল রন্ধন।
অব্রাহ্মণ একজন শিষ্য ভুল করে
প্রবেশিল ভোগ ছিল রক্ষিত যে ঘরে।
কহিলেন সব শুনে প্রভু লীলাময়—
“ঠাকুরের ইচ্ছা বিনা কিছু নাহি হয়।
অতএব ক্ষোভ দুঃখ করি পরিহার
শুদ্ধভাবে কর্ ভোগ রন্ধন আবার।”
সঙ্গীগণ আয়োজন করে পুনরায়
ভোগের বিভ্রাটে ঘটে বিলম্ব যাত্রায়।
ভাটখেরা ত্যাগ করি সায়াহ্নের পরে
সদলে গেলেন প্রভু দেবাস শহরে।
উপস্থিত শিষ্যভক্ত মধ্যরাত্রে প্রায়
স্বাগত জ্ঞাপন করে পরম শ্রদ্ধায়।

রাত্রি প্রায় দুইটায় ভোগাদির শেষে
সঙ্গীরা শয়ন করে প্রভুর নির্দ্দেশে।
বিশ্রাম গ্রহণে তাঁর নাই অবসর
পত্রসেবা কার্য্যে রত হলেন সত্বর।
সুরু হল পত্র পাঠ—উত্তর প্রদান
ধীরে ধীরে হয়ে আসে নিশা অবসান।
হেন কালে ঘুম থেকে উঠে জগন্নাথ
প্রভু সন্নিধানে আসি করে প্রণিপাত।
শুধালেন প্রভু তারে হঠাৎ তখন—
"হয়েছে কি দেয়া আজ ঠাকুর শয়ন?"
জগন্নাথ দেখে এসে বলে সবিনয়ে—
"ঠাকুর শয়ন দিতে গেছে ভুল হয়ে।"
কহিলেন প্রভু ত্বরা—"এ-ও সে কারণ
পারে নাই এখনও করিতে শয়ন।"
অনতিবিলম্বে প্রভু করি গাত্রোত্থান
ঠাকুর শয়ন দিতে দ্রুতগতি যান।
অতঃপর ইন্দোরেতে প্রচারের শেষে
ওঙ্কারেশ্বরে যান বৈশাখ আটাশে।
পুণ্য নর্ম্মদার বুকে মান্ধাতা আশ্রম
তপস্যার অনুকূল অতি মনোরম।
শ্রীনাম প্রচার হেথা চলে নিয়মিত
দীক্ষা লভি ধন্য হয় ভক্ত অগণিত।
মন্দিরে মন্দিরে চলে দেব দরশন
আর চলে যথারীতি পাঠ ও ভাষণ।
কথা প্রসঙ্গেতে প্রভু কহেন কখন
"দয়াময় ঠাকুরের দু'খানি চরণ।
সুখ শান্তি ভোগৈশ্বর্য্য এক পদে তাঁর
অন্যটিতে দুঃখ জ্বালা অশান্তি অপার।
যে পদ বাড়িয়ে তিনি দিবেন যখন
বক্ষ 'পরে সেটি ধরে কর সঙ্কীর্ত্তন।
ধরিতে পারিস্ যদি নাম দৃঢ়ভাবে

রোগ শোক দুঃখ দৈন্য সব দূরে যাবে।"
ইটার্সী হোসাঙ্গাবাদ ভ্রমি অতঃপর
বঙ্গদেশ অভিমুখে হন অগ্রসর।
বাষ্পযানে দীর্ঘ পথ করি পর্য্যটন
জ্যৈষ্ঠ নয়ে আসানসোলে উপনীত হন।
রাণীগঞ্জে অন্নভোগ—রাতে সোমগ্রাম
পরদিন প্রাতে যান দিগসুই ধাম।
গুরুমার পদে করি শ্রদ্ধা নিবেদন
ভোগ অন্তে হল সেথা বিশ্রাম গ্রহণ।
গুরুমাতা গুরুকন্যা প্রভৃতি সহিত
পরদিন সোমগ্রামে হন উপস্থিত।
আশী বিঘা জমি সহ এ মঠ নূতন
তিন দিকে সুবিশাল শোভে শালবন।
একদিকে ডাঙ্গা-জমি বৃহৎ আকার
শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ অতি চমৎকার।
পরম শ্রদ্ধায় ধরি গুরুমা'র হাত
দেখালেন ঘুরে প্রভু সব অচিরাৎ
শুভ অবস্থান হেথা ছয় দিন প্রায়
চারিদিক ভাসে যেন নামের বন্যায়।
অতঃপর বঙ্গভূমে বিভিন্ন অঞ্চলে
কৃপা বিতরণে দীর্ঘ পরিক্রমা চলে।
বাঙলার দিকে দিকে ভক্ত অগণন
ধন্য হয় লভি সঙ্গ দীক্ষা ও দর্শন।

একমাস প্রায় বঙ্গে চলিল প্রচার
অতঃপর যান কাশী বারই আষাঢ়।
শাস্ত্রী গৌরীনাথ সহ ভক্ত জনগণ
ষ্টেশনে প্রভুরে করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
রামাশ্রমে অবস্থান করি চারি দিন
বিতরেন কৃপা প্রভু বিরাম বিহীন।

কাশী ও এলাহাবাদে পরিক্রমা শেষে
বিঠুরে হাজির হন আষাঢ় উনিশে।
দর্শনার্থী ভক্ত আসে নিত্য বহু জন
কৃপা বিতরণে প্রভু সদা অকৃপণ।
মেথর দম্পতি সহ এক ঝাড়ুদার
মন্ত্রদীক্ষা লভি হল কৃতার্থ এবার।
লোকশিক্ষা তরে সাঙ্গ হলে দীক্ষাদান
করিলেন পুনর্ব্বার প্রভু গঙ্গাস্নান।
সেবকগণেরে প্রভু কহেন একালে—
"মেমারীতে চাতুর্ম্মাস্য হয় ষাট সালে।
একটি মেথর শিষ্য পেয়েছি তখন
ষোল বর্ষ পরে পুন পেলাম দুজন।"
বিঠুরের পরে কৃপা বিতরণ তরে
আষাঢ় পঁচিশে যান লখ্‌নৌ শহরে।
দুই দিন হল হেথা শুভ অবস্থান
আষাঢ়ের শেষ ভাগে হৃষীকেশে যান।
নামে পাঠে জেগে ওঠে সুপ্ত হিমালয়
ধন্য হয় পুণ্যভূমি স্পর্শি পদদ্বয়।

ও পদ পরশ প্রার্থী দাস জনার্দ্দনে
দিও ঠাঁই কৃপা করি জনমে মরণে।

***

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২৩

।। হৃষীকেশে চাতুর্ম্মাস্য—১৩৭৬।। ভাল চাও তো ভাল হও।।
।। আপন ভাল সবাই চায় না।। সীতারাম ও ওঙ্কার।।
।। সংকল্প সমাপ্তির উপায়।। ক্রোধের প্রায়শ্চিত্ত।।

হৃষীকেশে চাতুর্ম্মাস্য হবে এইবার
পৌঁছিলেন প্রভু তাই আটাশে আষাঢ়।
পরদিন বেলা প্রায় বার ঘটিকায়
গুরুমাতা পৌঁছিলেন সদলে হেথায়।
সাগ্রহে অপেক্ষারত প্রভু সীতারাম
ভূমিতে লুটিয়ে মায়ে করেন প্রণাম।
সেবক সাধন শীঘ্র পূত বারি আনি
ধোয়াল যতনে মা'র চরণ দু'খানি।
গুরুমার প্রতীক্ষায় হয়েছে দুপুর
হয় নাই জলস্পর্শ তখনো প্রভুর।
গুরুমা জানেন তাঁর না হলে ভোজন
সীতারাম কিছু নাহি করিবে গ্রহণ।
স্নেহময়ী মাতা তাই বিলম্ব না করে
চলিলেন দ্রুতপদে জলযোগ তরে।
আষাঢ় সংক্রান্তি দিনে পূর্ব্বসূচী মত
সুরু হল হৃষীকেশে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত।
নিজ হাতে করতাল বাজাতে বাজাতে
শ্রীনামের মঞ্চে প্রভু যান শেষ রাতে।
নামকারী শিষ্যগণ সানন্দ অন্তরে
নামীর সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন করে।
মঞ্চ প্রদক্ষিণ সহ চলে নামগান
সুরু হল চাতুর্ম্মস্য ব্রত অনুষ্ঠান।
আশ্রমের প্রয়োজনে বীরভক্তগণ
সর্ব্ব কার্য্য সযতনে করে সম্পাদন।
এদের যেমন নিষ্ঠা নাম সঙ্কীর্ত্তনে

তেমনি অসীম ভক্তি প্রভুর চরণে।
প্রভুরও এদের প্রতি স্নেহ সীমাহীন
খাওয়ালেন সযতনে সংক্রান্তির দিন।

সবাকার তরে দ্বার হেথা অবারিত
শিষ্যভক্ত দলে দলে আসে নিয়মিত।
গৃহীদের কলরবে আশ্রম মুখর
কলহ বিষয়-চর্চ্চা চলে নিরন্তর।
নষ্ট হয় আশ্রমের শুদ্ধ পরিবেশ
সাধন ভজনে বিঘ্ন ঘটে সবিশেষ।
ক্ষুব্ধচিত্তে একদিন সঙ্গীশিষ্যগণ
প্রভুর চরণে সব করে নিবেদন।
মনে ভাবে তারা সবে বুঝি এইবার
করিবেন গৃহীদের প্রভু তিরস্কার।
বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটিল বাস্তবে
প্রভু কন—"শাসনেতে লাভ নাহি হবে।
ভাল করিবার তরে ওদেরকে আনা
ভাল নাহি করা যায় ভালবাসা বিনা।
প্রেম-ভালবাসা বলে করি আকর্ষণ
করে নিতে হবে আগে ওদের আপন।
শাসনের তবে নাহি হবে প্রয়োজন
আপন আগ্রহে শিক্ষা করিবে গ্রহণ।
ভাল হতে চেষ্টা কর্ আগে তোরা সবে
তোদেরকে দেখে দেখে ওরা ভাল হবে।
নিয়ম পালনে তোরা কর্ প্রাণপণ
প্রাতে নিত্য মৌনে রত র'বি কিয়ৎক্ষণ।
আরতি প্রার্থনা পাঠে যাবি তিন বেলা
নামের পালায় কভু না করিবি হেলা।
করিবি সময়মত সন্ধ্যা উপাসনা
কভু না লঙ্ঘিবি যেন আশ্রম-সীমানা।
আলস্য বর্জ্জনে সদা হবি যত্নবান

গুরুজনে যথাযোগ্য করিবি সম্মান।
মহামূল্য রত্ন থাকে সাগরে যেমন
হাঙ্গর কুমীর তথা থাকে অগণন।
ভাল তো ভালই আছে কি ভাবনা তার
মন্দেরে করিতে ভাল এসেছি এবার !...”

লক্ষ্ণৌ-প্রচারকালে শিষ্য একজন
বলেছিল সকাতরে প্রভুর সদন—
“সংসারে আপন জন নাই মাতা ছাড়া
জীবিকা নির্ব্বাহ হয় ভিক্ষান্নের দ্বারা।
বার দিনে পিতৃশ্রাদ্ধ করি সম্পাদন
বাধ্য হয়ে শাস্ত্রবিধি করেছি লংঘন।
যেতে চাই সব ছেড়ে সঙ্গে আপনার
কৃপা করে এ দাসেরে করুন উদ্ধার।”
কাতর প্রার্থনা হল মঞ্জুর নিমেষে
যুবক প্রভুর সাথে এল হৃষীকেশে।
নিত্যানন্দ নাম প্রভু দিলেন নূতন
নিতাই বলিয়া সবে করে সম্বোধন।
তিন চারি দিন হেথা কাটিল আনন্দে
অতঃপর গরমিল দেখা দিল ছন্দে।
ছন্নছাড়া সর্ব্বহারা ভিখারী বেচারা
নাহি পারে ভুলিবারে অতীতের ধারা।
প্রাক্তন অবশভাবে করে আকর্ষণ
প্রভুপাশে অবশেষে করে নিবেদন—
“আপনারা সঙ্গে থেকে এই পুণ্য স্থলে
জপ ধ্যান সেবা পূজা করিছে সকলে।
ক্রিয়াহীন ভক্তিহীন আমি দুরাচার
নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করি বার বার।
ধর্ম্মে মতি নাই মোর হৃদয় মলিন
দয়া করে অধমেরে এবে ছেড়ে দিন।”
কহিলেন দৃঢ় কণ্ঠে প্রভু অবিলম্বে—

"এত তাড়াতাড়ি তোকে ছাড়া নাহি হবে।
থাকুক না তোর বাবা শত দোষ ত্রুটি
ভাল করে তবে দিব হেথা হতে ছুটি।
সব জেনে এসেছিস্ আপন ইচ্ছায়
যাব বলিলেই এবে যাওয়া নাহি যায়।
সীমানার বাহিরে না যাবি কদাচন
না করিবি পালাবার চেষ্টা বাপধন।
জানিস্ তো সর্ব্বক্ষণ সৈনিক বাবারা
আশ্রম প্রবেশ পথে দিতেছে পাহারা।"
সবিনয়ে নিত্যানন্দ কহে পুনরায়—
"দিন ছেড়ে দয়া করে এবার আমায়।
নেশার অধীন আমি চা ও বিড়ি খাই
আশ্রমের বাহিরেতে যেতে হয় তাই।
সদয় হউন দেব এ দাসের প্রতি
কৃপা করি দিন মোরে যেতে অনুমতি।"
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
"কোনমতে নাহি যেতে দিব এ সময়।
দিব অন্নবস্ত্র সহ অপর সকল
দিব না নেশার দ্রব্য চা বিড়ি কেবল।"
নিতাই কহিল—"নেশা ছাড়িতে না পারি
অর্থভাবে ভিক্ষা করে কিনি চা ও বিড়ি।"
কহিলেন প্রভু—"তোরা 'এ'রই সন্তান
'এ' তাই সদাই চায় তোদের কল্যাণ।"
নিতাই কহিল—"আমি কল্যাণ না চাই
নরকের কীট আমি নরকেই যাই।"
স্নেহভরা কণ্ঠে প্রভু ক'ন তাড়াতাড়ি—
"তোর হেথা কষ্ট হয় বুঝিতে তা পারি।
অনভ্যস্ত পরিবেশে কষ্ট পায় সবে
গণিকাগৃহেতে গেলে 'এ'রও কষ্ট হবে।
তেমনি অবস্থা তোর হয়েছে হেথায়
কিন্তু এবে ছাড়িবার নাহিক উপায়।

অশৌচ সঙ্কোচ ফলে হয় মহাপাপ
মৃতের অতৃপ্ত আত্মা দেয় অভিশাপ।
প্রায়শ্চিত্ত করি শ্রাদ্ধ করিলে আবার
সেই শাপানল হতে পাইবি নিস্তার।
অমাবস্যা দিনে শ্রাদ্ধ করি অনুষ্ঠান
যাস্ চলে যেথা যেতে চায় তোর প্রাণ।

সঙ্গী শিষ্য নিবেদিল—"আপনি অতীতে
লিখিতেন 'সীতারাম' পত্র প্রভৃতিতে।
'ওঙ্কার' করিল পরে সে স্থান গ্রহণ
লিখিছেন 'সীতারাম' আবার এখন।"
প্রভু কন—"শোন্ বলি কারণ ইহার
সগুণেতে 'সীতারাম' নির্গুণে 'ওঙ্কার'।
'সীতারাম' অবিরাম শত কর্ম্মে রত
'ওঙ্কার' উদ্যমহীন শান্ত সমাহিত।
আবার এসেছে দেহে নূতন যৌবন
সীতারামে পরিণত ওঙ্কার এখন।
তুরীয় অবস্থা হতে সগুণেতে স্থিতি
ভেবেছিস্ বুঝি 'এ'র হল অধোগতি!"
ঊর্দ্ধ-অধঃ যাঁর কাছে সমান উভয়
তাঁর কভু অধোগতি সম্ভব কি হয়!

অবিরাম চলে তাঁর কর্ম্ম অনুষ্ঠান
সকল কর্ম্মের লক্ষ্য বিশ্বের কল্যাণ।
ভোর চারিটার মধ্যে করি গাত্রোত্থান
শয়ান সন্তানগণে করেন আহ্বান—
"ওঠ্ রে গোপাল ওঠ্ মাণিক আমার
দেখ্ চেয়ে ভোর হল ঘুমাস্ নে আর।
এসেছিস্ ঘুমাতে কি ছেড়ে ঘরবাড়ী
এখন সাধনক্ষণ ওঠ্ তাড়াতাড়ি।"
মঙ্গল আরতি পাঠ প্রার্থনার পরে

বসেন কিয়ৎক্ষণ পত্রসেবা তরে।
গঙ্গাজল আনয়ন মঞ্চ প্রদক্ষিণ
গো-সেবা গোগ্রাস দান চলে প্রতিদিন।
ছেলেদের সঙ্গ ছাড়ি একা অতঃপর
মাতৃ-মহলের দিকে হন অগ্রসর।
বন্দি তাঁর গুরুমা'র চরণযুগল
করজোড়ে ভক্তিভরে শুধান কুশল।
মায়েদের প্রার্থনাদি হলে সমাপন
আশ্রমেতে ঘুরে সব করেন দর্শন।
ফলভোগ দীক্ষাদান প্রভৃতির শেষে
মধ্যাহ্নের প্রার্থনাতে যোগ দেন এসে।
মায়েদের ভিন্নস্থানে প্রার্থনার রীতি
তিন বেলা নিত্য সেথা তাঁর উপস্থিতি।
ভোগ অন্তে বেলা দুই ঘটিকার পর
কভু জোটে বিশ্রামের স্বল্প অবসর।
কোন দিন নানা কাজে বেলা বয়ে যায়
পাঠের আসর বসে প্রায় পাঁচটায়।
ন্যূনাধিক তিন ঘণ্টা পাঠ পর্ব্ব চলে।
ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব যান অস্তাচলে।
সন্ধ্যার প্রার্থনা আর আরতির পরে
উদ্দণ্ড কীর্ত্তন চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে।
প্রায় মধ্য রাতে ভোগ হলে সমাপন
শ্রীনামের মঞ্চে গিয়ে করেন শয়ন।
হৃষীকেশে চাতুর্ম্মাস্যে নিত্য এই মত
কর্ম্মযোগী সীতারাম সদা কর্ম্মে রত।

মহা আড়ম্বরে হেথা তেরই শ্রাবণ
গুরুপূর্ণিমার তিথি হল উদ্‌যাপন।
বহু শিষ্যভক্ত এই উৎসব সময়
দূর দেশ হতে আসি সমবেত হয়।
নব বস্ত্রে পুষ্পমাল্যে সাজি রাজবেশে

বসিলেন প্রাতে প্রভু মঞ্চ 'পরে এসে।
গুরুপূজা পুষ্পাঞ্জলি নগর কীর্ত্তন
যথাকালে সুষ্ঠুভাবে হ'ল সম্পাদন।
অপরাহ্ণে পুনরায় প্রভুর নির্দ্দেশে
ভক্তেরা বাহির হয় প্রচার উদ্দেশে।
হৃষীকেশ শহরের ভ্রমি চারিধার
নৃত্যসহ মহানাম করিল প্রচার।

ওমানন্দ শুদ্ধানন্দ নামে সঙ্গীদ্বয়ে
কহিলেন প্রভু কৃপা পরবশ হয়ে—
"সঙ্কল্প উদয় হবে মনেতে যখন
সত্বর সযত্নে তাহা করিবি পূরণ।
তা'হলে সঙ্কল্প শীঘ্র যাবে শেষ হয়ে।"
শিষ্য ওমানন্দ ত্বরা জিজ্ঞাসে বিনয়ে—
"দ্বিবিধ সঙ্কল্প হয় মনেতে উদয়
কিছু তার ভাল আর কিছু ভাল নয়।
কোন্‌টি পূরণে যত্ন করিব বিশেষ
কৃপা করি এ বিষয়ে দিন উপদেশ।"
প্রভু ক'ন—"অশুভটি করিয়া বর্জ্জন
সদা শুভ সঙ্কল্পটি করিবি পূরণ।
অশুভ সঙ্কল্প আর জাগিবে না তবে
শুভাশুভ দুইটিই কালে শেষ হবে।"

সবার কল্যাণ লাগি প্রভু লীলাময়
কহিলেন একদিন ক্রোধের বিষয়—
"বাষট্টির চাতুর্ম্মাস্যে কটকশহরে
হয়েছিল ক্রোধ এক শিষ্যের উপরে।
লবঙ্গলতিকা ক্রয় করি সে কারণ
হয়েছিল ছেলেদের করাতে ভোজন।
বলেছিনু আরবার ক্রোধ যদি হয়
সীতারাম মিষ্টি পুন খাওয়াবে নিশ্চয়।

শিষ্যের কল্যাণে ক্রোধ হয় আবশ্যক
তাই সেই ক্রোধ খুব নয় মারাত্মক।"
কহিলেন স্বল্প পরে সকলেরে ডেকে—
"করেছি নিয়ম এক কাল রাত থেকে
ক্রোধ আর রূঢ়ভাষা হবে তেয়াগিতে
কেহ নাহি দিবে ব্যথা অপরের চিতে।
মিষ্টবাক্য ব্যবহারে হইবি সচেষ্ট
কার মনে দিবি কষ্ট? সবই তোর ইষ্ট।
যদি কেহ ক্রোধে কভু কটু কথা কয়
প্রায়শ্চিত্ত হবে তাকে করিতে নিশ্চয়।
'এ'র যদি হয় ক্রোধ কখন সামান্য
ভোগ দিয়ে সকলেরে খাওয়াবে মিষ্টান্ন।
তোরা যদি কেহ ক্রোধ করিস্ প্রকাশ
তবে তারে করিবারে হবে উপবাস।
উপবাসে হয় যদি একান্ত অশক্ত
প্রণাম হাজার আট তার প্রায়শ্চিত্ত।
'ঐং শ্রীগুরবে নমঃ' এই মন্ত্র ব'লে
মাথাটি ঠেকাতে শুধু হবে ভূমিতলে।
এ প্রণাম প্রায়শ্চিত্ত কষ্টসাধ্য নয়
সহজেই সব পাপ হয়ে যায় ক্ষয়।
চারিমাস সযতনে ক্রোধাদি বর্জ্জনে
যোগ্যতা অর্জ্জন হয় নির্জ্জন সাধনে।"

ক্রিয়াহীন ভক্তিহীন দাস জনার্দ্দন
নাহি পারে করিবারে সাধন ভজন।
প্রভুর অভয় ঐ চরণ যুগল
এ দীনের একমাত্র ভরসার স্থল।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২৪

।। হৃষীকেশ চাতুর্ম্মাস্য(২)-১৩৭৬।। গুরুসঙ্গে অবস্থান —বৈকুণ্ঠ সমান।।
।। শ্বেতকায় প্রতি কৃপা।। জীব ও ঈশ্বর।। দেহত্রয়।।
।। জপে ঈশ্বর দর্শন।। কাজ না করে মজুরী।।

হৃষীকেশে সমারোহে চাতুর্ম্মাস্য চলে
শিষ্যভক্ত প্রতিদিন আসে দলে দলে।
দূরদেশ হতে আসি তাপিত সন্তান
গুরুসঙ্গে মহানন্দে করে অবস্থান।
ফিরে যায় সাথে লয়ে আনন্দ নির্ম্মল
এক দল যায় চলে আসে অন্য দল।
দু'চার দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি করে
কেহ কেহ ফিরে যেতে চায় নিজ ঘরে।
সত্বর কহেন প্রভু তাদের উদ্দেশে—
"কত অর্থব্যয়ে এলি এই দূর দেশে।
ওই ধনে দীন জনে করালে ভোজন
অর্থ নষ্ট পথ-কষ্ট হত না এমন।"
গৃহীগণ শত দুঃখে নিয়ত জর্জ্জর
তাদের ব্যথায় কাঁদে প্রভুর অন্তর।
সে জ্বালার উপশম হেথা অবস্থানে
প্রভু তাই ছাড়িতে না চাহেন সন্তানে।
শিষ্যভক্তগণ প্রতি কহেন কখন—
"কঠোর তপের হেথা নাই প্রয়োজন।
প্রার্থনা আরতি পাঠ হয় প্রতিদিন
শ্রীনাম কীর্ত্তন চলে বিরাম বিহীন।
পাশে গঙ্গা পুণ্যতোয়া সদা নৃত্যপরা
পরমাণু হেথাকার সত্ত্বগুণে ভরা।
কিছু না করেও পড়ে থাকিলে কেবল
অবশ্যই হবে লাভ অভীপ্সিত ফল।

সত্ত্বগুণে ভরে যাবে দেহ মন প্রাণ
সব জ্বালা যন্ত্রণার হবে অবসান।”

ভিন্ন মহাদেশবাসী বহু শ্বেতকায়
ভিড় করে পরমার্থ লাভের আশায়।
আমেরিকা অধিবাসী লুইস ডিনার
প্রভুর দর্শনে লভে আনন্দ অপার।
উপদেশ দেন তারে প্রভু সযতনে—
“পূর্ণতা প্রাপ্তিই লক্ষ্য মানব জীবনে।
ঈশ্বরের অংশ জীব পূর্ণ ভগবান
মূলতঃ এ দু'য়ে কোন নাই ব্যবধান।
জল ও তরঙ্গ নয় পৃথক্ যেমন
যেমন পৃথক্ নয় সূর্য্য ও কিরণ,
তেমনি প্রভেদ নাই জীব ও ঈশ্বরে
স্বরূপ বিস্মৃত জীব হাহাকার করে।

স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই দেহত্রয়
দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থূলদেহ পঞ্চভূতময়।
মন বুদ্ধি দশেন্দ্রিয় আর পঞ্চ প্রাণ
সূক্ষ্মদেহ গঠনের মূল উপাদান।
অজ্ঞান কারণ দেহ—শাস্ত্রের বচন
'আমি দেহ' অজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ।
গেঞ্জির উপর জামা—কোট তারোপর
অথবা যেমন কৌটা কৌটার ভিতর।
তেমনি স্থূলের মাঝে সূক্ষ্ম ও কারণ
এ তত্ত্ব জানিতে চাই সাধন ভজন।
স্থূল দেহ রক্ষা তরে নিত্য প্রয়োজন
শাস্ত্রমতে দিনে রাতে দু'বার ভোজন।
সেইরূপ সূক্ষ্ম দেহ রক্ষা প্রয়োজনে
দিতে হয় যথাযোগ্য আহার্য্য যতনে।
প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা নিশীথ সময়

সাধনার সর্ব্বোত্তম কাল চতুষ্টয়।
নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাদ্য করিলে গ্রহণ
পরিপাক কার্য্য হয় সহজ যেমন,
সেইরূপ যথাকালে করিলে সাধন
অবিলম্বে অন্তর্ম্মুখ হয়ে ওঠে মন।

'শব্দ ব্রহ্ম' বলেছেন শাস্ত্র সমুদয়
শব্দ হতে এ ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে উদয়।
শব্দ ব্রহ্ম রেখেছেন জীবদেহ ধরি
গুহ্যে তিনি পরা আর মুখেতে বৈখরী,
হৃদয়ে মধ্যমা তিনি পশ্যন্তী নাভিতে
গুরুকৃপা হলে কিছু হবে না ভাবিতে।
শ্রীগুরু যে মন্ত্র শিষ্যে করেন প্রদান
সে নয় অক্ষর মাত্র সেই ভগবান
জপিলে নিয়ত সেই মন্ত্র প্রাণপণে
জনম সফল হবে ঈশ্বর দর্শনে।..."
শুধালেন প্রভু তারে—"কি চাও হেথায়?"
"চাই কৃপা আশীর্ব্বাদ"—শ্বেতাঙ্গ জানায়।
প্রভুর নির্দ্দেশমত সেই শ্বেতকায়
পরদিন প্রাতঃকালে এল পুনরায়।
সঙ্গীরা পরাল তারে কাপড় চাদর
নিয়ে এল অবিলম্বে প্রভুর গোচর।
ললাট উপরে করি শ্রীহস্ত অর্পণ
'গুরু গুরু' মন্ত্র সুরু হল উচ্চারণ।
সাহেবের আলোড়িত হল দেহ মন
নেমে এল দু নয়নে অশ্রুর প্লাবন।
নিরজনে রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতর
বসালেন প্রভু তারে আসন উপর।
সাঙ্গ হল দীক্ষাদান স্বল্প কাল পরে
দিলেন 'মোহনানন্দ' নাম প্রভু তারে।

নূতন জীবন যেন পেল শ্বেতকায়
যোগ দেয় নিত্য নামে পাঠে প্রার্থনায়।
আশ্রমে যাপন করে অধিকাংশ ক্ষণ
পরম আনন্দে করে প্রসাদ গ্রহণ।
প্রভুর প্রচারে নাই আগ্রহের সীমা
পঞ্চমুখে ঘোষে নিত্য গুরুর মহিমা।
'আওয়ার মাষ্টার' নামে গ্রন্থ পাঠ করে
সাহেবের মনে আর আনন্দ না ধরে।
এ অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন করিতে প্রচার
সানন্দে প্রদান করে সহস্র ডলার।
একদা কহেন প্রভু সাহেব বিষয়—
"পূর্ব্বজন্মে ভারতীয় ছিল ও নিশ্চয়।
হয়েছিল সাধ মনে সাহেব হবার
আমেরিকা দেশে জন্ম তাই এইবার
ভোগের বাসনা পূর্ণ হয়েছে যে ক্ষণে
এসেছে এদেশে ছুটে ব্যাকুলিত মনে।
দেখিয়েছে নানাস্থানে অনেক ডাক্তার
তবু ব্যাধি নিরাময় হয় নাই তার।
এখন হয়েছে রোগ সারার সময়
হেথা এসে তাই শেষে ব্যাধি নিরাময়।
'এ'র কিছু বাহাদুরি নাই এ ব্যাপারে
দৈব যোগাযোগ তবু হাতযশ বাড়ে।"

এক এক করে যত দিন হয় গত
বিদেশীর সমাগম বৃদ্ধি পায় তত।
দরশন করি তৃপ্ত হয় কারো মন
কেহ করে শ্রীচরণে আত্মনিবেদন।
বহু জনে সঙ্কীর্ত্তনে করে যোগদান
নেচে নেচে বাহু তুলে করে নামগান।
প্রভু পদ দরশনে হয়ে অভিলাষী
আসিল যুবক এক ইংল্যাণ্ডবাসী।

চরণবন্দনা করি জানায় প্রার্থনা
"এখানে কয়েকদিন থাকিতে বাসনা।"
সানন্দে সত্বর করি সম্মতি জ্ঞাপন
কহিলেন সঙ্গীগণে করি সম্বোধন—
"পৃথক থাকিবে কিন্তু নাই বেশী ঘর
তাঁবুর ব্যবস্থা তোরা আপাততঃ কর।
আহারের অসুবিধা যেন নাহি হয়
রাখিবি সজাগ দৃষ্টি সকল সময়।
আর এক কাজ বাবা করিবি সত্বর
পরিতে শিখিয়ে দিবি কাপড় চাদর।"
"কি নাম তোমার?" প্রভু শুধান সাদরে
"ডেভিড ফারলি" কহে শ্বেতাঙ্গ উত্তরে।
ডেভিড 'দেবীশ'* হল প্রভুর কৃপাতে
অতঃপর দীক্ষা হল এক দিন প্রাতে।
মহাভাগ্যবান এই শ্বেতাঙ্গ যুবক
দীক্ষার দিনেই পেল মালা ও তিলক
দেবীশ সরল শান্ত বিনম্র স্বভাব
মুখেতে হাসির কভু নাহিক অভাব।
'কথা কম কাজ বেশী'—এই নীতি তার
গুরু আজ্ঞা পালনেতে আগ্রহ অপার
জপ করে একমনে অতি দীর্ঘক্ষণ
নেচে নেচে করে নিত্য নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রভুর অহৈতুকী করুণাধারায়
সিক্ত হয় নিত্য কত রিক্ত শ্বেতকায়।
'আদ্যানন্দ' হয়ে ওঠে শ্বেতাঙ্গ 'এ্যাডাম'
শ্বেতাঙ্গিনী মায়ী ধন্যা পেয়ে 'দুর্গা' নাম।
পাশ্চাত্ত্যের 'গাউন' আদি বেশ-বাস ছাড়ি
পরে যত্ন সহকারে লালপাড় শাড়ী।

মিস্ত্রী মজুর দল নিত্যকার মত
প্রাতে এল আশ্রমেতে কাজের নিমিত্ত।

* দেবীশানন্দ

সিমেন্ট হয় নি আনা বর্ষণের ফলে
সেকথা প্রভুরে আসি সঙ্গীগণ বলে।
সহজভাবেই প্রভু কহেন তখন—
"সিমেন্ট হয় নি আনা বল কি কারণ।
সময়ে না মাল এনে করেছিস্ ভুল
ওরা কেন গণিবে সে ভুলের মাসুল!
সব মিলে কাজ করে দশ বার জন
অবশ্যই দিতে হবে সবারে বেতন।
ওদের ফিরিয়ে দিবি সেটি নাহি হবে
গরীব মানুষ ওরা কি খাইবে তবে?"
সঙ্গীগণ কহে—"ওরা এখানেই খায়
আজিও প্রসাদ পাবে সকলে হেথায়।"
প্রভু কন—"কিবা হবে শুধু নিজে খেয়ে
ঘরেতে ওদের আছে বউ ছেলে মেয়ে।
তাই বলি ওদেরকে মজুরী না দিলে
কি খেয়ে মিটাবে ক্ষুধা বউ ছেলে পিলে।
সিমেন্ট না থাকে যদি করা অন্য কাজ
ফিরিয়ে না দিবি তবু ওদেরকে আজ।
আর যদি কাজ নাহি থাকে করাবার
তবুও মিটিয়ে দিবি মজুরী সবার।"
সঙ্গীরা বিস্ময়ে স্তব্ধ একথা শ্রবণে
প্রভুর কৃপার কথা ভাবে মনে মনে।
বিরাট ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রভুর সংসার
চিন্তা তাঁর অনিবার কল্যাণ সবার।

শারদীয়া দুর্গাপূজা আশ্বিনের শেষে
আনন্দের বন্যা বয়ে যায় হৃষীকেশে।
দিল্লী হতে বাষ্পযানে এল দশভুজা
সাড়ম্বরে শুদ্ধাচারে হল মা'র পূজা।
পূজা অবকাশে বাড়ে ভক্ত আগমন
উপলক্ষ্য পূজা আর লক্ষ্য শ্রীচরণ।

প্রভুর অপার কৃপা স্নেহ লাভ করে
অচিরেই ভক্তদের প্রাণ যায় ভরে।
সব জ্বালা যন্ত্রণার হয় অবসান
গুরুসঙ্গ হয় স্বর্গবাসের সমান।
চাক্রাতার বীরভক্ত নিত্য বহু জন
ঝুড়ি ঝুড়ি বড় গাঁদা করে আনয়ন।
বিজয়া দশমী দিন সন্ধ্যার সময়
মূর্ত্তি সহ দীর্ঘ পথ পরিক্রমা হয়।
রাজপথ মুখরিত মহানামগানে
প্রভু সহ ভক্তগণ চলে বহু যানে।
অবশেষে গঙ্গাগর্ভে হল বিসর্জ্জন
শ্রীচরণ স্পর্শি রাতে ধন্য সর্ব্বজন।

এদেশে পরম রত্ন প্রাপ্তির আশায়
আসে দূরদেশ হতে কত শ্বেতকায়।
কেহ শুধু ঘুরে মরে ব্যর্থ অন্বেষণে
কাঁচেরে হীবরকখণ্ড কেহ গণে মনে।
প্রভু সন্নিধানে আসি কোন ভাগ্যবান
পায় চির আকাঙ্ক্ষিত রত্নের সন্ধান।
পরদেশী পর নয় প্রভুর বিচারে
সকলেরে দেন ঠাঁই বক্ষের মাঝারে।
দেন দীক্ষা অন্নবস্ত্র আশ্রমে আশ্রয়
তবুও দেবার সাধ পূর্ণ নাহি হয়।
নিগূঢ় সাধন তত্ত্ব শিক্ষা দান তরে
সংকল্প উদয় হল প্রভুর অন্তরে।
কার্ত্তিক সাতই বেলা নয় ঘটিকায়
আশ্রমে মিলিত হল বহু শ্বেতকায়।
মাঙ্গলিক বেদপাঠ নামগান শেষে
শ্রীমুখের উপদেশে অমৃত বরষে।
"সবারে শুধাও যদি—কি তোমার চাই
অভিন্ন উত্তর দিবে সর্ব্বত্র সবাই।

ধনী যা লভিতে করে প্রভূত প্রয়াস
দীন জন অনুখন করে তাই আশ।
বিদ্বান ব্যাকুল সদা যে বস্তুর তরে
মূর্খ নর নিরন্তর তাই বাঞ্ছা করে।
সাধু যাহা খুঁজে ফেরে অসাধুও তাই
কী সে বস্তু যার লাগি ব্যাকুল সবাই!
আনন্দ! আনন্দ! সেই পরম রতন
তারই লাগি লালায়িত সদা সৰ্ব্বজন।
বিষয়ে আনন্দ সে তো স্বল্প কাল তরে
আনন্দ বাহিরে নাই আনন্দ অন্তরে।...
জীবকুল অংশ আর পূর্ণ ভগবান
তাঁরে পেলে ভূমানন্দে ভরে মন প্রাণ।...
মানব জীবনে লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন
উপায় সহজ অতি—নাম সঙ্কীর্ত্তন।...
স্থূল এই দেহটাই সবটুকু নয়
আছে আত্মা অবিনাশী আর দেহত্রয়।
দেহতত্ত্ব অবগত হলে সাধনায়
'আমি দেহ'— এই বোধ লুপ্ত হয়ে যায়।..."
এই মত করি নিত্য তত্ত্ব আলোচনা
'গৌরাঙ্গ-সুন্দর'-দের জাগান চেতনা।

বল বল কৃপা করি বল দয়াময়
আর কবে মোর হবে চৈতন্য উদয়!
আমি অন্ধ ভূমানন্দ ভুলি নিরন্তর
দুঃখ আর যন্ত্রণার প্রহারে জর্জ্জর।
নিজগুণে শ্রীচরণে দিয়ে অধিকার
কর দাস জনার্দ্দনে অকূলে উদ্ধার।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২৫

।। হৃষীকেশে অখণ্ড নাম প্রতিষ্ঠা-১৩৭৬ ।। বাংলায় প্রচার ।।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত যেথা হয় অনুষ্ঠান
সেথায় অখণ্ডভাবে চলে নামগান।
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে প্রভু যান স্থানান্তরে
ভাঙ্গে আনন্দের মেলা নামে ছেদ পড়ে।
এ বৎসর ব্যতিক্রম হল হৃষীকেশে
নামের বিরাম নাই চাতুর্ম্মাস্য শেষে।
অনন্ত কালোদ্দিষ্ট অখণ্ড শ্রীনাম
প্রতিষ্ঠা করেন হেথা প্রভু সীতারাম।
সাতই কার্ত্তিক পুণ্য প্রতিষ্ঠা লগনে
শ্রীনামের মঞ্চে নামী এলেন সগণে।
পূর্ব্বরাতে পূর্ণিমাতে পূজা লক্ষ্মীমার
আজো মাতা উপস্থিতা মণ্ডপ মাঝার।
মায়ের মূর্ত্তির পাশে শিষ্যভক্তগণ
পরম আনন্দে নাম করে সঙ্কীর্ত্তন।
করজোড়ে প্রভু পরে কন—"মাগো লক্ষ্মী
এই নাম প্রতিষ্ঠায় তুমি রহ সাক্ষী।
আর সাক্ষী রহ তুমি ভক্ত হনুমান
যেথা নাম সেথা তব নিত্য অধিষ্ঠান।
অখণ্ড এ নামযজ্ঞ তোমা সবাকার
তোমাদের 'পরে নাম রক্ষণের ভার।"

অতঃপর যথাকালে চাতুর্ম্মাস্য শেষে
কৃপা বিতরিতে প্রভু যান বঙ্গদেশে।
বাষ্পযানে যাত্রা সুরু আটাশে কার্ত্তিক
সঙ্গে চলে শিষ্য ভক্ত এক শতাধিক।
শ্বেতকায় তিন জন আশ্রিত সন্তান
সুবৃহৎ এই দলে করে নেয় স্থান।

পরদিন বেলা দশ ঘটিকার পরে
উপনীত হল যান লক্ষ্ণৌ শহরে।
ষ্টেশনে প্রতীক্ষারত শিষ্য ভক্তগণ
সুমধুর সুরে নাম করে সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তদের আকর্ষণে প্রভু কৃপা করি
দাঁড়ালেন নেমে উচ্চ কাষ্ঠাসনোপরি।
দরশনে সবাকার হরষিত মন
প্রসাদ প্রাপ্তিতে সেই আনন্দ বর্দ্ধন।
কাশীধাম বর্দ্ধমান প্রভৃতি ষ্টেশনে
দেন পুন দরশন শিষ্যভক্তগণে।
গাড়ীতে আরেক রাত্রি হল অবসান
হাওড়াতে আসি প্রাতে পঁহুছিল যান।
বহু দর্শনার্থী দেখি ষ্টেশন চত্বরে
দাঁড়ালেন নেমে প্রভু উচ্চ বেঞ্চি 'পরে।
দরশনে সবাকার হৃদয় জুড়ায়
প্রণাম পরবে কাটে অর্দ্ধ ঘণ্টা প্রায়।
চলিলেন অতঃপর দরশন দানে
শ্রীকুমার নামে খ্যাত অসুস্থ সন্তানে।

মহামিলন মঠেতে ভক্ত অগণন
প্রভু লাগি প্রতীক্ষায় রত দীর্ঘক্ষণ।
বেলা যত বাড়ে ভিড় বাড়ে ততোধিক
ভক্তজনে পরিপূর্ণ মঠে চারিদিক।
ক্ষুধাতৃষ্ণা হাসিমুখে করিয়া উপেক্ষা
অধীর আগ্রহে সবে করিছে অপেক্ষা
ধৈর্য্যের বাঁধন যবে হল ছিন্ন প্রায়
হাজির হলেন প্রভু বেলা দুইটায়।
এতক্ষণ অদর্শনে ম্রিয়মান যারা
আনন্দের আতিশয্যে এবে আত্মহারা।
একযোগে প্রভু পানে ছুটিল সকলে
সাময়িক বিশৃঙ্খলা হয় তার ফলে।

অবিলম্বে মঞ্চ 'পরে করি আরোহণ
দীর্ঘক্ষণ ধরি প্রভু দেন দরশন।
ভক্তদের ব্যাকুলতা করি বিলোকন
দিবা অবসানে দেন সুদীর্ঘ ভাষণ।
নিত্যকর্ম্মে এতটুকু নাই শিথিলতা
ভাষণান্তে হল পাঠ শ্রীচণ্ডী ও গীতা।
অতঃপর প্রার্থনান্তে মৌন স্বল্পক্ষণ
পরিশেষে ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ।
রাত্রিকালে হল মঠে কার্ত্তিক পূজন
প্রভুর সান্নিধ্য করে আনন্দ বর্দ্ধন।
পরদিবসেও মঠে শুভ অবস্থান
বহু দীক্ষাপ্রার্থী পেল শ্রীচরণে স্থান।
রাত্রিকালে পাঠ আর ভাষণের শেষে
সুরু হল মঞ্চে নাম প্রভুর নির্দ্দেশে।
সমবেত ভক্তচিত্তে জাগিয়ে বিস্ময়
সাহেবেরা নৃত্য করে তুলি বাহুদ্বয়।
রাত্রি আটটার পর লয়ে সঙ্গীগণে
চলিলেন দিগসুই গুরু-নিকেতনে।
দুই ভক্তগৃহে করি পদধূলি দান
'দেবযান' কার্য্যালয়ে এল তৈলযান।
শিষ্যভক্তগণে কৃপা করি মগরাতে
গুরুগৃহে পৌঁছিলেন প্রায় মধ্য রাতে।
গুরুমার পদে শ্রদ্ধা করি নিবেদন
সানন্দে করেন স্বল্প প্রসাদ গ্রহণ।
নৈশ বিশ্রামের শেষে প্রাতঃকালে ত্বরা
তৈলযান চড়ি যান 'চিতেরমার-পড়া'।
জগদ্ধাত্রী মার পূজা মঠে* হেথা আজ
চারিদিকে তাই যেন উৎসবের সাজ।
বসতি বিরল এই পল্লীর প্রান্তর
অসংখ্য ভক্তের ভিড়ে আজিকে মুখর।

* শ্রীরামানন্দ মঠ (ত্যালাণ্ডু)

দিবা অবসান হয় সন্ধ্যা নেমে আসে
উৎসাহী ভক্তের ভিড় তবু চারিপাশে।
ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে ভাগ্যবান জন
নিজ নিজ সুখ-দুঃখ করে নিবেদন।
শ্রীমুখের হাসি আর আশীর্ব্বচনে
আশার বারতা আনে ব্যথিতের মনে।

গুরুধামে রাত্রিবাস করি লীলাময়
'আনন্দ কাননে' যান প্রভাত সময়।
মগরাতে কুন্তীতীরে আনন্দ কানন
আনন্দ বিলায় সেথা অখণ্ড কীর্ত্তন।
নামকারীদের কার কিবা প্রয়োজন
তা জেনে করেন যত্নে অভাব মোচন।
সমাগত ভক্তে কৃপা করি বরিষণ
রামানন্দ মঠে প্রভু উপনীত হন।
চারিদিকে অত্যধিক ভিড়ের কারণ
সম্ভব না হয় আজি প্রণাম গ্রহণ।
স্পর্শ প্রণামের ফল হবে দরশনে
সবে তুষ্ট শ্রীমুখের এই আশ্বাসনে।
দীক্ষাপ্রার্থী দেড় শত বসেছে আসনে
তাদের আশ্রয় দেন অভয় চরণে।
বেলা দুইটায় ভোগ গ্রহণের পর
বিশ্রামের তরে নাহি জোটে অবসর।
ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার তরে
কতিপয় সঙ্গী সহ যান গ্রামান্তরে।
চাঁপারুই তারাগুণ এই দুই গাঁয়
সিক্ত হন ভক্তগণ করুণাধারায়।
রামানন্দ মঠে ফিরে সন্ধ্যার সময়
দেন নানা উপদেশ কর্ত্তব্য বিষয়।
অতঃপর আরোহণ করি তৈলযানে
বাহির হলেন পথে নৈশ অভিযানে।

একে একে বহু শিষ্য ভকতের ঘরে
শ্রীচরণ ধূলি পড়ে এই অবসরে।
নিশীথ সময়ে যান ব্রজনাথ ধাম
কলিকাতা নগরীতে রাতের বিশ্রাম।
অতঃপর প্রচারার্থে তিন চারি দিন
ভ্রমিলেন বহু স্থান বিরাম বিহীন।
পানাগড় রাণীগঞ্জ আর বার্ণপুর
ধন্য হয় পদধূলি লভিয়া প্রভুর।
কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হয় সর্ব্বক্ষণ
কত যে বিচিত্র কর্ম্ম না যায় বর্ণন।
বিশ্বের কল্যাণে শত করমের ভার
নিয়েছেন স্ব-ইচ্ছায় স্কন্ধে আপনার।
কর্ম্ম অনুপাতে তাঁর না জোটে সময়
সবার প্রার্থনা পূর্ণ সম্ভব না হয়।
একদা কহেন তাই প্রভু লীলাময়—
"ছত্রিশ ঘণ্টায় যদি দিবারাত্রি হয়
সপ্তাহে দিনের সংখ্যা হয় যদি বারো,
প্রতি পক্ষে বৃদ্ধি পায় দশ দিন আরো,
পঞ্চাশ দিনেতে হয় মাসের গণনা
তবে পূর্ণ হতে পারে সবার প্রার্থনা।"
কৌতুক যেটুকু আছে এ উক্তি মাঝার
রূঢ় সত্য লুক্কায়িত বহু গুণ তার।

তরাতে এসেছ যদি পতিত অধম
এ দীনের দাবী তবে সবার প্রথম।
এমন পতিত তুমি কোথা পাবে আর
কৃপা করে এ কিঙ্করে কর হে উদ্ধার।
ভোগপঙ্কে নিমজ্জিত দাস জনার্দ্দন
সকাতরে যাচ্ঞা করে ও রাঙা চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২৬

।। উড়িষ্যায় প্রচার-১৩৭৬ ।। গুন্টুর 'রামনাম ক্ষেত্রম্'-এর উৎসবে।।
।। কটকে রঘুনাথ মন্দির গ্রহণ।।'সত্যধর্ম্ম প্রচার সংঘে'র উদ্ভব।।

অগ্রাণের দ্বিতীয়ার্দ্ধে লয়ে সঙ্গীদল
হঠাৎ হাজির হরি হন নীলাচল
গুপ্তভাবে এবারের এই আগমন
ভক্তদের ভিড় কিছু কম সে কারণ।
বিশ্রাম অবকাশ যদিও প্রচুর
অবসর রুচিকর না হয় প্রভুর।
যোগদান করি নাম পাঠ প্রার্থনাতে
রেখেছেন আপনারে ব্যস্ত দিনে রাতে।
স্বরচিত কর্ম্মযজ্ঞ সমাপন করে
বিশ্রামেতে যান রাতে একটার পরে।
অঘ্রাণ মাসের বিশে গেলেন কটক
চলে তাঁর সাথে সিকি শতেক সেবক।
হেথায় মন্দির * এক তেলেঙ্গা বাজারে
দর্শনীয় পুণ্য ক্ষেত্র উড়িষ্যা মাঝারে।
সুন্দর পাথরে গড়া অতীব প্রাচীন
মনোরম কারুকার্য্য তুলনাবিহীন।
ছিল এই মন্দিরের বিপুল সম্পত্তি
বর্ত্তমানে অবশিষ্ট আছে অল্প অতি।
বাড়ীভাড়া প্রভৃতিতে স্বল্প মাত্র আয়
নিত্য পূজাদির ব্যয় না কুলায় তায়।
হেথাকার সরকার আর অছিগণ
চাহে এটি করিবারে প্রভুরে অর্পণ
প্রস্তাব শ্রবণে প্রভু কহেন অচিরে—
"অবশ্যই পেতে চাই রঘুনাথজীরে।
সর্ত্ত ছাড়া যদি তারা দেয় এ সকল
গ্রহণ সম্ভব হবে তবেই কেবল।"

* শ্রীরঘুনাথ মন্দির

প্রভুর ইচ্ছারে করি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
নিঃসর্ত্তে মন্দির দিতে চাহে অছিগণ।
দুই দিন এ মন্দিরে করি অবস্থান
ভক্তগণে নামামৃত করেন প্রদান।
কটক প্রচার অন্তে লয়ে সঙ্গীদল
অগ্রাণের বাইশেতে যান ঢেঙ্কানল।
পাহাড় শ্রেণীতে ঘেরা এ জেলা সহর
প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোহর।
অধিকাংশ অধিবাসী সজ্জন ধার্ম্মিক
দুই দিনে দীক্ষা নিল অর্দ্ধ শতাধিক।
দ্বিতীয় দিবসে নাম প্রচারের তরে
কীর্ত্তনের দল হল বাহির নগরে।
আশাতীত সাড়া মেলে শ্রীনাম প্রচারে
নরনারী ভিড় করে পথের দু'ধারে।
গণ্যমান্য বহু জন অতি দীর্ঘক্ষণ
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
পুণ্য দরশন আশে হেথা সারাদিন
জনতার সমাগম বিরামবিহীন।
প্রভুর 'অভয় বাণী' প্রভৃতি পুস্তক
কলির এ অন্ধকারে পথ প্রদর্শক।
পাঠ হয় উড়িয়ায় সন্ধ্যার সময়
ভক্তিরসে সিক্ত হয় শ্রোতার হৃদয়।
ঢেঙ্কানলে দুই দিন করি অবস্থান
ভুবনেশ্বরে যান চব্বিশে অগ্রাণ।
আরো বহু স্থানে শুভ পদার্পণ তরে
বহু ভক্ত সকাতরে নিবেদন করে।
বর্ত্তমানে নাই হাতে পর্য্যাপ্ত সময়
তাই আর পরিক্রমা সম্ভব না হয়।
পূর্ব্বসূচী অনুসারে পর্য্যটন শেষে
এলেন পুরীতে পুন অগ্রাণ পঁচিশে।
নিরজনে রুদ্ধদ্বার কক্ষের মাঝার

অধিক সময় কাটে প্রভুর এবার।
নামপ্রেমী জগদ্বন্ধু সুন্দরের লীলা
সযতনে আস্বাদন করেন দু'বেলা।
প্রবন্ধ আকারে কভু লিপিবদ্ধ হয়
বন্ধু সুন্দরের সেই লীলা মধুময়।
পৌষের দ্বিতীয় দিনে গঞ্জাম জিলাতে
বহরমপুরে যান করুণা বিলাতে।
চারিদিন সেথা কৃপা বিতরণ শেষে
পৌষের ছয়ই যাত্রা গুন্টুর উদ্দেশে।
'রামনাম ক্ষেত্রম্' এর বার্ষিক উৎসবে
প্রভুর সান্নিধ্য লভি আনন্দিত সবে।
হেথায় আছেন রাম সীতা ও লক্ষ্মণ
সাথে ভক্ত হনুমান পবননন্দন।
অদূরে অপর এক মন্দির মাঝার
শ্রীগীতার চিত্রাবলী শোভে চমৎকার।
রথের সারথিরূপী কৃষ্ণ ভগবান
করিছেন অর্জ্জুনেরে উপদেশ দান।
মনে হয় জীবন্ত এ বিগ্রহ সকল
এমন সুন্দর মূর্ত্তি সত্যই বিরল।
আছে এক স্তম্ভ নাতিবৃহৎ আকার
শত আট রাম নাম প্রতি ইঁটে তার।
পূত 'রাম নাম' লেখা খাতা অগণিত
হেথা স্তম্ভ অভ্যন্তরে আছে সুরক্ষিত।
এবারেও হল খাতা বিস্তর সংগ্রহ
পাঁচ শত কোটি 'নাম' হল সব সহ।
তেরশ' আটত্রিশ সাল হতে অবিরাম
চলিছে কীর্ত্তন হেথা 'হরেকৃষ্ণ' নাম।
প্রভুর সঙ্গেতে নাম রহে সর্ব্বক্ষণ
আর এক নাম চলে উৎসব কারণ।
তিনটি অখণ্ড মহানাম সঙ্কীর্ত্তন
সত্ত্বগুণে ভরে দেয় উৎসব প্রাঙ্গণ।

এই শুদ্ধ পরিবেশে যত কাটে দিন
অন্তর্ম্মুখ হন প্রভু কণ্ঠ হয় ক্ষীণ।

দর্শন স্পর্শন আশে বাংলারই মত
এখানেও আসে নিত্য ভক্ত শত শত।
সুবৃহৎ সভামঞ্চে বসি দীর্ঘক্ষণ
সন্ধ্যাকালে নিয়মিত দেন দরশন।
প্রভুর নির্দ্দেশে দুই আশ্রিত সন্তান
পাঠ করে 'বাণীমালা' অমৃত সমান।
পড়ে নানা গ্রন্থ হতে নামের মহিমা
কভু পড়ে ভাষণের ইংরাজী তর্জ্জমা।
তেলেগুতে অনুবাদ করি সমুদায়
সুপণ্ডিত ভক্ত এক সবারে শুনায়।
শ্রীআঞ্জনেয়ালু নামে আশ্রিত সন্তান
হেথাকার উৎসবের উদ্যোগী প্রধান।
একদিন সভাস্থলে সুদীর্ঘ ভাষণে
নিবেদিল শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রভুর চরণে—
"প্রভুর তপস্যা ত্যাগ কে পারে বর্ণিতে
নিয়ত নিরত ইনি জগতের হিতে।
দেশ-দেশান্তরে নিত্য করি পর্য্যটন
করিছেন নামসুধা জীবে বিতরণ।
চলিছে অখণ্ড নাম চোদ্দটি আশ্রমে
চলিছে প্রচার বহু পত্রিকা মাধমে।
আমাদের বহু পুণ্যে বহু ভাগ্যফলে
পেয়েছি এবার এঁকে উৎসবের স্থলে।
নিজগুণে কৃপা করি দিতে দরশন
এসেছেন নররূপী এই নারায়ণ।"
উত্তরে দিলেন প্রভু সংক্ষিপ্ত ভাষণ—
"বাবাদের রামনাম প্রীতি অতুলন।
সীতারাম দীন হীন ক্ষুদ্র অতিশয়
নামের মাঝারে থেকে হল নামময়।

অগ্নিকুণ্ডে লৌহখণ্ড অগ্নি হয়ে যায়
জীব হয়ে ওঠে শিব নামের কৃপায়।..."
সাত দিন ব্যাপী এই উৎসবের স্থলে
অগণিত নরনারী আসে দলে দলে।
তিরিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার
আনাগোনা চলে নিত্য ভক্ত জনতার।
এত ভিড়ে কভু নাহি বিশৃঙ্খলা ঘটে
এদের শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষণীয় বটে।
প্রভু প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কী বা সুগভীর!
প্রেমভরে নত করে শ্রীচরণে শির।
ভাষার ভিন্নতা নাহি বাধা সৃষ্টি করে
ভাব বিনিময় চলে অন্তরে অন্তরে।
প্রভু যে আপনজন আত্মীয় পরম
এ সত্যে পৌঁছিতে কারো নাহি হয় ভ্রম।

ক্ষেত্রম্-এর মহোৎসব হলে সমাপন
দুই এক স্থানে মাত্র হল পদার্পণ।
অতঃপর বাষ্পযানে যাত্রা অন্ধ্র থেকে
আঠারোই পৌষ রাতে এলেন কটকে।
রঘুনাথ মন্দিরেতে দিবা চতুষ্টয়
করিলেন অবস্থান প্রভু লীলাময়।
পূর্ব্ব আলোচনা মত প্রভুরে এবার
কর্ত্তৃপক্ষ দিল এই মন্দিরের ভার।
প্রভুও সানন্দে করি গ্রহণ মন্দির
করেন ব্যবস্থা সুষ্ঠু সেবা পূজাদির।
আছেন এ মন্দিরেতে রঘুনাথ সহ
জগন্নাথ বলরাম শিবাদি বিগ্রহ
প্রভুর নির্দ্দেশ মত যত্ন সহকারে
পরদিন হল পূজা ষোড়শোপচারে।
কটক শহরে কৃপা বিতরণ শেষে
সদলে করেন যাত্রা প্রভু বঙ্গদেশে।

দিনে রাতে দিকে দিকে চলিল প্রচার
সর্ব্বত্র ভক্তের ভিড় হাজার হাজার।
প্রভাতে যেমন ভিড় দুপুরে তেমন
তেমনি গভীর রাতে ভক্ত অগণন।
পৌষের ছাব্বিশে ভিড় হল অত্যধিক
মহামিলন মঠে শুধু ভক্ত চতুর্দ্দিক।
সুসজ্জিত মঞ্চ 'পরে করি আরোহণ
উপস্থিত ভক্তগণে দেন দরশন।
প্রণাম গ্রহণ চলে ঘণ্টা পাঁচ ছয়
সবার প্রণাম তবু শেষ নাহি হয়।
ভোগ অন্তে যোগ দেন প্রায় চারিটায়
'সত্যধর্ম্ম প্রচার সংঘে'র সভায়।
পাঁচ ছ' হাজার কিম্বা ভক্ত ততোধিক
যোগ দিল আজি এই সভাতে বার্ষিক।
ভাষণের কালে বহু গণ্যমান্য জন
সংঘের উদ্দেশ্য যত্নে করে বিশ্লেষণ ঃ—
"প্রভুর নিকট দীক্ষা নেয় যেই ভক্ত
সেই হয় 'জয়গুরু সম্প্রদায়' ভুক্ত।
দীক্ষা গ্রহণের পরে শিষ্যের অন্তরে
বাসনা উদয় হয় গুরুসেবা তরে।
ভোগের ব্যাপারে প্রভু চির উদাসীন
সেবার সুযোগ সদা সাতিশয় ক্ষীণ।
মৌন তপস্যায় মগ্ন রহেন যখন
সেবা তো দূরের কথা না মেলে দর্শন।
গুরুসেবা অভিলাষী শিষ্যভক্তগণ
পরোক্ষ সেবার পন্থা করে উদ্ভাবন।
শ্রীগুরুর প্রীতিকর কর্ম্ম অনুষ্ঠান
তাঁর শুভ সঙ্কল্পেরে কার্য্যে রূপদান,
সনাতন ধর্ম্ম আর শ্রীনাম প্রচার
এ সকল হল সেই সেবা-উপচার।
সংঘশক্তি সেবাকার্য্যে সহায়ক অতি

সংঘ প্রতিষ্ঠায় হল শিষ্যগণ ব্রতী।
সুদূর ওঙ্কারেশ্বরে প্রভু লীলাময়
ছিলেন কঠোর মৌনে মগ্ন সে সময়।
শিষ্য আর ভক্তদের এ শুভ উদ্যমে
জানালেন আশীর্ব্বাদ লেখনী মাধ্যমে।
শিষ্যগণ কলিকাতা মহানগরীতে
'সত্যধর্ম্ম প্রচার সংঘ' স্থাপিল ত্বরিতে।
নিরগুণ সম্প্রদায়—সগুণ এ সংঘ
সম্প্রদায় দেহে সংঘ কার্য্যকরী অঙ্গ।
শ্রীগুরুর সেবা হয় সংঘ সেবা দ্বারা
সংঘসেবী শ্রীগুরুর লভে কৃপাধারা।
চায় যারা আত্ম-পর সবার কল্যাণ
অবশ্য করিবে এই সংঘে যোগদান।"
সংঘের সেবার কার্য্যে যোগদান তরে
প্রভুও করেন সবে আহ্বান সাদরে।

না করিনু গুরুসেবা কিম্বা সংঘসেবা
না জানি অন্তিমে মোর গতি হবে কিবা।
অগতির গতি তুমি হে গুরো আমার
তুমি বিনা কে করিবে অধমে উদ্ধার।
তব পাদপদ্মে ঠাঁই লভে যে মানব
অনায়াসে পার হয় এই ভবার্ণব।
কমলা-সেবিত ওই অভয় চরণে
দাও ঠাঁই কৃপা করে দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২৭

।। নির্জ্জন বাস—১৩৭৬-৭৭।। তুলাপুরুষ যজ্ঞ।।

।। মহিমানন্দের উপর সম্প্রদায়ের ভার।।

।। কাশীতে চৌষট্টি ঘাটে নূতন আশ্রম।।

গুন্টুরের পরিবেশ সত্ত্বগুণময়
সেথায় প্রভুর হয় নব ভাবোদয়।
শ্রীঅঙ্গও পুরোপুরি নয় স্বাভাবিক
কখন বায়ুর চাপ বাড়ে অত্যধিক।
লোকসঙ্গ কোলাহল ভাল নাহি লাগে
নিরজনে অবস্থানে অভিপ্রায় জাগে।
স্বরচিত কর্ম্মজালে বদ্ধ লীলাময়
নির্জ্জন বিশ্রাম তাই বিলম্বিত হয়।
পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কর্ম্ম সম্পাদন শেষে
গঙ্গাসাগরেতে যান পৌষের সাতাশে।
সংক্রান্তির পুণ্য দিন প্রায় সমাগত
সাগর সঙ্গমে ভিড় বাড়ে ক্রমাগত।
পুণ্যলোভী দল আসে হাজারে হাজারে
জনতার মহামেলা শুধু চারিধারে।
কৃপা বিতরণে প্রভু সদা অকৃপণ
তিন দিন সকলেরে দেন দরশন।
লোকসঙ্গ বিবর্জ্জন করি অতঃপর
রহেন আপনভাবে মগ্ন নিরন্তর।
ঠিক মৌনব্রত নয়—কথা ক'ন কম
সমাহিত ভাব—বাক্ স্বতঃই সংযম।
চিঠিপত্র গ্রহণেতে রহেন বিরত
এইভাবে হল প্রায় একমাস গত।
সাগর সঙ্গম ত্যজি প্রভু অতঃপর
কলিকাতা অভিমুখে হন অগ্রসর।

শান্তি নামে ভক্তিমতী শিষ্যা একজন
তুলাপুরুষ মহাযজ্ঞ করে আয়োজন।
মাঘের সংক্রান্তি দিনে যজ্ঞ অনুষ্ঠান
স্থান দাসপুর গ্রাম জিলা বর্দ্ধমান।
প্রভু এই যজ্ঞক্ষেত্রে মূল আকর্ষণ
শিষ্যভক্ত সমাগম তাই অগণন।
মনোরম তুলাদণ্ড বৃহৎ আকার
বসিলেন প্রভু উঠি একদিকে তার।
অন্যদিকে তোলা হল সম পরিমাণ
স্বর্ণ রৌপ্য আদি নানা দ্রব্য মূল্যবান।
অভিনব এই দৃশ্য করি বিলোকন
মহানন্দে জয়ধ্বনি করে ভক্তগণ।
যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কৃপা বর্ষি ভক্তগণে
সাময়িকভাবে প্রভু রহেন নির্জ্জনে।
বিবিক্ত-বিশ্রাম বঙ্গে বিষম ব্যাপার
উদ্যোগ চলিল তাই সুদূরে যাত্রার।
তেসরা ফাল্গুন তাঁর বিশ্রামের স্থানে
ডাকিলেন কতিপয় বিশিষ্ট সন্তানে।
সম্প্রদায় আশ্রমাদি চালনা বিষয়
হল নানা আলোচনা সুদীর্ঘ সময়।
কিঙ্কর মহিমানন্দ মহাভাগ্যবান
তারোপর শ্রীগুরুর কৃপা অফুরান।
শ্রীহস্ত স্থাপন করি তার বক্ষদেশে
কহিলেন লীলাময় প্রভু অবশেষে—
"সম্প্রদায়ে কাহারে না দেখি যোগ্য আর
দেয়া হল তোর উপর তাই সব ভার।"

আশৈশব গঙ্গাপ্রেমী প্রভু সীতারাম
হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে করেন বিশ্রাম।
আপন ভাবেতে সদা মগন আপনি
চুপচাপ কাটে কভু দিবস রজনী।

কভু বৃক্ষতলে কভু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
কখন বিভোর মঞ্চে শ্রীনাম শ্রবণে।
কখন বা গঙ্গাতীরে বসি দীর্ঘক্ষণ
এক মনে গঙ্গামায়ে করেন দর্শন।
বঙ্গ সন্তানের ভক্তি নাহি মানে মানা
এ দূর দেশেও দেয় মাঝে মাঝে হানা
প্রহরার সুকঠোর ব্যবস্থা থাকায়
প্রভু সন্নিধানে যেতে পথ নাহি পায়।
লোকসঙ্গ একেবারে অভিপ্রেত নয়
কহিলেন একদিন প্রভু লীলাময়—
"কেহ যেন নাহি আসে দরশন তরে
পত্রাদি মাধ্যমে নাহি যোগাযোগ করে।
নিষেধ সত্ত্বেও যদি চলে যাতায়াত
আরো দূর দেশে চলে যাব অচিরাৎ।
এখনো না হোস্ যদি তোরা সাবধান
হেন ডুব দেব কেউ পাবি না সন্ধান।"
ভক্তদের প্রার্থনায় কিছুদিন পর
নিদারুণ গ্রীষ্ম হেতু যান স্থানান্তর।
সেথায় নাহিক গঙ্গা তাই পান তরে
গঙ্গাজল আনা হয় তৈলযানে করে।
নিভৃত বিশ্রামকেন্দ্র পরিবর্ত্তমান
একস্থান হতে প্রভু যান অন্য স্থান।
গঙ্গাতীরে অধিকাংশ বিশ্রামের স্থল
দুই এক ক্ষেত্রে হয় অন্যথা কেবল।
না জানি কি পক্ষপাত কাশীধাম প্রতি
তাই সেথা অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী অতি।
রামাশ্রম গঙ্গা হতে অতি অল্প দূর
সে দূরত্ব অভিপ্রেত না হয় প্রভুর।
সুবৃহৎ রাজবাড়ী দীঘাপতিয়ার
কাশীধামে গঙ্গাগর্ভে অতি চমৎকার।
চৌষট্টি ঘাটের পাশে এই রাজ বাটী

কাশীতে এবার হল বিশ্রামের ঘাঁটি।
প্রভুর মনের মত হয়েছে এ স্থান
সঙ্গীরা এ বাটী ক্রয়ে হল যত্নবান।
রাজপরিবার সাথে কথা হল পাকা
মূল্য একলক্ষ আর দশ হাজার টাকা।
কলিকাতা নগরীর লাহা পরিবার
প্রভু পাদপদ্মাশ্রিত—ভকতি অপার।
এক লাহামায়ী তার বয়স অধিক
বিস্তর সম্পত্তি আর অর্থের মালিক।
আশ্রম ক্রয়েতে যত অর্থ প্রয়োজন।
চাহে সব ব্যয়ভার করিতে বহন।
প্রভুর মনেতে চিন্তা অন্যরূপ ভাসে
কহেন অচিরে সঙ্গী শিষ্যগণ পাশে—
"লাহারা সোনার বেনে—তাদের টাকায়
আশ্রম ক্রয়েতে মন নাহি দেয় সায়।
একান্তই যদি দান করিবারে চায়
দিতে পারে সেই অর্থ শাস্ত্রের সেবায়।"
সঙ্গীশিষ্য নিবেদিল—"শাস্ত্র তহবিলে
লাহাদের মায়ীটি ও টাকা জমা দিলে,
এ ভবন ক্রয়কালে হলে দরকার
তা থেকে কি আপাততঃ নেয়া যাবে ধার?"
উত্তরে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
"সে আর বলিব কিবা—যা হবার হবে।
তবে এ আশ্রম হল ওদের টাকায়
এ বলিতে কেহ যেন সুযোগ না পায়।
যা করার খোলাখুলি কর সাদা মনে
লুকোচুরি যেন নাহি রহে আচরণে।"

বিচিত্র মধুর অতি লীলা বোঝা ভার
সরল শিশুর মত ব্যবহার তাঁর।
কখন থাকেন বসি একা নিজ মনে

আবার কখন রত শাস্ত্র অধ্যয়নে।
কখন থাকেন শুয়ে কম্বল উপর
আবার বসেন উঠি স্বল্প কাল পর।
কখন নিদ্রায় মগ্ন কভু জাগরণ
কভু অপলক নেত্রে গঙ্গা দরশন।
কখন শোনেন নাম ভুলি অন্য সব
কখন কহেন কথা কখন নীরব।
বায়ুচাপ স্বাভাবিক থাকে যে সময়
কোনরূপ অসুবিধা সে কালে না রয়।
না রহেন নিরজনে নীরব তখন
কত হাসি গল্প আর কত আলাপন।
যাতায়াতে কঠোরতা শিথিল সে ক্ষণে
ধন্য হয় বহু জন পুণ্য দরশনে।
আবার বায়ুর চাপ বাড়ে যে সময়
প্রভুর সহজ ভাব দূরীভূত হয়।
ছেলেমানুষের মত কহেন তখন—
"দিন রাত যাতায়াত করে লোকজন।
অবিলম্বে তোরা এই ভিড় বন্ধ কর্
নতুবা সত্বর যেতে হবে স্থানান্তর।"
সাময়িকভাবে কভু অন্যস্থানে যান
কখন বা গঙ্গাবক্ষে হন ভাসমান।
নিরালাতে বজরাতে অবস্থান করে
আশ্রমে আসেন ফিরে কিছুদিন পরে।

কভু বাস হৃষীকেশে কভু আরো দূরে
কভু কাশী কানপুর কখন বিঠুরে।
প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা কঠোর সর্ব্বত্র
বহু আয়াসেও নাহি মিলে ছাড়পত্র।
নিষেধ সত্ত্বেও কভু যাতায়াত চলে
ভক্তগণ নানা ছলে আসে সুকৌশলে।

সন্তানের মনোকষ্ট করি অনুমান
কভু প্রভু সকলেরে করেন আহ্বান।
অপার কৃপায় হয় অবারিত দ্বার
ভক্ত শিষ্য আসে যায় হাজার হাজার।
নির্জ্জন বিশ্রাম কেন্দ্র হয় জনারণ্য
সঙ্গ লভি অগণিত শিষ্যভক্ত ধন্য।
প্রভুর মধুর লীলা আদিঅন্তহীন
নাহি পারে গাহিবারে এ অধম দীন।
কণামাত্র লীলামৃত করি আস্বাদন
বন্দে পদ-অরবিন্দ দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২৮

।। ভুবনেশ্বরে শ্যামাশঙ্কর মঠের ভিত্তি স্থাপন—১৩৭৭।।
।। কটকে অশীতিতম জন্মোৎসব।। দৃষ্টি মায়েদের মুখে নয় পায়ে।।
।। কর্ম্মী তিন প্রকার।। বিনা অপরাধে কারো শাস্তি হয় না।।
।। যুব সম্প্রদায় কেন বিপথগামী।। নারীর আদর্শ।।

এক বর্ষ কাল প্রায় উত্তর-অঞ্চলে
কৃপা বিতরণ চলে বিশ্রামের ছলে।
পৌষের দ্বিতীয় অর্দ্ধে প্রভু সীতারাম
উত্তর ভারত ত্যজি যান পুরীধাম।
শিষ্যভক্ত তীর্থযাত্রী ভ্রমণ-বিলাসী
দর্শনাশে প্রভু পাশে ভিড় করে আসি।
বিশ্রামের কথা ভুলি সহাস্য বদনে
বিতরেন কৃপা প্রভু আগন্তুকগণে।
শাস্ত্রপথে সকলেরে করেন চালিত
কহেন—"নাহিক শান্তি ও পথ ব্যতীত।"

জগৎ কল্যাণে রত প্রভু সীতারাম
কর্ম্মময় নিত্য হয় তাঁহার বিশ্রাম।
গঞ্জামের অন্তর্গত বহরমপুর
অখণ্ড শ্রীনামগানে সদা ভরপুর।
মাঘের দশই সেথা করি পদার্পণ
চারিদিন কৃপাধারা করেন বর্ষণ।
অতঃপর পুণ্যক্ষেত্র ভুবনেশ্বরে
অবস্থিতি হল দিন দুয়েকের তরে।
ভক্ত এক ভূ-সম্পত্তি করিয়াছে দান
শ্রীশ্যামাশঙ্কর মঠ হবে নিরমাণ।
আঠারোই মাঘ ভিত্তি করিয়া স্থাপন
রাত্রিকালে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হন।

কটকেতে জন্মোৎসব হবে এইবার
সে পুণ্য তিথির নাই দেরী বেশী আর।
যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা হল প্রত্যাহার
নীলাচল আশ্রমেতে অবারিত দ্বার।
কটক যাবার পথে ভুবনেশ্বরে
মাঘের ছাব্বিশে যান তৈলযানে চড়ে।
দুধবালা ধর্ম্মশালা হল বাসস্থান
সঙ্গীগণ পালাক্রমে করে নাম গান।
বাংলা থেকে উপস্থিত প্রায় কুড়ি জন
সাদরে সবারে প্রভু করেন গ্রহণ।
তাদের থাকার হল ব্যবস্থাদি সব
প্রভু কন—"এখানেই সুরু জন্মোৎসব।"
প্রায় মধ্যরাত্রিকালে ভোগাদির পর
বসিলেন প্রভু উঠি শয্যার উপর।
বসেছে নিকটে সব বিরক্ত সন্তান
সুরু হল উপদেশ অমৃত সমান—
"স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরে আকর্ষণ করে
এ নিয়ম চিরন্তন বিশ্ব-চরাচরে।

মায়েদের মুখপানে রাখিবা নয়ন
করিবি না কখনও যেন আলাপন।
ক্ষতি হয় অতিশয় উভয়তঃ এতে
মর্ম্মঘাতী পরিণতি পারে হয়ে যেতে।
অবনত শিরে দৃষ্টি রাখি ভূমিতলে
কেবল উত্তর দিবি প্রয়োজন স্থলে।
আদেশ করিনি আগে তোদের কখন
করেছি কেবল মাত্র পথ প্রদর্শন।
করিনু আদেশ আজ তোরা তা পালনে
বার বার চেষ্টা কর্ কায়বাক্যমনে।
'নারভ্যতে খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
আরভ্য বিঘ্ন-বিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নের্পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
আরব্ধমুত্তমগুণাঃ ন পরিত্যজন্তি।।'—ভর্ত্তৃহরি।

অনুপম এ বচন বলেছেন মহাজন
জীবে পথ প্রদর্শন তরে।
মন দিয়ে শোন্ বাবা এ কথার অর্থ কিবা
গেঁথে রাখ্ হৃদি অভ্যন্তরে।।
যে জন অধম হয় তার সদা বিঘ্নে ভয়
কার্য্যারম্ভ না করে সে ভয়ে।
মধ্যম আরম্ভ করে মধ্য পথে পরিহরে
অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে।।
উত্তম জেনেছে সার কর্ম্মে মাত্র অধিকার
ফল প্রতি সদা সে উদাস।
শত বিঘ্নে নাহি ডরে কর্ম্ম সম্পাদন করে
বার বার করে সে প্রয়াস।।
উত্তম কর্ম্মীর মত অবিরত র'বি রত
সম্পাদিতে আরব্ধ করম।
বাধা যদি বারে বারে আসে পথ রোধিবারে
তবু নাহি হবি হতোদ্যম।।"

এত বলি কৃপা করে সবার মস্তক 'পরে
প্রেমময় প্রভু এইবার।
রাখি রাঙা পদ্মপাণি অভয় পরশ দানি
করিলেন শকতি সঞ্চার।।

রঘুনাথ মন্দিরেতে কটক শহরে
উৎসব প্রস্তুতি চলে মহা আড়ম্বরে।
দুইটি বিবাহ হেথা হবে অনুষ্ঠান
পাত্রপাত্রী দু'পক্ষই আশ্রিত সন্তান।
মাঘের তিরিশে দিন হয়ে আছে স্থির
বিবাহ-বাসর রঘুনাথের মন্দির।
পাশাপাশি দুই শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান
মনে হয় প্রভু নিজে উদ্যোগী প্রধান।
বরযাত্রী কন্যাযাত্রী কি পাবে প্রসাদ
সে সংবাদ সংগ্রহও নাহি পড়ে বাদ।
লুচি দই পান্তুয়া বিবিধ ব্যঞ্জন
আয়োজন দেখি প্রভু আনন্দিত হন।
দুই বিয়ে সুরু রাতে একই সময়
দেখেন দু'দিকে ঘুরে প্রভু রঙ্গময়।

একদিন বিশ্বানন্দ-সুজন সহিত
বহু শিষ্য প্রভু পার্শ্বে হল উপস্থিত।
উদ্বিগ্ন সন্তানদল শুধায় প্রভুরে
"কেন হেন বিশৃঙ্খলা সারা দেশ জুড়ে?
ভবিষ্যৎ আশা আর ভরসার স্থল
তরুণ যুবক দল আজি উচ্ছৃঙ্খল।
'মতবাদ' প্রচারিতে সকলে উন্মাদ
দিকে দিকে হানাহানি বাদ-বিসম্বাদ।
মতের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কত না লড়াই
ভায়ের বুকেতে ছুরি মারে নিজ ভাই।
পথে ঘাটে বোমা ফাটে কথায় কথায়

এ পাড়ার ছেলে ভয়ে ও পাড়া না যায়।
কত যে প্রতিভা হল হিংসার শিকার
সুখের সংসার কত হল ছারখার।
কত সদ্য বিধবার অশ্রুধারা ঝরে
পুত্রহারা জননীরা হাহাকার করে।
সবাকার লক্ষ্য নাকি দেশের মঙ্গল
মারামারি কাটাকাটি তারই নীট ফল।
সবে যদি ভয় পেয়ে থাকি নির্ব্বিকার
তা'হলে কেমনে হবে এর প্রতিকার ?"
কহিলেন প্রভু—"কিছু নয় আকস্মিক
পূর্ব্ব হতে সব কিছু হয়ে আছে ঠিক।
বিধাতার বিধানেই ঘটিছে এসব
তাঁরই ইচ্ছায় এই ধ্বংসের তাণ্ডব।
বিধাতার সুবিচার সূক্ষ্ম অতিশয়
বিনা অপরাধে কারো শাস্তি নাহি হয়।
ছুরি বোমা পটকায় আজ যারা মরে
এমনই মেরেছে তারা একদা অপরে।
আজিকার হানাহানি প্রতিক্রিয়া তার
ঈশ্বরের রাজ্যে কোথা নাই অবিচার।"

জন্মোৎসবে যোগদান করিতে উৎকলে
বঙ্গভূমি হতে শিষ্য আসে দলে দলে।
দূর দূর হতে ভক্ত হয় সমাগম
উড়িয়া ভক্তও কিছু নাহি আসে কম।
মধুর বসন্ত এল শীত ঋতু শেষে
সাজিল ধরণী অতি অপরূপ বেশে।
স্বর্গের সুষমা যেন এল মর্ত্ত্যে নামি,
এল বহু প্রতীক্ষিত 'ওঙ্কার পঞ্চমী'
এল সেই পুণ্য দিন দোস্‌রা ফাল্গুন
স্বর্ণিম কিরণ জালে বন্দিল অরুণ।
বন্দিল বিহগকুল মধুর কুজনে

প্রকৃতি কুসুম অর্ঘ্য সাজাল কাননে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত প্রভাত সময়
শ্রীনামের দল পথে বহির্গত হয়।
ভক্তেরা প্রভুরে আজি সাজাল যতনে
নূতন বসনে আর পুষ্প আভরণে
রাজবেশে সুসজ্জিত প্রভু লীলাময়
এলেন উৎসব স্থলে নির্দ্দিষ্ট সময়।
মঞ্চ 'পরে মনোরম 'অনন্ত শয্যায়'
বসিলেন বেলা আট ঘটিকায় প্রায়।
অশীতি বর্ষেতে আজি শুভ পদার্পণ
আশীটি মঙ্গল ঘট হয়েছে স্থাপন।
আশীটি মঙ্গল দীপ জ্বলে জ্বল্ জ্বল্
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে মায়ীদল।
আশীটি বোমার শব্দ বিদারি গগন
ঘোষণা করিল শুভ আবির্ভাব ক্ষণ।
তরুণ ভক্তের দল দীর্ঘক্ষণ ধরি
শ্রদ্ধা নিবেদিল হেন 'তোপধ্বনি' করি।
বালব্রহ্মচারী সহ পণ্ডিত সন্তান
গাহিল পুরুষসূক্ত আর সামগান।
প্রণমি প্রভুর পদে ভকত মণ্ডলী
নিবেদিল বাক্যময় শ্রদ্ধার অঞ্জলি।
গুরুপূজা সুরু হল ভাষণের পরে
কিঙ্কর মহিমানন্দ পৌরোহিত্য করে।
পুত্র রঘুনাথ দাস তন্ত্রধার হন
সহায়তা কার্য্যে রত শ্রীহরিসাধন।
শাস্ত্রবিধি মতে পূজা হলে সমাপন
শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয় সর্ব্বজন।
শিষ্যভক্ত অভ্যাগত রবাহূতগণ
আড়াই হাজার করে প্রসাদ গ্রহণ।
রাতে পুন ধর্ম্মসভা হল অনুষ্ঠান
অগণিত নরনারী করে যোগদান।

স্থানীয় বিধানসভা সভ্য একজন
প্রভুরে প্রণমি সুরু করিল ভাষণ।
শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সহ্ করে প্রতিপন্ন
জগদ্গুরুরূপে প্রভু মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ।
একে একে আরো বহু জ্ঞানী গুণী জন
মনোজ্ঞ ভাষায় করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
ভাষণে কহেন প্রভু সবাকার শেষে—.
"...কেন এই বিশৃঙ্খলা আজি সারাদেশে?
কেন আজি উচ্ছৃঙ্খল যুব সম্প্রদায়?
বার বার বহু জন এ প্রশ্ন শুধায়
প্রধান কারণ এর যথেচ্ছ আহার
উপাসনাহীনতা ও সহশিক্ষা আর।
ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষা কর নাই দান
দাও নাই আনন্দের পথের সন্ধান।
দিয়েছ কুখাদ্য আর বিজাতীয় বাস
তারি ফলে হল আজি হেন সর্ব্বনাশ।
রোপিয়াছ বিষবৃক্ষ—এ তো তারি ফল
তরুণ যুবকদল তাই উচ্ছৃঙ্খল।
পুত্ররূপে আগত সে প্রাণের গোপালে
স্বীয় দোষে ভ্রমবশে বিপথে চালালে।
কি লভিতে এসে তারা কিবা পেল হায়
ওদের দুর্দ্দশা দেখি বুক ফেটে যায়।..."
ভাবাবেগে কভু রুদ্ধ হয় কণ্ঠস্বর
দু'নয়নে কভু অশ্রু ঝরে ঝর-ঝর।
জলদগম্ভীর স্বরে কহেন আবার—
"চারিদিকে কেন আজি এত হাহাকার!
পরম পবিত্রভূমি এ ভারতবর্ষ
পাতিব্রত্য হেথাকার নারীর আদর্শ।
বিবাহ বিচ্ছেদ আর রেজিষ্টারী বিয়ে
এ দেশের সর্ব্বনাশ এল আজ নিয়ে।
এই সে ভারতভূমি যেথা এক দিন

পদ্মিনীর রূপলুব্ধ আলাউদ্দীন
যুদ্ধ শেষে ঢুকে দেখে রাজ-অন্তঃপুরে
একটিও নারী নাই নিকটে বা দূরে।
আছে শুধু ভূমি হতে স্পর্শি আশ্‌মান
ভয়ঙ্কর আগুনের শিখা লেলিহান।
পাছে পাপাচারী পরপুরুষ পরশে
সতীদেহ কলুষিত হয় দৈববশে,
তাই সারা চিতোরের পুরনারীগণ
সানন্দে জহর ব্রত করেছে পালন।
আর আজি ভারতের এ কি হল হায়!
এ পথ তোদের নয় আয় ফিরে আয়।
ঘণ্টাধিক কাল দেন নানা উপদেশ
সবার কর্ত্তব্য আর পথের নির্দ্দেশ।
কহিলেন অবশেষে প্রভু পুনরায়—
"নাম ছাড়া এবে আর নাহিক উপায়।
জীবনের যেই অংশ হয়ে গেছে গত
তা আর পাবি না ফিরে করি চেষ্টা শত।
আছে ভবিষ্যৎ আর আছে বর্ত্তমান
উঠিতে বসিতে শুতে কর নামগান।
একটিও শ্বাস যেন বৃথা নাহি যায়
কর নাম অবিরাম হেলায় শ্রদ্ধায়।
রোগ যাবে শোক যাবে যাবে দুঃখ দৈন্য
জুড়াবে ত্রিতাপ জ্বালা হয়ে যাবি ধন্য।
নাম সংকীর্ত্তন ছাড়া আর গতি নাই
আয় এবে মিলি সবে একযোগে গাই—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
উপস্থিত শিষ্যভক্ত প্রভুর আহ্বানে
মহানন্দে যোগ দেয় মহানাম গানে।
সাঙ্গ হল কটকেতে জন্ম মহোৎসব
সুরু হল ভক্তদের বিদায় পরব।

প্রভুও ছয়ই যাত্রা করি শেষরাতে
পরদিন উপনীত হন বাঙলাতে।
শুভ আবির্ভাব লীলা করিয়া স্মরণ
প্রভু পদে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১২৯

।। উত্তর কাশীতে বিশ্রাম লীলা—১৩৭৭-৭৮।।
।। সংস্কৃত প্রচারে উৎসাহ দান।। আশ্রম নিয়মের কঠোরতা।।
।। গঙ্গোত্রী পরিক্রমা।।

কটকে অশীতিতম জন্মোৎসব শেষে
যান প্রভু পুনরায় উত্তর প্রদেশে।
পথিমধ্যে বঙ্গদেশে তিন চারি দিন
কৃপা বিতরণ চলে বিরামবিহীন।
কাশীধামে গঙ্গাতট মনোরম অতি
প্রথমতঃ কিছুদিন সেথা অবস্থিতি।
নির্জ্জনে বিশ্রাম নাহি করেন এবার
সবাকার তরে রহে অবারিত দ্বার।
গোপীনাথ কবিরাজে দিতে দরশন
তেরই ফাল্গুন যান লয়ে সঙ্গীগণ।
অচিরে অসুস্থ সেই পণ্ডিত প্রবর
জানালেন অভ্যর্থনা বসি শয্যা 'পর।
পুলকিত চিতে কহে পণ্ডিত সাধক—
উপস্থিতি তব অতি আনন্দদায়ক।
আজি আমাদের কিবা সৌভাগ্য অপার
লভিলাম দরশন তাই আপনার।"
পরস্পর শ্রদ্ধাশীল দুই মহাজন
ভাব বিনিময় অন্তে বিদায় গ্রহণ।

অকৃপণভাবে চলে কৃপা বিতরণ
দীক্ষা উপদেশে ধন্য হয় ভক্তগণ।
আনন্দময়ের মধুসঙ্গ লাভ করে
মহানন্দে সবাকার চিত্ত যায় ভরে।
হঠাৎ বায়ুর চাপ বৃদ্ধির দরুণ
শ্রীঅঙ্গ অসুস্থ হল চৌদ্দই ফাল্গুন।
এবে প্রায়ই শয্যাশায়ী—গম্ভীর নীরব
দীক্ষাদান সহ বন্ধ আন কর্ম্ম সব।
আয়ুর্বেদাচার্য্য শিষ্য সমীরণ ধর
কহিল সযত্নে নাড়ী পরীক্ষার পর—
"নাভিতে সমান বায়ু লইলে আশ্রয়
এইরূপ অসুস্থতা অনুভূত হয়।
ব্যাধির কারণ নাহি হয় জাগতিক
বায়ুচাপ ছাড়া আর সব আছে ঠিক।"
কিঞ্চিৎ লাঘব হল অস্বস্তি অচিরে
প্রভুও এলেন পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরে।

প্রভুর পরমপূজ্য গুরু দাশরথি
চৈত্রের তেসরা তাঁর আবির্ভাব তিথি।
বরণীয় স্মরণীয় সে পুণ্য লগন
যথোচিত মর্য্যাদায় হল উদ্‌যাপন।
বীরেশ্বর শাস্ত্রী নামে বিখ্যাত পণ্ডিত
করে পূজা হোম আদি নিষ্ঠার সহিত।
প্রভুর নির্দ্দেশে বেলা দশটায় প্রায়
ভক্তেরা নগরে নাম প্রচারিতে যায়।
পাঁচ শতাধিক ভক্ত মধ্যাহ্ন সময়
পর্য্যাপ্ত প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়।
অপরাহ্ন পাঁচটায় হইয়া বাহির
ভ্রমিলেন বহু মঠ আশ্রম মন্দির।
বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা বাদ নাহি যায়
রামাশ্রমে ফিরিলেন রাত্রি নয়টায়।

কাশী হতে বাষ্পযানে করি আরোহণ
চৈত্র মাসে হৃষীকেশে করেন গমন।
বাসন্তী পূজার নাই দেরী বেশী আর
দিল্লী হতে আনা হল মৃৎ-মূর্ত্তি মা'র।
চৈত্রের উনিশ থেকে তিন দিন ধরে
বাসন্তী মাতার পূজা হল সাড়ম্বরে।
বিশে অন্নপূর্ণা পূজা হল শাস্ত্রমতে
একুশে রামের পূজা রামনবমীতে।
বাইশে বাসন্তী মূর্ত্তি হলে নিরঞ্জন
প্রণমিল শ্রীচরণে শিষ্যভক্তগণ।
তেইশে স্থানীয় সব সাধুসন্তগণে
আপ্যায়িত করা হল মধ্যাহ্ন ভোজনে।
সেবায় না কোনরূপ ত্রুটি যাতে হয়
দেখিলেন ঘুরে ঘুরে প্রভু লীলাময়।

কহিলেন একদিন প্রভু অতঃপর—
"বহু কিছু করা হল আশীটি বছর।
ক্লান্ত কলেবর চাহে বিশ্রাম এবার
ভাল নাহি লাগে আর ভিড় জনতার।"
হৃষীকেশ নীলাচল কিম্বা কাশীধাম
পারেনি প্রভুরে দিতে ঈপ্সিত বিশ্রাম।
ভক্তবেশী স্বার্থান্বেষীদের যাতায়াত
প্রায়শঃ একান্তবাসে ঘটায় ব্যাঘাত।
অন্তরঙ্গ কতিপয় শিষ্য সে কারণ
সুদুর্গম স্থান এক করে নির্ব্বাচন।
চৈত্রের পঁচিশে প্রাতে তৈলযানে চড়ে
গেলেন উত্তরকাশী হিমালয় ক্রোড়ে।
অতি মনোরম এই নিভৃত নিবাস
চারিদিকে গিরিশ্রেণী স্পর্শে উর্দ্ধাকাশ।
খরস্রোতা গঙ্গামাতা মাতি কলগানে
শীর্ণকায় বেগে ধায় সাগরের পানে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ অপরূপ অতি
স্বতঃই চিত্তের হয় ঊর্দ্ধমুখী গতি।
অতিশয় প্রীতিকর এ স্থান প্রভুর
অস্বাচ্ছন্দ্য বহুলাংশে হল শীঘ্র দূর।
দিন কাটে শাস্ত্রপাঠে শ্রীনাম শ্রবণে
গঙ্গাস্তব স্তোত্র পাঠে গঙ্গা দরশনে।
গঙ্গা মাতা সাথে সদা কত আলাপন
কখন কাতর কণ্ঠে "মা-মা' সম্বোধন।
ডাকার নেশায় ভাসি আনন্দ-তরঙ্গে
কভু মুখে "মাতর্গঙ্গে মাতর্গঙ্গে"।
কভু তাঁর আবদার মা গঙ্গার পাশে—
"দিস্ নে তাড়িয়ে মাগো হেথা হতে দাসে।"

আছে হেথা 'বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়'
সংস্কৃতভাষায় উচ্চ শিক্ষা দান হয়।
অধ্যক্ষ অখণ্ডানন্দ সাধক পণ্ডিত
ছাত্র অধ্যাপক সহ হন উপস্থিত।
শিক্ষাকেন্দ্রে একদিন পদার্পণ তরে
প্রভু পাশে সকাতরে নিবেদন করে।
প্রার্থনা পূরণ লাগি প্রভু ভক্তাধীন
যান মহাবিদ্যালয়ে নির্দ্ধারিত দিন।
সুবহৎ কক্ষ মাঝে সভা-আয়োজন
অধ্যক্ষ করেন অগ্রে মাল্যাদি অর্পণ।
বিদ্যার্থীরা অতঃপর সুমধুর স্বরে
একযোগে বেদমন্ত্রে 'শান্তি পাঠ' করে।
অধ্যাপক ছাত্র আর ভকতমণ্ডলী
একে একে নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
অধ্যক্ষের অনুরোধে প্রভু অবশেষে
হিন্দীতে বলেন সাধু সুধী সমাবেশে—
"ভারত মহৎ দেশ জগৎ মাঝার
সনাতন ধর্ম্ম 'পরে দৃঢ় ভিত্তি তার।

সংস্কৃত এ ধর্ম্মের ধারক বাহক
প্রয়োজন এ ভাষার প্রচার ব্যাপক।
কিন্তু যুগ প্রভাবেতে আজি দেশময়
অনুপম দেবভাষা অনাদৃত হয়।
সুখের বিষয় হেথা এই প্রতিষ্ঠান
এ ভাষার সম্প্রচার কার্য্যে যত্নবান।
ভগবৎ শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই
দীর্ঘজীবী হয়ে কাজ করুন সবাই।
এ মহা প্রয়াস তব হউক সফল
ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি তায় দেশের মঙ্গল।
হেথা হতে প্রবাহিত গঙ্গা-মা যেমন
করিছেন নিষ্কলুষ স্থান অগণন,
আপনারা তেমনি এ প্রচেষ্টার দ্বারা
পৌঁছে দিন সারা দেশে সংস্কৃতের ধারা।
দেবভাষা তথা বেদ অমূল্য সম্পৎ
হারাতে বসেছে কাল প্রভাবে ভারত।
এ সম্পদ ধারণের যোগ্য অধিকারী
সারা দেশে কোথা আছে বুঝিতে না পারি।
কয়েক পুরুষ সবে ব্রহ্মচর্য্যহীন
অভক্ষ্য ভোজনে চিত্ত চঞ্চল মলিন।
এ সকল বাধা বিঘ্নে না হয়ে হতাশ
সযত্নে চালাতে হবে প্রচার প্রয়াস।
ত্রৈকালিক প্রার্থনায় কায়বাক্যমনে
নিবেদন করি নিত্য মায়ের চরণে—
'জগৎজননী বাণী করিয়া করুণা
দেবরাষ্ট্রভাষারূপে হও অবতীর্ণা
অধম তনয়গণ যাচে বার বার
ভারতে সংস্কৃত ভাষা হউক প্রচার।'
গুরুদেব কৃপা করি মোদের সতত
রেখেছেন মহামন্ত্র প্রচারেতে রত।
আমাদের মুখ্য পথ শ্রীনাম আশ্রয়

নামেতেই সর্ব্ব সিদ্ধি করায়ত্ত্ব হয়।
কলিযুগে নাম ছাড়া পথ নাই আর
সর্ব্ব শাস্ত্র এই মত করেন স্বীকার।
হেলায় শ্রদ্ধায় নাম করিলে কীর্ত্তন
তরে যায় অনায়াসে সর্ব্বসাধারণ...।"
শ্রীমুখ নিঃসৃত হেন কথামৃত পানে
অপার আনন্দ জাগে সবাকার প্রাণে।

অনলস প্রভু—তাঁর পরিচালনাতে
কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হয় দিনে রাতে।
ভোর পাঁচটায় সুরু কর্ম্ম অনুষ্ঠান
রাত দশটার পর বিশ্রামেতে যান।
স্তবপাঠ আরাত্রিক প্রার্থনা কীর্ত্তনে
রেখেছেন নিয়োজিত সদা সঙ্গীগণে।
নিয়ম কঠোর অতি—নাম পাঠাদিতে
সকলেরে অবশ্যই হয় যোগ দিতে।
দৈববশে দৈনন্দিন কোন অনুষ্ঠানে
কেহ যদি সক্ষম না হয় যোগদানে,
নিয়মভঙ্গের দায়ে প্রায়শ্চিত্ত তার
প্রণাম-ঠাকুর ঘরে শত আট বার।
হিমালয় বক্ষে সাড়া পড়ে অচিরাৎ
স্থানীয় ভক্তের সুরু হয় যাতায়াত।
কেহ 'শ্রদ্ধা' নিবেদন করে শ্রীচরণে
কেহ ধন্য শ্রীচরণে আত্মনিবেদনে।
অখণ্ড নামেতে যোগ দিয়ে বহু জন
শিখিল উত্তমরূপে করিতে কীর্ত্তন।

সাময়িকভাবে এই স্থান ত্যাগ করি
আঠারোই জ্যৈষ্ঠ প্রভু যান গঙ্গোত্তরী
ভক্তবর বিশ্বানন্দ চিহ্নিত সন্তান
এই তীর্থ ভ্রমণেতে উদ্যোগী প্রধান।

সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য পথ করি পর্য্যটন
পরদিন গঙ্গোত্রীতে উপনীত হন।
জ্যৈষ্ঠের ঊনিশে পুণ্য দশেরা দিবসে
পূজা দেয়া হল গঙ্গামাতার উদ্দেশে।
পূজা শেষে প্রভু আর সঙ্গী শিষ্যগণ
মন্দিরেতে অন্নভোগ করেন গ্রহণ।
নৈসর্গিক শোভা হেথা অতি চমৎকার
সুন্দর পর্ব্বতশ্রেণী শোভে চারিধার।
প্রভুর না হয় যাতে লেশমাত্র ক্লেশ
সে বিষয়ে বিশ্বানন্দ সতর্ক বিশেষ।
দুর্গম পথেতে কোথা শকট অচল
সঙ্গেতে রয়েছে তাই বাহকের দল।
আরাম কেদারা 'পরে বসিয়ে যতনে
প্রভুরে বহন করে ছয় সাত জনে।
তুষারে ধবল হেথা পর্ব্বত শিখর
অত্যধিক শৈত্য তাই সারা বৎসর।
বিশ্বানন্দ আনিয়াছে সঙ্গেতে তাহার
মোজা জুতা মাফলার আর সোয়েটার।
প্রভু নিজে কিম্বা তাঁর সঙ্গীশিষ্যগণ
না করেন ব্যবহার এসব কখন।
নগ্নপদে চলা তাঁর আবাল্য অভ্যাস
পরিধান একখণ্ড ক্ষুদ্র বহির্ব্বাস।
নামাবলী এক ফালি কভু ঊর্দ্ধ অঙ্গে
উত্তরীয় যুক্ত হয় শীতে সেই সঙ্গে।
যদিও প্রভুর কিছু নাই প্রয়োজন
ভক্তের একান্ত ইচ্ছা করেন পূরণ।
মোজা জুতা সোয়েটার আর মাফলার
স্বল্প সময়ের তরে করেন স্বীকার।
কহিলেন কথাচ্ছলে এ বিষয়ে প্রভু—
"হয়ত বলিবে কেহ ভবিষ্যতে কভু
ঠাকুর পরিত মোজা জুতা সোয়েটার

ছেলেরা করিবে দৃঢ় প্রতিবাদ তার।
সে বলিবে—নিজ চোখে আমি গঙ্গোত্রীতে
জুতা মোজা সোয়েটার দেখেছি পরিতে।
বাদ-প্রতিবাদ হতে ক্রোধের উদ্ভব
পরিণামে দ্বন্দ্বাদিও নয় অসম্ভব।"
পাদুকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রভু
সঙ্গীগণে হাস্যাননে কহিছেন কভু—
"বিশ্বানন্দ এনেছে এ পাদুকা যুগল
বিয়ের বরের জুতো যেন অবিকল।"
গঙ্গোত্রী হইতে পুন যাত্রা জ্যৈষ্ঠ বিশে
একুশে উত্তরকাশী নিভৃত নিবাসে।

মধুর লীলার কণা করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩০

।। হৃষীকেশে গুরুপূর্ণিমা—১৩৭৮।। যেমন গুরু তেমন শিষ্য।।
।। শিষ্য ও অপকর্ম্ম।। মনূক্ত ধর্ম্ম।। গুরুর প্রয়োজন।।

তেয়াগি উত্তরকাশী আষাঢ় একুশে
আবার সদলে প্রভু যান হৃষীকেশে।
পুণ্য গুরুপূর্ণিমার উৎসব কারণ
এবার প্রভুর এই শুভ পদার্পণ।
আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বে হয় নি প্রচার
ভিড় তবু নয় কম ভক্ত জনতার।
সাদরে সবারে প্রভু করেন গ্রহণ
করেন অহৈতুকী কৃপা বরিষণ।
সকালে সন্ধ্যায় নিজে করান প্রার্থনা
কভু উপদেশ দেন কভু আলোচনা।

কবিতা পাঠেতে হন কখন বিভোর—
"আমি আছি তোর ওরে আমি আছি তোর।..."
উৎসবের পূর্ব্বদিন উপদেশ ছলে
কহিলেন উপস্থিত শিষ্যভক্ত দলে—
"যাহার যেমন গুরু শিষ্যও তেমন
এ কথার কিবা অর্থ শোন বাপধন।
মায়ী শিষ্যা থাকে বৃদ্ধ গুরুর সহিত
সেবার সুযোগ তারা পায় কদাচিৎ।
মায়ীদের সাথে নিয়ে কখন কখন
হেথা হোথা যাতায়াত হয় প্রয়োজন।
তাই দেখে যদি কোন আশ্রিত সন্তান
অন্ধ অনুকরণেতে হয় যত্নবান,
নাহি হয় শুভ কভু তার পরিণতি
করে ফেলে অপকর্ম্ম নিন্দনীয় অতি।
তার পরে জ্বলে মরে দুঃসহ জ্বালায়
এগুতে না পায় পথ হাবুডুবু খায়।
শিব না হয়েও শিব সাজে যেই জন
তার ভাগ্যে জোটে শুধু সর্পের দংশন।"
সঙ্গীশিষ্য নিবেদন করিল সত্বর—
"আপনি জগৎগুরু মহাশক্তিধর।
ভগবান বোধে পূজে আপনারে সবে
কেন তব আশ্রিতের অধোগতি হবে?
আপনি করিলে ইচ্ছা পারেন নিশ্চয়
মুহূর্ত্তে প্রারব্ধ দুষ্ট করে দিতে ক্ষয়।"
শ্রীহস্তে আবরি মুখ ক্ষণিকের তরে
হাসিতে হাসিতে প্রভু কহেন উত্তরে—
"আপন প্রশংসা শোনা অতি অশোভন
স্বীয় দোষ দরশন অগ্রে প্রয়োজন।
সীতারাম সে কারণ বলে বার বার—
এ এখনো ঠিক মত হয় নি তৈয়ার।

গুরু যদি নিজে নাহি হয় উপযুক্ত
কেমনে শিষ্যেরা তার হবে দোষমুক্ত !
যাক্ বাবা মন দিয়ে শোন পুনরায়—
সম্প্রদায় যেন এক সুবৃহৎ কায়।
হস্ত পদ মলদ্বার আর মূত্রদ্বার
চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি আছে সব তার।
সীতারাম সন্নিধানে করি আগমন
অপকর্ম্ম করে ফেলে যদি কোন জন
অনুতপ্ত হয় স্বীয় কুকর্ম্মের ফলে
পরবর্ত্তী কালে আর বিপথে না চলে,
তদুপরি সব কথা বলি অকপটে
ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয় গুরুর নিকটে।
তুলে নেন কৃপা করি গুরু দয়াময়
তার আর পতনের নাহি থাকে ভয়।

চলিতে গেলেই আছে উত্থান-পতন
ধর্ কেহ চলিয়াছে বদ্রীনারায়ণ,
উঁচু নীচু পাহাড়িয়া পথ সুদুর্গম
বহু ক্লেশে ধীরে ধীরে করে অতিক্রম।
উৎরাই পথে নামে যেমন পথিক
সে তার পতন কিন্তু নয় বাস্তবিক।
বার বার ওঠানামা করিতে করিতে
যায় চলে লক্ষ্যস্থলে পুণ্য বদরীতে।
পাপ আচরণ করি যারা পক্ষান্তরে
কৃতকর্ম্ম লাগি নাহি অনুতাপ করে।
অপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে বার বার
সম্প্রদায় দেহে তারা মল-মূত্রদ্বার।
বিপথগামীরা নাহি পাবে অব্যাহতি
উপর হইতে দণ্ড দিবেন নিয়তি।
বিধির বিধানে কোন পক্ষপাত নাই
নির্ব্বিকার নিরপেক্ষ থাকি সদা তাই।”

পরদিন পুণ্য গুরুপূর্ণিমা দিবসে
ত্যজিলেন শয্যা প্রভু অতীব প্রত্যূষে।
নিত্যকার মত মিষ্ট মধুর আহ্বানে
জাগালেন শীঘ্র সব শায়িত সন্তানে।
মঙ্গল আরতি স্তব প্রার্থনা প্রভৃতি
একে একে অনুষ্ঠিত হল যথারীতি।
আশ্রমের দিকে দিকে করি পদার্পণ
দেখিলেন ঘুরে ঘুরে সব আয়োজন।
শক্তি লভি কর্ম্মীবৃন্দ প্রভু সন্দর্শনে
সুরু করে সেবাকার্য্য আনন্দিত মনে।
অতঃপর শ্রীনামের মঞ্চে কিয়ৎক্ষণ
বিশ্রামের সাথে চলে শ্রীনাম শ্রবণ।
রাজবেশে সুসজ্জিত প্রভু লীলাময়
বসিলেন মঞ্চে আসি নির্দ্দিষ্ট সময়।
প্রভুর সম্মতি নিয়ে নয়টার পর
সুরু হল গুরুপূজা মণ্ডপ ভিতর।
ষোড়শোপচারে পূজা হল সাড়ম্বরে
পূজনীয় রঘুনাথ পৌরোহিত্য করে।
শত আট শ্বেতপদ্মে অঞ্জলি প্রদান
শ্রীগুরুপূজার অঙ্গ এবার প্রধান।
বেলা দশটায় পূজা আরতির পরে
স্থানীয় পণ্ডিতদ্বয় বেদ পাঠ করে।
অতঃপর সমস্বরে মন্ত্র মুখে বলি
গুরুপাদপদ্মে সবে দেয় পুষ্পাঞ্জলি।
অবিলম্বে পড়ে যায় প্রণামের সারি
দাঁড়াল পৃথকভাবে পুরুষ ও নারী।
পুণ্যদিনে ভাগ্যবান ভকতের দল
ধন্য হল স্পর্শি রাঙা চরণকমল।
পূজা শেষে গঙ্গাতীরে যান তাড়াতাড়ি
দর্শন প্রণাম স্পর্শ হল পূত বারি।
ফল প্রসাদের পর শিষ্য ভক্তগণ

বাহিরিল নগরেতে প্রচার কারণ।
সন্ধ্যায় প্রার্থনা পাঠ কীর্ত্তনের পরে
গুরুকুল বিদ্যার্থীরা বেদ গান করে।
অবশেষে সুরু হল উপদেশ দান
শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী অমৃত সমান ঃ—
"শোন বাবা ধর্ম্ম কিবা, কি তার লক্ষণ
কি কারণ প্রয়োজন ধর্ম্ম আচরণ।
এ বিষয়ে যা বলেন মনু মহারাজ
শোন সেই মহামূল্য উপদেশ আজ।
'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।।'
সুখে দুঃখে মনের যে অবিচল স্থিতি
তাকেই পণ্ডিতগণ বলেছেন 'ধৃতি'।
মনূক্ত ধর্ম্মের এটি প্রথম লক্ষণ
জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে ধৈর্য্য প্রয়োজন।
দ্বিতীয় লক্ষণ 'ক্ষমা' অতীব উত্তম,
প্রতিপক্ষ প্রতিকারে হলেও সক্ষম
অন্যকৃত অপরাধ নির্ব্বিবাদে সহে,
মহতের ধর্ম্ম— ক্ষমা, দুর্ব্বলতা নহে।
তৃতীয় লক্ষণ 'দম'—ইন্দ্রিয় দমন
অপকর্ম্ম হতে মনোবৃত্তি সংযমন।
চতুর্থ 'অস্তেয়'—কায়-বাক্য-মন দ্বারা
অপরের কোন কিছু হরণ না করা।
থালা-ঘটি-বাটি চুরি অবশ্য পাতক
ভাবের ঘরেতে চুরি আরো মারাত্মক।
'শৌচ' হল ধরমের লক্ষণ পঞ্চম
শৌচাচার বিনা ব্যর্থ ধরম করম।
বাহ্য ও আন্তর ভেদে শৌচ দু'প্রকার
জল মৃত্তিকাদি দ্বারা বাহ্য শৌচাচার
করুণা-মুদিতা-মৈত্রী-উপেক্ষা প্রভৃতি
শুদ্ধ করে মানবের আন্তর প্রকৃতি।

বিদ্যা ধনে মানে যিনি সমান তোমার
তার সাথে মৈত্রীপূর্ণ হবে ব্যবহার।
ধনে-মানে-বিদ্যাদিতে ছোট যেই জন
'করুণা' তাহার প্রতি কর প্রদর্শন।
তোমা হতে ধনে মানে বড় যেই জন
তার প্রতি ঈর্ষ্যা নাহি করিবে পোষণ
পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে তারে ভগবান
দিয়েছেন সমধিক সৌভাগ্য সম্মান।
এই ভেবে চিত্ত তব হৃষ্ট যদি হয়
'মুদিতা'র অধিকারী তুমি সুনিশ্চয়।
পাপকার্য্য দেখা শোনা অথবা বলাতে
সঞ্চারিত হয় তাহা নিজের অজ্ঞাতে।
পাপ ও পাপীরে সদা করিবে 'উপেক্ষা'
তবেই সহজসাধ্য হবে আত্মরক্ষা।
শৌচের অপর অর্থ অভক্ষ্য বর্জ্জন
অভক্ষ্য ভোজনে হয় অধোমুখী মন।
মাছ-মাংস-ডিম-মুর্গী-পেঁয়াজ-রশুন
বাড়ায় পাশব-ভাব রজোতমোগুণ।
কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ পাঁচ দশ
ইন্দ্রিয়গণেরে সদা রাখিবে স্ববশ।
বিষয় সংগ্রহে এরা ধায় অহরহ
ধর্ম্মের লক্ষণ ষষ্ঠ 'ইন্দ্রিয় নিগ্রহ'।
আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি 'ধী' হল সপ্তম
কর যত্ন লভিতে সে জ্ঞান অনুপম।
অষ্টম লক্ষণ 'বিদ্যা' অমূল্য রতন
তপস্যা ব্যতীত তাহা না হয় অর্জ্জন।
অবিদ্যায় 'দেহ আমি'—ভাবে অজ্ঞ জন
'দেহ নই আত্মা আমি'—বিদ্যার লক্ষণ।
যে বিদ্যার লক্ষ্য শুধু অর্থ উপার্জ্জন
সে জাঠরী বিদ্যা নহে বিদ্যা কদাচন।
'সত্য' হল ধরমের নবম লক্ষণ

সত্য রক্ষিবারে সদা কর প্রাণপণ।
সত্যের সহজ অর্থ যথার্থ ভাষণ
আর ভূতনিবহের কল্যাণ সাধন।
কলিতে সত্যই ধর্ম্ম সত্য ভগবান
কোন তপ যজ্ঞ নয় সত্যের সমান।
'অক্রোধে'র মূল কথা আত্মনিয়ন্ত্রণ
মনূক্ত ধর্ম্মের এটি দশম লক্ষণ।
উপস্থিত হয় যদি ক্রোধের কারণ
তবুও করিতে হবে আত্মসংবরণ।
ভগবান মনু-উক্ত এই উপদেশ
ধরম সম্বন্ধে এক প্রামাণ্য নির্দ্দেশ।
যাঁতে প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম্ম ঠিক ঠিক
সার্থক জনম তাঁর, তিনিই ধার্ম্মিক।
যাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত এ ধর্ম্ম মহান
মানব দেহেই তিনি দেবতা সমান।
বিশেষ ভাবেতে যাঁতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত
ঈশ্বরত্বে অবশ্যই তিনি অধিষ্ঠিত।..."

কহিলেন ভাষণের সমাপ্তি পরবে—
"গুরুকরণের কিবা প্রয়োজন ভবে?
পাপীতাপী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে
দেন ঠাঁই গুরুদেব অভয় চরণে।
কৃপা করি দেন তিনি পথের সন্ধান
সাধনের তরে মন্ত্র করেন প্রদান।
মন্ত্র শুধু শব্দ নয়—মন্ত্র ভগবান
মন্ত্র জপে সর্ব্ব দুঃখ জ্বালা অবসান।...
মায়ার প্রভাবে জীব স্বরূপ বিস্মৃত
গুরু-প্রদর্শিত পথে মঙ্গল নিহিত।
পথহারা ভুল পথে হয়ে অগ্রসর
দুঃসহ জ্বালায় জ্বলে মরে নিরন্তর।
অবশেষে জ্বালা হতে পেতে পরিত্রাণ

প্রাণপণে ভগবানে করে আহ্বান।
গুরু আর ভগবানে নাই ব্যবধান
গুরুরূপে আবির্ভূত হন ভগবান।
দয়াময় গুরুদেব আসি চুপে চুপে
তুলে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন স্বরূপে।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর
গুরু হতে ত্রিজগতে নাই গুরুতর।
আজি গুরুপূর্ণিমার এ পুণ্য লগনে
প্রণতি জানাই গুরুদেবের চরণে।"

অধমেরে কৃপা করে প্রভু প্রাণারাম
শিখাও কেমনে হয় করিতে প্রণাম।
দীন দাস জনার্দ্দন জানায় আকুতি
এ জীবন হোক্ এক অখণ্ড প্রণতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩১

।। উত্তরকাশী প্রত্যাবর্ত্তন—১৩৭৮।। শিষ্য বাৎসল্য ।।
।। আশ্রম-নিয়ম সকলেরই পালনীয়।।

পুণ্য গুরুপূর্ণিমার পবিত্র লগন
যথোচিত মর্য্যাদায় হল উদ্‌যাপন।
হৃষীকেশে হৃষীকেশ ধরি নরকায়
ক্ষণে ক্ষণে ভক্তগণে করুণা বিলায়।
আনন্দে উঠিল মাতি তাই হৃষীকেশ
উৎসবান্তে অব্যাহত সে আনন্দ-রেশ।
সদাশিব-সম প্রভু প্রসন্ন সতত
দিবানিশি মুখে হাসি—শত কর্ম্মে রত।
প্রয়োজন বোধে কভু যুবকের ন্যায়
ছুটিছেন ব্যস্তভাবে হেথায় হোথায়।
কখন বা স্থিরভাবে বসি দীর্ঘক্ষণ

শিষ্যভক্তগণে কৃপা করেন বর্ষণ।
কত প্রশ্ন সমস্যাদি করে তারা পেশ
কত যে প্রার্থনা তার নাই যেন শেষ।
অবলীলাক্রমে প্রভু নিমেষ মাঝার
দেন করে সমাধান সব সমস্যার।
জগৎকল্যাণ চিন্তা যেথা দিন রাত
নাই ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা নাই পক্ষপাত।
সর্ব্বোত্তম সে মীমাংসা শ্রেষ্ঠ সে বিচার
সেই সমাধানে তুষ্ট চিত্ত সবাকার।
সমাগত ভক্তদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
হঠাৎ পড়িল ভাঁটা আষাঢ় পঁচিশে।
সকাল থেকেই সুরু সাজ সাজ রব
একটায় হল সাঙ্গ ভোগাদি পরব।
অতঃপর আরোহণ করি তৈলযান
হৃষীকেশ হতে প্রভু করেন প্রস্থান।
সাথে মাত্র জনা দশ বিশিষ্ট সেবক
অগ্রভাগে বিশ্বানন্দ পথ-প্রদর্শক।
দ্বিতীয় রথেতে প্রভু জগতের নাথ
সঙ্গীশিষ্যদের গাড়ী সবার পশ্চাৎ।

আঁকাবাঁকা পথে রথ দ্রুতগতি ধায়
কভু পাহাড়ের গায় কখন চূড়ায়।
হেনমতে দীর্ঘপথ করি পর্য্যটন
সন্ধ্যায় উত্তরকাশী উপনীত হন।
বিশ্রামের প্রয়োজনে ক্লান্ত কলেবর
এলিয়ে দিলেন ত্বরা শয্যার উপর।
ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়ে ব্যগ্র প্রতীক্ষায়
সঙ্গীদের গাড়ী তবু নাহি পঁহুছায়।
জননীর ব্যাকুলতা প্রভুর অন্তরে
কহিলেন বিশ্বানন্দে—"দেখ্ খোঁজ করে।
বিপদে পড়েছে ওরা পথের মাঝার

হয়ত গাড়ীর চাকা হয়েছে পাংচার।”
প্রভুরে নিশ্চিন্ত হতে বলি ভক্তবর
অপর শকট এক পাঠাল সত্বর।
বাস্তবিকই পথে যান হয়েছে বিকল
বিপাকে পড়েছে তাই সঙ্গীশিষ্যদল।
অবিলম্বে চড়ি সবে নূতন শকটে
পৌঁছিল গভীর রাতে ভাগীরথী মঠে।
সঙ্গীদের দেখি প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে
বসিলেন অবিলম্বে শয্যার উপরে।
শ্রীচরণ স্পর্শি সবে করিল প্রণাম
কহিলেন স্নেহভরে প্রভু সীতারাম—
“আগে চলে এসে ভাল করেনি ‘এ’ কাজ
তোদের কত না কষ্ট হল পথে আজ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তোরা নিশ্চয় কাতর
হাতমুখ ধুয়ে আগে আহারাদি কর্।”
কাহারো চিবুক ধরে করেন আদর
শ্রীহস্ত বুলান কারো মস্তক উপর।
স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এমত প্রভুর
মুহূর্ত্তে সবার করে সব ব্যথা দূর।
বিনয় বচনে তারা প্রভুরে জানায়—
“মোদের হয়নি ক্লেশ বাবার কৃপায়।
পাহাড়ের ধারে বসে মোরা যথারীতি
সন্ধ্যায় করেছি জপ প্রার্থনা প্রভৃতি।
সাথে কিছু আম ছিল করে নিবেদন
করেছি সকলে মোরা প্রসাদ গ্রহণ।
পাই নাই আপনার পুণ্য দরশন
এই মাত্র দুঃখ মনে ছিল এতক্ষণ।”
ফল আর মিষ্ট রাতে হল ভোগদান
গ্রহণ করেন প্রভু স্বল্প পরিমাণ।
অখণ্ড নামের ঘরে করেন শয়ন
‘পুলিশ বাবা’রা করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

হৃষীকেশে উৎসবের কালে ছয় দিন
চলেছে পেষণ কত বিরামবিহীন।
অত্যুৎসাহী শিষ্যদের ভক্তির উচ্ছ্বাস
কখন নির্ম্মমভাবে পেয়েছে প্রকাশ।
সয়েছেন সন্তানের শত অত্যাচার
হয় নাই যথাযথ বিশ্রাম আহার।
অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব হয় সে কারণ
বিশ্রামের প্রয়োজনে হেথা আগমন।
বিশ্রাম কালেও নাই কর্ম্মের বিরতি
লোক-কল্যাণের কর্ম্ম চলে যথারীতি।
দিনে রাতে নাই ছেদ করমধারাতে
সুরু হয় অতি ভোরে সাঙ্গ মধ্যরাতে।
কর্ম্ম আছে নাই হেথা জনতার ভিড়
নাই আর অত্যাচার অতি ভকতির।
প্রবীণ বিরক্ত শিষ্য ধীরানন্দ নাম
একদা কহেন তারে প্রভু সীতারাম—
"এইবার তোর সাথে হবে 'ফ্রিক্‌শন'
নিয়ম হয়েছে কিছু হেথা প্রবর্ত্তন—
সঙ্গীশিষ্যগণ ভোরে-মধ্যাহ্নে-সন্ধ্যায়
যোগ দিবে আরাত্রিক-পাঠ-প্রার্থনায়।
শিথিলতা প্রদর্শন করে কেহ যদি
অবশ্য সে জন হবে মহা অপরাধী।
জানি বহু বর্ষ ধরি তুই নিষ্ঠা সহ
জপ ধ্যান পূজা পাঠ করিস্ প্রত্যহ।
সে নিয়ম করি কিছু শিথিল এখানে
যোগ দিবি আশ্রমের নিত্য-অনুষ্ঠানে।
তিন বার না পারিস্ যেন দুই বেলা
যোগ দানে না করিবি কভু অবহেলা।
আশা করি এতে তোর হবে না আপত্তি।"
শিষ্য ত্বরা সবিনয়ে জানায় সম্মতি।
কহিলেন পুনরায় প্রভু লীলাময়—

"করেছিস্ বহু ধ্যান মুদি আঁখিদ্বয়।
যাঁর ধ্যান করছিস্ সম্মুখে সে জন
কি লাভ তা'হলে ধ্যানে মুদিয়া নয়ন।
তার চেয়ে তিন বেলা সকলের সাথে
যোগ দিবি আরাত্রিক-পাঠে-প্রার্থনাতে।
ফাঁকে ফাঁকে অবসর পাবি যেই ক্ষণে
করিবি যতন নিজ নিয়ম পালনে।
নিয়ম পালন ভাল নাহিক সংশয়
জপধ্যানে মন প্রাণ অন্তর্ম্মুখ হয়।
কিন্তু গুরু সন্নিধানে রহিবি যখন
আশ্রম-নিয়ম অগ্রে করিবি পালন।"

এ দাসের নাই নিষ্ঠা নাহিক নিয়ম
নাই জপধ্যানে মতি নাহিক সংযম।
কি হবে অন্তিমে গতি ওহে দয়াময়
দাস জনার্দ্দনে দাও চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩২

।। বর্ষায় উত্তরকাশীতে —১৩৭৮।।

।। অন্তর্ম্মুখে আনন্দ-বহির্ম্মুখে জ্বালা।। সম্পত্তি ও বিপত্তি।।
।। সময় যেন নষ্ট না হয়।। উপবাসের উপকারিতা।।
।। অবতার ও ভগবান।। নেশা ও দুর্দ্দশা।।

উত্তরকাশীর দৃশ্য নয়নাভিরাম
দেহ ও মনের হয় প্রকৃত বিশ্রাম।
শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য হল শীঘ্র দূর
এ স্থান ত্যাগের ইচ্ছা না হয় প্রভুর।
একে বর্ষাকাল তায় পার্ব্বত্য অঞ্চল
যখন তখন হয় বর্ষণ প্রবল।

সঙ্গীদের ছাদ দিয়ে ঘরে জল পড়ে
অনেকেরে নানা ব্যাধি আক্রমণ করে।
তাই তারা নিবেদিল—"বর্ষার ক'মাস
হয় না কি ভাল বাবা স্থানান্তরে বাস।"
প্রভু ক'ন—"এই স্থান ত্যজি এই ক্ষণে
নাহি জাগে ইচ্ছা মনে অন্যত্র গমনে।
তোদের যে কষ্ট হয় বুঝিতে তা পারি
জল পড়া বন্ধ করা হবে তাড়াতাড়ি।
তা'ছাড়া এখন নাই যাবার উপায়
ধ্বস নেমে পথ সব বন্ধ বরষায়।"
সঙ্গী কহে—"না থাকিলে ইচ্ছা আপনার
অন্যত্র যাবার বাবা নাই দরকার।"
প্রভু ক'ন—"এ'র কোন স্বাধীনতা নাই
মা যেথায় রাখিবেন র'ব সেই ঠাঁই।
এই স্থানে বারান্দাতে বসি যতক্ষণ
গঙ্গামায়ে একমনে করি দরশন,
ততক্ষণ সুস্থ থাকে দেহ মন সব
কোনরূপ কষ্ট নাহি হয় অনুভব।
যেই মাত্র গৃহমধ্যে করিব প্রবেশ
অমনি হইবে ক্লেশ দেহে সবিশেষ
এই যে কখন ভাল খারাপ কখন
এ আর কিছুই নয়— এর মূলে মন।
এই মন যতক্ষণ রয় অন্তর্ম্মুখ
ততক্ষণ নাই দ্বন্দ্ব নাই সুখ দুঃখ।
বহির্ম্মুখ হয় এই মন যে সময়
তখন বায়ুর চাপ অনুভূত হয়।
ত্বরা করি শয্যোপরি শুয়ে পড়ি তাই
এ ছাড়া এ দেহে কোন গোলযোগ নাই।"

একদিন অপরাহ্নে বিশ্রামের শেষে
গঙ্গা দরশনে রত প্রভু বসে বসে।

সঙ্গীশিষ্যগণ আসি এমত সময়
উত্থাপন করে ভূমি সংস্কার বিষয়।
প্রভু ক'ন—"তেরশত চুয়াল্লিশ সনে
ঠাকুর আদেশ দেন নাম বিতরণে।
ভূসম্পত্তি সেকালে না ছিল অৰ্দ্ধ হাত
ভক্ত এক জমি দিতে এল অকস্মাৎ।
কহিলাম—'সীতারাম নাম নিয়ে থাকে
কি হবে এ জোত জমি লিখে দিয়ে তাকে।
আমরা সেবক মাত্র—ঠাকুর মালিক
দিতে হয় 'এ'কে নয়—তাঁকে লিখে দিক্।
সেই থেকে শ্রীগুরুর কৃপা-দৃষ্টিপাতে
কত জমি মঠ হল কত জায়গাতে।
কত স্থানে নামগান চলে নিরন্তর
মহামন্ত্রে শুদ্ধ হয় বিশ্বচরাচর।
বৃহৎ কেন্দ্রীয় মঠ নিরমাণ তরে
সংগ্রহ হয়েছে জমি বরাহনগরে।
মঠের একাংশে প্রেস হয়েছে নির্ম্মাণ
করিছেন কত লীলা 'শাস্ত্র ভগবান'।
ইংরাজী বাংলা হিন্দী উড়িয়া ভাষায়
পত্রিকা প্রকাশ হয় বারখানি প্রায়।
ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হয়েছে এসব
'এ'র এতে নাই সুখ দুঃখ বা গরব।
এখন আবার সব যদি চলে যায়
জানিস্ ঈশ্বর-ইচ্ছা বলবৎ তায়।
ভগবান যা করেন সর্ব্বোত্তম তাই
থাক্ যাক্ কিছুতেই দুঃখ 'এ'র নাই।
যায় যদি যাক্ চলে—খুব ভাল কথা
করিতে হবে না চাষবাসের ব্যবস্থা।
উদ্বিগ্ন হবে না চিত্ত রক্ষণ-চিন্তায়
দেখ্ দিকি কী আনন্দ যদি সব যায়!"
সঙ্গী কহে পুনরায়—"সাধারণ জন

সহজে না পারে ধৈর্য্য করিতে ধারণ।
স্বার্থ নিয়ে করে তারা সংসারেতে বাস
সামান্য ক্ষতিতে কত করে হা-হুতাশ।
একমাত্র আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ যে জন
লাভালাভে উদাসীন তিনি সর্ব্বক্ষণ।”
প্রভু আর এ কথার উত্তর না দিয়ে
গঙ্গাপানে একদৃষ্টে রহেন তাকিয়ে।
উচ্চারেন শুধু ‘মাতর্গঙ্গে মাতর্গঙ্গে’
এভাবেই ইতি টানা হল এ প্রসঙ্গে।

সেবক মহেন্দ্র আসি দোস্‌রা শ্রাবণ
বন্দিল ভকতিভরে প্রভুর চরণ।
শ্রীহস্ত শিষ্যের শিরে করি সংস্থাপন
কহিলেন—“বল্, বাবা, আছিস্ কেমন
বরষাতে জল পড়ে ছেলেদের ঘরে
কর্ তার প্রতিকার বিলম্ব না করে।
করজোড়ে শিষ্য করে শীঘ্র নিবেদন—
“তব আশীর্ব্বাদে সব কুশল এখন।
সঙ্গীদের ছাদ হবে সংস্কার সত্বর
বাবার জন্যও হবে একখানি ঘর।
শীতেতে না কষ্ট যাতে হয় আপনার
সে কারণ প্রয়োজন ঘর এক আর।”
ভকতের এ প্রার্থনা শ্রবণের পর
নীরবে হাসেন প্রভু না দেন উত্তর।
মহেন্দ্রের হাত ধরি চৌঠা শ্রাবণ
ভ্রমণ কারণ প্রাতে বহির্গত হন।
সুধামাখা হরিনাম করি সঙ্কীর্ত্তন
পশ্চাৎভাগেতে চলে শান্তিরক্ষীগণ।
ধীরপদে কিছুক্ষণ করি পায়চারী
হঠাৎ দেখেন দূরে তাঁবু সারি সারি।
কৌতূহলবশে প্রভু সেবকে শুধায়—

"ওই দূরে ছোট ছোট তাঁবু দেখা যায়।
ওগুলো আগে তো আর দেখিনি কখন
এরা সবে কোথা হতে এল কি কারণ?"
ভক্ত কয়—"সাতিশয় বর্ষণের ফলে
ঘরবাড়ী অনেকেরই ভেঙ্গে নষ্ট জলে।
গবাদি পশুও বহু গেছে স্রোতে ভেসে।
গৃহহারা আজি ওরা দুর্দৈবের বশে
আপাততঃ ওদেরকে বস্তি থেকে এনে
অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে।"
এ সংবাদ শুনি প্রভু করুণাসাগর
ত্বরায় তাঁবুর দিকে হন অগ্রসর।
গৃহহীন অতি দীন নরনারীগণ
মুহূর্ত্তে ভুলিল দুঃখ আপন আপন।
সীমাহীন আনন্দেতে হয়ে আত্মহারা
প্রভু পদ পরশিতে ত্বরা এল তারা।
প্রভুও করুণাধারা করি বরিষণ
সবাকার ব্যথা-ভার করেন হরণ।
সঙ্গীগণ প্রতি কন ফিরিবার 'পর—
"তোদের তো মোটামুটি আছে ভাল ঘর।
জল পড়ে অল্প স্বল্প বৃষ্টির সময়
তাতেই তোদের কত অসুবিধা হয়।
চেয়ে দেখ একবার সুমুখের পানে
পাহাড়ী বাবারা উঠে এসেছে ওখানে
ঝড় জলে ঘরবাড়ী গেছে নষ্ট হয়ে
কত কষ্ট করে আছে তাঁবুর আশ্রয়ে।"
একাদশী-অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে
সম্মত না হন প্রভু রাতে ভোগ নিতে।
আবেদন নিবেদন সব ব্যর্থ হয়
সঙ্গীগণে এ প্রসঙ্গে কন দয়াময়—
"চর্ব্ব-চূষ্য ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক তরে
পাকযন্ত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে।

সব কাজে মাঝে মাঝে ছুটি প্রয়োজন
কর্ম্মস্থলে তার ফলে উৎসাহ বর্দ্ধন।
সেইরূপ পাকযন্ত্রে দিতে অবকাশ
একাদশী প্রভৃতিতে বিধি উপবাস।
সুস্থ দেহ মন লাভ উপবাস হতে
অগ্রগতি শীঘ্র অতি সাধন জগতে।
অনশনে অসুবিধা অনুভূত হলে
আহার দু-এক বার বিধেয় সে স্থলে।
মূল কথা—দেহ রক্ষা নিমিত্ত ভোজন
রসনার তৃপ্তি নয় লক্ষ্য কদাচন।
এই বিধি নিরবধি হয় যদি মান্য
সাধক পরমানন্দ লাভে হয় ধন্য।”

আবার কহেন প্রভু সঙ্গীগণ প্রতি—
“অবিরাম বয়ে চলে মাতা ভাগীরথী।
সাগরের অভিমুখে ধায় নিরন্তর
পিছনেতে তাকাবার নাই অবসর।
মানুষের পরমায়ু ঠিক সেইমত
কাল সাগরের পানে ছোটে অবিরত।
জীবনের যে মুহূর্ত্ত এক বার যায়
তারে না ফেরানো যাবে শত প্রচেষ্টায়।
জগতে বিরল অতি এইরূপ স্থান
দেবভূমি হিমালয় বৈকুণ্ঠ সমান।
একটি মুহূর্ত্ত যেন বিফলে না যায়
সতত রহিবি রত ভজনে সেবায়।
হারানো স্বরূপ তবে লভিয়া সত্বর
আনন্দ সাগরে ডুবে র'বি নিরন্তর।”
আটই শ্রাবণ আসি ভক্ত বিশ্বানন্দ
প্রণমে প্রভুর পূত পদ-অরবিন্দ।
শ্রদ্ধাভরে প্রশ্ন পরে করে নিবেদন—
“কেন রাম বলরাম অবতার হন?

কেনই বা কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ ভগবান?
করে দিন কৃপা করি এর সমাধান।”
কহিলেন প্রভু—“এই সৃষ্টির ভিতর
কত যে ব্রহ্মাণ্ড আছে কে রাখে খবর!
সকল ব্রহ্মাণ্ডে আছে দেবতা বিস্তর
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর।
যুগে যুগে জগতের সাধিতে কল্যাণ
ধরার ধুলায় নেমে আসে ভগবান।
কভু তাঁর প্রতিনিধি করেন প্রেরণ
কভু নিজে পূর্ণ রূপে অবতীর্ণ হন।
বৈকুণ্ঠ গোলোকধাম উপরে সবার
যেথা নিত্য রাধাকৃষ্ণ করেন বিহার।
যখন এলেন কৃষ্ণ বিশ্বের পালক
এলেন নিজেই শূন্য করিয়া গোলোক।
পাঠান নি প্রতিনিধি কিম্বা অংশ তাঁর
কৃষ্ণচন্দ্র সে কারণ পূর্ণ অবতার।”

শুধালেন ধীরানন্দে প্রভু সীতারাম—
“লিখছিস্ দীর্ঘকাল তুই রামনাম।
এখনো লিখনে তোর অবিচল মতি
পেয়েছিস্ এর ফলে কোন বিন্দু-জ্যোতি?”
নিবেদিল শিষ্য—“কভু লেখার সময়
সমুজ্জ্বল বিন্দু পড়ে সূক্ষ্ম অতিশয়।”
প্রভু কন—“কাঁচরাপাড়া নিবাসী দুলাল
নিয়েছে আশ্রয় ‘এ’র সে অনেক কাল।
এমন পড়িত জ্যোতি লেখার সময়
অপিসের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।
পারিল না ছেড়ে দিতে চা খৈনী প্রভৃতি
চলে গেল তাই তার জ্যোতি অনুভূতি।...”
কহিলেন স্বল্প পরে—“এ’ও একদিন
ছিল পান-খৈনী দোক্তা নেশার অধীন।

নেশা ক্ষতি করে অতি—নেশা ভাল নয়
সাধনের পথে নেশা বিঘ্ন সুনিশ্চয়।
পরমগুরুর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ
নেশা ত্যাগে চেষ্টা ক'রে সফল না হন।
সুকঠিন ব্যাধি তাঁরে করে আক্রমণ
তবু নেশা ছাড়িবারে সক্ষম না হন।...
দেখ্ বাবা যে মুহূর্ত্তে মুখে দিবি খৈনী
উত্তেজিত হয় সারা দেহটা অমনি।
গাঁজাতে একাগ্র নাকি হয়ে ওঠে মন
কিন্তু সে তো স্থায়ী নাহি হয় দীর্ঘক্ষণ।
ঘোর কেটে গেলে পুন স্বল্প কাল পরে
নেশার নিমিত্ত মন ছট্‌ফট্ করে ।
তাই বলি যেই জন নেশা নাহি ছাড়ে
ঈশ্বর দর্শন নাহি করিবারে পারে।
'এ'কেও ছাড়িতে পান দোক্তার অভ্যাস
হয়নি করিতে কম কঠিন প্রয়াস।
একবার চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময়
হবিষ্য আরম্ভ হয় গুরুর ইচ্ছায়।
প্রার্থনা জানাই নিত্য কাতর অন্তরে
'ঠাকুর সকল নেশা লও কৃপা করে।'
ভাগ্যবশে অবশেষে হল ফলোদয়
ধীরে ধীরে গেল ছেড়ে নেশা সমুদয়।
ব্রত শেষে দিদি এসে খেতে বলে পান
সবিনয়ে সে প্রস্তাব করি প্রত্যাখ্যান।
তবু দিদি নিরবধি অনুরোধ করে
সুরু হল পান খাওয়া স্বল্প কাল পরে।
দোক্তায় আপত্তি দেখি বলিলেন দিদি—
'কিবা ক্ষতি অল্প অতি দোক্তা খাস্ যদি।
নেশা হবে এই ভেবে বৃথা ভয় পাস্
এই তো খাস্ নি পান দোক্তা চারি মাস।'
উপেক্ষিত হল সব আপত্তি ওজর

চলিল এসব প্রায় এক বৎসর।
চাতুর্ম্মাস্য কাল পুন এল ধীরে ধীরে
গুরুর কৃপায় নেশা পালাল অচিরে।
ফিরিবার তরে বহু করেছে প্রয়াস
পায় নাই পথ তাই হয়েছে হতাশ।
বলেছিল পান খেতে দিদি পুনর্ব্বার
বলি তাঁরে—'ও কথাটি বোলো নাকো আর।
কোরো না আমায় আর নেশার অধীন
ধরাটা সহজ অতি ছাড়া-ই কঠিন।
সামান্য নেশার দিকে ছোটে যবে মন
ভগবন্নাম হয়ে যায় বিস্মরণ।
মনে পড়ে শৈশবের সে তিক্ত ঘটনা—
মাতুল-আলয়ে থেকে করি পড়াশুনা।
সেইকালে এক দিন করি ধূমপান
দাদা তা জানতে পেয়ে করেন আহ্বান।
শুধালেন—'খেয়েছিস্ তুই সিগারেট?'
বলিলাম উত্তরে 'হ্যাঁ' করি মাথা হেঁট।
পরে বলি—'আমার কি দোষ আছে এতে?
ছোট মামা নিজেই তো বলেছেন খেতে।'
দাদা ক'ন—'গৃহদাহে পরামর্শ দিলে
বল্ মোরে দিবি ঘরে আগুন তা'হলে?'
পুন ক'ন ভূমিতলে দিতে নাক খত
নাকে খত দিতে দিতে করিনু শপথ—
'এ দশা যে নেশা হেতু আজিকে আমার
চিরতরে যেন তারে করি পরিহার।"

কু-আশা কু-নেশা মোর কবে হবে দূর
তোমার চিন্তায় চিত্ত হবে ভরপুর?
নামে তব কবে হব হেন মশগুল
বাহিরের নেশা এ'র হয়ে যাবে ভুল।
দাও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণে ঠাঁই
তবে যদি নেশা হতে অব্যাহতি পাই।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩৩

।। সম্প্রদায় পরিচয়।। "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"।।
।। আশ্রমিকের আচরণ।। বিধবা-বিবাহে বিপত্তি।।
।। সাধুসেবা।।

পার্ব্বত্য প্রকৃতি বোঝা বড়ই কঠিন
মেঘে সূর্য্যে লুকোচুরি চলে সারাদিন।
এইমাত্র চারিদিক রৌদ্রে ঝল্ মল্
পরক্ষণে বরষণে সিক্ত ধরাতল।
তাপমাত্রা ওঠানামা করে খুব বেশী
অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তাই ভিন্‌দেশী।
অসুস্থতা দেখা দিল প্রভুর দৈহিক
স্থান ত্যাগ প্রয়োজন হল সাময়িক।
দীর্ঘ কাল ধরে তাঁর আছে বায়ু রোগ
এবার চোখের ব্যধি হল সাথে যোগ।
দক্ষিণ চক্ষুটি ফুলে হল স্বল্প লাল
সঙ্গীগণ বোনে মনে দুশ্চিন্তার জাল।
প্রভু ক'ন—"ভাল করে ভেবে দেখ্ সবে
যা করিলে ভাল হয় তাই করা হবে।"
স্থির হল অবিলম্বে গিয়ে হৃষীকেশ
চিকিৎসার বন্দোবস্ত হবে সবিশেষ।
মহেন্দ্র হাজির হল প্রভুর সদন
বিবরণ শুনি শীঘ্র করে নিবেদন—
"শকট প্রস্তুত র'বে—পেলেই আদেশ
অনতিবিলম্বে যাত্রা হবে হৃষীকেশ।
আপাততঃ পথ বন্ধ শকট না চলে
যাত্রায় বিলম্ব কিছু হবে তার ফলে।"
অবশেষে শুভ যাত্রা ঊনিশে শ্রাবণ
দ্বিপ্রহরে হৃষীকেশে উপনীত হন।

বিনয়ে কেশবানন্দ একদা শুধায়—
"কি মোদের পরিচয়, কোন্ সম্প্রদায়?"
উত্তরে কহেন ত্বরা প্রভু লীলাময়—
"এ প্রশ্নের সমাধান সহজ না হয়।
শ্রদ্ধেয় পরমগুরু দাস দামোদর
রানানন্দ সম্প্রদায়-ভুক্ত যোগীবর।
মোর গুরুদেবে দীক্ষা দানের সময়
বলেন—'কী আর দিব নির্দ্দেশ তোমায়।
তুমি তো সাধক আর পণ্ডিত মহান
শাস্ত্রবিধি অনুসারে ক'রো দীক্ষাদান।'
বংশ-পরম্পরাক্রমে গুরু দাশরথি
অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেছেন 'স্মৃতি'।
স্মার্ত্তগণ উপাসক পঞ্চ দেবতার
গুরুদেব ব্যতিক্রম নাহি হন তার।
দাশরথি দেব মোর গুরু ভগবান
পঞ্চদেবতার মন্ত্র করিতেন দান।
তার পর এল যবে 'এ'র পরযায়
সব দেবতার মন্ত্র দিই নির্দ্বিধায়।
পুরীতে আদেশ লাভ করিবার পর
সর্ব্বজনে মন্ত্র দানে হই তৎপর।
রামানন্দী বলে যদি দিই পরিচয়
ষড়ক্ষর রামমন্ত্র শুধু দিতে হয়।
'রামানন্দী জয়গুরু শ্রী সম্প্রদায়'
এই হল আমাদের সত্য পরিচয়।"
পরে কহিলেন—"তোরা গিয়ে অযোধ্যায়
সম্প্রদায় পরিচয় ঠিক করে আয়।"
পরদিন বাষ্পযানে করি আরোহণ
অযোধ্যায় যাত্রা করে সঙ্গী দুইজন।
নাম ধাম পরিচয় শুনিয়া প্রভুর
মোহন্ত প্রকাশ করে আনন্দ প্রচুর।
বলে—"একই গোষ্ঠীভক্ত আপনারা হন

আপনারা আমাদের একান্ত আপন।
এ আশ্রম আপনাদের সেহেতু এখানে
কোন বাধা অসুবিধা নাই অবস্থানে।"
ফিরে এসে যথ াকালে সঙ্গী দুইজন
ভক্তিভরে স্পর্শ করে প্রভুর চরণ।
হাসি হাসি মুখ দেখি প্রভু লীলাময়
কহেন—"নিশ্চয় করে এসেছিস্ জয়।"
সঙ্গী বলে—"গেছি লয়ে আশীর্ব্বাদ তব
কেন তবে জয়যুক্ত মোরা নাহি হব।"
"আয় চুমু খাই"—বলে প্রভু অনন্তর
করিলেন সঙ্গীদ্বয়ে বিস্তর আদর।

উত্তর কাশীর মত হেথা যথারীতি
নিয়মিত চলে পাঠ প্রার্থনা প্রভৃতি।
কেবা আছে উপস্থিত আর কেবা নাই
সে দিকে সজাগ দৃষ্টি প্রভুর সদাই।
আশ্রমসেবক নাই পাঠের সময়
তা দেখি কহেন ত্বরা প্রভু লীলাময়—
"দেখ্ তো ওঙ্কারানন্দ রয়েছে কোথায়
ত্বরা করে হেথা তারে ডেকে নিয়ে আয়।
সে কেন বঞ্চিত রোজ হবে পাঠ থেকে?"
অনতিবিলম্বে তাকে আনা হল ডেকে।
কহিলেন প্রভু—"স্তব পাঠ আরতিতে
তোকে তো প্রায়শঃ বাবা পাই না দেখিতে।
সে কারণে এইক্ষণে করেছি আহ্বান
পাঠাদিতে যোগ দিতে হবি যত্নবান।
জানি তোর মঠে কাজ রয়েছে বিস্তর
সামঞ্জস্য সাধনেতে চেষ্টা তবু কর্।
আশ্রমেতে বলে দিবি অনতিবিলম্বে—
অনুষ্ঠানে সকলেরে যোগ দিতে হবে।
পাঠাদিতে না করিবে যারা যোগ দান

তাদের দিবি না এই্ আশ্রমেতে স্থান।
ওরা কি কেবল খাবে ঘুমাইবে আর
কেন তবে এল সবে ত্যজিয়া সংসার!"

প্রভুর দর্শন লাগি ছাব্বিশে শ্রাবণ
এসেছেন প্রাতঃকালে সাধু একজন।
দেয়া হল ভাড়া তারে কাশীতে যাবার
নিঃশেষিত তার ফলে সীমিত ভাণ্ডার।
আশ্রমসেবক আসি অচিরে জানায়—
"দোকানেতে ধার মুদ্রা তের শত প্রায়।"
প্রভু কন—"ঠাকুর তো রয়েছেন বসে
জানাবি সকল কথা তাঁহার সকাশে।"
কহিলেন স্বল্প পরে পুন লীলাময়—
"দোকানের ধার শোধ যাবৎ না হয়,
তাবৎ নূতন ঋণ হবে না গ্রহণ।"
চিন্তান্বিত হয়ে ওঠে সঙ্গীশিষ্যগণ,
কেবল প্রভুর নাই্ কোন যে বিকার
যথারীতি অব্যাহত কর্ম্মধারা তাঁর।
দ্বিপ্রহরে শিষ্য ঝালা রাজস্থানবাসী
প্রণমে প্রভুর পূত পাদপদ্মে আসি।
ত্রিসহস্রাধিক মুদ্রা রাখি পদতলে
"সেবায় লাগুক"—ভক্ত সবিনয়ে বলে।
ওঙ্কারানন্দেরে ডাকি প্রভু অবিলম্বে
কহিলেন—"দেখ্ এতে ধার শোধ হবে।
তার পরও কিছু বিত্ত রহিবে উদ্বৃত্ত
ঠাকুরের কত চিন্তা তোদের নিমিত্ত।"
সাধুর সেবায় প্রাতে ভাণ্ডার উজাড়
বুঝেছিল সবে কিছু ঘটিবে এবার।
কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হেন অঘটন
কল্পনাও করে নাই সঙ্গীশিষ্যগণ।

ওপার বাংলায় চলে মুক্তির সংগ্রাম
অমূল্য অনেক রক্ত দিতে হয় দাম।
প্রভু কন—"এরও এবে ছিল প্রয়োজন
কোন কিছু জগতে না ঘটে অকারণ।"
খানসেনা অত্যাচারে বাংলা খান্ খান্
অনেকে এপারে আসে বাঁচাইতে প্রাণ।
বিপন্নের প্রতি প্রভু সদাই সদয়
জনৈক ওপারবাসী লভিল আশ্রয়।
গাড়ীভাড়া দেয়া হল তারে কুড়ি টাকা
তার ফলে আশ্রমের তহবিল ফাঁকা।
পাটোয়ার রাজা তার রাণীর সহিত
অপরাহ্নে আশ্রমেতে হল উপস্থিত।
পরম শ্রদ্ধায় পূজি প্রভুর চরণ
শতাধিক মুদ্রা করে প্রণামী অর্পণ।
প্রভু কন—"শুনিতাম শৈশবে কাহিনী
'এক ছিল রাজা তার ছিল এক রাণী।...'
এখন রাজা ও রাণী কত আসে যায়
সবই সেই ঠাকুরের মঙ্গল ইচ্ছায়।
আর দেখ্ বিপন্নেরে সাহায্যের ফলে
শতাধিক মুদ্রা এল বিংশতির স্থলে।"

পাঠাদির অবকাশে নিত্যকার মত
সঙ্গী এক গুরুপূজা অনুষ্ঠানে রত।
সহসা সেথায় হেরি গুরু ভগবানে
আনন্দ ধরে না আর সেবকের প্রাণে।
শুধালেন প্রভু ত্বরা কৌতুকের সুরে—
"কী দিয়েছে খেতে আজ তোমার ঠাকুরে?"
নিবেদিল শিষ্য—"দিব বাতাসা দু'খানা
কিম্বা দিব দু'চারিটি এলাচির দানা।"
প্রভু হেসে ক'ন—"শুষ্ক বাতাসা কেবল
পারিস্ না দিতে কলা-কিসমিস-ফল!"

কহিলেন হাসি হাসি মুখে অবিলম্বে—
"অনেক দিনের কথা শোন্ বলি তবে
ভ্রজবাবা * সপত্নীক ওঙ্কারেশ্বরে
পাত্রে মিষ্ট দিয়ে রেখে জপ ধ্যান করে।
শৌচেতে যাবার পথে দেখি এই দৃশ্য
ফেরার পথেও ধ্যানে নিমগন শিষ্য।
অতিশয় সন্তর্পণে হয়ে অগ্রসর
মিষ্টির পাত্রটি তুলে নিলাম সত্বর।
জপ শেষে যবে তারা মেলিল নয়ন
দেখে নাই সম্মুখেতে পূজোপকরণ।
জিজ্ঞাসে সবারে আর বহু খোঁজ করে
শেষে দেখে হৃত দ্রব্য ঠাকুরের ঘরে।
ইষ্টের নিকট দেখি পূজা উপচার
আনন্দের নাহি রহে পরিসীমা আর।"

একদা সখেদে ক'ন প্রভু লীলাময়—;
"এক ফালি ফল লাগি বিসম্বাদ হয়।
না যদি পারিস্ লোভ এটুকু ছাড়িতে
কী ফল তা'হলে বল্ জটা ও দাড়িতে!
ছোট নাহি মান্য করে বয়োবৃদ্ধগণে
একের কথায় ব্যথা পায় অন্যে মনে।
ওঙ্কারানন্দের 'পর আশ্রমের ভার
তাকে মান্য করে চলা কর্ত্তব্য সবার।
আশ্রমসেবক হল 'এ'র প্রতিনিধি
তার কাছে কেহ যদি হয় অপরাধী
'এ'র কাছে অপরাধী হবে সেই জন
এই সত্য সবে নিত্য রাখিস্ স্মরণ।...
কেন এত মন্দ হবে তোদের স্বভাব
ঠাকুর তো রাখেন নি কোনও অভাব।
গৃহীরা আশ্রমে আসে আদর্শ গ্রহণে
এসে যদি এই সব দেখে আর শোনে,

* প্রবোধ ঘোষ ও তার স্ত্রী কমলা

আশ্রম সম্বন্ধে তারা হবে যে হতাশ
সাধুর গৌরব এতে পাবে না কি হ্রাস!"

একদিন পাঠশেষে উপদেশ ছলে
কহিলেন প্রভু সব শিষ্যভক্তদলে—
"কলির প্রভাবে একি হল অঘটন!
কেহ বলে অস্পৃশ্যতা করিতে বর্জ্জন
কেহ বলে গর্ব্বভরে—নাই ভগবান,
কেহ বলে—দ্বিজ শূদ্র সবাই সমান।
পণ্ডিত ঈশ্বর বাবা* কোন জায়গায়
শাস্ত্রেতে একটুখানি সূত্র খুঁজে পায়,
তাই বালবিধবার পুনঃ সম্প্রদান
সতীরমণীর দেশে চালু করে যান।
দুর্গতির সীমা তাই নাহিক এখন
চলিছে বিচ্ছেদ আর জন্ম নিয়ন্ত্রণ।
একবার বিচারের হল আয়োজন
সমবেত হল বহু পণ্ডিত সজ্জন।
আহারের যথাযথ হয়েছে ব্যবস্থা
পণ্ডিত-সেবায় নাই কোন ত্রুটি সেথা।
চাল-ডাল-তেল-নুন বহু পরিমাণ
আছে নানা তরকারি কাঠ ও উনান
রন্ধন সময়ে হল মুশকিল ভারী
সব কিছু আছে ঠিক নাই শুধু হাঁড়ি।
পণ্ডিতেরা বলে—"রান্না হবে কিসে করে?"
আয়োজক একজন বলিল উত্তরে—
"ওই যে সুমুখে পড়ে বহু এঁটো হাঁড়ি
ওতেই রন্ধন সেরে নিন তাড়াতাড়ি।
পণ্ডিতেরা বলে—"এঁটো হাঁড়িতে রন্ধন!
কেমনে খাইব মোরা সে অন্নব্যঞ্জন!"
এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এল পুনরায়—
"বিধবা মেয়েকে যদি বিয়ে দেয়া যায়,

* স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এঁটো হাঁড়ি করে কেন হবে না রন্ধন?
কেন নাহি করা যাবে সে অন্ন গ্রহণ?
একবার যে কন্যারে মন্ত্রপূত করে
করা হয় সমর্পণ অপরের করে,
তার উপর পিতার না থাকে অধিকার
কীভাবে আবার হবে সম্প্রদান তার?”
পণ্ডিতেরা পরাজয় করেন স্বীকার
সভা নাহি অনুষ্ঠিত হল সেথা আর।....
শোনা যায় যে মেয়েরে মায়ের আজ্ঞায়
দিলেন ঈশ্বরবাবা বিয়ে পুনরায়,
ভাগ্য দোষে সে পাত্রও মরিল অকালে,
আবার বিয়ের কথা তুলিল সকলে।
প্রস্তাব শ্রবণে কন্যা সত্বর জানায়—
“না কোরো পাত্রস্থ মাগো মোরে পুনরায়।
মেয়েদের বিয়ে মাত্র একবারই হয়
অন্যথায় দুঃখ পায়—ঘটে বিপর্য্যয়।”

শ্রাবণ সমাপ্ত হয় আসে ভাদ্র মাস
প্রভুরও সমাপ্ত প্রায় হৃষীকেশ বাস।
হনুমান মন্দিরের সাধুসন্তগণে
নিমন্ত্রণ করা হল মধ্যাহ্ন ভোজনে।
সেই সাথে নিমন্ত্রিত অনেক সন্ন্যাসী
আশ্রমে হাজির হয় দ্বিপ্রহরে আসি।
প্রভুর নির্দ্দেশে ত্বরা সঙ্গীশিষ্যগণ
ধোয়াল সযত্নে সব সন্তের চরণ।
প্রভুর চরণ স্পর্শ করি অচিরাৎ
সাধুগণ ভক্তিভরে করে প্রণিপাত।
মধ্যাহ্নের ভোগারতি হলে সমাপন
অভ্যাগতে বিধিমতে হল আপ্যায়ন।
প্রভু নিজে উপস্থিত থাকি সর্ব্বক্ষণ
সযতনে সাধুগণে করান ভোজন।

অন্ন শাক তরকারি বিবিধ প্রকার
ঘি-ভাত চাটনি দই পরমান্ন আর,
সব কিছু আয়োজন হয়েছে প্রচুর
ভোক্তাদের আনন্দেতে আনন্দ প্রভুর।
মধ্যাহ্ন বেলায় গুরু ভোজনের পর
পায়ে হেঁটে পথ চলা নয় সুখকর।
সঙ্গীগণে তাই প্রভু দিলেন নির্দ্দেশ—
"দেখ্ যেন সাধুদের নাহি হয় ক্লেশ।
মটর গাড়ীতে করে পৌঁছে দিয়ে আয়
ফল দিবি ঝুড়ি ভরে ঠাকুর সেবায়।
পূজনীয় মোহন্তের প্রণমি চরণ
অন্ততঃ পঁচিশ মুদ্রা করিবি অর্পণ।"
সুষ্ঠুভাবে সাধুসেবা হলে সমাপন
স্নানের নিমিত্ত প্রভু করেন গমন।
এ প্রকার সেবা আর কেবা ভবে জানে
অপার বিস্ময় জাগে সবাকার প্রাণে।

শ্রদ্ধাভরে পূজা করে সর্ব্বজন যাঁরে
নাই যাঁর বিশেষণ ভাষার ভাণ্ডারে,
ভগবান সীতারাম—সেই মোর গুরু
আজো তাঁর সেবা নাহি করিলাম সুরু।
কী হবে দাসের গতি অন্তিম সময়
কৃপা কর নিজগুণে ওগো দয়াময়।
সেবায় সুমতি দাও দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই কৃপা করি অভয় চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩৪

।। উত্তরকাশীতে পুলিশ কর্ম্মীদের সেবা—১৩৭৮।।
।। ত্রিবিধ প্রারব্ধ।। কর্ম্মফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী।।
।। নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি।। ধ্যানাসন থেকে উধাও।।

হৃষীকেশে স্বল্পকাল করি অবস্থান
উত্তরকাশীতে প্রভু পুনরায় যান।
আছিলেন হৃষীকেশ ধামেতে যখ ন
তখনো চলেছে হেথা অখণ্ড কীর্ত্তন।
পুলিশের কর্ম্মীদল পরম শ্রদ্ধায়
রয়েছে নিরত নিত্য শ্রীনাম রক্ষায়।
নাম-নামী প্রতি প্রীতি এদের যেমন
আশ্রমসেবায় তথা নিষ্ঠা অতুলন।
প্রভুর নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে
জেগেছে বাসনা শিষ্যভক্তদের চিতে।
দুঃসহ শীতের কষ্ট লাঘব কারণ
গুরুপ্রেমী ভক্তদের এই আয়োজন।
পাথরের পাকা ঘর বৃহৎ আকার
সংলগ্ন শৌচের স্থান পশ্চাতে তাহার,
প্রশস্ত বারাণ্ডা হবে কক্ষের সম্মুখে
যেথা বসি হবে গঙ্গা দরশন সুখে।
সানন্দে পুলিশগণ প্রভু পাশে এসে
অনুমতি চায় ভিত্ খনন উদ্দেশে।
আশীর্ব্বাদ সহ করি অনুমতি দান
যান প্রভু যেথা হবে গৃহ নিরমাণ।
কাঁধের চাদরখানি বাঁধি কটিদেশে
সাজিলেন শীঘ্র বীর যুবকের বেশে।
কহিলেন সঙ্গীগণে—"তোরা নাম ধর্,
নিয়ে আয় শ্রীগুরুর পাদুকা সত্বর।"
কিঙ্কর কেশবানন্দ করে নামগান

পুলিশেরা তার সাথে করে যোগদান।
কৃষ্ণানন্দ শ্রীপাদুকা করে আনয়ন
শ্রীহস্তে করেন প্রভু কোদালি ধারণ।
গুরু নামে জয়ধ্বনি করি উচ্চারণ
ঈশান কোণেতে সুরু করেন খনন।
অতঃপর সঙ্গীগণ একে একে এসে
যোগদান করে কাজে প্রভুর নির্দ্দেশে।
অবশেষে পুলিশের কর্ম্মচারীগণ
পূর্ণোদ্যমে সুরু করে মৃত্তিকা খনন।

একদা কহেন প্রভু উপদেশ ছলে—
"প্রারব্ধ ত্রিবিধ শাস্ত্র-ভগবান বলে।
যে অতীত কর্ম্মফলে এ দেহ গঠিত
সে কর্ম্ম প্রাক্তন নামে হয় অভিহিত।
ইহজন্মকৃত কর্ম্ম হল ক্রিয়মাণ
এখন করিছ যাহা তাই বর্ত্তমান।
নিরবধি কর যদি তাঁর নাম গান
হবে ক্ষয় ক্রিয়মাণ আর বর্ত্তমান।
এ দেহ গঠিত হয় যে কর্ম্মের দ্বারা
নাহি হয় তাহা ক্ষয় ভোগ করা ছাড়া।
ধর্ যথা—'এ'র কথা শোন্ বলি তবে—
কর্ম্মফলে আছে 'এ'কে খোঁড়া হতে হবে।
যখন মানব দেহ হয়েছে ধারণ
হবে ভোগ করিতেই প্রবল প্রাক্তন।
বয়স একুশ কিম্বা বাইশ যখন
'সাইনোভাইটিস' রোগ করে আক্রমণ।
দীর্ঘক্ষণ ধরি ছুরি চালালো ডাক্তার
প্রয়োজন নাহি হল অজ্ঞান করার।
জপিলাম অবিরাম শুধু 'নারায়ণ'
অবশেষে খঞ্জ হল একটি চরণ।
কুষ্ঠিতে রয়েছে লেখা বায়ু রোগ হবে

তোরা সে তো ভালমত দেখছিস্ সবে।
নামের মাঝারে পড়ে আছি সর্ব্বক্ষণ
সম্মুখেতে গঙ্গামাতা তুলসী কানন।
পাঠ শুনি ভাগবত আদি গ্রন্থ নানা
তার ফলে রোগ কষ্ট বোধেতে আসে না।
সবারে করিতে হয় কর্ম্মফল ভোগ
সবারই রয়েছে জ্বালা দুঃখ শোক রোগ।
ঈশ্বরবিমুখ যারা সাধারণ নর
দুঃসময় এলে হয় অতীব কাতর।
আর যেবা পূজা-সেবা-নাম নিয়ে থাকে
নাহি পারে স্পর্শিবারে শত দুঃখ তাকে।
দুঃখ ধরি আনন্দের মূরতি মোহন
সেবা করে নামকারী ভক্তের চরণ।”

ভাদ্রের পাঁচই প্রাতে নিত্যকার মত
পত্রসেবা কার্য্যে প্রভু রয়েছেন রত।
সেবক কেশবানন্দ আসি অকস্মাৎ
শ্রীচরণে ভক্তিভরে করে প্রণিপাত।
কহিলেন প্রভু—“পুণ্য রাধাষ্টমী আজ
চল্ সেরে আসি ভিত্তিস্থাপনের কাজ।”
সেবকের হাত ধরি অনতিবিলম্বে
চলিলেন ধীরে ধীরে যেথা ঘর হবে।
মৃত্তিকা ক’দিন আগে হয়েছে খনন
শুভক্ষণে হবে ভিত্তি আজিকে স্থাপন।
শালগ্রাম শিবলিঙ্গ আনয়ন তরে
দিলেন দায়িত্ব এক সেবকের ’পরে।
কহিলেন অনন্তর কর্ম্মী শিষ্যগণে—
“হালুয়া প্রস্তুত কর্ সত্বর যতনে।
যে সব পুলিশবাবা করে নামগান
আর যারা করিতেছে গৃহাদি নির্ম্মাণ,
ফল প্রসাদের সাথে কিছু পরিমাণ
হালুয়া প্রসাদ আজ করিবি প্রদান।

যথারীতি ভাগবত নিত্য পাঠ হয়
চিত্তশুদ্ধি অদ্যকার পাঠের বিষয়।
কহিলেন পাঠ অন্তে প্রভু লীলাময়—
"নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।
চিত্তশুদ্ধি যে অবধি না হয় সম্ভব
তাবৎ ঈশ্বর লাভ না করে মানব।
নিষ্কাম করম কিবা শোন্ এইবার—
নিষ্কাম কর্ম্মের আছে তিনটি প্রকার ঃ—
ঈশ্বর-প্রীতির তরে কর্ম্ম অনুষ্ঠান
নিষ্কাম কর্ম্মের হল লক্ষণ প্রধান।
ঈশ্বর-প্রেরিত হয়ে করম সাধন
নিষ্কাম কর্ম্মের এটি দ্বিতীয় লক্ষণ।
ঈশ্বর-আদেশ বলি যাহা করা হয়
তাহাও নিষ্কাম কর্ম্ম জানিবি নিশ্চয়।
ঈশ্বর আদেশে কর সন্ধ্যা উপাসনা
গায়ত্রী মন্ত্রাদি জপ ধ্যান ও প্রার্থনা।
দ্বিতীয় প্রেরিত হয়ে কর্ম্ম অনুষ্ঠান
ভাবিবি সকল কর্ম্মে কর্ত্তা ভগবান।
'করি' বা 'করিব' ভাষা এ কভু না বলে
বলা হয়—'করা হবে তাঁর ইচ্ছা হলে'।
মহাভার অহংকার হয় এতে দূর
চিত্ত হয় আনন্দেতে নিত্য ভরপুর।
তৃতীয়তঃ প্রীতি তরে কর্ম্ম অনুষ্ঠান
করিবি সে কর্ম্ম যাতে প্রীত ভগবান।
ফুল তোলা - মালা গাঁথা - মন্দির মার্জ্জন
পূজাদি কর্ম্মের দ্বারা তিনি প্রীত হন।
যিনি প্রীত হলে প্রীত বিশ্ব-চরাচর
তাঁর প্রীতি তরে নিতি প্রাণপণ কর্।
করিলে নিষ্কাম কর্ম্ম এ তিন প্রকার
লভিবি পুলক অশ্রু সাত্ত্বিক বিকার।
পাবি নাদ অনাহত জ্যোতি সমুজ্জ্বল

দর্শন পিপাসা হবে ক্রমশঃ প্রবল।
অবশেষে আসিবে সে পরম লগন
ইষ্টদেব দিবে আসি সাক্ষাৎ দর্শন।"

নাদ আসে নব নব—প্রভু সে কারণ
সকালে ও বিকালেতে আসনস্থ হন।
একদিন প্রাতঃকালে নিত্যকার মত
নির্দ্দিষ্ট আসনে বসি হন ধ্যানে রত।
সঙ্গীগণ আসি বেলা দশ ঘটিকায়
প্রভুরে সে আসনেতে দেখিতে না পায়।
ধ্যানাসন ত্যাগ করি প্রভু লীলাময়
ফল ভোগ নিতে নিত্য যান এ সময়।
কিন্তু এ কি অঘটন হল আকস্মিক
বিমূঢ় সঙ্গীরা খোঁজে এদিক ওদিক।
আশ্রমের চারিধারে খোঁজে বারে বারে
প্রভুর সন্ধান কেহ দিতে নাহি পারে।
বাহিরে পথের দিকে করি দৃষ্টিপাত
প্রভুরে চলিতে দেখে সঙ্গী অকস্মাৎ।
বাঁ হাতে ওঙ্কার দণ্ড যষ্ঠি আর করে
ধীরে ধীরে অগ্রসর হন পথ ধরে।
বিলম্ব না করি সঙ্গী দ্রুতগতি ধায়
চরণে প্রণাম করি সম্মুখে দাঁড়ায়।
"টের পেয়ে গেছ?"—প্রভু শুধালেন ত্বরা
মধুর হাসিতে তাঁর মুখখানি ভরা।
সঙ্গী কহে—"কোন কিছু কাউকে না বলে
চুপিসাড়ে এত দূরে এসেছেন চলে!
আমরা তো সবে কত খুঁজে হয়রান
এইভাবে একা এবে কোথা যেতে চান!"
হাসিমুখে পুনরায় কহিলেন তারে—
"লাঠি 'পরে ভর করে শিখি হাঁটিবারে।"
অতঃপর ভক্তবর করজোড়ে কয়—

"এসেছেন বহুদূর আজ আর নয়।"
চলিতে চলিতে প্রভু দিলেন উত্তর—
"রেখেছিস্ বদ্ধ করে গণ্ডীর ভিতর।
দুর্দ্দশার অন্ত আর নাই দু'টি পা'র-ই
কর্ম্মহারা বেচারারা ফুলে হল ভারী।
চল্ যাই আরো কিছু হই অগ্রসর।"
ফিরিলেন আশ্রমেতে স্বল্প কাল পর।

এইমত লীলা কত অভিনীত হয়
বর্ণিতে না পারে দাস সেই সমুদয়।
লীলার কণিকা মাত্র করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩৫

।। হৃষীকেশে দুর্গাপূজায়—১৩৭৮।।
।। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ।। শ্রীআনন্দময়ী-মার সান্নিধ্যে।।
।। মৌলানা ভাসানীর আগমন।।

শরৎ হাজির দ্বারে বরষার শেষে
শারদীয়া দুর্গোৎসব পুণ্য হৃষীকেশে।
আশ্বিন সপ্তম দিনে প্রভু সে কারণ
পুনরায় হৃষীকেশে উপনীত হন।
ভক্তগণ দীর্ঘক্ষণ আছে প্রতীক্ষায়
একে একে আসি রাঙা চরণে লুটায়।
পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত প্রভু অতিশয়
বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভূত হয়।
তবু এত ভক্ত শিষ্যে করিয়া হতাশ
বিশ্রাম গ্রহণে নাহি জাগে অভিলাষ।

পরদিন প্রাতঃকালে ফলভোগ শেষে
যাত্রা হল দেরাদুন শহর উদ্দেশে।
শ্রদ্ধেয়া আনন্দময়ী মাতাজী সেথায়
রয়েছেন নিমগন মৌন সাধনায়।
প্রভুর দর্শনে মাতা পুলকিত হন
উচ্চারেন বার বার "নমো নারায়ণ"
মায়ের আশ্রমে হবে পূজা অনুষ্ঠান
সযত্নে প্রভুরে দুর্গা প্রতিমা দেখান।
কহিলেন এইকালে প্রভু লীলাময়—
"হৃষীকেশে যেও মাগো পূজার সময়।
তোমার সে আশ্রমেও মা'র পূজা হবে"
মৌনী মাতা সব কথা শোনেন নীরবে
বিদায় গ্রহণ করি প্রভু অতঃপর
হৃষীকেশ অভিমুখে হন অগ্রসর।

বেলা প্রায় দশটায় নয়ই আশ্বিন
সুরু হল মহাপূজা সপ্তমীর দিন।
পুরোহিত বেদতীর্থ শ্রীহরিসাধন
তন্ত্রধারকতা করে সেবক চন্দন।
আশ্রমের চারিদিকে করি পদার্পণ
দেখেন কোথায় কাজ চলিছে কেমন।
উৎসাহ বর্দ্ধন করি কর্ম্মীদের মনে
চলিলেন মন্ত্র দিতে দীক্ষাপ্রার্থীগণে।
অতঃপর করি স্বল্প বিশ্রাম গ্রহণ
পূজার মণ্ডপে পুনঃ উপনীত হন।
পূজা উপলক্ষ্যে আজো নিত্যকার মত
শিষ্যভক্ত জনতার স্রোত অব্যাহত।
দূর-দূরান্তর থেকে এল বহুজন
সবাকার আকর্ষণ প্রভুর চরণ।
সত্বর মণ্ডপ থেকে এলেন বাহিরে
ভক্তগণ ভিড় করে লীলাময়ে ঘিরে।

একে একে নবাগত শিষ্যভক্তদল
পূজিল প্রভুর রাঙা চরণ যুগল।
মহাসপ্তমীর পূজা হল যথারীতি
সাঙ্গ হল সমারোহে আরতি প্রভৃতি।
অতঃপর প্রভু বেলা বারটার পরে
কহিলেন করজোড়ে দেবীর গোচরে—
"তেত্রিশ বছর পরে আজি পুনরায়
করাইতে চণ্ডীপাঠ তোর অভিপ্রায়।
যন্ত্র রূপে গ্রন্থ পাঠ করিবে এ দাস
পূর্ণ হোক্ মাগো যাহা তোর অভিলাষ।"
চণ্ডীপাঠ সুরু হল স্বল্প কাল পর
শ্রোতা ভক্ত অগণিত নীরব নিথর।
পাঠ চলে অশ্রুজলে বক্ষ ভেসে যায়
ভাবাবেশে হয়ে আসে কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়।
বহু যত্নে ভাবাবেগ করি সংবরণ
করিলেন কোনমতে পাঠ সমাপন।
অগণিত নরনারী দীর্ঘক্ষণ ধরে
শুনিল দেখিল সব সশ্রদ্ধ অন্তরে।
সপ্তমী হইতে সুরু করি দিবাত্রয়
করিলেন চণ্ডীপাঠ প্রভু লীলাময়।
প্রতিদিন সেই দৃশ্য অচিন্ত্য মধুর
রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ আবেগে প্রভুর।
দু'নয়নে অশ্রুধারা ঝরে ঝর্ ঝর্
বার বার রোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
অসুরের অত্যাচারে ত্রস্ত দেবগণ
করেছিল প্রবোধিত দেবীরে যেমন,
তেমনি ভাঙ্গাতে নিদ্রা বিশ্বজননীর
হয়েছেন যেন এবে প্রভুও অধীর!
সারা ধরা জুড়ে আজি হিংসার তাণ্ডব
অসুরের হাতে ধর্ম্ম মানে পরাভব।
সহিতে না পারি সেই ঘোর অত্যাচার

"কোটি কোটি নরনারী করে হাহাকার।"
জীবের ব্যথায় প্রভু হয়ে ব্যথাবিদ্ধ
চাহেন করিতে বুঝি মাতারে প্রবুদ্ধ।
এমন অপূর্ব্ব পাঠ পূর্ব্বে শুনিবার
দুর্লভ সৌভাগ্য কভু হয় নি কাহার।
সেবানন্দ অতিশয় যত্ন সহকারে
ধরে রাখে এই পাঠ 'টেপ রেকর্ডারে'।
রসুলপুরেতে দুর্গাপূজার সময়
তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়।
মন্ত্র উচ্চারণে আর না রহে সামর্থ্য
ওঙ্কারেতে লভি স্থিতি হলেন কৃতার্থ।
বন্ধ নাহি হল চণ্ডী পাঠ-ই কেবল
চলে যায় একে একে করম সকল।
এ সময় দেয়া হয় প্রতি বৎসর
ভক্তদের আশীর্ব্বাদী কাপড় চাদর।
এবারেও নাই ত্রুটি সেই অনুষ্ঠানে
কাপড়-চাদর-শাড়ী যায় স্থানে স্থানে।
কোথাও আবার মুদ্রা করান প্রেরণ
শারদীয়া আশীর্ব্বাদে ধন্য ভক্তগণ।

প্রভাতে প্রার্থনা আদি হলে সমাপন
আশ্রমেতে ঘুরে সব করেন দর্শন।
গঙ্গামায়ে পরশিতে প্রভু অতঃপর
বাহনের সন্ধানেতে হন তৎপর।
"কই ঘোড়া আয় ত্বরা"-ডাকেন আদরে
বোধানন্দ আসি তুলে লয় স্কন্ধ 'পরে।
গঙ্গাবারি স্পর্শ করি ফেরার সময়ে
জনৈক বিরক্ত শিষ্য বলে সবিনয়ে—
"পথেতে রয়েছে বাবা পাথর কাঁকর
ঘাসের উপর দিয়ে হোন অগ্রসর।"
অনতিবিলম্বে প্রভু দিলেন উত্তর—

"পথে চলে কষ্ট হলে তোরা জুতা পর্।"
সঙ্গীশিষ্য সবিনয়ে কহে পুনরায়—
"জুতা ত্যাগ করিয়াছি বিশ বর্ষ প্রায়।"
সহাস্য বদনে প্রভু কহেন তখন—
"যে পথে 'এ' চলে তাহা জানিস্ কেমন?
চোর-জুয়াচোর-খুনী-মাতাল-নাস্তিক
রয়েছে বিছানো 'এ'র পথে চতুর্দ্দিক।
এ কাঁকর তীক্ষ্ণতর তার চেয়ে নয়
কি কারণে তোর মনে তবে এত ভয়!"

দশমী বিহিত পূজা হলে সমাপন
বিজয়ার প্রাতে হল ঘট বিসর্জ্জন।
কেহ যায় রাঙা পায় প্রণতি জানাতে
প্রভু কন—"যা এখন ওটা হবে রাতে।"
অতঃপর তৈলযানে করি আরোহণ
দেরাদুন অভিমুখে করেন গমন।
মা আনন্দময়ী হেথা মৌনব্রতে রত
"নমো নারায়ণ" বলি জানান স্বাগত।
মায়ের ইঙ্গিতে এলো স্বল্পকাল পর
ফলের পেটিকা আর অমূল্য চাদর।
"মা'র দান" বলি কালবিলম্ব না ক'রে
পরম আদরে অঙ্গ জড়ান চাদরে।
প্রভুও দিলেন আজি মাকে উপহার
নানাবিধ ফল সহ শাড়ী লালপাড়।
অতঃপর হোমকুণ্ড করি দরশন
শ্রীরামের মন্দিরেতে উপনীত হন।
কহিলেন এইকালে প্রভু সীতারাম—
"করিতাম সর্ব্বক্ষেত্রে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
করেছিস্ অবস্থাটা বেটার এমন
কোথাও নোয়াতে শির না পারি এখন।
দণ্ডবৎ দূরে থাক্—জুড়ি করদ্বয়

শ্রদ্ধা নিবেদন আর সম্ভব না হয়।”
প্রভুর অবস্থা এবে হয়েছে এমন
প্রণমিতে গেলে যায় সুষুম্নায় মন।
প্রশ্ন হল—কে কাহারে জানাবে প্রণতি
'সোহহং' 'ব্রহ্মাস্মি' ভাবে নিত্য যাঁর স্থিতি।
মায়ের নিকট হতে লইয়া বিদায়
ফিরিলেন হৃষীকেশে প্রভু পুনরায়।

বাংলার বিখ্যাত নেতা মৌলানা ভাসানী
প্রভুরে জানায় শ্রদ্ধা জুড়ি দুই পাণি।
কহিল—“বাংলার আজি বড়ই দুর্দ্দিন
কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন।”
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
“ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কিছু নাহি হয়
শোন ঠাকুরের বাণী অমৃত সমান ঃ—
ভগবান যা করেন তাতেই কল্যাণ।
পরিবর্ত্তমান এই নিখিল সংসার
এ্যায়সা দিন না রহেগা—জেনে রাখ সার।”
প্রভু সাথে নিরালাতে বসিয়া মৌলানা
অতঃপর কিছুক্ষণ করে আলোচনা।
প্রভুর নির্দ্দেশে শেষে সঙ্গী শিষ্যগণ
ফল ও মিষ্টান্ন তারে করায় ভোজন।
ভোজনান্তে পুনরায় বিদায়ের ক্ষণে
মৌলানা জানায় শ্রদ্ধা প্রভুর চরণে।

বিভিন্ন মঠের সন্ত আশ্রমিকগণ
দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হন।
প্রভুর নির্দ্দেশমত অতীব যতনে
করা হয় সৎকার অভ্যাগতগণে।
দশমী-সন্ধ্যায় লয়ে মায়ের প্রতিমা
নাম-সহ হৃষীকেশ হল পরিক্রমা।

আশ্রমের ঘাটে এসে হল নিরঞ্জন
প্রভু-পদ বন্দি ধন্য রাতে সর্ব্বজন।
পূজান্তেও জনস্রোত রহে অব্যাহত
প্রভুর বিশ্রাম নাহি হয় ঠিকমত।
স্থানীয় ভক্তেরা আসে দর্শন আশায়
প্রার্থীগণ নিজ নিজ অভাব জানায়।
শ্রীমুখের উপদেশ করিতে শ্রবণ
দিশি ও বিদেশী ভক্ত আসে অগণন।
দীক্ষার্থীর আগমন নিয়মিত হয়
সবারে করেন কৃপা প্রভু লীলাময়।
হৃষীকেশে লীলা করি পক্ষকাল প্রায়
উত্তরকাশীতে ফিরে যান পুনরায়।

প্রভুর মধুর লীলা অমৃত সমান
এ লীলা চিন্তনে দুঃখ জ্বালা অবসান।
এ লীলার কণামাত্র করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩৬

।। উত্তরকাশীতে কালীপূজা—১৩৭৮।।
।। বাংলার কল্যাণ কামনা।। ওপার বাংলায় ঘোর সংগ্রাম—
শিষ্য সেনাপতিদের সুরক্ষায় ব্যাকুলতা।।
।। রামচন্দ্রের অপমানে প্রতিকার প্রার্থনা।।

ভাগীরথী মঠে অতি শান্ত পরিবেশ
জনসমাগম হেথা না হয় বিশেষ।
সাধন বিশ্রাম লাগি আদর্শ এ স্থান
স্বতঃই আনন্দে ভরে ওঠে মন প্রাণ।
শিষ্যভক্ত অগণিত শুভ বিজয়ায়

পত্রযোগে শ্রীচরণে প্রণতি জানায়।
- রাশি রাশি পত্র আসি নিত্য জড়ো হয়
পড়েন সে সব যত্নে প্রভু লীলাময়।
পত্রের উত্তর দানে সদা সচেতন
প্রয়োজনে সঙ্গীগণে হয় নিয়োজন।
বিজয়ার পত্রাবলী দেন সঙ্গীদলে
জবাব বিশেষ স্থলে দেন মুখে বলে।
নিজেও লেখেন বহু পত্রের উত্তর
কোথাও কেবল দেন শ্রীহস্তে স্বাক্ষর।
পত্রের প্রাপক পায় পরশ প্রভুর
অফুরান হর্ষে প্রাণ হয় ভরপুর।

সমাগত দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথি
শ্যামাপূজা আয়োজন চলে যথারীতি।
প্রতিমার সাজসজ্জা করে দুইজন
কৃষ্ণানন্দ করে অগ্রে ভোগাদি রন্ধন।
সেই পরে পূজা করে নিশীথ সময়
তন্ত্রধারকতা কার্য্যে প্রভু লীলাময়।
আড়ম্বর নাই কোন আছে শুদ্ধাচার
ষড় রিপু বলিদান বৈশিষ্ট্য পূজার।
পূজা শেষে মা'র বুকে হাতখানি রেখে
অসুরনাশিনী মাকে কহিলেন ডেকে—
"বাংলায় গিয়ে রক্ষা কর মা সন্তানে
অতিশয় দুঃসময় এক্ষণে সেখানে।
ভক্ত-নির্য্যাতন আর সহিতে না পারি
নৃমুণ্ডমালিনী মাগো জাগো তাড়াতাড়ি।
দেবতার আহ্বানে জাগিয়া যেমন
করেছিলি একদিন অসুর নিধন,
তেমনি আবার আজ জেগে ওঠ ত্বরা
অসুরের পদভারে কাঁপে যে মা ধরা।
অসুর দানবগণে বিনাশি সত্বর

দনুজদলনী মাগো ধর্ম্ম রক্ষা কর।"
আবৃত্তি করেন কভু আবেগ সহিত
মহাজন বিরচিত অপূর্ব্ব সংগীত—
"জাগো ত্রিনয়নী মা
যোগনিদ্রাঘোরে ওগো মাগো আর থেকো না..."
শাস্ত্রমতে মাতৃপূজা হলে সমাপন
কিঞ্চিৎ ভোগান্ন প্রভু করেন গ্রহণ।
প্রসাদ গ্রহণ করে সঙ্গীশিষ্যগণ
ঘড়িতে চারিটা প্রায় বাজিছে তখন।
রাত্রি শেষ হতে নাই বিলম্ব বিশেষ
সঙ্গীগণে তাই প্রভু দিলেন নির্দ্দেশ—
মঙ্গল আরতি ভোরে করি সমাপন
বাবারা নিশ্চিন্ত মনে করিবি শয়ন।"

চাঁদ নামে সামরিক কর্ম্মী একজন
সুজনের নির্দ্দেশেতে করে আগমন।
প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দি ভক্তিভরে
নিরালায় দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে।
আলাপন অন্তে কাল নাহি করি ক্ষয়
হরিসাধনেরে ক'ন প্রভু লীলাময়—
"বেদতীর্থ মধুবাবা কলিকাতা থাকে
অতীব সত্বর কর টেলিগ্রাম তাকে—
রামানন্দ শান্তানন্দ দুই শিষ্য তরে
লক্ষ 'দুর্গা' মন্ত্র জপ শীঘ্র যেন করে।
শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করে আয়োজন
শত মুদ্রা কর্ তারে সত্বর প্রেরণ।"
সঙ্গীগণ অনুমান করিল তখন
হয়েছে আরম্ভ রণ বাংলায় ভীষণ।
আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য দল নিয়ে
দুই শিষ্য সেনাপতি পড়িছে ঝাঁপিয়ে
শিষ্য তথা ধরমের বিজয় কারণ

মন্ত্রজপ চণ্ডীপাঠ হল আয়োজন।
ফলভোগ অন্তে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণে
উত্তরকাশীতে যান যান-আরোহণে
প্রথমতঃ সঙ্গীগণ বড় ডাকঘরে
প্রভুর নির্দ্দেশমত টেলিগ্রাম করে।
পরে যান সাধু আর দেব দরশনে
সন্তেরা জানায় শ্রদ্ধা প্রভুর চরণে।
আশ্রম মন্দির আর সাধু নির্ব্বিশেষে
ফলদান করা হয় প্রভুর নির্দ্দেশে।
শ্রদ্ধাভরে যাহা কিছু করা হয় দান
স্বয়ং গ্রহণ তাহা করে ভগবান।
গিয়েছে সংগ্রামে প্রিয় শিষ্য দুইজন
তাই বুঝি হল আজি ফল বিতরণ।

বিসর্জ্জন হবে শ্যামা মায়ের মূরতি
অপরাহ্ন কালে তার চলিছে প্রস্তুতি।
প্রভু ও মায়ের ফটো একত্রে তুলিতে
জেগেছে বাসনা ভক্ত পুলিশের চিতে।
তাদের একান্ত ইচ্ছা করিতে পূরণ
মায়ের পাশেতে প্রভু উপস্থিত হন।
দুই একখানি মাত্র ফটো তোলা হলে
অরুণ করুণ হেসে গেল অস্তাচলে।
আলোর অভাবে কার্য্য বন্ধ হয়ে যায়
পুলিশেরা পুনরায় প্রার্থনা জানায়—
"দীন 'পরে কৃপা করে রাজী যদি হন
বাবা তবে কাল হবে মা'র বিসর্জ্জন।"
সত্বর করেন প্রভু সম্মতি জ্ঞাপন
সুবেদার এল প্রাতে প্রভুর সদন।
প্রভু অতি দ্রুতগতি সবার সহিত
মায়ের মূরতি পার্শ্বে হন উপস্থিত।
বিরাট সৈনিকদল মারণাস্ত্র হাতে

দাঁড়াইল সারিবদ্ধ প্রভুর পশ্চাতে।
পুলিশের কর্ম্মীগণ বিলম্ব না করে
তুলিল বিস্তর ফটো সানন্দ অন্তরে।
সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা'র মূরতি সহিত
সদলে গঙ্গার ঘাটে হন উপস্থিত।
কহিলেন প্রভু—"যেবা দিবে বিসর্জ্জন
অবশ্য গঙ্গায় স্নান করিবে সে জন।"
একে সন্ধ্যা সমাসন্ন—বায়ু সুশীতল
তদুপরি বরফের মত ঠাণ্ডা জল।
ভাবিতেও সারা অঙ্গ শিহরিয়া ওঠে
ক্ষণকাল কারো মুখে বাক্য নাহি ফোটে।
শ্যামদাস নামে শিষ্য করে নিবেদন—
"অনুমতি হলে আমি দিব বিসর্জ্জন।"
অনতিবিলম্বে পেয়ে বাঞ্ছিত সম্মতি
ভক্তবর শিরোপরি তুলিল মূরতি।
ধীরে ধীরে হাঁটুজলে পৌঁছিল যখন
প্রভু ক'ন—"দে এখন মাকে বিসর্জ্জন।
খাঁড়া হাতে খরস্রোতে ভেসে যা মা বঙ্গে
কর্ গিয়ে রণাঙ্গনে নৃত্য মহারঙ্গে।
অসুরগণেরে সেথা করিয়া নিধন
কর রক্ষা বিপন্ন এ ধর্ম্ম সনাতন।"
বিসর্জ্জন অন্তে জল পূর্ণ করি ঘটে
প্রভু সহ শিষ্যগণ ফিরে এল মঠে।
প্রভু ক'ন—"কে জানিস্ দিতে শান্তি জল?"
ভাষাহীন নতশির সঙ্গীশিষ্যদল।
অবিলম্বে শান্তি মন্ত্র করি উচ্চারণ
প্রভুই সে শান্তিবারি করেন সিঞ্চন।
মৌন অন্তে অতঃপর হল সন্ধ্যারতি
চণ্ডী হ'তে শ্লোক প্রভু করেন আবৃত্তি—
"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।"

অত্যাচারী ধর্ম্মদ্বেষী দানবের দল
ধরণীর বুকে হবে যখন প্রবল,
সেইকালে অরিকুলে নিধন করিতে
অবতীর্ণ হব আমি এই ধরণীতে।”
বাঙলার ভয়াবহ দুর্গতি মোচনে
করেন প্রার্থনা প্রভু মায়ের চরণে—
“দুর্গতিনাশিনি দুর্গে করুণা নয়নে
একবার চাহ মাগো বঙ্গদেশ পানে।
কোটিকোটি নরনারী করে হাহাকার
কর রক্ষা কর রক্ষা জননী আমার।।”
এ প্রার্থনা শিষ্যভক্ত হাজার হাজার
শ্রদ্ধাভরে পাঠ করে নিত্য তিনবার।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে ধর্ম্মদ্বেষীগণ
শ্রীরামচরিতে করে কালিমা লেপন।
রাম নাম অবিরাম রসনায় যাঁর
কেমনে সে প্রভু সহে হেন অনাচার।
রামে চিত সমর্পিত ভক্ত হনুমানে
স্মরিলেন মনে প্রাণে প্রভু সমাধানে।
ত্রৈকালিক প্রার্থনার নবতম বাণী
নেমে আসে ঊর্দ্ধ হতে আপনা-আপনি ঃ—
“তামিলনাদেতে দুষ্ট করে অপমান
ভগবান সীতারামে জাগো হনুমান।
ত্বরা করি মহাবীর কর প্রতিকার
তুমি বিনা এ দুর্দ্দিনে কেহ নাহি আর।।”
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সঙ্গীরা অচিরে
মহানন্দে নাড়ুভোগ দেয় মহাবীরে।
অপূর্ব্ব লীলার কথা করিয়া স্মরণ
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩৭

।। জগদ্ধাত্রী পূজায় দিলীপ রায়—১৩৭৮।।

।। একবার নাম শ্রবণ—ফল বৈকুণ্ঠ গমন।।

।। গুরু আজ্ঞা পালন অত্যুত্তম সাধন।।

জগদ্ধাত্রী মা'র পূজা সমাগত প্রায়
যেতে হবে হৃষীকেশে তাই পুনরায়।
যাত্রার প্রস্তুতি চলে সাতই কার্ত্তিক
হেন কালে মুদ্রা এল সাত শতাধিক।
অর্থ সহ ডাক-কর্ম্মী মঠে উপস্থিত
যাত্রায় বিলম্ব তাই ঘটিল কিঞ্চিৎ।
তৈলযানে দীর্ঘ পথ পর্য্যটন শেষে
অপরাহ্নে উপনীত হন হৃষীকেশে।
গোপাল পণ্ডিত আর ভক্ত পুরঞ্জয়
পরদিন প্রভু পাশে উপনীত হয়।
নানা স্থান হতে আরো আসে ভক্তদল
ধন্য হয় স্পর্শি রাঙা চরণ কমল।
প্রতীক্ষার অবসানে কার্ত্তিকের দশে
জগদ্ধাত্রী পূজা সুরু হল হৃষীকেশে।
পূজা চলে হেন কালে মধ্যাহ্ন বেলায়
হাজির সদলবলে শ্রীদিলীপ রায়।
সম্মুখে প্রভুরে পেয়ে সাধক প্রবর
সানন্দে লুটিয়ে পড়ে শ্রীচরণ 'পর।
প্রভুও সত্বর টেনে নিয়ে বক্ষোপরে
শুধান কুশল বার্ত্তা পরম আদরে।
সবিনয়ে নিবেদিল শ্রীদিলীপ রায়—
"সকলই কুশল তব অশেষ কৃপায়।
আজিকার পুণ্য দিনে তব দরশন
অবশ্যই এ অতীব সৌভাগ্য লক্ষণ।"
পূজার উৎসব লগ্নে পেয়ে ভক্তবরে

প্রভুরও আনন্দ যেন ধরে না অন্তরে।
নামমঞ্চ প্রতিমাদি হলে দরশন
ঘরোয়া সভার এক হল আয়োজন।
সমাগত মোহন্ত ও সন্ত কতিপয়
স্থানান্তরে যাত্রা তরে চেষ্টান্বিত হয়।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সাধুসন্তগণে
ফলমূল দেয়া হল বিদায়ের ক্ষণে।
শিষ্যভক্ত পরিবৃত মহাজনদ্বয়
বিবিধ বিষয়ে করে ভাব বিনিময়।
সঞ্চালন করি স্বীয় শ্মশ্রুমাঝে হাত
হাসিতে হাসিতে রায় কহে অকস্মাৎ—
"দাড়ি আপনার চেয়ে বৃহৎ আমার
কিন্তু তব শিরে জটা কিবা চমৎকার!
অমন জটা কি মোর হবে কোন দিন?"
হাসে সবে দেখি টাক কেশ-লেশহীন।
অতঃপর ভক্তবর অতীব উৎসাহে
প্রভুর প্রীতির তরে দু'টি গান গাহে।
কহিলেন প্রভু—"গান হল ভাল সব
শুনাও একটু গঙ্গা মহিমা ও স্তব।"
পিতার রচিত গঙ্গা মহিমা সঙ্গীত
মধুকণ্ঠে গাহে ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত।
গীত অন্তে চায় যেতে শ্রীদিলীপ রায়
প্রভু পাশে সবিনয়ে যাচিল বিদায়।
কহিলেন দৃঢ়কণ্ঠে প্রভু লীলাময়—
"খালি মুখে যেতে নাই মধ্যাহ্ন সময়।
হয়ে গেছে দেখ মা'র ভোগ নিবেদন
প্রসাদ না পেয়ে যেতে দিব না এখন।"
বিশ্বানন্দে ডাকি প্রভু কহেন সত্বর—
"বাবাদের আহারের আয়োজন কর্।"
প্রভু নিজে পাশে করি আসন গ্রহণ
সযতনে সকলেরে করান ভোজন।

প্রথমে প্রসাদ আসে জগদ্ধাত্রী মা'র
ফলমূল মিষ্ট দ্রব্য বিবিধ প্রকার।
খিচুড়ী প্রসাদ অন্তে অন্ন অতঃপর
সাথে ভাজা তরকারী এল বহুতর।
সুস্বাদু চাটনী দই পরমান্ন পরে
সকলে গ্রহণ করে তৃপ্তি সহকারে।
ভোজনান্তে ভক্তবর প্রণতি জানায়
প্রভুও সানন্দ চিত্তে দিলেন বিদায়।

পূজাশেষে সাধুসন্ত অভ্যাগতগণ
সবাকার অগ্রে করে প্রসাদ গ্রহণ।
অবশেষে বেলা চারি ঘটিকার পর
প্রসাদ গ্রহণে প্রভু পান অবসর।
যথাকালে হল সাঙ্গ পূজা দশমীর
আজিও আশ্রমে খুব কম নয় ভিড়।
মধ্যাহ্ন সময়ে সাধু সন্ত বহু জন
প্রসাদ গ্রহণ করি পরিতৃপ্ত হন।
অপরাহ্নে ট্রাকে লয়ে মায়ের প্রতিমা
নাম সহ হৃষীকেশ হল পরিক্রমা।
গঙ্গায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে হল বিসর্জ্জন
শ্রীচরণ স্পর্শি রাতে ধন্য ভক্তগণ।
সাধু সন্নাসীরা এল আশ্রমে বিস্তর
কেহ চায় বস্ত্র কেহ কম্বল চাদর।
প্রার্থী না বিমুখ হয় এখানে কখন
বিশেষতঃ প্রার্থী যদি সাধু মহাজন।
অপরাহ্নে পাঠ অন্তে প্রভু দয়াময়
উপদেশ দেন নাম মহিমা বিষয় ঃ—
"একবার মাত্র নাম করিলে শ্রবণ
অবশ্যই করে জীব বৈকুণ্ঠে গমন।
বিশ্বাস না হয় যদি এ আশ্বাস বাণী
শোন্ তবে বলি এক অদ্ভুত কাহিনী—

দুই প্রকৃতির ছিল দুই সহোদর
ছোটভাই ধর্ম্মপথে চলে নিরন্তর।
বড়দা এড়িয়ে চলে নাম সাবধানে
নামগান হয় যদি তুলা দেয় কানে।
অনুজের প্রাণ তাই জ্বলে দুঃখানলে
শুনাল অগ্রজে নাম একদা কৌশলে।
বড়দার দেহত্যাগ হল একদিন
ধর্ম্মরাজ সমস্যার হন সম্মুকীন।
কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম করেনি জীবনে
একবার শুধু নাম শুনেছে শ্রবণে।
উত্তম মধ্যম গতি অথবা অধম
ধর্ম্মরাজ নাহি হন নির্ণয়ে সক্ষম।
তাই তিনি ইন্দ্রলোকে হন উপস্থিত
বড়দাও গেল সেথা তাঁহার সহিত।
দেবরাজ সমর্থ না হন সমাধানে
এবার গেলেন সবে শিব সন্নিধানে।
মীমাংসায় অসমর্থ হলে মহেশ্বর
সত্বর গেলেন সবে ব্রহ্মার গোচর।
সৃষ্টিকর্ত্তা অক্ষমতা করিলে জ্ঞাপন
যেতে হল অবশেষে বৈকুণ্ঠ ভবন।
উত্তম আসন করি অভ্যাগতে দান
শুধালেন আগমন-হেতু ভগবান।
ব্রহ্মা বলে ভক্তিভরে জুড়ি দুই পাণি
'একবার রামনামে কি ফল না জানি।
চতুর্ম্মুখে নাম আমি করি অনুখন
পঞ্চমুখে রামনাম গায় পঞ্চানন।
অনন্ত অনন্ত মুখে মত্ত নামগানে
'বড়দা' শুনেছে নাম একবার কানে।
হেন নাম শ্রবণেতে কিবা ফলোদয়
আমরা অক্ষম তাহা করিতে নির্ণয়।
সে কারণে শ্রীচরণে এই নিবেদন—

'কৃপা করি কর হরি সংশয় মোচন।'
শুধালেন স্মিতহাস্যে বিষ্ণু ভগবান—
'এক্ষণে কোথায় তব শুভ অবস্থান?'
অনতিবিলম্বে ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে বলে—
'এসেছি বৈকুণ্ঠ ধামে আমরা সকলে।'
ভগবান কহিলেন—'সবার সহিত
বড়দাও বৈকুণ্ঠেতে এবে উপস্থিত।
একবার রামনামে কিবা ফল হয়
এখনো কি সে বিষয় ঘোচে নি সংশয়!'
দেববৃন্দ মহানন্দ লভিয়া অন্তরে
নারায়ণে সযতনে বহু স্তুতি করে।
অতঃপর সবে তাঁরা করেন প্রস্থান
বড়দার বৈকুণ্ঠেতে হল অবস্থান।"
স্বল্প পরে পুন সুরু করেন বলিতে—
"যোগ ধ্যান সম্ভব না হয় এ কলিতে।
এ যুগে সহজ পথ নাম সঙ্কীর্ত্তন
হেলায় শ্রদ্ধায় নাম কর অনুখন।
উঠিতে বসিতে খেতে—নিদ্রা-জাগরণে
অবিরাম কর নাম কায়বাক্যমনে।
যে কেহ লইবে মহানামের আশ্রয়
অবশ্য কৃতার্থ হবে নাহিক সংশয়।"
পাঠ উপদেশ শেষে যোধপুর রাণী
প্রণমে প্রভুর রাঙা চরণ দু'খানি।
রাজপুত্র আর তার সঙ্গী দুই জন
প্রণমিল অতঃপর প্রভুর চরণ।
শুধালেন প্রভু তারে—"মা এলি কখন?
কি খবর? তোরা সব আছিস্ কেমন?
মহারাণী করজোড়ে সবিনয়ে বলে—
"আপনার আশীর্ব্বদে রয়েছি কুশলে।"
এদের উদ্দেশ্য করি প্রভু অতঃপর
উপদেশ দেন হিন্দী মাধ্যমে বিস্তর।

জনৈক সেবক শিষ্যে উপলক্ষ্য করে
কহিলেন পরদিন প্রাতে সকলেরে—
"শোন্ বাবা —যে আদেশ যাকে করা হবে
করিবে পালন যত্নে সে তা অবিলম্বে।
ক্ষমতা না থাকে যদি প্রকৃতই তার
সে ক্ষেত্রে অন্যের 'পর দিতে পারে ভার।
সক্ষম হয়েও তুই বল্ কি কারণ
অপরের 'পরে ভার করিলি অর্পণ?
আর এক কথা—তুই ভার দিলি যাকে
উদয়াস্ত কর্ম্মব্যস্ত সেই জন থাকে।
সে কারণ বিস্মরণ অসম্ভব নয়
এ কথা কি তোর মনে হল না উদয়!
গুরু আজ্ঞা পালনের সৌভাগ্য মহান
বহু পুণ্য ফলে লভে আশ্রিত সন্তান।
কর্ম্মদোষে ভাগ্য যার মন্দ অতিশয়
গুরুবাক্য পালনে সে পরাঙ্মুখ হয়।
গুরুসেবা আর তাঁর আদেশ পালন
মুমুক্ষুর পক্ষে অতি উত্তম সাধন।
একথা স্মরণ রেখে তোরা সর্ব্বক্ষণ
আদেশ পালনে বাবা কর প্রাণপণ।"
এ দাসের মত কেবা আছে ভাগ্যহীন
গুরু আজ্ঞা পালনে এ চির উদাসীন।
দাও মতি দাও শক্তি আদেশ পালনে
দাও ঠাঁই শ্রীচরণে দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩৮

।। হৃষীকেশ থেকে বাংলায়—১৩৭৮।।

।। দানে কৃতার্থ দাতা।।

পূজা শেষে দেখা দিল ঝড়ো পরিবেশ
বিদায় ব্যথায় বুঝি কাঁদে হৃষীকেশ।
কার্ত্তিকের পনেরোই তেয়াগি আশ্রম
হৃষীকেশ ষ্টেশনেতে এলেন প্রথম।
অপরাহ্ণে বাষ্পযান হল উপস্থিত
উঠিলেন প্রভু সব যাত্রীর সহিত
হেনকালে প্রার্থী এক আসি ভিখ মাগে
ধনী শিষ্য ইসারায় বলে "বাড়ো আগে।"
যাত্রীদের কোলাহল ভিড়ের ভিতর
না এড়ালো এই দৃশ্য প্রভুর নজর।
কহিলেন শিষ্যটিরে প্রভু অচিরাৎ—
"জানিস্ কে পেতেছিল তোর কাছে হাত?
দরিদ্র ভিখারী নয় ও যে ভগবান
হেলায় করিলি তুই তারে প্রত্যাখ্যান!
ও নাহি কৃতার্থ হবে তোর ক্ষুদ্র দানে
তুই ধন্য হবি সেবা করি ভগবানে।"
লজ্জিত সেবক ত্বরা হয়ে আগুয়ান
ভিক্ষুকের হাতে মুদ্রা করিল প্রদান।
সন্ধ্যার প্রার্থনা মৌন আরতির পর
ফল মিষ্টি ভোগ হল গাড়ীর ভিতর।
স্বল্প মাত্র করি প্রভু প্রসাদ গ্রহণ
কম্বল শয্যার 'পরে করেন শয়ন।
মঙ্গল আরতি স্তব প্রার্থনা কীর্ত্তন
চলন্ত শকটে ভোরে হল সম্পাদন।
বহু ফল মিষ্ট সহ লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে
এল শিষ্যভক্তগণ প্রভুর দর্শনে।

ব্যাকুলিত ভক্তে কৃপা বরিষণ তরে
সত্বর এলেন প্রভু ষ্টেশন চত্বরে।
প্রণাম পর্ব্বের পর প্রসাদ বণ্টন
সমাগত শিষ্যভক্ত আনন্দে মগন।
'তার'যোগে বার্ত্তা পেয়ে কানপুরবাসী
দলে দলে ভিড় করে ষ্টেশনেতে আসি।
বাজপেয়ী পরিবার পরশি চরণ
চারিশত মুদ্রা করে প্রণামী অর্পণ।
বিঠুরের আশ্রমেতে পদার্পণ তরে
বারে বারে সকাতরে নিবেদন করে।
সন্তানের ব্যাকুলতা করি দরশন
আশ্বাস প্রদানি প্রভু কহেন তখন—
"সীতারাম যেতে চেষ্টা করিবে বিঠুর
তারপর কি হবে তা জানেন ঠাকুর।"
কাশীতেও হল বহু ভকতের ভিড়
দর্শন প্রণাম লাগি সকলে অধীর।
আপন আসন ছাড়ি প্রভুও অচিরে
বাষ্পযান হতে নেমে এলেন বাহিরে।
মিনিট দশেক গাড়ী এখানে দাঁড়ায়
অদ্য অবস্থান কাল অর্দ্ধ ঘণ্টা প্রায়।
প্রাণভরে প্রাণনাথে করি দরশন
আনন্দিত কাশীবাসী দর্শনার্থীগণ।
আবার চলিতে সুরু করি বাষ্পযান
পরদিন ভোরবেলা এল বর্দ্ধমান।
এখানেও দর্শনার্থী ভক্ত বহু জন
করিল দর্শন আর স্পর্শিল চরণ।
শ্রীগুরু-নিবাসে শীঘ্র যান তৈলযানে
কহিলেন—"ফলভোগ হবে এইস্থানে।
অন্নভোগ দিগসুয়ে মধ্যাহ্ন বেলায়।"
শ্রীগুরুনিবাসে ক্রমে ভিড় বেড়ে যায়।
দূর-দূরান্তর হতে আসে ভক্তগণ

সবারে করেন প্রভু কৃপা বরিষণ।
যথাকালে ফলভোগ হলে সমাপন
দিগসুই অভিমুখে বহির্গত হন।
চিতেরমার-পড়াতে দশটার পরে
যাত্রার বিরতি হল স্বল্পকাল তরে।
আশ্রম সেবক চিন্তাহরণ সত্বর
পড়িল লুটিয়ে রাঙা চরণের 'পর।
ভক্তবরে বক্ষে ধরে দিয়ে আলিঙ্গন
স্নেহ ও আশীষ ধারা করেন বর্ষণ।
ভক্তের আনন্দ আর ধরে না অন্তরে
দু'নয়ন হতে অশ্রু ঝরঝর ঝরে।
ঠাকুরঘরেতে গিয়ে প্রভু লীলাময়
সেবাপূজা দেখি হন প্রীত অতিশয়।
কহিলেন অবিলম্বে সঙ্গীগণে ডেকে—
"সেবা কা'কে বলে তোরা যা এখানে দেখে।"

দিগসুয়ে অবস্থিত সাধন সমিতি
যার সাথে বিজড়িত শ্রীগুরুর স্মৃতি।
শ্রীরাম মন্দির সেথা শোভে মনোরম
রামসীতা দরশনে গেলেন প্রথম।
গুরুপুত্র পূজনীয় শ্রীশ্যামাশঙ্কর
সমিতি প্রাঙ্গণে হন হাজির সত্বর।
ভক্তিভরে শ্রীচরণে করেন প্রণাম
আলিঙ্গন দেন তাঁরে প্রভু সীতারাম।
প্রশ্নের উত্তরে ত্বরা গুরুপুত্র বলে—
"মাতা সহ আছি মোরা কুশলে সকলে।
তব লাগি চিন্তান্বিত গৃহে সর্ব্বজন
বলুন দেহের হাল এখন কেমন?"
প্রভু ক'ন—"দুশ্চিন্তার নাহিক কারণ
এ দেহটা আছে বেশ ভালই এখন।"
বুড়োশিব গোপালাদি করি দরশন

অবশেষে গুরুগৃহে উপনীত হন।
নমিলেন শ্রদ্ধাভরে গুরুমায়ে তথা।
শীঘ্র হয় বিনিময় কুশল বারতা।
ইতিমধ্যে চারিদিকে জমে ওঠে ভিড়
দর্শন স্পর্শন লাগি সকলে অধীর।
দয়াময় প্রভু হয়ে কৃপা পরবশ
দেন দরশন আর বাঞ্ছিত পরশ।
ভোগ অন্তে অপরাহ্ণ চারিটায় প্রায়
তৈলযান আরোহণে যাত্রা পুনরায়।
প্রথমতঃ 'নামে' পূত 'আনন্দ কাননে'
বিতরেন কৃপাধারা প্রসন্ন আননে।
'দেবযান' কার্য্যালয় বাদ নাহি পড়ে
কেদার ভবনে যান স্বল্পকাল পরে।
'জয়গুরু' 'আর্য্যনারী' কার্য্যালয়-দ্বয়
করেন দর্শন সেথা প্রভু লীলাময়।
লক্ষ্মীমার মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
নামমাত্র ফলভোগ করেন গ্রহণ।
রাত্রি দশ ঘটিকার বহুক্ষণ পরে
মহামিলন মঠেতে পদধূলি পড়ে।
মন্দির-বিগ্রহ-প্রেস করি দরশন
তৈলযানে পুনরায় বহির্গত হন।
সখের বাজারে যবে হন উপস্থিত
রাত্রির প্রথম অর্দ্ধ হয়েছে অতীত।
উৎসাহী ভক্তের দল গভীর নিশায়
দরশন লাগি আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করি মায়ীগণ
নিশীথ সময়ে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
গৃহস্বামী ভাগ্যবান শ্রীমণি শঙ্কর
শ্রদ্ধাভরে মাল্যদান করিল সত্বর।
সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে শ্রীচরণ 'পরে
সযতনে পাদপদ্ম দেয় ধৌত করে।

চরণ-অমৃত করি ভক্তিভরে পান
করিল আরতি আর পুষ্পাঞ্জলি দান।
মায়েদের দল অতি সুমধুর সুরে
মহানাম গান করি শুনায় প্রভুরে।
ভোগ অন্তে রাত্রি দুই ঘটিকার পর
বিশ্রামের তরে হল স্বল্প অবসর।

দিবসের শুভারম্ভ ভোরে বর্দ্ধমানে
চলে কৃপা বিতরণ অগণিত স্থানে।
জগৎ কল্যাণে নাই রাতেও বিরতি
মনুষ্যে সম্ভব কি এ অচিন্ত্য শকতি!
স্মরি এ বিস্ময়কর লীলা অতুলন
প্রভুর চরণ বন্দে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩৯

।। বাংলায় প্রচার—১৩৭৮।। সরবতে ফটকিরি।।
।। দীক্ষার কঠোর সর্ত্ত।। বিচিত্র শোভাযাত্রা।।

কালীপদ তর্কাচার্য্যে দিতে দরশন
তার গৃহে প্রাতঃকালে উপনীত হন।
তর্কাচার্য্য মহাশয আসি ত্বরা করি
গৃহ অভ্যন্তরে নিয়ে যান হস্ত ধরি।
বসিতে আসন দিয়ে পবিত্র সুন্দর
লুটিয়ে পড়েন রাঙা চরণের 'পর।
প্রীতি ভরে প্রভু তারে দিয়ে আলিঙ্গন
শুধালেন অবিলম্বে—"শরীর কেমন?"
পণ্ডিতপরর কহে ক্ষণকাল বাদে—
"আছি ভাল আপনার কৃপা আশীর্ব্বাদে।"

অতঃপর পরস্পর সুদীর্ঘ সময়
ভাব বিনিময় চলে বিবিধ বিষয়।
বালিটিকুরীতে প্রভু যান অনন্তর
স্বাগত জানায় সেথা শ্রীকালীশঙ্কর।
কৃপা বিতরণ করি শিষ্যভক্তগণে
দীক্ষাপ্রার্থীদের দেন আশ্রয় চরণে।
ভিড় কম বলে ভোগ রান্না হল কম
বেলা বাড়ে সাথে বাড়ে জনসমাগম।
পঞ্চাশ জনের মত ছিল আয়োজন
পরিতৃপ্ত হল তায় দেড়শত জন।
অপরাহ্নে যাত্রাকালে এল অকস্মাৎ
বিখ্যাত পণ্ডিত শিষ্য শাস্ত্রী গৌরীনাথ।
শাস্ত্রীজীর আকস্মিক এই আগমনে
প্রভুর বিলম্ব ঘটে বিদায় গ্রহণে।
সন্ধ্যার প্রার্থনা মৌন আরতি কীর্ত্তন
এখানেই অনুষ্ঠিত হল সে কারণ।
কালীঘাট বাসী দেবু ভাগ্যবান অতি
অতঃপর তার গৃহে যাত্রার বিরতি।
আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বে প্রচারের ফলে
এসেছে অসংখ্য শিষ্যভক্ত দলে দলে।
ভিড় দেখে প্রভু কন—"আগে রাস্তা কর্
গাড়ী থেকে নামিবে 'এ' নীচে তার পর।"
জনতার দর্শনের সুবিধার তরে
দাঁড়ালেন উচ্চস্থানে প্রভু কৃপা করে।
অবিচ্ছিন্নভাবে কৃপা চলে বিতরণ
প্রার্থনা ভাষণ শেষে প্রণাম গ্রহণ।
শ্রীচরণ স্পর্শ করি ধন্য হয় সবে
এক ঘণ্টা কাটে প্রায় প্রণাম পরবে।
ভোগ অন্তে রাত্রি এক ঘটিকার পর
বিশ্রামের তরে জোটে স্বল্প অবসর।
মঙ্গল আরতি পাঠ প্রার্থনা ও স্তব

হল ভোরে যথারীতি একে একে সব।
প্রভাতের অনুষ্ঠান হলে সমাপন
কাজুর সরবৎ দিল মায়ী একজন।
একবার মুখে দিয়ে সে পেয় প্রসাদ
প্রভুর মুখেতে বড় লাগিল বিস্বাদ।
শুধান বিকৃত মুখে সেবকে তখন—
"সরবৎ লাগে কেন কষায় এমন?"
সঙ্গীগণ আস্বাদন করি অবিলম্বে
অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে সবে।
তথ্যানুসন্ধানে হল সঙ্গীরা তৎপর
উদ্‌ঘাটিত হল সত্য অতীব সত্বর।
বহু দ্রব্য একস্থানে ছিল রাশি রাশি
মিছরী ও ফটকিরি ছিল পাশাপাশি।
মিছরীর ডেলা ভেবে ফটকিরি নিয়ে
কাজুর সরবৎ মায়ী দিয়েছে বানিয়ে।
দেবুর শাশুড়ী মরে মরম ব্যথায়
বার বার প্রভু পাশে আসি ক্ষমা চায়।
পিপাসায় কেরোসিন খেল যে শৈশবে
ফটকিরি খেয়ে আর কিবা তাঁর হবে!
প্রভু তাই কহিলেন—"নেই তোর দোষ
কেন মিছে কর্‌ছিস্ এত আফ্‌শোষ!"
মায়ীর অন্তর তবু প্রবোধ না মানে
পুনরায় ক্ষমা চায় প্রভু সন্নিধানে।
কহেন সহাস্যে এবে প্রভু লীলাময়—
"অপরাধ করেছিস্ যদি মনে হয়।
জেনে রাখ্ এত ক্ষমা আছে এ ভাণ্ডারে
অপরাধ সেথা নাহি পঁহুছিতে পারে।
মানুষ মাত্রেই নিত্য কত ভুল করে
মিছে কষ্ট ভোগ নাহি করিস্ অন্তরে।
কত না ঘটনা পূর্ব্বে ঘটেছে এমন
শোন্ তার চমৎকার কিছু বিবরণ ঃ—

শিষ্যা অতি ভক্তিমতী নন্দরাণী নামে
আদরে 'গোপাল' বলি ডাকে সীতারামে।
একদিন প্রাতে দিল মিছরী-মাখন
নোনতা লাগিছে স্বাদ—না বুঝি কারণ।
স্বল্প পরে সমাদরে দিল সরবৎ
এতেও নুনের স্বাদ লাগে পূর্ব্ববৎ।
হেনকালে নন্দরাণী পাগলিনী প্রায়
বলে এসে—'সর্ব্বনেশে ভুল হল হায়!
সৈন্ধব দিলাম খেতে গোপাল তোমায়!'
এত বলি বার বার মাথা ঠোকে পায়।
হা-হুতাশ করে মায়ী কাঁদিয়া আকুল
কহিলাম—'এরকম হয়ে থাকে ভুল।
তোর এতে হয় নাই কোন অপরাধ।'
তবু তার অশ্রুধারা নাহি মানে বাঁধ।
বালীতে এ দেহ ছিল অসুস্থ যখন
অনেক ঔষধ হত করিতে সেবন।
ওষুধের পাশেতেই ছিল আইডিন
ভুল করে শান্তি-মা তা' দিল একদিন।
আইডিন খেতে হল ভুলের কারণ
এ প্রকার বহুবার হল অঘটন।"

স্বল্পকাল পরে প্রভু লয়ে শিষ্যগণে
কালী মন্দিরেতে যান মাতৃ দরশনে।
নাম সহ নামিলেন মন্দিরের দ্বারে
মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড ভিড় জমে চারিধারে।
চারিদিকে ভিড় শুধু ভক্ত জনতার
এক পা এগুনো অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।
পুলিশের সহায়তা নিয়ে পাণ্ডাগণ
প্রভুরে করায় কালীমাতার দর্শন।
দর্শন প্রণাম পূজা হলে সমাপন
প্রচারের কেন্দ্রে পুন উপনীত হন।

এখানেও ভিড় সেই মন্দিরের মত
তা দেখি নামিতে প্রভু না হন সম্মত।
গাড়ীতে বসেই ক'ন দেবুরে তখন—
"চলিলাম রামেশ্বর দাগার ভবন।
দীক্ষার্থী আসনে যারা বসেছে হেথায়
তাদের সবারে নিয়ে সেথা চলে আয়।"
অচিরে পৌঁছিল যান দাগার ভবনে
গৃহস্বামী এল ছুটে আনন্দিত মনে।
হাত ধরে নিয়ে গিয়ে অতীব যতনে
বসাল গৃহের মাঝে ময়ূর আসনে।
অতঃপর ধৌত করি যুগল চরণ
ভক্তিভরে পাদোদক করিল গ্রহণ।

অপরাহ্নে ব্রহ্মচারী মহানামব্রত
প্রভুর দর্শন লাগি হন উপনীত।
ভক্তিভরে ব্রহ্মচারী পরশি চরণ
করিলেন অবিলম্বে আসন গ্রহণ।
অতঃপর কুশলাদি হলে বিনিময়
কহিলেন হাসিমুখে প্রভু লীলাময়—
"বন্ধুসুন্দরের শতবার্ষিকী উৎসবে
সাড়ম্বরে সভা এক অনুষ্ঠিত হবে।
শুনেছি মায়েরা সেথা গাবে নাকি গান
এ কেমনে সে সভাতে করে যোগদান?"
কাতরে প্রার্থনা করে মহানামব্রত
প্রভু তাই অবশেষে হলেন সম্মত।
কার্ত্তিকের বিশে বেলা চারি ঘটিকায়
হাজির হলেন সেই মহতী সভায়।
মহাজাতি সদনেতে সভা আয়োজন
চারিদিকে লোক আর লোক অগণন।
সভার ভিতর ভিড়—ভিড় পথ 'পরে
ব্যগ্র সবে শ্রীচরণ দরশন তরে।

ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ধীরে ধীরে
আসিলেন সভা ছাড়ি গৃহের বাহিরে।
ছাদে উঠে ভক্তগণে দিয়ে দরশন
সভায় করেন পুন আসন গ্রহণ।
সকলের প্রার্থনায় প্রভু লীলাময়
সভায় বলেন 'বন্ধু-সুন্দর' বিষয়।
নামের মাহাত্ম্য কিছু করিয়া কীর্ত্তন
সাঙ্গ করিলেন ত্বরা সংক্ষিপ্ত ভাষণ।
সঙ্গীগণ সহ প্রায় রাত্রি দশটায়
সভাস্থল হতে প্রভু নিলেন বিদায়।
প্রণব বৈদ্যের গৃহে অতঃপর যান
টালিগঞ্জে হল সেই রাতে অবস্থান।
কিরণ বৈদ্যের বাঞ্ছা করিতে পূরণ
পরদিন তার গৃহে কৃপা বরিষণ।
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বহু ভকতের ভিড়
দীক্ষার্থীও কতিপয় হয়েছে হাজির।
সবারে করেন কৃপা প্রভু দয়াময়
মধ্যাহ্নের ভোগ হয় চারিটা সময়।
অতঃপর বহু গৃহেপদধূলি দিয়া
রাত প্রায় বারটায় যান ঢাকুরিয়া।
ভক্তদের ভিড় দেখি প্রভু পুনরায়
প্রার্থনা করান সেই গভীর নিশায়।
অতঃপর সুরু হয় প্রণাম গ্রহণ
রাত্রি একটার পর ভোগ নিবেদন।
গৃহস্বামী পঞ্চানন প্রার্থনা জানায়
উপরে গেলেন প্রভু প্রায় দুইটায়।
নীচেতে তখনও ভক্ত রয়েছে প্রচুর
ভোগান্তে বিশ্রাম তাই না হয় প্রভুর।
মঞ্চে আসি পুনরায় বসি উচ্চাসনে
প্রণামে সুযোগ দেন নবাগতগণে।
অবশেষে উপদেশে কাটে দীর্ঘক্ষণ

রাত্রি সাড়ে তিনটায় বিশ্রাম গ্রহণ।
পরদিন নীহারের গৃহে অবস্থান
এখানেও শতাধিক হল দীক্ষাদান।
এখানেও ভিড় সেই ভক্ত জনতার
দর্শন প্রণাম লাগি তীব্র হাহাকার।
মধ্যাহ্নের ভোগ সেই বেলা পাঁচটায়
নিয়মিত অনিয়মে না হয় ব্যত্যয়।
এখানেও ঘণ্টাধিক প্রণাম গ্রহণ
দিনে রাতে দুইবার সুদীর্ঘ ভাষণ।

শ্রীধাম ডুমুরদহে চব্বিশে কার্ত্তিক
দর্শনার্থী শিষ্য ভক্তে পূর্ণ চারিদিক।
যাঁর লাগি সমাগত ভক্ত অগণন
মধ্যাহ্ন অবধি তাঁর না মিলে দর্শন।
বেলা দেড়টায় যবে পঁহুছিল গাড়ী
এল সবে ধেয়ে যেন পিপীলিকা সারি।
দরশন করি অগ্রে ব্রজনাথজীরে
উচ্চ মঞ্চ 'পরে প্রভু এলেন অচিরে।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লভি দরশন
আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে ভক্তগণ।
অনেকেই ব্যস্ত গৃহে ফেরার তাড়ায়
তাড়াতাড়ি ভোগ তাই হল পাঁচটায়।
ভোগ অন্তে দীক্ষা দিয়ে দেড়শত জনে
মহাবীর বাড়ী যান বিশ্রাম কারণে।
বিশ্রামান্তে রাত্রি প্রায় আট ঘটিকায়
দেখিলেন বহু জন দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
কৃপা পরবশ হয়ে প্রভু লীলাময়
দিলেন ভাষণ নাম-মহিমা বিষয়।
রাত সাড়ে নয়টাতে চড়ি তৈলযানে
বাহিরান পুণ্য ধাম নবদ্বীপ পানে।
দুর্লভের গৃহে যবে হন উপস্থিত

অর্দ্ধেকের বেশী রাত্রি হয়েছে অতীত।
গৃহস্বামী ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করে
ভোগ হয় রাত্রি দুই ঘটিকার পরে।
পরদিন কৃপা করি দীক্ষাপ্রার্থীগণে
দরশন দিতে যান গোপেন্দুভূষণে।
অসুস্থ পণ্ডিত পেয়ে দুর্লভ দর্শন
রোগ জ্বালা ভুলে মহা আনন্দে মগন।
অতঃপর তৈলযানে দেখিবারে যান
হেথাকার দর্শনীয় সব পুণ্য স্থান।
অপরাহ্ণে দেবভাষা শিক্ষা নিকেতনে
সভা উপলক্ষ্যে প্রভু গেলেন সগণে।

ছাব্বিশে গোয়ালজোড়ে হলেন হাজির
চারিদিকে হেথা শুধু জনতার ভিড়।
প্রভুর নির্দ্দেশে সঙ্গীশিষ্য একজনা
মাইকে দীক্ষার সর্ত্ত করিল ঘোষণা ঃ—
মন্ত্র নিতে যাহাদের মনে অভিলাষ
অবশ্য ত্যজিবে তারা ডিম মুর্গী হাঁস।
পেঁয়াজ রসুন আদি করবে বর্জ্জন
এ সবেতে করে চিত্তে চাঞ্চল্য বর্দ্ধন।
খায় যারা ডিম মুর্গী রসুন পেঁয়াজ
গুরুমন্ত্র মহামন্ত্র পাবে শুধু আজ।
যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত যদি কভু করে
ইষ্টমন্ত্র দেয়া হবে তাদেরকে পরে।
ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠিবে যখন
পরাবে না বিজাতীয় ফ্রক পেণ্টালুন।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হলে ও-সকল ছাড়ি
ছেলেকে পরাবে ধুতি মেয়েদের শাড়ী।
সতত সচেষ্ট হবে সৎশিক্ষা দানে.
সহশিক্ষা হতে দূরে রাখিবে সন্তানে।
কুঁচিয়ে কাপড় পরা মায়েদের মানা

কালনিরূপক যন্ত্র হাতে বাঁধিবে না।
তিন বেলা সন্ধ্যা নাহি করে যে দ্বিজাতি
প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরিক্ত নাই তার গতি।
হোম করি 'সূত্র' পুন করিবে গ্রহণ
সাধ্যমত ব্রাহ্মণেরে করাবে ভোজন।
অশৌচসঙ্কোচে যারা সঙ্কুচিত নয়
তাদের না দেন প্রভু চরণে আশ্রয়।
শাস্ত্রবিধি নিরবধি করিতে পালন
হতে হবে সাতিশয় যত্নপরায়ণ।
যদ্যপি কঠিন অতি নিয়ম পালন
তবু দীক্ষা লাগি ব্যগ্র অধিকাংশ জন।
প্রণাম পর্ব্বের পর হল দীক্ষা দান
অতঃপর মধ্যাহ্নের প্রার্থনা করান।
অপরাহ্ন কালে দেন সংক্ষিপ্ত ভাষণ
সন্ধ্যায় প্রার্থনা আর মৌন স্বল্পক্ষণ।
হেথা কৃপা বিতরণ করি সমাপন
কলিকাতা অভিমুখে বহির্গত হন।
পথে নানা স্থানে হল পদধূলি দান
রাত্রি প্রায় তিনটায় মঠে পঁহুছান।
পরদিন মহামিলন মঠে অবস্থান
তিলধারণের আর নাই কোথা স্থান।
উদয়ের পূর্ব্ব হতে সুরু হয় ভিড়
দর্শন প্রণাম লাগি সকলে অধীর।
ভিড় আর ব্যাকুলতা করি দরশন
সত্বর করেন প্রভু মঞ্চে আরোহণ।
কাছে যেতে পথ নাহি পায় ভক্তদল
দূরে থেকে ছুঁড়ে দেয় ফুল মালা ফল।
হাতে হাতে বাড়াইয়া দেয় বহু জন
কাপড় চাদর সহ নানা উপায়ন।
মাঝে মাঝে ওঠে উচ্চ "বাবা বাবা" ধ্বনি
সাড়া দেন স্নেহবান প্রভুও অমনি।

শব্দ লক্ষ্য করি হস্ত করি সঞ্চালন
অথবা অভয় মুদ্রা করি প্রদর্শন।
এ প্রকার লীলা চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে
ফল ভোগ হয় বেলা একটার পরে।
দীক্ষার্থীর সংখ্যা হেথা প্রায় দশ শত
আসনেতে বসি তারা প্রতীক্ষায় রত।
ফল প্রসাদের পর্ব্ব হল যবে শেষ
দীক্ষাস্থলে গিয়ে দেন জপের নির্দ্দেশ।
অতঃপর মঞ্চে গিয়ে দেন দরশন
আর দেন সুধামাখা মধুর ভাষণ।
নীরবে শুনিছে সবে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায়
মধ্যাহ্নের ভোগ হল বেলা পাঁচটায়।

উমেশ নরেশ দুই বিশিষ্ট সেবক
একজন বৈদ্য আর অন্যে অধ্যাপক।
ধর্ম্মনিষ্ঠ বালবৃদ্ধ পরিজনগণ
পরদিন এই গৃহে শুভ পদার্পণ।
এখানেও অগণিত জনতার ভিড়
এখানেও ব্যাকুলতা বহু দীক্ষার্থীর।
সারাদিন ভুলি তাই আহার বিশ্রাম
বিতরেন কৃপাধারা প্রভু সীতারাম।
হেথায় প্রচার শেষে চড়ি তৈলযান
রাত্রি দুইটার পর যান বর্দ্ধমান।
পরদিন ফলভোগ গ্রহণের পর
রাণীগঞ্জ অভিমুখে হন অগ্রসর।
পথে সোমেশ্বর মঠে পদধূলি দান
বেলা প্রায় পাঁচটায় রাণীগঞ্জ যান।
প্রাতঃকাল হতে সবে আছে অপেক্ষিয়া
পুণ্য দরশন লভি জুড়াইল হিয়া।
প্রথমতঃ কৃপা করি দীক্ষাপ্রার্থীগণে
মঞ্চে বসি হন রত প্রণাম গ্রহণে।

যেচে যেচে দয়াময় করুণা বিলায়
মধ্যাহ্নের ভোগ হয় রাতের বেলায়।
ভোগ অন্তে সেই রাতে যাত্রা পুনর্ব্বার
এবার আসানসোল লক্ষ্যস্থল তাঁর।
পৌঁছিলেন সেথা শেষভাগে রজনীর
অগণিত শিষ্যভক্ত তখনও হাজির।
ভিড় হেরি ত্বরা করি উঠি মঞ্চ 'পরে
প্রণাম নিলেন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে।
ভাষণ প্রদান সুরু হল অতঃপর
ঠাণ্ডায় নিরুদ্ধপ্রায় ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।
সেবকে দিলেন ত্বরা পাঠের নির্দ্দেশ
চলে পাঠ ক্রমে রাত হয়ে এল শেষ।
পাঠ অন্তে সুরু হয় মঙ্গল আরতি
স্তবমালা কীর্ত্তনাদি হল যথারীতি।
স্বল্প পরে বার্ণপুরে করেন গমন
সেখানেও ভিড় আর কৃপা বিতরণ।
অপরাহ্নে রাণীগঞ্জে পুনরাগমন
প্রতীক্ষায় রত হেথা শিষ্যভক্তগণ।
সুসজ্জিত যানে লয়ে প্রভুরে সত্বর
শোভাযাত্রা পরিক্রমা করিল শহর।
মুহুর্মুহুঃ ওঠে ধ্বনি কাঁপিয়ে আকাশ—
"ধরমের জয় হোক্ অধর্ম্মের নাশ।"
এ প্রকার পূর্ব্বে আর হয় নি কখন
সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে দেখে নাগরিকগণ।

ধন্য তব অভিনব উদ্ধারণ লীলা!
কত ভাবে কলিজীবে নিত্য উদ্ধারিলা!
ধরণীতে সংস্থাপিতে ধর্ম্ম সনাতন
রাত্রিদিন ক্লান্তিহীন কৃপা বিতরণ।
সে কৃপার কণামাত্র করি অভিলাষ
শ্রীচরণে করে নতি জনার্দ্দন দাস।

***

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৪০

।। ঝটিকা সফর—বাংলা থেকে উত্তরকাশী—১৩৭৮।।

তিরিশে কার্ত্তিক রাতে চড়ি বাষ্পযান
বঙ্গদেশ হতে প্রভু করেন প্রস্থান।
গাড়ীতে কম্বল শয্যা রচি শিষ্যগণ
প্রভুরে অতীব যত্নে করাল শয়ন।
নাম নাহি বন্ধ রহে ক্ষণকাল তরে
প্রভুর নির্দ্দেশে ভোর চারিটার পর
মঙ্গল আরতি হল গাড়ীর ভিতর।
ত্রৈকালিক স্তবপাঠ প্রার্থনা প্রভৃতি
একে একে অনুষ্ঠিত হল যথারীতি।
কাশীধামে পঁহুছিতে হবে বেলা বেশ
প্রভু তাই ফলভোগে দিলেন নির্দ্দেশ।
সেবকেরা করে ত্বরা আদেশ পালন
পূজান্তে সানন্দে করে প্রসাদ গ্রহণ।
সবে মিলে অতঃপর গাহে উচ্চে নাম
স্বল্পকাল মধ্যে এল বারাণসী ধাম।
কাশীর সেবকবৃন্দ আসি অচিরাৎ
শ্রীচরণে ভক্তিভরে করে প্রণিপাত।
ষ্টেশনেতে উপস্থিত যাত্রী সাধারণ
করে এই সুযোগেতে সাধু দরশন।
মুহূর্ত্তের মধ্যে পথ রুদ্ধ হয় ভিড়ে
তা দেখি অচিরে প্রভু এলেন বাহিরে।
তৈলযান আরোহণে অতীব সত্বর
দশাশ্বমেধের দিকে হন অগ্রসর।
বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা করি দরশন
অদূরে গঙ্গার তীরে উপনীত হন।
বজরা প্রস্তুত ঘাটে বৃহৎ সুন্দর
উঠিলেন সঙ্গী শিষ্য সহিত সত্বর।

প্রভুর নির্দ্দেশ মত সহযাত্রীগণ
করে ভাটিয়ালী সুরে সুরু সঙ্কীর্ত্তন।
মহামন্ত্রে চারিদিক মুখরিত করি
চৌযট্টি ঘাটের কাছে পঁহুছিল তরী।
তীরে ভক্ত অগণিত প্রতীক্ষায় রত
শ্রীচরণ দরশন করি পুলকিত।
এ ঘাটের পার্শ্বদেশে আশ্রম নূতন
সত্বর সেথায় প্রভু উপনীত হন।
ভক্তবৃন্দ দলে দলে আসি মহানন্দে
ফুল-ফল-মালা দিয়ে শ্রীচরণ বন্দে।
অখণ্ড শ্রীনাম চলে পুরানো আশ্রমে
হেথাও শিষ্যেরা নাম করে পালাক্রমে।
শ্রীআনন্দময়ী মা'র আশ্রম দর্শনে
পরদিন প্রাতে যান নৌকা আরোহণে।
মাতা এবে আশ্রমেতে নাহি উপস্থিত
আছেন শ্রীগোপীনাথ মহান পণ্ডিত।
মুখ্যতঃ এ শয্যাশায়ী সাধক পণ্ডিতে
এসেছেন হেথা আজি দরশন দিতে।
প্রভুর দর্শন পেয়ে বহুদিন পর
অতিশয় আনন্দিত পণ্ডিত প্রবর।
আরো কতিপয় স্থানে পদার্পণ করে
ফিরিলেন আশ্রমেতে দুইটার পরে।
নিম-ছায়া সুশীতল আশ্রম প্রাঙ্গণে
প্রভুরে বসানো হল উচ্চ কাষ্ঠাসনে।
সাঙ্গ হলে সবাকার পূজা ও প্রণাম
প্রার্থনা করান নিজে প্রভু সীতারাম।
প্রসাদের পর্ব্ব দ্রুত করি সমাপন
তৈলযানে তারিঘাটে করেন গমন।
কাশীতে এলেই প্রভু তারিঘাটে যান
যেথা তাঁর শ্রীগুরুর দেহ অবসান।
তারিঘাট হতে ফিরে পরদিন প্রাতে

পুরানো আশ্রমে যান পাঁড়ে হাবেলীতে।
অখণ্ড শ্রীনাম আদি করি দরশন
অবিলম্বে শিবালায় উপনীত হন।
গঙ্গামাতা নামে খ্যাতা সাধিকা সেথায়
প্রভুরে সত্বর আসি স্বাগত জানায়।
সদলে আশ্রমে তার করি পদার্পণ
'রাধা-কালাচাঁদ' মূর্ত্তি করেন দর্শন।
শীঘ্র আসি আশ্রমের মায়ীরা সকলে
প্রণতি জানায় রাঙা চরণ কমলে।
মাতাজীর মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
প্রভু স্বল্প জল মিষ্ট করেন গ্রহণ।
বৈশাখের মেঘে বারি বর্ষে ছিটে ফোঁটা
গর্জ্জনের কীবা তার ভয়ঙ্কর ঘটা।
আচমনে আড়ম্বর দেখি মনে হয়
খেয়েছেন কতই না প্রভু রঙ্গময়।
কুলকুচা একটানা দীর্ঘক্ষণ চলে
দাড়ি বুক তার ফলে সিক্ত হয় জলে।
মায়ের ইঙ্গিতে এক সেবিকা সত্বর
গামছা আনিতে হয় অতীব তৎপর।
মাতাজীর বস্ত্রাঞ্চল টানি অচিরাৎ
মুছিলেন মুখ প্রভু আর দুই হাত।
সরল শিশুর মত এই আচরণ
মাতৃত্বের স্বীকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
অতঃপর ভ্রমি আরো আশ্রম মন্দিরে
সদলে চৌষট্টি ঘাটে আসিলেন ফিরে।
আশ্রমেতে এসে প্রভু বিলম্ব না করে
গেলেন দ্বিতলে সোজা ছাদের উপরে।
স্থানীয় সেবকদল সাথে বসে সেথা
আশ্রম প্রসঙ্গে হল নানাবিধ কথা।
কহেন প্রসঙ্গক্রমে প্রভু সীতারাম—
"হোথা হতে উঠে যদি আসেন শ্রীনাম

পাঁড়ে হাবেলীর শূন্য আশ্রমেতে তবে
প্রাণহরি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হবে।
আর দেখ্ হেথা বড় নিম গাছ আছে
শুনেছি উত্তম মূর্ত্তি হয় নিম গাছে।
ওটিতে নির্ম্মিত হবে গৌর নিতাই।"
এ শুভ প্রস্তাবে খুশী শিষ্যেরা সবাই।
করিলেন গাত্রোত্থান প্রভু অতঃপর
জনৈক ক্যামেরাধারী হল অগ্রসর।
ক্যামেরার দিকে করি পৃষ্ঠ প্রদর্শন
শুধালেন—"করিস্ কি পেঁয়াজ ভক্ষণ?"
শিষ্য বলে—"অধিক কি বলিব বা আমি
আপনি জানেন সব হে অন্তরযামী
কত কাল আগে বাবা ছেড়েছি পেঁয়াজ
সে কথা স্মরণ নাই ঠিকমত আজ।
এবার দাঁড়ান ঘুরে চশমা-টি খুলে
করুন এ দাসে কৃপা—ফটো নিই তুলে।"
সদয় হলেন প্রভু—ফটো তোলা শেষে
সবার প্রণাম নেন নীচে নেমে এসে।
অকৃপণভাবে চলে কৃপা বিতরণ
দীক্ষা উপদেশ লভি ধন্য বহুজন।
কাশীধামে অবস্থান তিনদিন প্রায়
ভক্তগণ সিক্ত হয় করুণাধারায়।

সড়ক খারাপ বলে যান নাহি চলে
বিমানে বিঠুর যাত্রা হল তার ফলে।
জনা দুই সঙ্গী মাত্র যায় প্রভু সাথে
বাষ্পযান আরোহণে অন্যেরা পশ্চাতে।
বিঠুরেতে তিন দিন শুভ অবস্থান
অতঃপর রাজধানী লক্ষ্ণৌয়েতে যান।
সুপ্রশস্ত বিদ্যালয়ে দর্শনাদি তরে
হেথাকার ভক্তগণ সুব্যবস্থা করে।

অগণিত ভকতের শ্রদ্ধা নিবেদন
সুষ্ঠুভাবে নিত্য তাই হয় সম্পাদন।
রাজ্যপাল শ্রীগোপাল রেড্ডীর আহ্বানে
রাজভবনেতে যান দরশন দানে।
অসুস্থ প্রদেশ পাল রেড্ডী মহাশয়
পুণ্য দরশন লভি পুলকিত হয়।
মহাবীরজীর মূর্ত্তি দরশন তরে
বিচিত্র সংকল্প জাগে প্রভুর অন্তরে।
সমগ্র শহরে যত মূর্ত্তি বিদ্যমান
দেখিলেন ঘুরে ঘুরে নয়ই অঘ্রাণ।
দরশন অন্তে বেলা চারিটার পর
অন্নভোগ গ্রহণের হল অবসর।
তিন দিন হেথা কৃপা বিতরণ শেষে
রাত্রিকালে বাষ্পযানে যাত্রা হৃষীকেশে।
এক দিন হৃষীকেশে অবস্থান করে
তৈলযান চড়ি যান আরও উপরে।
উত্তরকাশীর কাছে ভাগীরথী মঠে
মনোরম পরিবেশে দু'টি রাত কাটে।
ঝটিকা প্রচার পর্ব্ব এখানেই শেষ
পরদিন পুনরায় পুণ্য হৃষীকেশ।
অতঃপর বাষ্পযানে করি আরোহণ
বঙ্গভূমি অভিমুখে প্রতি-আবর্ত্তন।

হরিনাম অবিরাম বিতরণ তরে
শ্রীচরণ বিচরণ দিগ্‌দিগন্তরে।
এমত কি অহৈতুকী কৃপা বিতরণ
ভুলি দেহ আর কেহ করেছে কখন!
পাপীদলে প্রেমবলে টেনে নিতে কাছে
তোমা সম অনুপম দয়াল কে আছে!
এর মত পাপে রত কেবা আছে আর
ও চরণ বিস্মরণ তাই বার বার।

বিষয়ের বিষে এ-র জ্বলে সর্ব্ব অঙ্গ
ত্বরা আসি দুঃখ নাশি কর মোহ ভঙ্গ।
বেলা যায় অসহায় দাস জনার্দ্দনে
কৃপা করি রাখ হরি ও রাঙা চরণে।

* * *

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

যত নাম তত আনন্দ

জপ নাম জপ নাম অবিরাম মন।
পাইবে পরম শান্তি জিনিবে শমন॥